করিত, ও আশিষ্ট প্রতিষ্ঠছিল, প্রগাঢ় গাম্ভীর্য্য শৌর্য্যবীর্য্যে অন্বিতছিল,ওনানাপ্রকার ভয়ঙ্কর কার্য্যসকল সম্পাদন করিতে পারিত, বিনাহারে বহুকাল পর্য্যন্ত তপোধর্ম্মে লগ্নথাকিয়া ভগবদুপাসনা করিয়া কৃতকার্য্য হইত। তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনে বিস্মাপনীয় অদ্ভুতকার্য্যসকল সপন্নহইত। এক্ষণে বর্ত্তমানকলিযুগের মনুষ্য,সত্যাদি যুগের মনুষ্যাপেক্ষা যে কত লঘুহইয়াছে, তাহার পরিসীমাকরাযায়না । কলির প্রথমাবস্থার লোকেরাও অনেক বড় ছিল, শৌর্য্য, বীর্য্য, গাম্ভীর্য্য, ধৈর্য্যোৎসাহ বিশিষ্টছিল, পরমায়ুও এক্ষণকারমনুষ্য হইতে অনেকদীর্ঘছিল। কি হিন্দুস্থান কিইউরোপখণ্ড,সমস্তভূখণ্ডের মনুষ্যই প্রায় ৮০০। ৯০০ শতবৎসর জীবিত থাকিত। ইদানীন্তন সেই সকল কথা প্রায় গল্পের আবরণ মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে,যেহেতু একালে তদ্রূপদীর্ঘজীবী মনুষ্য মাত্রই দৃষ্টিগোচর হয়না। সুতরাংবিবেচনা করিতে হইবে,যে প্রাচীনকাল হইতে ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া অধুনালোকসকল অল্পজীবী হইয়াছে। বিশেষতঃ আরও বিবেচনাসিদ্ধএইহয়,যে যেমন পরমায়ুরহ্রাস হইয়াছে,সেইরূপবল,বুদ্ধি,মেধা,শৌর্য্য,বীর্য্য,উৎসাহ ধর্ম্ম কর্ম্ম, প্রভৃতিরও ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে, ইহা অনুমানের অপেক্ষা করেনা প্রত্যক্ষই দেখাযাইতেছে।

এক্ষণকার নবযুবকেরা স্বীয় স্বীয় মার্জ্জিত বুদ্ধিতে নিশ্চয় অবধারণা করিয়াছেন, যে প্রাচীন কালের অপেক্ষা অধুনাতন মনুষ্যদিগের বিদ্যা বুদ্ধি প্রাগল্ভ বৃদ্ধি অনেক হইয়াছে, একা

রণ পূর্ব্বরীতিপদ্ধতির অনুগামী হইয়া চলিতে কেহই ইচ্ছা করে না। ফলে পূর্ব্বাপেক্ষা অধর্ম্ম কলাপের আতিশয্য প্রযুক্ত প্রচলিত৷ ধর্ম্মচর্য্যার হানিকরাই আধুনিক সভ্যদিগের ইষ্টসিদ্ধি জ্ঞান হইয়াছে। কেন না যাহারা যথেষ্টাচারের একদা যৌনিযুক্ত হয়, তাহারা কখনই প্রাচীনোপাসক ধার্ম্মিকদিগের অনুগমন করিতে চাহে না। প্রাচীন মতে চলিতে হইলে আহার, বিহার, পরিচ্ছদাদি অভিলষিত অনেক বিষয়ে বঞ্চিত হইতে হয়, সুতরাং যথেচ্ছাচারানুরাগী ব্যক্তিরা যথেচ্ছাচারের বশবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্মের সূক্ষ্মাগতির লক্ষ করিতে পারেনা। প্রাচীনধর্ম্মের যত বিরলতা হয়, ততই তাহাদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি হইতে থাকে। কি আক্ষেপের বিষয়? প্রবল কলিযুগ কিবা কৌশলে অজ্ঞানরজনিঃক্ষেপ করতঃ অসাবধানী অল্পদৃষ্টি ভ্রান্তদিগের নির্ম্মল বিবেকনয়নকে অন্ধীভূত করিয়া তুলিতেছে, ইহারা দেখিয়াও দেখিতে পায়না। যেকালে বহুশত বৎসর জীবিত থাকিয়া মানবগণেরা বহুতর বিষয়ের আলোচনায় লোকযাত্রা দর্শন করিয়া ধর্ম্মের ফল নিশ্চয় করিয়া গিয়াছেন, সে কালের মনুষ্যেরা নির্ব্বোধ ছিল। তদ্ব্যতিরিক্ত একালে ২০। ৩০। অথবা ৪০। ৫০। বৎসর ব্যতীত দীর্ঘজীবী নাই, তাহাতে বহুবিঘ্ন সমাকুল, ক্ষুদ্রবুদ্ধি, ক্ষুদ্রসাহস ক্ষুদ্রোৎসাহ মন্দায়ু ব্যক্তিরা সুপণ্ডিত হইয়া প্রাচীন ধর্ম্মের ছিদ্রান্বেষণ করিতে যত্নবান হইয়াছে, হাকাল? তুমিই ধন্য। পূর্ব্বাবধি এই ধরণী মণ্ডলে সর্ব্বদেশেই সকল ধর্ম্ম সমানাকারে পরিণত ছিল, কালক্রমে অধর্ম্ম কলাপের বৃদ্ধি হওয়াতে ক্রমে২

ধর্ম্মচর্য্যারও অন্তর হইতেছে। আদি কালাবধি কলি যুগের প্রায় (৩১৪১) বৎসর পর্য্যন্ত সর্ব্বদেশেই ধর্ম্মচর্য্যা ও ভগবানের উপাসনা কাণ্ড সমান রূপ প্রচলিত ছিল। দেশবিশেষে অনুষ্ঠানের যে কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য হউক্ কিন্তু ফলের বৈলক্ষণ্য মাত্রছিল না।

সকলেই জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্মের আধার স্বরূপ পরমাত্মা সূর্য্যদেবেরআরাধনা করিতেনএবংআরোগ্য ও জ্ঞান প্রাপ্ত্য-র্থে নমস্কার ও অর্ঘ্যদান করিয়াসর্ব্বরোগে পরিমুক্ত হইতেন। এবং অগ্নিকে সাক্ষাৎ দেবমুখও দেবহোতা জানিয়া শাস্ত্রানু সারে ঘৃতাহুতি প্রদান পূর্ব্বক যজ্ঞীয় ফল লাভ করিয়া কৃতা র্থতালাভ করিতেন। এতদ্ভিন্ন শাস্ত্রসিদ্ধ মন্ত্রাবাহন পূর্ব্বক মৃণ্ময়ী বা পাষাণময়ী কি দারুময়ী প্রভৃতি প্রতিমাতে ভগব দুপাসনাকরিয়া স্বীয়২অভীষ্ট লাভকরিতেন, এবংকতং২জনে সেইপ্রতিমা পূজাকরিয়া বৈরাগ্যসমাশ্রয়েপরমাসিদ্ধিকে লাভ করিয়াছেন,সর্ব্বাবতারীচৈতন্যময় পরমেশ্বর এক২রূপে যেঅব তারহইয়া স্বীয় বিশ্বলীলার পুষ্টি করিয়াছিলেন, সর্ব্বদেশেই সেইরূপের ধ্যান ধারণ অর্চ্চনাদিদ্বারাসকলেইপরিত্রাণলাভের প্রয়াস পাইতেন। এবং কতকতলোকে সেই রূপের উপাসনা তেই পরম মোক্ষপদ লাভ করিয়াছিলেন। কোনকোন জ্ঞান পবিত্র ভাগ্যবান ব্যক্তি পরমেশ্বরকে অসীম শক্তি ও অসীম জ্ঞান ও অসীম করুণার আশ্রয় অনির্ব্বচনীয় রূপ জানিয়া, তাঁহার প্রতি প্রীতি ও ভক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক অন্তঃকরণ পরি

শুদ্ধ করণাশয়ে পরম হংস ধর্ম্মাশ্রয় করিতেন। এবং ঐ সন্ন্যাস্যাশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক তীর্থ সেবা ও দেশ পর্য্যটন করিয়া সমুদয় জীবন ক্ষেপ করতঃ পরিণামে পরমধামে গমন করিতেন। কেহবা সংসারাশ্রমে অবস্থিতি করিয়া ন্যায় পূর্ব্বক ধনোপার্জ্জন করতঃ ভগবত্তত্বানুসন্ধানে রত, ও অতীথি সেবা পরায়ণ ও পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ তর্পণ দান ধর্ম্ম নিত্য নৈমিত্তিক দেবকৃত্য যাত্রামহোৎসবাদি ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠানে নিষ্পাপ হইয়া সংসারে থাকিয়াও পরমেশ্বরের পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইরূপ ধর্ম্মচর্চ্চা পৃথিবীর সমস্ত ভাগেই পরিব্যাপ্তছিল। কিন্তু একালে দিনদিন অধর্ম্ম চর্চ্চার বৃদ্ধি হওয়াতে অধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিরা সেই সমুদয় ধর্ম্মকে অলীক জ্ঞান করিয়া থাকে। এবং ধর্ম্মের পথ অতি গহ্বরস্থ, তাহা নির্দ্দেশ করা অতিসুকঠিন। একারণ মন্দোৎসাহ মন্দবুদ্ধি মন্দায়ু মন্দসুখাশক্ত ব্যক্তিরা কহিয়াথাকে," যে উল্লেখিত রূপ সমুদয় ধর্ম্মই মানব জাতির প্রকৃতি মূলক। সমুদয় ধর্ম্মই মনুষ্যদের স্বভাব সিদ্ধ ধর্ম্ম প্রবৃত্তি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, মনুষ্যের অন্যান্য বিষয়ও যেমন ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়াছে, ধর্ম্মওসেইরূপ ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া আসিতেছে,,। হা ? পরমেশ্বর। এই সকল ধর্ম্ম মনুষ্যদিগের প্রকৃতি মুলক হউক্ বা নাহউক্ কিন্তু ধর্ম্মব্যাঘাত সুচক এই সকল বাক্যের আবৃত্তি করা অধার্ম্মিকদিগের যথার্থই প্রকৃতি সিদ্ধ হয়। মনুষ্যের পরমায়ু প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ও যেমন ক্রমেক্রমে

হ্রাস হইয়াছে, ধর্ম্মও সেইরূপ ক্রমেক্রমে হ্রাস হইয়া আসি তেছে। তবে আধুনিক শঠতা মূলক কর্ম্ম কলাপের উন্নতি দেখিয়া অধার্ম্মিকজনে ধর্ম্মের উন্নতি স্বীকার অবশ্যই করিতে পারে? ভারত বর্ষীয় পূর্ব্বতন পণ্ডিতদিগের মনঃ কল্পিত ভুগোল বৃত্তান্ত এবং অধুনাতন ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রস্তুত প্রত্যক্ষ মূলক ভুগোল বিদ্যা উভয়ই মনুষ্য কর্তৃক উদ্ভাবিত বলিয়া অবহুজ্ঞ ক্ষুদ্রবুদ্ধিজনে যে বিবেচনা সিদ্ধ করিয়াছে, সেকথা সুপণ্ডিত দিগের গ্রহণীয়া নহে। কেন না অনির্ব্বচনীয় ঈশ্বরকার্য্যের সম্যক্ অবলোকন করিয়া ভুগোল খগোলাদি আমরা রচনা করিয়াছি যাহারা বলে, তাহাদিগের তুল্য প্রতারক ও জগদ্বঞ্চক সংসারে আর কে আছে? এবং বৈদিক সংহিতা প্রোক্ত চন্দ্র সূর্য্যাদি জড়বস্তুর আরাধনা ও উপনি ষদুক্ত নিরাকার নির্ব্বিকার জ্ঞানময় পরমেশ্বরের উপাসনা, এই উভয়ও মনুষ্য কর্তৃক প্রকাশিত বলিয়া যাহারা স্বীকার করে, তাহাদিগের তুল্য নাস্তিকও দেখিতে পাওয়া যায় না। যেহেতু ভ্রান্ত মনুষ্য প্রণীত এই উভয় বাক্যের বিচার করিতে হইলে, যেমন চন্দ্র সূর্য্যাদি জড় পদার্থের উপাসনা মিথ্যা, সেই রূপ নির্লক্ষ নিরাকার নির্ব্বিকার নিরঞ্জনেরও উপাসনা মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং তাহাদের এই বাক্যের তাৎপর্য্যার্থে ঈশ্বর নাই ইহা আপনিই সুপ্রতীতরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল। এক্ষণ কার কালে তত্ত্বজ্ঞানীগণেরা এবং নবযুবকেরা যতবড় বৈদান্তিক, যতবড় ব্রহ্মজ্ঞানী, এবং যতবড় ঈশ্বরৈকনিষ্ঠ, তাহা শকাব্দা ১৭

৭৭ শকের বৈশাখ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা দেখিলেই বিজ্ঞতমেরা বিবেচনা করিতে পারিবেন। যাহারা বেদ মানেন না, এবং বেদ বাক্যের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন, ও বেদ সংহিতাদি মনুষ্যের আনুমানিক কল্পনা বলেন, সর্ব্ব ধর্ম্ম বহিষ্কৃত জঘন্য পুরুষ দিগের প্রতারণা মূলক বাক্য প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস করেন, এবং তাহাদিগকেই প্রত্যক্ষ দর্শী বলেন, তাঁহারা যে কিরূপ বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ধার্ম্মিক দেশহিতৈষী ইহা পণ্ডিতেরাই বিবেচনা করিবেন ?

আধুনিক নবযুবকেরা ও আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্মীরা প্রাচীন লোক সকলকে ভ্রান্ত এবং কুসংস্কার পাশেবদ্ধ কিবিবেচনায় বলেন, তাহা আমরা নিশ্চয় অবধারণা করিতে পারিলাম না। একালের মনুষ্য গণ হইতে প্রাচীন জনগণকে এই অনুমানে ভ্রান্ত কহিয়া থাকিবেন, যে তাঁহারা সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বজীবানুকম্পক প্রতিজ্ঞা পালক, সরল, অহিংসক কারুণ্য গুণযুক্ত ছিলেন, এবং কৌর্য্য কি শাঠ্য কি প্রতারণা, তাঁহাদিগের হৃদয় মঞ্চে অধিরূঢ় হইতে পারিত না, ও গুরুশাস্ত্রে সর্বাধিক বিশ্বাসছিল, এক্ষণে নবযুবকেরা ঐ ঐ বিষয়ে বিলক্ষণ নৈপুণ্য হইয়াছেন, সুতরাং প্রাচীন বর্গেরা ইহাদিগের নিকট ভ্রান্ত পুরুষ নাহইবেন কেন? এবং যেমন মনুষ্যের ক্রূরতা ও শঠতা ও বঞ্চকতা, ও পিশুনতা, প্রভৃতির উন্নতি হইতেছে। নবযুবকেরাও তদনুযায়ী ধর্ম্মেরও একালে উন্নতি হইতে দেখিতেছেন।

যাহারা যাহারা গুরুশাস্ত্রে অবিশ্বাস করিবে, ও দেব,ব্রাহ্মণ, অতীথিসেবা, দৈব পৈত্র্যকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক মিথ্যা প্রব ঞ্চনা দ্বারা ধনোপার্জ্জনে বিশেষ কৌশলজ্ঞহইবে,এবংবর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বিচার না করিয়া সর্ব্বজাতির সহিত পান ভোজনেই রত হইবে, এক্ষণে নবযুবকদিগের অভিমত সভ্যওঅত্যুত্তম ধর্ম্ম মঞ্চেআরূঢ় হইয়া ইউরোপীয় বিদ্বান সভ্যাদিগের ন্যায় প্রধান ধার্ম্মিক রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে তাহারাই পারিবে। হা ? কাল তুমিই ধন্য 'তোমার বলকে সকল বলহইতে উন্নত দেখিতে পাওয়াযায়।

সমস্ত ধরামণ্ডলস্থ মানব বর্গেই এই হিন্দুস্থানীয় সুসভ্য লোকের ধর্ম্মাচরণ দৃষ্টে পুর্ব্ব কালাবধি সেইরূপ ধর্ম্মাচরণ করিয়া আসিয়াছে। এবংএখন ইউরোপ খণ্ডেরমধ্যেও অনেক লোকতদনুরূপআচরণ করিতেছে,পারসীকেরাঅগ্নি,বায়ু,সূর্য্য, পৃথিবীরপুজাস্তব করিয়াথাকে, এবং আকাশরূপী ইন্দ্রদেবের ও উপাসনাকরে। গ্রীকেরাও সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, পৃথিবীরউপা সনা করে। মিশর দেশীয় লোকেরা জল, অগ্নি, বায়ু, বৃষ রূপীধর্ম্ম, দিবা, রাত্রি, ও ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, প্রভৃ তির আরাধনা করিয়াথাকে। আরব দেশীয় এবং তুরুস্কান্তঃ পাতিয়িহুদী জাতিরাও গ্রহ নক্ষত্রাদির আরাধনায় নিযুক্ত ছিল, রোমদেশীয়েরা অগ্নিকে মান্য করিয়া তাহাতে ঘৃতাহুতি প্রদানদ্বারাগ্রহগণেরআরাধনাকরিত,এখনওপুর্ব্বানুরূপঅনেকা নেক দেবমূর্ত্তিবিশেষের পুজাদি করিতেছে, যেসময়েবৈদিক

জাতিদিগের বেদ সংহিতাই সর্ব্বদেশে মানব বর্গের ধর্ম্মশাস্ত্র ছিল, সে সময়ে বৈদিক জাতিদিগেরন্যায় সমস্তদেশেই দেব দেবী মূর্ত্তির পূজা প্রচলিত ছিল। বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দুর্গা, ধনের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী, বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী, সেনা পতি কার্ত্তিকেয়, বিঘ্ননাশক গণেশ, জ্ঞানদায়ক শিব, মুক্তির অধিষ্ঠাতা বিষ্ণু, মৃত্যুর অধিদেব যমরাজ, জলাধিপ বরুণ, প্রভৃতি দেবতাদিগের পূজাবন্দনাদি করিত, সর্ব্বদেশের লোকেরাই দেবদেবী গণকে অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন জানিয়া স্বীকার করিয়া আসিয়াছে, কেবল অনুরোধে মান্য করিত এমতওনহে, দেবারাধনার ফল প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যক্ষ জ্ঞানে মান্য করিত।

হিন্দুজাতীয়েরা যেমন ইন্দ্রদেবকে সর্ব্বদেবের অধিপতি বলিয়া আরাধনা করেন। গ্রীশদেশীয়েরা জিউস্ বা জুপি টরকে, মিশরদেশীয়েরা এমন, বা অসিরিস্‌কে, যিহুদীয়েরা জিহোবাকে, পারসীকেরা অখণ্ড নভোমণ্ডলকে, সর্ব্বদেবের অধিপতি বলিযা পূজাকরিয়াথাকেন। এইরূপ উপাসনার প্রথা পূর্ব্বাবধি চিরকাল পর্য্যন্ত সর্ব্বদেশেই প্রচলিতা ছিল। এতদ্বিষয়ে কোনদেশেই বিতর্কছিলনা, অনুমান (৩১৪১) বৎসরের পরঅবধি ম্লেচ্ছদেশীয় স্থানেস্থানে সমধিক কলির বলপ্রকাশ হওয়াতে ক্রমশঃ মনুষ্যের মনে অধর্ম্মবীজ বপ্ত হয়, সেই অধর্ম্মবীজ যেমন অঙ্কুরিত হইতে লাগিল, তেমনই তদনুরোধে ক্রমেক্রমে অধর্ম্ম চর্চ্চার বৃদ্ধি

দৃষ্টে সত্য অগ্রেই অন্তর্দ্ধান করিলেন, সত্যের অন্তর্দ্ধানে সত্যান্তরঙ্গ সকলধর্ম্মই তিরোভূত হইতে লাগিল। সুতরাং সত্যেরস্থানে অসত্যের উদয় হওয়াতে অসত্যেরঅঙ্গ পৈশুন্য, খলতা, ঈর্ষা, অসূয়া, প্রতারণা,পরনিন্দা,পরহিংসা,ক্রূরতা,মৎসরতা, দম্ভ অহঙ্কারাদি অধর্ম্মের দলবলেরা সম্পূর্ণ বল প্রকাশ করিয়াছে, সেই অধর্ম্মবংশের বলে আকৃষ্ট হইয়া তদ্দেশীয় লোকেরা পূর্ব্বাচরিত ধর্ম্মাচরণেরপ্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্ব্বক ক্রমেক্রমে পরিত্যাগ করিয়া আসিতেছে। এক্ষণে এইযজ্জীয় দেশে অনেকানেক ম্লেচ্ছের সমাগম হওয়াতে সেই প্রবাহ এদেশেও প্রচলিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। কেননা ধর্ম্ম বর্জ্জিত ম্লেচ্ছাদিগের সংসর্গজন্য কতকগুলিন পামরহিন্দু সন্তানেরাও পূর্ব্বাচরিত স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইতেছে, হউক্, কিন্তু ম্লেচ্ছাদি দেশের ন্যায় এদেশ হইতে এককালীন ধর্ম্মের তিরোধান হইবেক না, শাস্ত্রের ভরসাআছে" লক্ষেষু পুণ্যবানেকো ভবিষ্যতি ততঃপরমিতি ,, লক্ষের মধ্যেও জনেক পুণ্যবান থাকিবেক।

গতবারেরশেষ।

অথযোগসমুচ্চয়।

অথবিচিত্রকুম্ভকেরপ্রথমসূর্য্যভেদনকুম্ভক।

আসনে সুখদে যোগী বদ্ধামুক্তাসনং ততঃ।

দক্ষনাড্যা সমাকৃষ্য বহিস্থং পবনং শনৈঃ।
আকেশাগ্রান্নখাগ্রাদ্বা নিরোধাবধি কুম্ভয়েৎ।
ততঃশনৈঃ সব্যনাড্যা রেচয়েৎ পবনং সুধীরিতি।
ইতিদত্তাত্রেয়ং।

বদ্ধপদ্মাসনকে ত্যাগ করিয়া যোগীব্যক্তি অতিসুখপ্রদ পদ্মাসনস্থ হইয়া পিঙ্গলা নাড়ীতে অর্থাৎ দক্ষিণ নাসাতে সুষুম্নাস্থ বায়ুকে অল্পে অল্পে আকর্ষণ করতঃ আকেশ, আনখাগ্র রোধ অবধি কুম্ভক করিবেক। অনন্তর বামনাসিকাতে অল্পেঅল্পে বায়ুকে রেচন করিবেক, ইহারনাম সূর্যভেদন কুম্ভক।

সূর্য্যভেদনকুম্ভকেরফল।

কপাল শোধনং বাত দোষঘ্নং ক্রমিদোষহং।
পুনঃপুনরিদং কার্য্যং সূর্য্যভেদন মুত্তমং।

সূর্য্যভেদন কুম্ভকে তালুমূল শোধন হয়, এবং বাতদোষ ও ক্রমি দোষের হরণ হয়, অর্থাৎ বায়ুজন্য কি ক্রমিজন্য কোনপীড়া জন্মিতে পারে না, একারণ, এ কুম্ভকের নাম কপাল শোদন, বাতঘ্ন ও ক্রমিঘ্ন কহেন।

অথউড়ডাখ্যকুম্ভক।

মুখংসংযম্য নাসাভ্যাং চাকৃষ্যপবনং শনৈঃ।
যথালগতি কণ্ঠাস্তে হৃদয়াবধি সস্বনঃ।
পূর্ব্ববৎ কুম্ভয়েৎ প্রাণং রেচয়েদিড়য়াততঃ।
ইতিদত্তাত্রেয়ং।

উড্ডাখ্য কুম্ভকে মুখমার্গ নিরোধ করতঃ নাসিকাদ্বয়ে অল্পেঅল্পে

বায়ুকে আকর্ষণ ও অপকর্ষণ করিবেক, যেপর্য্যন্ত হৃদয়াবধি কণ্ঠপর্য্যন্ত স্থানদ্বয় মনোহর শব্দযুক্ত নাহয়, তাবৎ কুম্ভক করিবেক। এই কুম্ভকের ক্রম, পূর্ব্ববৎ দক্ষিণ নাসিকাতে আকর্ষণ, বাম নাসিকাতে রেচন করিবেক॥

অথউড়্ডাখ্যকুম্ভকেরফল।

শ্লেষ্মারোগহরং চৈতদনলৈর্দীপ্ত বর্দ্ধনং।
নাড়ী জলোদরাধাতু গণ্ডদোষ বিনাশনং।

এইউড়্ডাখ্য কুম্ভকে শ্লেষ্মাজাত রোগমাত্রবিনাশ হয়। একুম্ভকে দীপ্তাগ্নিকে বর্দ্ধন করিয়ারাখে, সেইঅগ্নিজ্বালাতে সমস্ত শ্লেষ্মার শোষণ হয়। জলোদরানাড়ী ওধাতুর শুদ্ধিহয়, এবং *গণ্ডাদিরোগেরও বিনাশ হয়॥

অথশীৎকারকুম্ভক।

শীৎকারঞ্চ সদাবক্ত্রে ঘ্রাণেচৈব বিজৃম্ভকং।
এব মভ্যাসযোগেন কামদেবো দ্বিতীয়কঃ॥

ইতিদত্তাত্রেয়ং।

শীৎকার কুম্ভকে সর্ব্বদা বদনে এবং নাসিকাতে শীৎকার হয়, ইহার পুনঃপুনঃঅভ্যাস করিলে সাধক সাক্ষাৎ দ্বিতীয় কামদেব তুল্যহয়। ইহাতে পূর্ব্ববৎ পূরক কুম্ভক রেচক অভ্যাস করিতে হয়। ৩।

অথশীৎকারকুম্ভকের ফল।

যোগিনী চক্রমাসাদ্য সৃষ্টি সংহার কারকঃ।

---

* গণ্ডাদিপদেস্ফোটক পাঁচড়া প্রভৃতিরোগ।

ন ক্ষুধা ন তৃষা নিদ্রা নৈবমূর্চ্ছাপ্রজায়তে ॥
ভবেৎ স্বচ্ছন্দদেহশ্চ সর্ব্বোপদ্রব বর্জ্জিতঃ ।
অনেনচ বিনাসত্যং যোগীন্দ্রো ভূবিমণ্ডলে ।
রসনাতালু মূলেন যঃপ্রাণং সততা পিবেৎ ।
যত্নাদূর্দ্ধং ভবেৎ সিদ্ধিঃ সর্ব্বরোগ ক্ষয়োভবেৎ ॥

শীৎকার কুম্ভকাভ্যাসে যোগিণীচক্রকে সম্প্রাপ্ত হইয়া সাক্ষাৎ সৃষ্টি সংহারকত্ব ক্ষমতাজন্মে। এবংক্ষুধা,কি তৃষ্ণা,বা নিদ্রা,ওমূর্চ্ছাদিজন্মে না। সর্ব্বরোগোপদ্রব বর্জ্জিত স্বচ্ছন্দ দেহহয়। ইহার অভ্যাসবিনা পৃথিবীতলে যোগীন্দ্র সংজ্ঞা লাভ করিতে পারে না। অভ্যাস কালে তালুমূলে যত্ন পূর্ব্বক রসনাকে লইয়া পূরক কুম্ভক রেচক দ্বারা প্রাণবায়ুকে সততপান করিবেক। ইহাঅতি যত্নসাধ্য,অভ্যাস করিতে পারিলে সর্ব্বরোগ ক্ষয়হয়, এবং সমস্ত সিদ্ধিলাভহয়।

গতবারেরশেষ।

সন্দেহনিরসন।

ভাক্তজ্ঞানীর প্রশ্ন। হে ব্রহ্মন্! আমাদিগের ব্রহ্ম সভার সভ্যগণেরা কলিকাতার ব্রহ্মসভার উপাচার্য্যদিগের বক্তৃতায় দৃঢ়বিশ্বাস করিয়া থাকেন, যে রূপ নাম মিথ্যা, বেদে যে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদির নাম ও রূপ বর্ণন করিয়াছেন, সে শুদ্ধ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কে রূপকচ্ছলে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব বলিয়া বিখ্যাত করেন। তাহা তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকেরা শকাব্দা ১৭৬৯ শকে তত্ত্ববোধিনী পত্রে বিলক্ষণ যুক্তিসজ্জা করিয়া লিখিয়াছিলেন, তাহাতেই আমাদিগের প্রতীতি হইয়াছিল, যে এসকল যথার্থইবটে॥

" ঈশ্বরের পালন কর্ত্তৃত্ব গুণ বিষ্ণুশব্দে উক্ত হইয়াছে। এবং তদনুসারে তাঁহার অবয়ব কল্পনা হইয়াছে। ০০০। ও বিষ্ণু প্রধান পুরাণাদিতে পরব্রহ্মরূপে বর্ণন করিয়া অপূর্ব্ব নিত্য শরীরী বলিয়া তাঁহাকে উক্ত করিয়াছেন (যথার্থতঃ) বিষ্ণু শব্দের প্রকৃতঅর্থ " ব্যাপনশীল ,, এইহেতু বেদেতেনানাস্থানে ব্রহ্মের বিশেষণ রূপে বর্ণন করিয়াছেন (বিষ্ণুপুরাণ প্রণীত) যে বিষ্ণুর অস্ত্র এবং ভূষণ তাবৎ বিশ্বের স্বরূপ মাত্র, সেই অস্ত্রাদি ধারণ ছলে তিনি তাবৎ সংসারকে ধারণ করিতে ছেন। জগতের আত্মাস্বরূপ কৌস্তুভমণি,প্রকৃতি স্বরূপ শ্রীবৎ সচিহ্ন, বুদ্ধি স্বরূপাগদা, অহংকার স্বরূপ শঙ্খ, চক্র স্বরূপ অন্তঃকরণ, ইত্যাদি,,

পরমহংসের উত্তর। অরে অবোধবালক! তোমাদিগের বোধকিছুমাত্র নাই,সর্ব্বব্যাপীত্ব ও পালন কর্ত্তৃত্বগুণবিষ্ণুশব্দেযদিউক্তহইয়াথাকে বাস্ত বিক শরীরী না হয়, তবে তাহাতে এইআপত্তি উপস্থিত হয়, যে নিরা কার গুণকে করপাদাদ্যবয়ব বিশিষ্ট শস্ত্র ধারী রূপে বর্ণন করিবার তাৎ পর্য্য কি ? চক্ষুরাদির নিতান্ত অগ্রাহ্য শরীরোপকরণ অশরীরী যে মন, তাহার বোধের নিমিত্তে শরীরীরূপে কোনগ্রন্থকর্ত্তাই বর্ণন করেননাই। কেননা নিরবয়ব রূপ বর্ণনাতেই তাহা সুন্দর বোধগম্যহইতেছে। অত এব লৌকিক বোধের নিমিত্তেনিরবয়ব গুণাদির অবয়ব কল্পনাযুক্তিসিদ্ধ নহে,কারণ বস্তুর অভাবে বস্তুন্তর বর্ণন অসম্ভাবিতহয়। -যরূপ রজ্জুসত্বে সর্পভ্রমোৎপন্ন হয়, বিনারজ্জুতে সর্প ভ্রম হইবার অত্যন্তাভাব,- যেহেতু রূপব্যতীত রূপান্তর কল্পনা সঙ্গত হয়না। - তোমারা যে কহ ঈশ্বর নিরাকার, দ্বিতীয়তঃ তাঁহার গুণ নিরাকার, তৃতীয়তঃ, তাঁহারইচ্ছা ও শক্তি ও নিরাকার,তবে তাঁহার অনন্তকার্য্য এই বিশ্ব নিরাকার রূপে

প্রতিষ্ঠিত কেন না হয়? যদিস্যাৎ এইসংসারকে মায়িক কহ, তথাপি সাক্ষাৎ দর্শনের বৈলক্ষণ্য নাই। তদ্রূপ ব্রহ্মাদির শরীর মায়িক হইলে ও মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী মানা করিতে হইবে,নচেৎ-গুণ ও শক্তি ও ইচ্ছা আধার ব্যতীত পৃথকরূপে কিপ্রকারে সংস্থিত হইতে পারে? যদিবল নির্ব্বোধের চিত্তস্থিরের নিমিত্তে শাস্ত্রে ভগবদ্রূপের কল্পনা করিয়াছেন, বাস্তবিক নহে। উত্তর, ইহাই যদি যুক্তিসিদ্ধ হয়, তবে বহু শির কর চরণাদি বিকৃতাকারে নানাবিধ রূপ কল্পনা করিবার কারণ কি ছিল? শুদ্ধ মনুষ্যাবয়ব এক রূপ কল্পনা করিলেই চিত্তস্থির হইতে পারিত, নানাবিধ রূপ ভাবনা দ্বারা চিত্তের স্থিরতা নাহইয়া বরং চাঞ্চল্য প্রযুক্ত ঘোরান্ধকারে পতিত হইবারই সম্ভাবনা। অতএব রূপ কল্পনামিথ্যানহে, গ্রন্থের সূক্ষ্ম ভাবার্থ গ্রহণ নাকরিষা বিষ্ণুপুরাণীয় বিরাটরূপী বিষ্ণুর শরীর বর্ণন দৃষ্টে তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকেরা যে তাৎপর্য্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন, তাহাকোনমতেই যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না। কেননা বুদ্ধি, মন, অহংকার স্বরূপ গদা, চক্র, শংখাদি বিশিষ্ট বিরাট বর্ণন দ্বারা বিষ্ণুর ভুষণাস্ত্রের প্রশংসামাত্র করিয়াছেন, কলিতার্থ তন্নিমিত্ত প্রকৃত রূপের খণ্ডন করিবার তাৎপর্য্য নহে, যথা।

" চলস্বরূপমত্যন্ত অবেনান্তরিতানিলং।
চক্রস্বরূপঞ্চ মনোধত্তে বিষ্ণু করস্থিতং।
ইতিবিষ্ণু পুরাণং।

বায়ুর অপেক্ষাও বেগবান চঞ্চল মনঃ স্বরূপ সুদর্শন চক্রহস্তেতে ধারণ করেন॥,,

এস্থলে মনই যে সুদর্শনচক্র ইহা কোনমতে যুক্তি সিদ্ধ হয়না। মনের সদৃশ বেগ বর্ণনা মাত্র, বস্তুত চক্রাস্ত্র মিথ্যা নহে, তাহাহইলে যেসকল শাস্ত্রের প্রমাণ ধৃত করিয়াছেন সেই সকল শাস্ত্রেই দোষপড়ে, যথা। "কৃত্বাচক্রেণ বৈছিন্নে জঘনে শিরোসী তয়োরীতি,, মধুকৈটভ নামে অসুরদ্বয়কে আত্ম জঘনে রাখিয়া চক্রদ্বারা মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন,

অতএব চক্র অস্ত্র বিশেষ নাহইয়া যদ্যপি মনই হইত, তবে চক্রদ্বারা তাহারদিগের মস্তকচ্ছেদন করা কি প্রকারে সম্ভব হয়, এবং কালনেমী, মধু, মুর, নরক, শিশুপালাদির মস্তক ঐ চক্রদ্বারাই ছেদন করেন, ইহা সকল পুরাণেই ব্যক্ত আছে, এইরূপ অন্যান্য ভূষণাস্ত্রাদির প্রমাণ স্পষ্ট রূপে লিখিত আছে সেসকল বাহুল্যরূপ প্রকাশে প্রয়োজনাভাব, অন্ন পচন ন্যায় এক দৃষ্টান্তেই সকল অনুভব করিতে পারিবেন, প্রশংসা বচন দৃষ্টে স্বরূপার্থখণ্ডন হইতে পারেনা।

গতবারেরশেষ।

অথশিবলিঙ্গাখ্যান।

দেব্যুবাচ। শম্ভুরদ্যতনো বালঃ কিং মাং সন্তোষয়িষ্যতি।
মমযোগ্যং পুমাংসন্তু অন্যং বৈ পরিকল্পয়। ইতি।
নারদপঞ্চরাত্রং। ৩।

দেবতাদিগের স্তবেতুষ্টাহইয়া দেবী কহিলেন, যে ইদানীং মহাদেব বাল্যাবস্থায় আছেন, তিনি আমার কি সন্তোষ জন্মাইবেন, অতএব আমার যোগ্য অন্য পুরুষান্তরকে কল্পনাকরহ॥

ব্রহ্মোবাচ। শম্ভুঃ সর্ব্বগুরুর্দেবো হ্যস্মাকংপরমেশ্বরঃ।
মহাসত্ত্বো মহাতেজাঃ সতে তোষং করিষ্যতি।
শম্ভুতুল্যঃ পুমান্নাস্তি কদাচিদপি কুত্রচিৎ॥

দেবীবাক্য শ্রবণানন্তর ব্রহ্মা কহিলেন। হে দেবি। দেবাধিদেব মহাদেব শম্ভু, যিনি সকলের গুরু, আমাদিগের পরমেশ্বর, শম্ভুরতুল্য কোন পুরুষ নাই, মহাসত্ত্ব, মহাতেজস্বী, তিনি তোমার সন্তোষ জন্মাইতে পারিবেন।

ইত্যুক্ত্বা ব্রহ্মণা দেবী বাঢ়মিত্যাহ চেশ্বরী।
দক্ষায় দর্শনং দত্ত্বা উবাচ উচ্যতাম্বর ইতি।

ব্রহ্মাকর্ত্তৃক এইমাত্র উক্ত হইলেপর, মহেশ্বরীদেবী তথাস্তু বলিয়া দক্ষের নিকট দর্শন দিয়া কহিলেন, তুমি অভিলষিত বর যাচঞা করহ।

দক্ষোঽপি দৃষ্ট্বা তাং দেবীং খড়্গকর্ত্তৃধরাংপরাং।
খর্ব্বাং লম্বোদরীং ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতকটিস্থলীং॥
নীলোৎপল কপালাঢ্য করযুগ্মাং বরপ্রদাং।
কৃতকৃত্য মিবাত্মানং মেনে দক্ষঃ প্রজাপতিঃ॥

দক্ষও পরাৎপরা পরমেশ্বরী দেবী কর্ত্তৃ খড়্গহস্তা, এবং বামনা, লম্বোদরী, ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরীধানা, নীলপদ্ম কপাল ধারিণী, বরপ্রদায়িনী দেখিয়া আপনাকে কৃতকৃত্যজ্ঞান করিলেন॥

দক্ষউবাচ। যদি মে বরদাসিত্বংদেবানামপিবাঞ্ছিতং।
মদীয় তনয়াভূত্বা শঙ্করং কিলমোহয়॥ ইতি॥

জগদম্বাকে বর প্রদা দর্শন করিয়া, দক্ষ কহিলেন, হেমাতঃ! যদিআমার প্রতি পরিতুষ্টা হইয়াছেন, তবে আমার দুহিতা হইয়া ব্রহ্মাদি দেবতার বাঞ্ছিত মহাদেব শিবকে মোহযুক্ত করহ।

তথেত্যুক্ত্বা জগদ্ধাত্রী অন্তর্দ্ধানং গতাতদা।
দেবতাশ্চ ততোনত্বা যত্রতেপে তপোহরঃ।
সস্ত্রীকাঃ পরমাত্মানং উপতস্থুর্জগৎপতিং॥
প্রণেমুস্তুষ্টুবু র্ভক্ত্যাপ্রাহুর্গদ্গদভাষিণঃ॥

তথাস্তু বলিয়া জগজ্জননী অন্তর্দ্ধান হইলেন। অনন্তর দেবতারা দেবীকে নমস্কার করিয়া হিমালয়ে যে স্থানে সদাশিব তপস্যা করিতেছিলেন

সেইস্থানে আপন আপন স্ত্রী সঙ্গে দেবতারা গিয়া তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিলেন। দণ্ডবৎ ভূমিতলে পতিত হইয়া পরমাত্মা শিবকে প্রণাম করতঃ গদ্গদ বাক্যে স্তুতিও করিতে লাগিলেন॥

সম্পাদকেরআত্মনিবেদন।

সর্ব্ব সাধারণ নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পাঠক ধার্ম্মিক গণের প্রতি নিবেদন। বিগত বর্ষীয় চৈত্রের ষড়্বিংশতি দিবসে সহসা অস্মৎশরীরে জ্বররোগের আবির্ভাব হয়, তজ্জন্য অসামান্য যন্ত্রণাপ্রায়অষ্টাহপর্য্যন্তভোগহইয়াছিল,সেইতুরন্তঅশান্তকালান্তক যম প্রায়জ্বর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া কৃতান্ত সদন যাত্রারই উপক্রম করিয়াছিলাম। সেইকালেই ইহাবিবেচ্য হইয়াছিল, যে আমাদিগের নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পাঠক ধার্ম্মিক গণের নিকট বিদায় যাচিঞা করি, যেহেতু এইমহানগরীমধ্যে তদ্ব্যতীত আমাদিগের বন্ধু আরনাই,যদি এইমুমূর্ষু কালে তাঁহারা স্বীয় মহত্ব প্রতি দৃষ্টিপাত করতঃ মুমূর্ষু কালীন সাম্পরায়িক কর্ম্মকরাইয়া ভীষ্মজননীতীরে শয়ন করাইতে পারেন,তবেই তাঁহার দিগের যথোচিত বন্ধুকার্য্য করা সম্পন্ন হয়। এবং আমিও তাহাদিগের কৃপায় অসীম গম্ভীর ভবপাথোধি সলিল সন্তরণকরতঃপরাৎপর পরমধামপ্রাপ্ত হইতে পারি। এইচিন্তা হৃদিলগ্ন মাত্র হইয়াছিল, কিন্তু পরমায়ুর পরিক্ষয়াভাবে বালিনিবাসী ভিষক্‌বর শ্রীলশ্রীরামকমল সেনগুপ্ত,অতিবিচক্ষণ সুচিকিৎসক,এবং শ্রীলশ্রীহারাধন গুপ্ত বিদ্যারত্ন ভিষক্ চূড়া

যদি এইউভয়ব্যক্তি একত্রমিলিত হইয়া যথাশাস্ত্র চিকিৎসা করিয়া প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তনুজভবন গমন পথেকণ্ঠক দিয়া মদীয় যথাস্থানে জীবনাধান করিয়াছেন। এক্ষণে এতন্নগরী মধ্যে সুপণ্ডিত সুধার্ম্মিক বৈদ্য, ইহাঁদিগের অপেক্ষা দৃষ্টিগোচর হয় না।

অনন্তর, দেহধারণ করিতে হইলে শরীরধর্ম্মে যে কতপ্রকার রোগ ভোগ করিতে হয়। তাহার পরিসীমা করাযায়না, এবং গ্রহদেবতারাও জীবশরীরে ভোগ করতঃ কতপ্রকার প্রণালীতে যে দুঃখপ্রদান করেন তাহাও কহিয়া পর্য্যাপ্তি হয় না। সর্ব্বাশ্চর্য্যময় কলিযুগেরও আশ্চর্য্য ক্রিয়া, নিরন্তর ধর্ম্মানুষ্ঠানে রতব্যক্তিকে যে কতপ্রকারে উপদ্রুত করেন, তাহাও বাক্য মনের অতীত। উল্লিখিতজ্বরদাহের শান্তি না হইতে হইতেই অকস্মাৎ বামপাদের প্রপদোপরি গ্রন্থিস্ফীত হইয়া সুদারুণ যন্ত্রণাজালে আবৃত করিল, অতন্দ্রিত অহোরাত্র মধ্যে শর্ম্ম লাভ করিতে পারিনাই, এবং তদ্যন্ত্রণানলে জ্বরোচ্ছিষ্ট ক্ষীণ কলেবর নিরন্তর দন্দহ্যমানহইতে লাগিল,যখন অত্যন্তরূপে জ্বালামালা বেষ্টিত হইয়া ধরণীতলে লোলুণ্ঠিত হইতে লাগিলাম,তখন নিতান্ত জীবিতাশায় ক্ষান্তহইয়া কৃতান্ত ভয়বারণ জগত্তারণ চিদ্ঘন শান্ত একান্ত রাধাকান্তকে হৃদয়ান্তে স্মরণ করিয়া বিগলিত যুগল নয়নের বারিধারাকে নিবারণ করিয়াছিলাম। এতদবস্থাপন্ন হইয়া বর্ত্তমান বর্ষীয় বৈশাখ মাসের অষ্টমদিবস পর্য্যন্তঅতিবাহন করাতে ঐ দুষ্টব্রণ সুপক্বহইয়া

উঠিল, তৎকালে যে যন্ত্রণাভোগহয়, তাহা মনেই আছে, মুখে কহিবার সাধ্য হয়না। তদ্দৃষ্টে পরমবন্ধু ও দয়ালু পরহিতৈষী কারুণ্যাদি গুণশালী শ্রীরামপুর নিবাসী শ্রীলশ্রীযুক্তবাবু রমানাথ গোস্বামী মহাশয় ও কলিকাতা বড়বাজার নেবুতলা নিবাসী শ্রীলশ্রীযুক্ত বাবুজয়গোপাল বসাক মহহাশয, সুভৃশ কাতর হইয়া মনেমনে আমার জীবন প্রত্যাশাত্যাগ করিয়াও বাক্যেতে আমাকে বিস্তরআশ্বাস করেন,যে কবিরত্ন মহাশয় আমরা বিদ্যমান থাকিতেআপনার কোন চিন্তার বিষয় নাই। যথাবিহিত বিধানে ইহার চিকিৎসা করাইব। অনন্তর পর দিবসেসুধন্য বদান্য মান্যবংশ প্রসূত উল্লেখিত বাবুরমানাথ গোস্বামী দর্জ্জীটোলা নিবাসী শ্রীযুক্তবাবু বিশ্বনাথ গুপ্তডক্তর মহাশয়কে সমভিব্যাহার করতঃ অস্মৎ সন্নিধানে আগমন করেন,গুপ্ত মহাশয়অতিসুধীর গভীরবুদ্ধি, বিচক্ষণ চিকিৎসা শাস্ত্রে কৃতবিদ্য, মহানুভাব ডক্তববর ঐ ব্রণপ্রতি সুতীক্ষাস্ত্র ভেদন করতঃ একসের পরিমিত পূযনির্গত করিলেন। তৎকালে ঐ ক্ষতমুখএমত বিশাল দেখাগেল, যে প্রকৃতত্রকটী তরুবরের কোটর ন্যায়, তদ্দৃষ্টে সকলেই বিস্ময় সাগরেনিমগ্ন হইলেন, কিন্তু বিশ্বনাথ বাবু হাস্যমুখে কহিলেন যে চিন্তা কি? যদিও অসাধ্য রোগ বলিয়া তোমাদিগের বোধ হইয়াছে, কিন্তু আমি এক্ষণে উহাকে সুখসাধ্য বলিয়া জানিতেছি। ইহাকহিয়া বিস্তর ভরসাদিয়া গেলেন, পরে আমার পরম প্রিয়তম বন্ধু শ্রীযুক্ত ডক্তর রামধন পাল মহাশয় অতিবিচ

ক্ষণ আমার পীড়িতের সম্বাদ পাইয়া শীঘ্রতর আগত হইয়া অস্মদবস্থা দেখিয়া বিস্ময় সাগরে মগ্ন হইয়াগেলেন। আর কহিলেন,হায় ?এসংবাদআমাকে পূর্ব্বেকেন না কহিয়াছিলেন, আমিজানিতেপারিলে ঝটিতিআরোগ্যহইতেপারিতেন,এক্ষণে কিঞ্চিৎ দিন ক্লেশ পাইতে হইবে, যাহা হউক্ " কৃতস্য করণং নাস্তি ,, ইহাকহিয়া তিনিও নানাপ্রকার ঔষধি প্রদানে নানা প্রণালীর অনুগামী হইয়া চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। বাবু বিশ্বনাথ গুপ্ত মহাশয়ও একাহান্তর আসিতেন, তাঁহারও যত্ন যাহাতে ঝটিতি আরোগ্য হই, শ্রীযুক্তবাবু রমানাথ গোস্বামী মহাশয়ও নিয়ত তত্ত্বাবধারণ করিয়া ছিলেন। শ্রীযুক্তবাবুবিশ্বনাথ গুপ্ত ডক্টর ও শ্রীযুক্তবাবু রামধন পাল ডক্তর এই দুইজনের পরমানুকম্পকতা ও দয়ালুতা ও সুজনতার অনুবর্ণন করিতেপারিনা, ইহারাআমারপরম বন্ধু, যদিওসার্দ্ধৈকমাস শয্যাতলশায়ী হইয়াছিলাম বটে, তথাপি কেবল ইহাদিগের চিকিৎসা নিপুণতাতে এবার অসীম দুঃখার্ণব হইতে নিস্তীর্ণ হইয়া কুলদর্শন করিয়াছি। এক্ষণেনিয়ত আশীর্ব্বাদ করিতেছি, যে শ্রীলশ্রীযুক্তবাবু রমানাথ গোস্বামী মহাশয়কে এবং শ্রীল শ্রীযুক্তবাবু জয়গোপাল বসাক মহাশয়কে ভগবান সুদীর্ঘজীবী ও ধন জনাদিতে যুক্ত করিয়া রাখুন। ও শ্রীযুক্তবাবু বিশ্বনাথ গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত বাবুরামধন পাল মহাশয়কে অনাথৈকনাথ গোবিন্দ দীর্ঘজীবী ও সর্ব্ব সুখৈশ্বর্য্য যুক্ত করুন্।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণ প্রতি বিজ্ঞাপন করিতেছি, যে সন১২৫৪সাল ও সন১২৫৫সাল ও সন১২৫৬সাল ও সন১২৫৭সাল ও সন১২৫৮সাল ও সন ১২৫৯সাল ও সন১২৬০সাল ও সন১২৬১সাল ও সন১২৬২ সাল ও সন ১২৬৩ সাল ও সন ১২৬৪ ও ৬৫ সাল এই দ্বাদশ বৎসরের নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রের দ্বাদশ খণ্ড পুস্তক প্রস্তুতআছে, মুল্য নিরূপণ প্রতিখণ্ডে ৬ মুদ্রা যাহার গ্রহণেচ্ছা হইবেক তিনি পাতরঘাটার মণ্ডল ইষ্ট্রীটে ১২ সংখ্যক বাটীতে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রালয়ে অথবা পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুক্তবাবু শিবচরণ কাবকরমার বাটীতে মুল্য প্রেরণ করিলেই পাইতে পারিবেন।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক

বিজ্ঞাপন।

ব্যবস্থাসর্ব্বস্ব।

সর্ব্বলোকের বিদিতার্থ প্রকাশকরিতেছি, যে স্মৃতিশাস্ত্রাদি হইতে সংগ্রহকরিয়া উপরিউক্তপুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করাগিযাছে, তাহাতে সংক্ষেপতঃ প্রায়শ্চিত্ত অশৌচ তিথি দায় এবং উদ্বাহ উপনয়নাদি সংস্কার আবিহিত বর্ণিতআছে, মুল্য ১ একমুদ্রা, যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হইবে তিনি পাতরঘাটা মণ্ডলইষ্ট্রিটে ১২ সংখ্যকভবনে মুল্য প্রেরণকরিলে প্রাপ্তহইতে পারিবেন।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণ জনগণ প্রতি নিবেদন করিতেছি যে পূর্ব্বে ৺ বাবু নন্দলাল ঠাকুরের সহিত ৺ রামমোহন রায ধর্ম্মবিষয়ক বিচার করিযাছিলেন, তাহাতে ৺ বাবু নন্দলাল ঠাকুরের কৃত "পাষণ্ডপীড়ন,, ৺রামমোহন রাযের কৃত " পথ্যপ্রদান ,, এই দুই পুস্তক প্রচারিত হয, তাহা অনেকেই দেখিয়াছিলেন, উভয় পুস্তকের সঙ্গতাসঙ্গত বাক্যবিন্যাসের বিচার করণার্থে অস্মৎ কর্ত্তৃক " বিবাদভঙ্গার্ণব ,, নামে যে পুস্তক বিরচিত হইয়াছিল, তাহা সম্প্রতি মুদ্রাঙ্কিত করাগিযাছে, যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হইবেক, তিনি পাতরিযাঘাটার মণ্ডলইস্ক্রিটে ১২ সংখ্যক ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রালযে (৸৹) দ্বাদশ আনা পরিমাণে মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন॥

পুনশ্চ বিবাদভঙ্গার্ণব পুস্তকে" পাষণ্ড পীড়ন,, পুস্তক ৺ বাবু নন্দলালঠাকুরেরকৃতলেখাগিযাছেএইঅভিপ্রাযে যে তাহাতেতাঁহার সংপূর্ণ যত্ন ও আনুকূল্য করা হইযাছিল, এবং সে বিষযের মূলই ৺ বাবু নন্দলালঠাকুর, তাঁহার অনুমতিতে ৺ কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয রচনা করেন, ইহাও বিজ্ঞাপনার্থে অত্র পত্রিবাতে প্রকাশ করিয়া লিখিলাম।

শ্রীনন্দকুমার শর্ম্মা।

শ্রিযা নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
কৃতাজনহিতার্থায নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

☞ এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটীহইতে বণ্টন হয়,

---

কলিকাতা পাতুরিয়াঘাটা মণ্ডলইস্ক্রিটে ১২ সংখ্যক ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিতা হইল॥

৩ কল্প ১৬ খণ্ড

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৪ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৮১ সন ১২৬৬ সাল ৩১ জ্যৈষ্ঠ।

সংস্কার পরিবর্ত্তন।

আদিকালাবধি সমস্ত ভূমণ্ডলেই রূপনামবিশিষ্ট পরমেশ্বরের উপাসনার প্রথা প্রচারিতাছিল। কেননা, অনির্ব্বচনীয় নির্ব্বিকার নিরীহ নিরঞ্জন পরমাত্মার স্বরূপ তত্ত্ব জানিতেশরীর ধারী মাত্রেই অক্ষম। সুতরাং সাধকদিগের হিতার্থে ভগবান

একএক রূপে অবতার হইয়া কৃতার্থ করিয়াছেন। যেহেতু সগুণোপাসনায় নিষ্ণাত ব্যক্তির নির্গুণতা লাভ হয়। পূর্ব্বে ম্লেচ্ছাদি দেশকেসর্ব্ব ধর্ম্ম বহিষ্কৃত করিয়া সগররাজা পিতৃশত্রু গণকে সেইদেশেই বাস করিতে দিয়াছিলেন।-এবং "চক্রে চ বিবিধান্ বেশান্ বস্ত্রৈর্নানা বিধৈরপি ,, তাহাদিগের বিবিধ বেশ ও শ্বেতলোহিত নীলবর্ণাদি মিশ্রিত নানাপ্রকার বস্ত্র করিয়াদেন, আর " ধর্ম্মং জঘান তেষাংবৈ গুরোর্ব্বাক্যং নিশ ম্যচ। ইতি।,, বশিষ্ঠদেবের বাক্য শ্রবণকরিয়া তাহাদিগকে বেদোদিত ধর্ম্মে বহিষ্কৃত করেন, অর্থাৎ বেদব্রাহ্মণ বর্জ্জিত করেন। সুতরাং তাহারা তদবধি সর্ব্বধর্ম্ম বর্জ্জিত পশুবৎ অরণ্য প্রদেশে বাস করিত, কেবল আহার নিদ্রা ভয় মিত্রতাদি বোধছিল। এবং মনুষ্যত্বের প্রতি কারণ ব্যক্তধ্বনি ও অর্থপরি গ্রহ করা ছিল। নচেৎ যথার্থই পশুপ্রায় যথেষ্টাচার করিত। কোনশাস্ত্র কি কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান, বা কোন দেবতার উপাসনা করিত না। ক্ষুধারকালে আহার, শৌচেরকালে মল মূত্রাদির উৎসর্গ করিত, সদাচার কাহাকে বলে তাহা জানিত না, আর কোন নিয়মে নিবদ্ধ থাকিত না। বহুকালানন্তর মরুত্ব রাজার বংশে দমনামে একরাজা জন্মিয়াছিলেন, তিনি সগরের তুল্য ম্লেচ্ছান্তকারী হইয়া প্রাচীন পৃষধ্র রাজবংশীয় অনেকম্লেচ্ছকে নিপাত করিয়া মিশ্রদেশীয় ও পারসীক দেশীয়, আর চীন দেশীয়ম্লেচ্ছত্রয় মাত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহারা ঐ তিনদেশে বাস করিত, কিন্তু তাহাদিগের শাস্ত্রমাত্র ছিলনা।

কালান্তরে যজ্ঞীয় দেশোদ্ভব ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মাচরণ, ও ভগব দুপাসিনা দৃষ্টে, অবিকল ধর্ম্মাচরণ ও উপাসনা করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু অনধিকার প্রযুক্ত বেদোদিত মন্ত্রের চৈতন্য ছিলনা। কেবল ক্রীড়োপকরণেরন্যায় ধর্ম্মানুষ্ঠান করিত, অর্থাৎ উপাসনার ফল প্রত্যক্ষ হইত না, যেহেতু তাহারা বৈদ ব্রাহ্মণ বর্জ্জিত ছিল। তুরুস্কাদিদেশ তৎকালে পিশাচাবাস অরণ্যভূত হইয়াছিল। অনুমান দ্বাপরযুগের শেষ সহস্রবৎসর অবশিষ্ট থাকিতে বহি, আর ইক্ নামে পিশাচ পিশাচীদ্বয়কে সৃষ্টিকরিয়া বিধাতা ঐ অরণ্যময়ী ভুমিতে নিঃক্ষেপ করেন। তাহারা বস্ত্রাভরণ শূন্য উন্মত্তবৎ ঐ বনপ্রদেশে ভ্রমণ করিত। একদা ব্রহ্মশাপাবিষ্ট নহুশরাজা পুর্ব্বে অজগররূপী হইয়া যে বনে ছিল, সেইবনে বহি উলঙ্গ, ইক্ উলঙ্গিনী হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে মহাবিচক্ষণ, সর্পরূপী রাজানহুশ, তাহাদিগকে জ্ঞানোপদেশ করেন। অনন্তর তদুপদিষ্ট বহি নামক পিশাচ বৃক্ষপত্র সেলাই করিয়া আপনি পরিধাপন করিল, এবং স্ত্রীকেও পরিধাপন করাইল, তাহাদিগের যেসকল সন্তান হইল তাহারা বাহিকাখ্যম্লেচ্ছ, তাহাদিগের কোন ধর্ম্মকর্ম্মনাই এবং ধর্ম্মশাস্ত্র উপাসনা নাই। ইহা মহাভারতে প্রমাণআছে। যথা (বহিশ্চ নামহীকশ্চ পিপাশায়াংপিশা চকৌ। তয়োরপত্যং বাহীকং নৈষা সৃষ্টিঃপ্রজাপতেঃ) বহি আরইকনামে পিশাচ পিশাচী পিপাশানামে নদীতীরেউপ বনে বাসকরে তাহাদিগের পুত্রপৌত্রাদিরা বাহিকাখ্যম্লেচ্ছ

জাতি হইল' বিধাতার সৃষ্ট পূর্ব্ব যবন ম্লেচ্ছবৎ নহে " তেকথং বিহিতান্ ধর্ম্মান্ জ্ঞাস্যন্তি হীন যোনয় ইতি ,, তাহারা কিপ্রকারে বেদ বিহিত ধর্ম্ম জানিতে পারে, যেহেতু হীনযোনিতে উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং সর্ব্বধর্ম্ম বহিষ্কৃত আচার বর্জ্জিত পশুবৎ বাস করিতে লাগিল। বহুকালান্তরে বহুমনুষ্য সংসর্গ করিয়া মনুজ বর্গের ধর্ম্ম কর্ম্ম আচার বিচার উপাসনা দেখিয়া সেই মত ধর্ম্ম কর্ম্ম উপাসনাদি করিতেলাগিল। কিন্তু বেদমন্ত্রা ভাব প্রযুক্ত উপাসনাদি ধর্ম্ম ভাস মাত্র অনুষ্ঠিত হইল, বৈদিক জাতিদিগের ন্যায় ফলদর্শন করিতে পারিলনা। এই রূপ বহু কাল পর্য্যন্ত পারসীক, ত্রয়, য়িহুদী, চীন, মিশর, গ্রীশ, রোমক প্রভৃতি দেশবাসী যবন ম্লেচ্ছ জাতীয়েরা বৈদিক জাতিদিগের ন্যায় উপাসনাকাণ্ডে প্রবৃত্তছিল। অর্থাৎ যাগ যজ্ঞ ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য পবন বরুণ পৃথিবীত্যাদি দেবদেবীর উপাসনা সকলেই করিয়াছে, এবং ইব্রাহীম প্রভৃতি যবনেরা দেবদেবীর উদ্দেশে বহুবলিপ্রদান পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়াছেন। গ্রীকদেশীয় ছেকন্দরসাহা প্রভৃতির হোমীয়কুণ্ড তদ্দেশে এপর্য্যন্ত প্রদীপ্তআছে। গত১৮০০ কি ১৯০০শত বৎসর হইতে প্রায় সেইপ্রথার অন্যথা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাহার কারণ শুদ্ধ ফলের অপ্রদর্শন। ম্লেচ্ছজাতীয়েরা বেদমন্ত্রে অনধিকারী,এপ্রযুক্ত বৈদিক জাতিদিগের ন্যায় কর্ম্ম করিয়া ফল প্রাপ্ত হয নাই। সুতরাং ক্রমেক্রমে ধর্ম্মানুষ্ঠানের আলাপকে অলীক বোধ করিয়া পরিত্যাগ করিতে সমস্ত

হয়। সেই অবধি দেবদেবীর প্রতি অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্ব্বক এইরূপ বক্তৃতা করিতে লাগিল, যে একজন ঈশ্বর আছেন,তাঁহাকেই মান্যকরাকর্ত্তব্য,তদ্ব্যতীত এসকলবিফল পদার্থকে ঈশ্বর বলিয়া উপাসনাকরার কোন প্রয়োজন নাই। চতুরের রচিত অলীককাণ্ডে প্রবৃত্তহইলে নির্ব্বোধ হইতেহয়। বেদ ব্রাহ্মণ বর্জ্জিত ম্লেচ্ছদেশীয় লোকেরা যদ্যদ্ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্তছিল, তত্তদ্বিষয়ের ফল দর্শনাভাবে নিশ্চয় অবধারণা করিল যে এসকল ধর্ম্মকর্ম্ম মিথ্যা, শুদ্ধমনুষ্যদিগের প্রকৃতি মূলক, ইহাতে কোনফল নাই, কেবল পরিশ্রম ও কষ্টপরিগ্রহ করাই সারহয়। অনন্তরঅল্পমেধা মন্দপ্রজ্ঞ প্রাকৃতজনেরা ক্রমেক্রমে দেবার্চ্চনাদি বিষয়কে মিথ্যাজ্ঞানে পরিত্যাগকরিতে লাগিল। কিন্তুহিন্দুস্থানীয় বৈদিক জাতিদিগের মধ্যে তৎকালেও কোন২ ব্যক্তির দেবার্চ্চনার ফল প্রদর্শন হইত। সংপ্রতি যুগধর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ সন্তানেরা স্বধর্ম্মযাজনে আলস্য করাতে আর তাদৃক্ ধর্ম্মকর্ম্মের ফলদর্শন করিতে পারেনা, একারণ শাস্ত্রোদিত উপাসনাকাণ্ডাদিকে সকলেই অবিশ্বাস করিতে বাধিত হইয়াছে। বিশেষতঃ সর্ব্বধর্ম্ম বহিষ্কৃত যবন ম্লেচ্ছাদি রাজারাও হেতুবাদ কৌশলে আপনাদিগের দেশের অবস্থানুসারেদেবপূজাদি করণনিমিত্ত এদেশের লোকদিগকে নির্ব্বোধ কহিতে সাবকাশ প্রাপ্তহইয়াছেন। কেননা এসময়ে ম্লেচ্ছজাতীয়েরা আপনাদিগের দেশের উপাসনাকাণ্ডকে যেমন বিফল জানিয়াছে, এদেশেও সেইরূপ উপাসনাকাণ্ডকে বিফল দেখি

তেছে, ফলিতার্থ একালে কোন ব্যক্তিই কোনকার্য্যের ফলদর্শন করাইতে পারেননা। সুতরাং এদেশেও ম্লেচ্ছদেশের ন্যায় দিন দিন কর্ম্মকাণ্ড ও উপাসনাকাণ্ড ফলহীন হইতেছে। ইহাতে যে কর্ম্মকাণ্ড দেবদেবীর পূজাপরায়ণ ব্যক্তিদিগকে নাস্তিকেরা নির্ব্বোধ বলিবে তাহা বিচিত্র নহে। যেসকল সাধকেরা যথার্থরূপ সাধনা করিয়া সিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা কদাপি একালে জনসংকুলে বাস করেন না। একারণ পাষণ্ডদলে মহা বলেস্পদ্ধাপূর্ব্বক কহিয়াথাকে যে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুশাস্ত্র অগ্রাহ্য ইহার কোন ফলনাই। কেবল প্রতারক দিগের প্রতারণামূলক উপদেশ মাত্র। কিন্তু নির্ব্বোধ দিগের কিছুমাত্র বোধহয়না, হিন্দুশাস্ত্রোদিত ধর্ম্মকর্ম্ম কখনই বিফল নহে, আলস্য পরিত্যাগ করতঃ পরিশ্রমাঙ্গীকার পূর্ব্বক যদি কোন ব্যক্তি যোগাদি উপাসনা কাণ্ডে প্রবৃত্ত হয়, তবে অসংশয় একালেও সাধনার ফল সম্যক্‌প্রাপ্ত হইতে পারে? নচেৎ উপাসনাবিষয়ক কোন নিয়ম রক্ষার্থে কষ্ট পরিগ্রহ করিতে অক্ষম, সর্ব্বদাই সুখ লোভী হইয়া যথেচ্ছাচার পূর্ব্বক অবৈধ মদ্যমাংস যবনান্নাহারাদি করিতে প্রবৃত্ত, অর্থোপার্জ্জনের আসক্তিতে নিরন্তর কর্ম্মস্থানে গমনাগমন করিয়া একবার দুর্গা কি রাম কৃষ্ণ মুখে বলিয়াই সমস্ত উপাসনার ফল লাভকরিতে ইচ্ছাকরিলেই কি সুসিদ্ধ হইবে?। হা? কাল ? তুমিইধন্য। হা? কাল তুমিই ধন্য।

গ তবারেরশেষ।

অথযোগসমুচ্চয়।

অথশীতলীকুম্ভিকা।

জিহ্বয়াবায়ুমাকৃষ্য পূর্ব্ববৎ কুম্ভকাদিতঃ।
শনৈস্তুঘ্রাণ রন্ধ্রাভ্যাং রেচয়ে দনিলং প্রিয়ে।

গ্রহযামলং।

জিহ্বাদ্বারা আকর্ষণ করতঃ বায়ুপূরণ করিয়া, পূর্ব্বানুরূপ কুম্ভক করিবেক। অনন্তর অল্পেঅল্পে নাসিকা রন্ধ্র দ্বয়ে বায়ু রেচন করিবেক। ইহার নাম শীতলী। ৪।

অথশীতলীকুম্ভকেরফল।

গুল্মপ্লীহাদিকান্ দোষান্ জ্বরং রেতক্ষয়ং ক্ষুধাং।
তৃষ্ণাঞ্চ শীতলীনাম কুম্ভকোঽয়ং নিহন্তি বৈ।

দত্তাত্রেয়ং।

এইশীতলীনাম কুম্ভক, সাধকের গুল্মরোগ, প্লীহ জ্বরাদিরোগ, এবং প্রেমেহরোগ, ক্ষুধা তৃষ্ণাদিকে বিনাশ করে॥

অথভস্ত্রিকাখ্য কুম্ভক।

সম্যক্ পদ্মাসনং বদ্ধা সমগ্রীবোদরঃপ্রিয়ে।
মুখংসংযম্য যত্নেন প্রাণং ঘ্রাণেন রেচয়েৎ।
তথৈব স্বশরীরস্থং পবনং চালয়েৎ স্ফুটং।
যথালগতি হৃৎ কণ্ঠ কপালে শ্বসনস্ততঃ।
বেগেন পূরয়েৎ কিঞ্চিৎ হৃৎপদ্মাবধি মারুতং।

পুনর্ব্বিরেচয়েত্তদ্বৎ পূরয়েচ্চ পুনঃপুনঃ।
যথৈব লৌহকারস্য ভস্ত্রাং বেগেন চালয়েৎ।
যদাশ্রমোভবেৎ পূর্ণো বন্ধনেচ তদালঘু।
কারয়েন্নাসিকা মধ্যং তর্জ্জনীভ্যাং বিনাদৃঢ়ং,
কুম্ভকং পূর্ব্ববৎ কৃত্বা রেচয়ে দিড়য়াঽনিলং।

ভস্ত্রিকা কুম্ভকের লক্ষণ। সমান গ্রীবা, সমান উদর, সম্যক্ পদ্মাসন বন্ধন পূর্ব্বক বদন সংযম করতঃ অর্থাৎ মুখবুজিয়া বায়ুর পূরক ও রেচন করিবেক, সেইরূপ পূরক রেচক দ্বারা স্বশরীরস্থ বায়ুর চালনা করিবেক। অনন্তর হৃৎকণ্ঠ কপাল পর্য্যন্ত বৈদ্যুত গতিরন্যায় কিঞ্চিৎ বেগে বায়ুর পূরণ করিবেক। পুনর্ব্বার তথাবিধ প্রকারে রেচন করতঃ পূর্ব্ববৎ পূরণ পুনঃপুনঃ করিবেক। ক্রমেদৃঢ়তা বুঝিয়া কর্ম্মকারের যাঁতার যেমন বায়ুর যাতায়াত বেগেহয়, তদ্রূপ বেগে প্রাণ বায়ুর চালনা করিবেক। যখন সংপূর্ণ শ্রমবোধ হইবে, তখন নাসিকা মধ্য বায়ুকে তর্জ্জনী ব্যতীত অঙ্গুলী বন্ধনের শৈথিল্য করিবেক, অর্থাৎ অনামিকা কনিষ্ঠাঅঙ্গুষ্ঠ বন্ধন শ্লথ করতঃ বায়ুকে অল্পমাত্রায় ধীরে ধীরে পূরণ রেচন করিয়া পূর্ব্ববৎ কুম্ভক করিবেক। পূর্ব্ববৎ পদে অনু লোম বিলোম দ্বারা কখন দক্ষনাসায় রেচন, কখন বাম নাসায় রেচন করিবেক।

ভস্ত্রিকাকুম্ভকেরফল।

বাতপিত্ত শ্লেষ্মহরং শরীরাগ্নি বিবর্দ্ধনং।
কুণ্ডলী বোধনঞ্চক্রে ভারঘ্নং শুভদং শুচিঃ।
ব্রহ্মনাড়ীমুখে সংস্থ কফঘ্নং মল নাশনং।
সম্যক্ মাত্রং সমদ্ভূতং গ্রন্থিত্রয় বিভেদনং।
বিশেষেণৈব কর্ত্তব্যং ভস্ত্রাখ্যং কুম্ভকন্ত্বিদং।

ভস্ত্রাখ্য কুম্ভকের ফল। বায়ু, পিত্ত, কফ, নষ্ট হয়। এবং শরীরস্থ জঠরাগ্নির বৃদ্ধি হয়। মূলাধারস্থাকুণ্ডলী শক্তির নিদ্রাভঙ্গহয়। সমস্ত শরীরের ভার হরণ হয়। এবং শুভপ্রদ হয়, আর শরীর ও মন অতি পবিত্র হয়। সুসুম্না নাড়ীর মুখরন্ধ্রস্থ কফশোষণ হয়। সমস্ত শরীরের মল বিনাশ হয়। সমস্ত প্রকার অভ্যাসে স্বয়ং জ্ঞানোৎপন্ন হয়। মূলাধার হৃদয়, ভ্রুদলস্থ সুসুম্না নাড়ী গ্রন্থিভেদন হয়, অর্থাৎ বায়ুর পথ সরল হয়, গমনাগমনে কোন বিঘ্ন জন্মেনা। অশেষ মায়াবন্ধনের শৈথিল্য হয়। অতএব যোগীদিগের এইভস্ত্রাখ্য কুম্ভকের বিশেষ যত্নদ্বারা অভ্যাস করা কর্ত্তব্য॥

অথভ্রামরীনামকুম্ভক। ও তৎফল

বেদোদ্ঘোষং পুরকং ভৃঙ্গনাদং ভৃঙ্গীনাদং রেচকং
মন্দমন্দং। যোগীন্দ্রাণামেব মভ্যাসযোগা চ্চিত্তে
জাতা কাচিদানন্দ বল্লী। ৬।

ভ্রামরী নাম কুম্ভক লক্ষণ। পূরক কালে ভ্রমর ধ্বনির ন্যায় বেদধ্বনি হয়। এবং রেচক কালেও মন্দমন্দ অলিঝঙ্কার ন্যায় বেদঘোষ হইতে থাকে। অতএব যোগীন্দ্রদিগের এই ভ্রামরীকুম্ভকের অভ্যাসযোগজন্য কোন আনন্দবল্লী উৎপন্নাহয়। অর্থাৎ অখণ্ড সুখাত্মিকা সংপূর্ণ আনন্দ লতিকা উদ্ভূতা হইয়া ব্রহ্মানন্দরসপূরিত শোভন ফল প্রদান করেন॥

অথমূর্চ্ছাখ্য কুম্ভক ও তৎফল।

পুরকান্তে গাঢতরং বদ্ধা জালন্ধরং শনৈঃ।
রেচয়েন্মূর্চ্ছনাখ্যোঽয়ং মনোমূর্চ্ছাসুখপ্রদা।

মূর্চ্ছাখ্য কুম্ভকের লক্ষণ। পূর্ব্ববৎ বায়ুর পূরণানন্তর অল্পে২ দৃঢ়রূপে জালন্ধর বন্ধন করতঃ যথাবিধানে কুম্ভক করিয়া অনন্তর পূর্ব্ববৎ

বেচন করিবেক। জালন্ধরাদিবন্ধ পূর্ব্বাপর উক্তআছে। এইমূর্চ্ছাখ্য কুম্ভকে মনকে বাহ্যজ্ঞানের অস্তব করিয়া মূর্চ্ছাবস্থাতে যেরূপ সুখহয়, সেই সুখকে প্রদান করে। অর্থাৎ মূর্চ্ছাবস্থায় সুখের অনুভব করা কঠিন,যেব্যক্তি মূর্চ্ছিত হয়,সেই পুনশ্চৈতন্য পাইলে কহিতে পারে ॥৭

অথপ্লাবনীনামকুম্ভক ও তৎফল।

অন্তঃপ্রবর্ত্তিতাধার মরুতা পুরিতোদরঃ।
সাক্ষাৎপয়স্যগাধেহপি প্লবতে পদ্মপত্রবৎ।৮।

প্লাবনীনামকুম্ভক লক্ষণ। হৃদিস্থ প্রাণবায়ুর আধার যন্ত্র হইতে প্রবর্ত্তিত বায়ুর দ্বারা উদর পূরণ করিয়া স্তম্ভিত করিবে। অথতৎ ফল। প্লাবনী কুম্ভকাভ্যাস বলে সাধক অগাধজলে মগ্নহইলে ও তাহারশরীরান্তরে জললগ্ন হয়না, যেমন পদ্মপত্র জলে লিপ্ত নহে। অর্থাৎ এই কুম্ভকের ফলে জলে মগ্নহইয়া থাকিলে চিরকাল থাকিতে পারে, তাহার শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া জল, তাহাকে নষ্টকরিতে পারে না ॥৮॥

ইতিযোগসমুচ্চয়ে যোগানুষ্ঠানকথনে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ।৫

অথনেতীযোগলক্ষণ।

নেতীযোগ বিধানানি শৃণুস্ব বীর পুজিত।
যেন সর্ব্ব মস্তকস্থকফানাং দাহনং ভবেৎ॥

রুদ্রযামলং।

পার্ব্বতী কহিতেছেন। হেবীর পূজিত! হেশঙ্কর! সমাহিত চিত্তে নেতী যোগের বিধান সকল শ্রবণ করহ। যৎকর্ত্তৃক মস্তকস্থ সমস্ত কফের দাহন হয় ॥ ১ ॥

সুক্ষ্মসূত্রং দৃঢ়তরং প্রদদ্যান্নাসিকে বিলে।

মুখরন্ধ্রে সমানীয় সন্ধায়েন সমাশ্রয়েৎ ॥ ২ ॥

সূক্ষ্মসূত্রদ্বয় নির্ম্মাণ করিয়া উভয় নাসারন্ধ্রে দিয়া উর্দ্ধে চালাইবে। সেইসূত্র এমন নির্ম্মাণ করিবে যেন অতি দৃঢ়তর হয়, অর্থাৎ চালন কালে নাসিকা মধ্যে কুঞ্চিত হইয়া না পড়ে, সুতরাং ধাতুনির্ম্মিত তারের ন্যায় করিবেক। সেই সূত্র নাসিকায় দিয়া মুখরন্ধ্রে আনিয়া দুইহস্তে ধারণ করতঃ ঘর্ষণ করিতে থাকিবেক। ২ ॥

পুনঃপুনঃ সদা যোগী যাতায়াতেন ঘর্ষয়েৎ।
ক্রমেণ বন্ধনং কুর্য্যাৎ সূত্রস্য পরমেশ্বর। ৩।

হে মহাদেব! হে পরমেশ্বর! যোগীব্যক্তি নাসারন্ধ্রে ঐসূত্রের যাতায়াত রূপ পুনঃপুনঃ ঘর্ষণ করিবেক। এবং ক্রমে ঘর্ষণানন্তর বন্ধন করিয়া রাখিবেক ॥ ৩ ॥

নেতীযোগেন নাসায়া রন্ধ্রং নির্ম্মলকং ভবেৎ।
বায়োর্গমনকং নিষ্পাদন মহাসুখমিতি প্রভো ॥

হেপ্রভো! হে যোগীন্দ্রনাথ! নেতীযোগ প্রভাবে নাসারন্ধ্র নির্ম্মল হয়। তাহাতে বায়ুর গমনাগমন কালে সাধকের মহাসুখ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা ॥

গতবারেরশেষ।

সন্দেহনিরসন।

বিশুদ্ধসত্ত্ব পরমেশ্বরের যুগে যুগে অবতারপ্রতি তোমরা যে শ্লেষ করিয়া বক্তৃতা করিয়া থাক, সেই বক্তৃতাতেই তাঁহার অবতারের প্রমাণ হইতেছে, কেননা অন্যান্য নানাপ্রকার জীবসত্বে সেই সকল জীবের উল্লেখ করা কেন হয়। এবং বেদাদি সকল শাস্ত্রেই তাহার প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। যথা।

দ্বিতীয়ন্তু ভবায়স্য রসাতল গতাং মহীং।
উর্দ্ধরিষ্যন্নুপাদত্ত যজ্ঞেশঃ শৌকরং বপুঃ।
শ্রীভাগবতং॥

রসাতল গতা পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার জন্য যজ্ঞেশ্বর যে বরাহ রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই তাঁহার দ্বিতীয় রূপ। এই অবতার কথন, সকল পুরাণেই আছে, মিথ্যা বলিতে পারিবে না, যেহেতু বেদেও বরাহাবতার স্পষ্ট বর্ণন করিয়াছেন, যথাযজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় শাখায় ৭ খণ্ডে ১ অধ্যায় এবং কোলবোরক্ সাহেবও ইংলণ্ডীয় ভাষায় অনুবাদ করেন,. ৭৫ পৃষ্ঠায়।

অতএব অবতারাদির প্রস্তাব কেবল পুরাণে আছে, এমত নহে, যখন বৈধর্ম্মী কোলবোরোক্ সাহেব বিশেষানুসন্ধান পুর্ব্বক বেদার্থের অনুবাদ করিকাল বরাহাবতারের প্রমাণ দর্শাইয়াছেন, তখন তাহাতে সন্দেহ আর হইতে পারেনা। যদিও আমাদিগের বেদের সমুদয় ভাগ দৃষ্টি গোচর নাহ উক্ তথাপি এরূপ কহিতে পারি, যে বেদে বরাহাবতারের কথা যখন প্রাপ্ত হওয়াগিয়াছে, তখন অন্যান্য অবতারের কথা অবশ্যই আছে, ইহাতে সন্দেহ কি ?।

অপর তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকেরা মৎস্যাবতার প্রস্তাবে কল্প গণনার ব্যতিক্রম দেখাইয়া পুবাণকে মিথ্যাকরিতে যে যত্ন করেন, সে তাহাদিগের মিথ্যা আকিঞ্চনকরা মাত্র, পুরাণেই তাহার মীমাংসা করিয়াছেন, যথাতত্ত্ববোধিনী।

“প্রলয় চারিপ্রকার, নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক আত্যন্তিক, ও নিত্য। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, এইচারিযুগে একমহাযুগ হয়, সহস্র

মহাযুগে ব্রহ্মার একদিন হয়, যাহা কল্প শব্দে উক্তহয়, এবং যৎকাল মধ্যে ক্রমশঃ চতুর্দ্দশ মনুর অধিকার হয়, সেই ব্রাহ্ম্য দিন অবসানে যে প্রলয় ঘটনা হয়, তাহার নাম নৈমিত্তিক প্রলয়, তাহাতে অন্যান্য লোকের মধ্যে ভূর্লোক ভুবর্লোক স্বর্লোক এই ত্রিলোক মাত্র প্রলয় সমুদ্রে মগ্ন থাকে, এরূপ ব্রাহ্ম্য দিবসের শতবৎসর হইলে ব্রহ্মার মৃত্যু হয়, তখন সমুদয় বিশ্ব প্রকৃতিতে লয়প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম প্রাকৃত প্রলয়, পুরুষের মুক্তি হইলে তাহা আত্যন্তিক প্রলয় শব্দে উক্ত হয়, আর সর্ব্বদা যে বিশ্বের পরিবর্ত্তন হইতেছে তাহার নাম নিত্য প্রলয়। ,,।

এইচারিপ্রকার প্রলয় তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকেরা ধৃত করিয়াও বিপরীতার্থ নিষ্পাদন করিয়াছেন, ব্রহ্মার দিবসাবসানে যে প্রলয় হয়, তাহার নাম নৈমিত্তিক প্রলয, এবং কোন নিমিত্ত জন্য অর্থাৎ (কোন কারণ বশতঃ) যে প্রলয হয়, তাহাকেও নৈমিত্তিক প্রলয় কহি, তাহা আকালিক ভিন্ন দৈনন্দিন প্রলয় শব্দে উক্ত হয না, প্রকৃতিতে বিশ্ব লয় হইলে প্রাকৃত প্রলয় কহে, আত্যন্তিক প্রলব তাহাকে কহি, যাহাতে প্রকৃত্যাদি তাবৎ পুরুষে লয় প্রাপ্ত হয়, তাহা মহাপ্রলয় নামে শব্দিত হইয়াছে, এবং পুরুষের মুক্তি হইলেও আত্যন্তিক প্রলয় কহাযায়, অহরহ বিশ্বের পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহাতেও তাহার নাম নিত্য প্রলয়, ইহাকেও প্রাত্যহিক প্রলয় কহিতে পারাযায়। মনুষ্যমানে দুই পরার্দ্ধ বৎসর ব্রহ্মার পরমায়ু, তাহা ব্রহ্মপরিমাণে শতবৎসর হয়। তদর্দ্ধ এক পরার্দ্ধাব

সানে ব্রহ্মার পঞ্চাশৎ বৎসরে চাক্ষুষ মন্বন্তরের অবসান কালে বৈবস্বত মন্বন্তর প্রাপ্তে প্রথম সত্যে যে প্রলয়োপলক্ষে মৎস্যাবতার হইয়াছিল, সেই নৈমিত্তিক প্রলয়, অর্থাৎ তাহাই আকালিক প্রলয় নামে উক্ত হইয়াছে, ইহা কালিকা পুরাণে বিশেষরূপ স্পষ্ট করিয়া কহিয়াছেন। তবে তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকেরা মৎস্যাবতার প্রসঙ্গে ভাগবতীয় অষ্টম স্কন্ধের শ্লোকে ব্রাহ্মীনিশা শব্দ প্রয়োগ থাকাতে যে আকালিক প্রলয়কে দৈনন্দিন প্রলয় কহেন, সে কেবল পুরাণ বাক্যের সমন্বয় করণে অক্ষমতা প্রযুক্ত কহিয়াছেন এই মাত্র, যথা।

"অহং ত্বাং ঋষিভিঃ সার্দ্ধং সহনাবমুদন্বতি।
বিকর্ষন্ বিচরিষ্যামি যাবৎ ব্রাহ্মী নিশাপ্রভো।
শ্রীভাগবতং॥

যাবৎ ব্রাহ্মীনিশা থাকিবে তাবৎ আমি তোমার সহিত ও ঋষিদিগের সহিত সেই নৌকা আকৃষ্ট করিয়া বিচরণ করিব।"

ব্রাহ্মীনিশা শব্দে এস্থলে ব্রহ্মার রাত্রি নহে, প্রলয়ের নাম ব্রাহ্মীনিশা শব্দে উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ মৃত্যু ঘটনা যাহাতে হয় তাহাকে ব্রহ্মরাত্রি কহা যায়, যথা,।

দৈবং বর্ষ সহস্রং চৈবোং ব্রাহ্মীনিশা প্রভো।
স্থাস্যতি সহনাবং ত্বাং বিচরন্নাম্যহং নৃপ॥
স্কান্দং।

সত্যব্রত রাজাকে মৎস্যরূপী ভগবান কহিয়াছিলেন। দেব মানে সহস্র বৎসর যাবৎ এই ব্রাহ্মীনিশা থাকিবেক, তাবৎ

তোমার সহিত নৌকা আকর্ষণ করিয়া বিচরণ করিব। ইহাতে ব্রাহ্মীনিশা শব্দ প্রলয়ের নাম বিশেষ স্পষ্ট বোধ হইতেছে। কেননা যে পরিমাণে দিবা সেই পরিমাণেই রাত্রি পরিগণিত হয়। তাহাতে সহস্র বৎসর ব্রহ্মার রাত্রি কোন মতেই হইতে পারেনা। বাস্তব ব্রহ্মার দিবসাবসানে দৈনন্দিন প্রলয় হয়, এতদর্থে প্রলয়ের নাম ব্রাহ্মীনিশা। অতএব এস্থলে নৈমিত্তিক প্রলয়ের নাম আকালিক প্রলয়, তাহাতেই মৎস্যাবতার হইয়া বৈবস্বত মনুর উপকার করেন। এবং হয়গ্রীব হইতে বেদ গ্রহণ করেন, বেদব্যাস গোস্বামীর এমত অভিপ্রায় নহে যে এক কথা পুনঃপুনঃ সকল পুরাণেই বাহুল্যরূপ বর্ণনকরেন। মৎস্যাবতার কথনে প্রলয় বর্ণন করাতে যদি কাহার এরূপ সংশয় হয়, যে এই বর্ণনা অসঙ্গতা কল্পনা। যেহেতুক ব্রহ্মার দিবসে প্রলয় হইবার সম্ভব কি! তন্নিমিত্ত কালিকা পুরাণে ঐ প্রলয়কে আকালিক বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন, যথা।

আকালিকোযং প্রলয়োযতো ভগবতাকৃতা। তৎশৃণ্বন্তু মহাভাগা বারাহং লোক সংক্ষযং। পুরামহামুনিঃ সিদ্ধঃ কপিলো বিষ্ণু রীশ্বরঃ। সাক্ষাৎ স্বয়ং হরির্যোসৌ সিদ্ধানামুত্তমো মুনিঃ। সএকদা পুরাভূত্বা মনোঃস্বায়ম্ভুবেন্তবে। স্বায়ম্ভুবং মনুংবাক্যং মুনিবর্য্যো ব্রবীদিদং। তস্মদেহি বহঃস্থানং ত্রিষুলোকেষু দুর্লভং। পুণ্যং পাপ হৎ রম্যং জ্ঞান এভব মুত্তমং। উর্দ্ধরিষ্যে ভগজ্জাতং নির্ম্মায জ্ঞান দীপিকাং। অজ্ঞান সাগরে মগ্ন মধুনা সকলং জগৎ। জ্ঞানপ্লব প্রদাযাহং তারযিষ্যে জগত্রয়ং। মনুরুবাচ। যদিত্বযাখিলজগৎ হিতার্থং জ্ঞানদীপিকাং। চিকির্ষুনাতপঃকার্য্যং কিংস্থানার্থ ময়াতব॥

কালিকাপুরাণং।

মার্কণ্ডেয়মুনি ঋষিগণকে কহিতেছেন, যেপ্রকারে ভগবান্ কর্ত্তৃক আকালিক প্রলয় হয়, তাহার বৃত্তান্ত শ্রবণ করহ, তাহাতেইবরাহ হইতেলোক সংক্ষয় হইয়াছিল, পূর্ব্বেসাক্ষাৎ বিষ্ণুরূপী কপিলদেব যিনি সিদ্ধ গণের শ্রেষ্ঠ উত্তম মুনি, তিনি স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে মনুর নিকট গমন করতঃ তপস্যার্থে স্থান যাচঞা করিয়া কহিলেন, হে মনো! তুমি আমাকে এমত দুর্লভ গোপন স্থান প্রদান কর, যথা, আমি নিরুদ্বেগে তপস্যা করিতে পারি, জ্ঞানদীপিকা প্রকাশে জগৎ উদ্ধার করিব, সংপ্রতি অজ্ঞান সাগরে মগ্ন এই সকল জগৎ জ্ঞানপ্লব প্রদানে নিস্তার করিব। এতৎ শ্রবণে মনু কহিলেন, যদি জগৎ হিতার্থে জ্ঞানদীপিকা প্রকাশে চিকীর্ষু হইয়াছ, এবং এমত সামর্থ্য আছে, তবে আমার নিকট তপস্যার্থে স্থান যাচঞা করিবার তোমার প্রযোজন কি?।

এইরূপ মনুর পরিহাস বাক্য শ্রবণে ক্রোধিত হইয়া কপিল মুনি তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন, যথা।

অক্ষাম্যস্তে বচোমেদ্য প্রার্থনায়াং বিকথনং।
যত্ত্বং বদসি তস্মাত্ত্বং ফলমেতদবাপ্নুহি।
নচিরাদ্দ্রক্ষসি মনো জলপূর্ণং জগত্রয়ং। ০০০০০
কালিকাপুরাণং॥

অদ্য তোমার বাক্যে আমি ক্ষমা করিতে অক্ষম হইলাম, যেহেতু প্রার্থনা প্রতি পরিহাস করিতেছ, অতএব তৎপ্রতি ফল তুমি অবশ্য প্রাপ্ত হইবে, অচিরাৎ অবিলম্বকালে এই লোকত্রয়কে জলমগ্ন দেখিবে, অর্থাৎ অপ্রাপ্ত কালে প্রলয় ঘটনা হইবেক।

এই অভিশাপ বাক্যে মনু উদ্বেগযুক্ত ভগবদ্দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া তপস্যা করিতে গমন করিলেন। বহুকালানন্তর মৎস্য রূপী ভগবান্ সাক্ষাৎ হইয়া প্রলয় শান্তির উপদেশ প্রদান করিলেন, যথা।

'যাবৎ জলপ্লব স্তাবৎ যথাকার্য্যং ত্বয়ামনো।
তন্মেনিগদিতং তথ্যং শৃণুষ্বাবহিতোধুনা।
সর্ব্ব যজ্ঞীয় কাষ্ঠৌঘৈরেকা নৌকাবিধীয়তাং।
সর্ব্বাণি বীজান্যাদায় স বেদান্ সপ্তবৈঋষীন্।
তস্যাংনাবি বিযন্নস্ত্বং বর্ত্তমানে জলপ্লবে॥
কালীপুরাণং॥

যাবৎকাল জলপ্লাবিতা ভূমি থাকিবে তাবৎ তোমার যাহা কর্ত্তব্য তাহা শ্রবণ করহ। যজ্ঞকাষ্ঠ সমূহ দ্বারা একানৌকা নির্ম্মাণ কর, বেদশাস্ত্রাদি ও সপ্তঋষি এবং তাবৎ বস্তুর বীজভূত উপকরণ সকল সংগ্রহ করিয়া বর্ত্তমান জলপ্লাবনে তুমি স্বয়ং সেই নৌকায় প্রবিষ্ট হইবে।

পরে কিয়ৎকালাবসানে বরাহরূপী ভগবানের সহিত সরভ রূপী শিবেরসংগ্রাম উপস্থিত হয়, তাহাতে পৃথিবী জলমগ্না হয়েন,তদ্দৃষ্টে ভগবদ্ভক্তিমত মনুনৌকা নির্ম্মাণকরত আরোহণ করিলেন, মৎস্যরূপী ভগবান্ স্মৃতমাত্র আগত হইয়া স্বপৃষ্ঠে ধারণ করিলেন, যথা।

তন্নাবং নোদয়ানাস সহস্রদেব বৎসরান্।
স্বয়ং নাবমবষ্টভ্য দধার পরমেশ্বরঃ॥ ••॥
পশ্চিমং হিমবৎ শৃঙ্গ মুন্নগং তোয়মধ্যতঃ। •••।
তস্মিন শৃঙ্গে ততোনাবং বধ্বামৎস্যাত্ম ধৃকহরিঃ।
কালীপুরাণং।

দেবমানে সহস্রবৎসর ঐ নৌকা একার্ণবে ভাসমান হইল, পরে স্বয়ং পরমেশ্বর মৎস্যরূপে ধারণ করিয়া হিমালয়ের পশ্চিম শৃঙ্গ জলমধ্যে উন্মগ্ন ছিল তাহাতে ভগবান নৌকা বন্ধন করিলেন।

এই যৎকিঞ্চিৎ মৎস্যাবতার প্রসঙ্গে প্রলয় কথিত হইয়াছে, কিন্তু ভাগবতের মতে বৈবস্বত মনুর সময়ে জল প্লাবন, ইহার মতে স্বায়ম্ভুব মন্বান্তরে উক্ত হয়, ইহাতে তত্ত্ববোধিনী প্রকাশক দিগের চিত্তে সুতরাং পুরাণাদির প্রতি সংশয় জন্মিতে পারে? অতএব তাহার সমন্বয় করিয়া লিখিতেছি, কল্পের প্রথম মন্বন্তরে সত্যব্রত রাজাকে কপিলের অভিশাপ হয়, সেই শাপোপশমনার্থ রাজা সত্যব্রত তপস্যায় বহুমন্বন্তর ক্ষেপ করিয়া শ্বেত বরাহ কল্পে তিনিই বৈবস্বত মনু হইয়াছিলেন। যথা।

যোসাবস্মিন্মহাকল্পে তনয়ঃ স বিবস্বতঃ।
শ্রাদ্ধদেব ইতিখ্যাতো মনুত্বে হরিণার্পিতঃ॥
স তু সত্যব্রতোরাজা জ্ঞান বিজ্ঞান সংযুতঃ।
বিষ্ণোঃ প্রসাদাৎ কল্পেস্মিন্নাসী দ্বৈবস্বতো মনুঃ।

শ্রীভাগবতং॥ ৮॥ স্কন্ধং॥

যিনি এই মহাকল্পে সূর্য্যপুত্র শ্রাদ্ধদেব নামে আখ্যাত যাহাকে শ্রীকৃষ্ণ মনুত্ব প্রদান করিয়াছেন, তিনিই স্বায়ম্ভুব মনুঃ জ্ঞান বিজ্ঞানবান সত্যব্রতনামে বিখ্যাত ছিলেন, নারায়ণ প্রসাদে এই বর্ত্তমান কল্পে বৈবস্বত মনুঃ হইয়াছেন।

কল্পান্তর হইলেও ব্রহ্মশাপে পরিত্রাণ নাই, বৈবস্বত মন্ব ন্তরে যে আকালিক প্রলয় ঘটনা হয়, তাহার মুখ্যকারণ স্বায়ম্ভুবে কপিলদেবের অভিশাপ মাত্র। এক্ষণে যেরূপ কালের গতি হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে এরূপ পুরাণ বাক্য প্রতি বিশ্বাস হইবার বিষয় কি? যে স্থলে পিতা পিতামহাদির প্রত্যক্ষ বিষয় প্রতি, বর্ত্তমান অপ্রত্যক্ষতা প্রযুক্ত পুত্র পৌত্রেরা বিশ্বাস করেনা, সে স্থলে বহুকালান্তরীয় বৃত্তান্ত প্রতি প্রত্যয় কেন হইবে? নাহউক্ তন্নিমিত্ত পুরাণের হানি হইতে পারেনা। কিন্তু যাঁহারা হিন্দু অভিমানী, বেদ শাস্ত্র প্রতি বিশ্বাস করেন, তাঁহারদিগের পুরাণ প্রতি পরিহাস করা অত্যন্ত অসঙ্গত হয়। কেন না সামান্য ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বাক্যে যদ্যপি অখণ্ড নিয়ম কর্ত্তা পরমেশ্বরের নিয়ম খণ্ডন হইতেপারে, তবে সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অবতার কপিল দেবের বাক্যে যে আকালিক প্রলয় হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ কি? বৃহদারণ্যকোপনিষদে ৯ অধ্যায় ৫ প্রপাঠকে লেখে যে জনক রাজার যজ্ঞে শাকল্য ঋষিকে যাজ্ঞবল্ক্য প্রশ্নজিজ্ঞাসা করতঃ কহিয়াছিলেন, যে এই প্রশ্নের উত্তর করিতে যদি নাপার, তবে তোমার মস্তক স্কন্ধ হইতে ভুমিতলে পতিত হইবে, শাকল্য তদুত্তরে অসমর্থ হওরাতে তৎক্ষণাৎ তাঁহার মস্তক ভুমিতলে পতিত হইল। ইহা কোল বোরোক্ সাহেবও ঐ উপনিষদ অনুবাদিত ইংরাজী পুস্তকে ৭০ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিয়াছেন।

তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকেরা যে ভঙ্গীক্রমে লিপি প্রকাশ করেন, তাহাতে পুরাণের বর্ণনামাত্রকেই মিথ্যা বলিয়া জ্ঞান হয়, কেন না ব্রহ্মরাত্রি ব্যতীত প্রলয় হয় না, রাত্রেও মনু থাকে না, সুতরাং পুরাণপ্রতি বিশ্বাসের হানি হইতে পারে। অতএব এতৎ মীমাংসা দ্বারা বিজ্ঞ মহাশয়েরা এমত বিবেচনা করিবেন না, যে পুরাণবাক্য মিথ্যা, যদ্যপি বেদকে মান্য করিতে হয় তবে পুরাণকেও তত্তুল্যরূপে মান্য করিতে হইবেক। কারণ পুরাণশাস্ত্র বেদের সমকালবর্ত্তী হয়, আধুনিক লোকের কল্পিত নহে। যখন স্বয়ং সামবেদের ছান্দোগ্য উপনিষদে পুরাণেতিহাস প্রভৃতিকে ধৃত করিয়াছেন, তখন পুরাণ বাক্যকে বেদার্থের বিপরীত বলিবার সাধ্যকি? যদি বেদবাক্য মিথ্যা হয় তবে পুরাণেতিহাসাদির বাক্য মিথ্যা হইলেই বা ক্ষতি কি? যথা।

গতবারেরশেষ।

শিবলিঙ্গাখ্যান।

দেবাদ্যাউচুঃ। ভগবন্‌দেবদেবেশলোকনাথমহাশয়।
বয়ং সর্ব্বেতু সস্ত্রীকাঃ সৃষ্ট্যর্থং পরমেশ্বর।
অতস্ত্বং কুরুচোদ্বাহং সৃষ্টিরক্ষা যথাভবেৎ।
দক্ষগেহে মহাকালী মায়েতি পরিকীর্ত্তিতা।
জাতাতেপ্রীতয়েশম্ভো সাতেযোগ্যানসংশয়ঃ। ইতি।

নারদ পঞ্চরাত্রং।

ব্রহ্মাদি দেবতারা দেবদেব মহাদেবকে কহিতেছেন! হে দেবদেবেশ। হে লোকনাথ! হে মহাশয়! হে ভগবন্। হে পরমেশ্বর! সৃষ্টিকার্য্যের সম্পাদনার্থে আমরা সকলেই সস্ত্রীক হইয়াছি, অর্থাৎ দারগ্রহণ করিয়াছি। অতএব আপনি বিবাহ করুন্, যাহাতে সৃষ্টি রক্ষা হয়। যাঁহাকে সকলে মহামায়া বলেন, সেই মহাকালী তোমার প্রীতির নিমিত্তে দক্ষ গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। হে শম্ভো! সেই দেবী তোমার ভার্য্যাযোগ্যা স্ত্রী তাহাতে সংশয় নাই॥

ঈশ্বরউবাচ। ভবতাং প্রীতয়েসম্যক্ করিষ্যে নাত্রসংশয়ঃ।
উদ্যোগং ক্রিয়তাং ক্ষিপ্রং বিবাহায় মমৈবহি। ইতি।

দেবতাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাদেব প্রত্যুত্তর করিলেন। তোমাদিগের সম্যক প্রীতির নিমিত্তে আমি দারগ্রহণ করিব, তাহাতে কোন সংশয় নাই। এক্ষণে তোমরা আমার বিবাহার্থ ত্বরায় উদ্যোগ করহ।

ইত্যুক্ত্বাতু সুরাঃসর্ব্বে ঈশ্বরেণ মহাত্মনা।
কৃতকৃত্যা গতাঃসর্ব্বে ভবনং সর্ব্বসুন্দরং।
দক্ষায় কথয়ামাসুঃ শঙ্করেণোদিতং বচঃ॥

সর্ব্বাত্মা মহাদেব কর্ত্তৃক এরূপ বাক্য উক্ত হইলেপর দেবতারা সকলে কৃতকৃত্য হইয়া সর্ব্বসুন্দর দক্ষালয়ে গমন করতঃ মহাদেব কর্ত্তৃক যে বাক্য উক্ত হইয়াছিল, সেই বাক্য দক্ষকে কহিলেন।

ততো বিবাহ নির্ব্বর্ত্ত্য কৃতকৃত্যা যথাগতাঃ।
গতাঃসর্ব্বে মহেশোপি সত্যাসহ তদাগৃহং॥
জগামরেমে সত্যাচচিরং নির্ভরী মানসঃ॥

অনন্তর শিববিবাহ কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া কৃতকৃত্য হইয়া দেবতারা স্বচ্ছন্দে যথাহইতে আগমন করিয়াছিলেন তথায় গমন করিলেন। অর্থাৎ স্বস্বভবনে গমন করিলেন। সতীর সহিত মহাদেবও স্বগৃহে

গমন করিলেন। এবং চিরকাল ব্যাপিয়া সতীর সহিত মহামৈথুনে নির্ভরমানস হইলেন।

অথকালে কদাচিত্তু সত্যাসহ মহেশ্বরঃ।
রেমেনশেকে তংসোঢুং সতীশ্রান্তা ভবত্তদা॥
উবাচদীনয়া বাচা দেবদেবং জগদ্গুরুং।
ভগবন্নহিশক্নোমি তবভারং সুদুঃসহং।
ক্ষমস্বমাং মহাদেব কৃপাং কুরু জগৎপতে॥

অনন্তর কদাচিৎকালে সতীরসহিত পরমেশ্বর শিব যখন রতিকার্য্য সম্পাদন করিতেছিলেন, তখন শিবের ভার সহিতে অক্ষমা সতী অতিশয় শ্রান্তিযুক্তা হইলেন।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণ প্রতি বিজ্ঞাপন করিতেছি, যে সন১২৫৪সাল ও সন ১২৫৫সাল ও সন১২৫৬সাল ও সন১২৫৭সাল ও সন১২৫৮সাল ও সন ১২৫৯সাল ও সন১২৬০সাল ও সন১২৬১সাল ও সন১২৬২ সাল ও সন ১২৬৩ সাল ও সন ১২৬৪ ও ৬৫ সাল এই দ্বাদশ বৎসরের নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রের দ্বাদশ খণ্ড পুস্তক প্রস্তুতআছে, মূল্য নিরূপণ প্রতিখণ্ডে ৬ মুদ্রা যাহার গ্রহণেচ্ছা হইবেক তিনি পাতর মাটান মণ্ডল ইষ্ট্রীটে ১২ সংখ্যক বাটীতে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রালয়ে অথবা পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুক্তবাবু শিবচরণ কারফরমার বাটীতে মূল্য প্রেরণ করিলেই পাইতে পারিবেন।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক

বিজ্ঞাপন।

ব্যবস্থাসর্ব্বস্ব।

সর্ব্বলোকের বিদিতার্থ প্রকাশকরিতেছি, যে স্মৃতিশাস্ত্রাদি হইতে সংগ্রহকরিয়া উপরিউক্তপুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করাগিয়াছে, তাহাতে সংক্ষেপতঃ প্রায়শ্চিত্ত অশৌচ তিথি দায় এবং উদ্বাহ উপনয়নাদি সংস্কার আবিহিত বর্ণিতআছে, মূল্য ১ একমুদ্রা, যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হইবে তিনি পাতরঘাটা মণ্ডলষ্ট্রিটে ১২ সংখ্যকভবনে মূল্য প্রেরণকরিলে প্রাপ্তহইতে পারিবেন।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন

সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণ জনগণ প্রতি নিবেদন করিতেছি যে পূর্ব্বে ৺ বাবু নন্দলাল ঠাকুরের সহিত ৺ রামমোহন রায় ধর্ম্মবিষয়ক বিচার করিয়াছিলেন, তাহাতে ৺ বাবু নন্দলাল ঠাকুরের কৃত "পাষণ্ডপীডন,, ৺রামমোহন রায়ের কৃত " পথ্যপ্রদান ,, এই দুই পুস্তক প্রচারিত হয়, তাহা অনেকেই দেখিয়াছিলেন, উভয় পুস্তকের সঙ্গতাসঙ্গত বাক্যবিন্যাসের বিচার করণার্থে অস্মৎ কর্ত্তৃক" বিবাদভঙ্গার্ণব ,, নামে যে পুস্তক বিরচিত হইয়াছিল, তাহা সম্প্রতি মুদ্রাঙ্কিত করাগিয়াছে, যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হইবেক, তিনি পাতরিয়াঘাটার মণ্ডলষ্ট্রিটে ১২ সংখ্যক ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রালয়ে (৸৹) দ্বাদশ আনা পরিমাণে মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন॥

পুনশ্চ বিবাদভঙ্গার্ণব পুস্তকে" পাষণ্ড পীড়ন,, পুস্তক ৺ বাবু নন্দলালঠাকুরেরকৃতলেখাগিয়াছেএইঅভিপ্রায়ে যে তাহাতেতাঁহার সংপূর্ণ

যত্ন ও আনুকুল্য করা হইয়াছিল, এবং সে বিষয়ের মূলই ৺ বাবু নন্দলাল ঠাকুর, তাঁহার অনুমতিতে ৺ কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয় রচনা করেন, ইহাও বিজ্ঞাপনার্থে অত্র পত্রিকাতে প্রকাশ করিয়া লিখিলাম।

শ্রীনন্দকুমার শর্ম্মা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীমদ্ভাগবত।

মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত প্রথমস্কন্ধঃ।

শ্রীযুক্ত নন্দকুমারকবিরত্নভট্টাচার্য্যকর্ত্তৃক সস্বামিক মূলার্থ গৌড়ীয় সাধু ভাষায় প্রতিভাষিত হইয়া নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে পুস্তক [৭৬০] পৃষ্ঠায় পরিপূর্ণ, মূল্য ৮ অষ্টমুদ্রা, যাঁহার প্রয়োজন হইবে তিনি উক্তযন্ত্রালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্তহইতে পারিবেন।

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
কৃতাজনহিতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

☞ এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটীহইতে বন্টন হয়,

---

কলিকাতা পাতুরিয়াঘাটা মণ্ডলইষ্ট্রিটে ১২ সংখ্যক ভবনে
নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিতা হইল॥

৩ কল্প ১৬ খণ্ড

সদ্বিচার জুষাংনৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি র্গদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৫ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৮১ সন ১২৬৬ সাল ৩২আষাঢ়।

সময় মাহাত্ম্য।

সময়েই সকল হয়, সময়েরগুণে অসৎকার্য্য করিলেও কেহ অসৎ বলিয়া ঘৃণা করে না। সময়েই সকলকে উন্নত বা অব নত করে। সময়ানুসারে অপকৃষ্ট ব্যক্তিকেও উৎকৃষ্ট পুরুষ বলিয়া সকলে সমাদর করিয়া থাকে। সময়ের গুণে অসত্য

পামর ব্যক্তিরাও সভ্যাভিমানী হইয়া যথার্থ সুসভ্যগণকে অসভ্য বলিয়া তিরস্কার করিতে সাবকাশ পায়। সময়ের মহিমায় ত্রিসন্ধ্যা পুত, জিতেন্দ্রিয়, হবিষ্যাশী, প্রত্যূষস্নায়ী পবিত্রান্তঃকরণ, সদাচারী, সুব্রহ্মণ্য, সৌজন্য, পুণ্য নৈপুণ্য, কারুণ্য গুণশালী, পরানুকম্পি দয়াশীল, অনুসূয়ক, বেদোদিত যাগযজ্ঞাদিকর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিরাও অধম পুরুষবৎ অনাদৃত হয়। যথার্থ অধর্ম্ম পরায়ণ অসৎপুরুষ, যাহারা ঈর্ষাসূয়া পৈশুন্যাদি স্বভাবে নিয়ত পরদ্বেষ, পরপ্রতারণাদি অবৈধকর্ম্মপরায়ণ, পরপ্রতারক, যথেচ্ছাচারী, যথেষ্টাহারী, শৌচাচমনহীন, সন্ধ্যাবন্দনাদি বর্জ্জিত, দেব দ্বিজ শাস্ত্রদ্বেষী, মদ্যমাংসাদি অশনপরায়ণ জঘন্য পুরুষেরাও সময়াধীন প্রগাঢ় সভ্যরূপে সমাদৃত হয়। সময়ের কি আশ্চর্য্য মহিমা, সময়ের কি আশ্চর্য্য ক্রিয়া, সময়ের কি আশ্চর্য্য বল, সময়ের কি সুমধুর লাবণ্য, সময়ের কি প্রচণ্ড বিক্রম, সময়ের অদ্ভুত মিত্রতার বিষয় লিখিয়া পর্য্যাপ্তি করিতে পারি না। সময়েরগুণে, বেদবিৎ পণ্ডিতগণেরাও নির্ব্বোধ হইয়াছেন, তদ্ভিন্ন বিজাতীয় শাস্ত্রাধ্যয়ন পরায়ণ জনগণেরাই পণ্ডিতপদবাচ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। নতুবা যাহারা বৈদিকজাতীয় শাস্ত্রের কোনভাগের আলোচনা করে না, শুদ্ধ বিজাতীয় পুস্তক মিল্টন, বা বেকন, পড়িয়া বেদশাস্ত্রের নিন্দা করিতে পারে? না, এসিয়াটিক্ রিসার্চ্চেজ, কি এসিয়াটিক্ জর্ণেল প্রভৃতি অপকৃষ্ট পুস্তক পড়িয়া পুরাবৃত্তানুসন্ধায়িঋষিবাক্যেরপ্রতি ব্যঙ্গ করিতে সাহস করে? এবং সিক্সিপিয়র প্রভৃতি কয়েকজনা আধুনিক

পুস্তককারের কৃতপুস্তক পাঠ করিয়া কি অসাধারণ ক্ষমতাবান্ কালীদাস, বররুচি, জয়দেবাদি কবিগণের কৃত কাব্যপ্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে সাবকাশ প্রাপ্ত হয় ? যে কালে যথে চ্ছাচারী গোমাংসভুক্ মদ্যপানশীল ব্যক্তির সমাদর, এবং রাজসভায় সংপুর্ণ সম্মান লাভ হয়, সেকালে স্বাধ্যায় পরায়ণ সুদৃঢ় সদাচারশীলের সমাদর বা সম্মান লাভ কোন ক্রমেই হইবার সম্ভাবনা নাই। যথা (অকুৎসনাচ পতিতে যুগেক্ষীণে ভবিষ্যতীতি) কলিকালে পতিত ব্যক্তিতে নিন্দা থাকিবেক না। (সুরাপাব্রহ্মবাদিন ইতি।) সময়ে মদ্যপানশীলেরাও ব্রহ্ম বাদী হয়। (অনাঢ্যতৈবাসাধুত্বে সাধুত্বে দম্ভমেবহীতি।) সময়ে ধনহীন হইলেই অসাধু, দম্ভাদিযুক্ত আঢ্যতাই সাধুত্বের প্রতিকারণ হয়। (ধনানি শ্লাঘনীয়ানি সতাংবৃত্তমপূজিত মিতি) সময়ে ধনই শ্লাঘনীয় ধনবিহীন সাধুব্যক্তির স্বভাবের আদর নাই। (ভবিষ্যন্ত্যুত্তমাহীনা হীনা উত্তমতাং গতাইতি) উত্তম ব্যক্তিরা হীন, হীন ব্যক্তিরাও সময়ে উত্তম হইবে। অর্থাৎ জঘন্যশীল কাপুরুষ ব্যক্তিরাও কালে সভ্যাভিমানী হয়, যথার্থ সুসভ্য জনগণকেও অসভ্য বলিয়া তিরস্কার করে। (অন্নানাং নিয়মো নাস্তি যোনীনাঞ্চ বিশেষত ইতি) অন্নের নিয়ম নাই, এবং যোনিরও নিয়ম নাই; অর্থাৎ সময়ে সকলেই সকলের অন্ন ভোজন করিবে, এবং সকলেই সম্পর্ক বিবেচনা হীন হইয়া সময়াধীন সকল যোনিতেই বিহার করিবেক। (একপংক্ত্যামশিষ্যন্তি যুগান্তে জনমেজয়. ইতি।) যুগান্ত সময়ে অর্থাৎ কল্কিকালে জাতিবিচারে পরাঙ্মুখ হইয়া সকল

জাতিই এক পংক্তিতে বসিয়া ভোজন করিবে। (স্ত্রীত্বে পুংস্ত্বেচহিরতি যুগেক্ষীণে ভবিষ্যতীতি।) ক্ষীণযুগ কলিতে পুরুষেতে স্ত্রীরন্যায় রমণ করিবে। (বিযোনিষুচরংস্ত্যন্তি প্রম দাসু নরেষু চ ইতি।) কলিকালে পুরুষেতে পুরুষেরা রমণ করিবে। এবং রূপৌদার্য্য সমন্বিতা যুবতিদিগের যোনি দ্বারকে পরিত্যাগ করিয়া বিযোনিতে রমণ করিবে। (প্রায়ো মুখভগানার্য্যো যুগেক্ষীণে ভবিষ্যতীতি।) ক্ষীণযুগ কলি কালে স্ত্রী মাত্রই প্রায় মুখভগা হইবে, অর্থাৎ মুখে শিশ্ন করিয়া স্ত্রী মাত্রই প্রায় রতিকার্য্য সম্পন্ন করিবেক। (হেতু বাদ সুনিপুণাঃ পাণ্ডিত্যে চাপলং বচ ইতি।) সকলেই প্রায় হেতুবাদ নিপুণ হইবে, অর্থাৎ সুর্ষ্ঠুতর্কদ্বারা ধর্ম্মপ্রমাদ করিবে এবং সময়েরগুণে চাপল্য বাক্যই পাণ্ডিত্যেরপ্রতি কারণ হইবে। যে ব্যক্তি অনেক বাচালতা করিতে পারিবে, সেই কালে পণ্ডিত হইবে। (যদাপুরাণে বেদেস্মিন দর্শনেষুচ সর্ব্বশঃ। বিভেদোজায়তে তস্মাদ্রুদ্যমানা সরস্বতীতি।) যে সময়ে শ্রুতি স্মৃতি পুরাণে এবং সমস্ত দর্শনে পণ্ডিত দিগের দ্বারা পরস্পর ভেদ জন্মিবে, সেই সময়ে মহাদুঃখে সরস্বতী দেবী রোদন করিতে থাকিবেন। অতএব সুধীগণে বিচার করিয়া দেখুন, যে এখন সেই সময় উদয় হইয়াছে কি না? এসময়ে বড় সাবধানিব্যক্তিরাই স্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন।

এতন্মহারাজধানী কলিকাতা নগরীমধ্যে বহুতর ধনী লোকের বাস আছে, কিন্তু ধর্ম্মরক্ষার্থে বিশেষ যত্ন করিতে

প্রায় কেহই সম্মত নহেন। বরং ধর্ম্মরক্ষাপরায়ণ ব্যক্তিকে সকলেই উপহাস করিয়া থাকেন, যাঁহারা বিশেষ হিন্দুনাম ধারণ করেন, এবং যাঁহারা সংপূর্ণরূপ হিন্দুঅভিমানী ধনী, তাঁহারাও তাদৃশ যত্নবান নাহইয়া, অর্থক্ষয়ভয়ে মহাভীত হন, তদনুরোধে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের সহিত বিশেষরূপ আলাপ করেন না, পাছে কিছু তাঁহাদিগকে দিতেহয়, সুতরাং সময় বুঝিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তানেরা স্বশাস্ত্রাধ্যয়নকরিতে আর ইচ্ছাকরেন না। যেহেতু তাঁহারা সংসারধর্ম্মে লিপ্ত আছেন, বিনাধনেও সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারেনা, ধনীবর্গেরাও কপর্দ্দকমাত্র দান করিতে সম্মত নহেন। কাযেকাযে এদেশের ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সন্তানেরা ক্রমে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পুর্ব্বক বিজাতীয় বিদ্যাশিক্ষা করিতে রুচি করিয়াছেন। কেননা ভাগ্যবান ব্যক্তিদিগের সভায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দিগের দুরবস্থা দৃষ্টে সকল ব্যক্তিই ক্ষুণ্ণমনা হন। ভাগ্যবান ব্যক্তিদিগের সভাতে বিজাতীয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদিগের বদন কমল বিনির্গত বিজাতীয় ভাষা যেমন তাঁহাদিগকে সুমধুর লাগে, এবং তদ্ভাষা তাহাদের যাদৃশ চিত্তরঞ্জিকা, ও তাঁহারাও তদ্ভাষায় যদ্রূপ হর্ষের আহবণ করেন , ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বদন গলিত সংস্কৃত ভাষা তাঁহাদিগের তাদৃশ চিত্তরঞ্জনীয়া হয় না, এবং পণ্ডিত দিগেরসহিত আলাপ করিতেও বিশেষ সমাদর করেন না। বল দেখি,দেহ ধারণ করিয়া কে অভিমান শূন্যহইয়াছে,না হইবে ? আপনার মান বৃদ্ধিকরিতে সকলেই যত্নবান হয়। সুতরাং অনাদর করণ কারণ এদেশে শাস্ত্র প্রবাহ অবরোধ হইবার

উপক্রম হইয়া উঠিয়াছে। যেমনযেমন শাস্ত্র প্রবাহাবরোধ হইতেছে, তেমন তেমন বেদোদিত ধর্ম্মও আপনার মালিন্যা বস্থাকে ধারণ করিতেছেন। কলির প্রথমেই এই, ইহার পর এদেশের যে কি দুরবস্থার ঘটনা হইবে, তাহা নির্দ্দেশ করিতে শক্তনহি। এদেশের লোকেরা এমনই অকৃতজ্ঞ, যে শতসহস্রের মধ্যে কদাচিৎ যদিকোন ব্যক্তি ধর্ম্মরক্ষার্থ যত্ন করেন, তবে তাঁহাকে কতপ্রকার হেতুবাদযুক্ত ব্যঙ্গোক্তি দ্বারা এককালেই নিরুৎসাহ করিয়া তুলেন। যাহাতে সেইব্যক্তি আর কখন স্বধর্ম্ম রক্ষারনিমিত্ত যত্নবান না হয়। ইহার অতিরিক্ত দৃষ্টান্ত আর কি দিব? আমরা দেশহিতার্থে কতিপয় বৎসর এই নিত্য ধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকা প্রকাশ দ্বারা অনেকের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি। নাস্তিক দলে ইহার গ্রাহক নাই, সেকথা মুখেও আনিনা, এবং তজ্জন্য মনস্তাপ বিশিষ্টও হইনা, যেহেতু ধর্ম্মনিন্দাশাস্ত্রনিন্দাকরা যথেষ্ঠাচারীদিগের স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব। সুতরাংতাহারা এতৎ পত্রিকার আদর কখনই করিবে না,ইহা নিশ্চিতই অবধারিত আছে। যাঁহারা যাঁহারা যথার্থ হিন্দু বলিয়া জানান্ তাঁহাদিগের আদর পূর্ব্বক গ্রহণ নাকরায় যে কতমনস্তাপ বিশিষ্ট হই, তাহা কহিয়া কি লিখিয়াপর্য্যাপ্তি করা যায় না। বড়বড় ধনী ও বড়বড় রাজা এইনগরে কি নগ রান্তরে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রি কার নাম শ্রবণ করিলেই কহেন, যে এপত্রিকা যথার্থ হিন্দু ধর্ম্ম প্রকাশিকা বটে, পত্রিকা দেখিতেও মানস হয়, এবং দেখিলেও বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে,কিন্তু এক্ষণে সময়

ভালনহে, একারণ অতিরিক্ত ব্যয় করিতে পারিনা, তালও সময়ান্তরে দেখা যাইবেক। যদি প্রতিবাসী কেহ ঐ পত্রিকাশয় এমন শুনিতে পান, তবে ঐ সুযোগে তাঁহার নিকট হইতে আনাইয়া দেখেন, এবং সেইকথা লইয়া লোক সমাজে আদর করিয়া থাকেন, কিন্তু স্বয়ং এতৎপত্রিকা গ্রহণ করিতে চাহেন না. ধর্ম্মবিষয়ে দুইচারি আনা দিতে হইবে, এই আশঙ্কাতেই তাঁহারা এককালীন অবসন্ন হইয়া পড়েন। নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা গ্রহণের অত্যন্ত সুলভোপায় স্থির করাগিয়াছে, ব্যক্ত্যনুসারে চারিআনা, অষ্টআনা, একমুদ্রা, বা ততোধিক, যিনি যাহা দিবেন তাহাতেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন, কিন্তু এমনই সময়ের গুণ, যে তাহাতেও ইঁহারা সম্মত নহেন, অথচ সর্ব্বদা সংপুর্ণ হিন্দুঅভিমানও করিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন যাঁহারা যথার্থ স্বধর্ম্মে সবিশ্বাস, তাঁহারা এতৎ পত্র গ্রহণপুর্ব্বক পাঠকরতঃ উপকৃতি দর্শন করিয়াছেন, অথচ স্বরূপ বিবেচনা করিয়া সাহায্য করেন না, যৎসামান্য যে দাতব্য মাত্র করিয়া থাকেন, সে দাতব্যে এতৎকর্ম্ম সংপুর্ণরূপে চলিতে পারে না। অতএব, কালের মহিমাতে ধর্ম্ম পথারূঢ় ব্যক্তির স্বচ্ছন্দরূপে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহকরা কঠিনতর ব্যাপার হইয়াছে। অনেকানেক বর্দ্ধিষ্ঠ হিন্দুমহাশয়দিগের নিকট যদি কেহ কহেন, যে এই নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকা, হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার্থ প্রকাশিতা, ইহা গ্রহণ করা ভবদ্বিধ ধার্ম্মিকব্যক্তির অবশ্যই কর্ত্তব্য। নতুবা একালে স্বশাস্ত্রে বিশ্বাস জন্মিতে পারে না, এবং ধর্ম্মরক্ষা করাও সুকঠিন হয়। এতদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া, মর্ম্মার্থ গ্রহণে

অনিপুণ ব্যক্তিরা পরিহাস করিয়া উড়াইয়া দেন, যে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকা যে নালইবে, সে কি হিন্দু হইবে না? এই বাক্য তাঁহাদিগের যে কি রূপ অহিতকারী, তাহা লিখিয়া জানাইতে পারি না। প্রাচীনোপাসক, প্রাচীন ধর্ম্মাবলম্বী, প্রাচীন লোকের ধর্ম্ম বন্ধন শৈথিল্য* না হউক্, কিন্তু নব্য সম্প্রদায়িরা দিন দিন যে ধর্ম্মেরপ্রতি এবং ধর্ম্মশাস্ত্রেরপ্রতি, অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেছে ও করিবে, তাহার সংশয় নাই। এক্ষণে বিজাতীয় বিদ্যাধ্যায়িবালকেরা অসদ্গোষ্ঠী সংসর্গ জন্য জঘন্য বৃত্ত হইয়াছে, তাহারা কোন ক্রমেই প্রাচীন দিগের ধর্ম্মানুষ্ঠান দেখিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করে না, বরং প্রাচীনদিগকে নির্ব্বোধ কহিয়া থাকে। ইহার কারণ হেতুবাদ সমন্বিত বক্তৃতা দ্বারা অসজ্জনেরা যে সকল লিপি প্রকাশ করিয়া থাকে, তদ্দৃষ্টেই বালকদিগের মতির অন্যথা হইতেছে। উত্তরোত্ত এতদতিরিক্ত আরও হইবারসম্ভাবনা।

দেখ! পুর্ব্বে এদেশে যবন ম্লেচ্ছাদির সহিত পান ভোজনে যথেচ্ছাচার করিতে কেহই সম্মত ছিল না, সকলেই নীচ জাতিকে স্পর্শ করিতেন না। কতিপয় বৎসরের মধ্যেই প্রায় অনেককে হীনাচারে প্রবৃত্ত হইতে যে দেখাযায়, তাহার প্রধান সোপানস্বরূপ মৃত রামমোহন রায়। তিনিই যথেষ্টাচারের প্রবর্ত্তক, প্রথমতঃ স্বকপোল কল্পিত বেদাদি শাস্ত্র বিরুদ্ধ এক ব্রহ্মজ্ঞানের সূত্রপাত করেন। তৎকালে এতদ্দেশ জাত হিন্দুমহানুভাবেরা তাঁহাকে বিশেষ অবজ্ঞা করিতেন, রায় মহাশয়ের অভিনব মত গ্রহণ করা দূরে থাকুক্ তাঁহাকে

পতিত বলিয়া কেহ স্পর্শও করিত না। কিন্তু রায়মহাশয় সুচতুর, তিনি আত্মকৃত মত প্রকাশ করিবার নিমিত্ত বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু তখন প্রধান ধার্ম্মিক বংশীয় কোন হিন্দুকেই স্বমতে আনিতে না পারিয়া, অবশেষে অপ্রধান পতিত জঘন্য বংশীয় দুইএকজন ধনীর পুত্রকে প্ররোচনা দিয়া বেদান্ত বাক্যের অযথার্থ আবৃত্তি দ্বারা যথেষ্টাচার মার্গে আনয়ন করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহারা এই অবধারণা করিয়াছিলেন, যে আমরা হীনবংশ প্রভব, যথার্থ হিন্দুধর্ম্মে থাকিতে হইলে, হীন ব্যতীত কখনই উৎকৃষ্টরূপে সম্মান লাভ করিতে পারিব না, রায় মহাশয়ের ব্রহ্মমতের পরিগ্রহণ করিলে, হিন্দুনামও থাকিবে, অথচ সর্ব্বলোকের সহিত পান ভোজনও চলিবে, এবং কালানুসারে রাজবংশ দিগেরও প্রিয়পাত্র হওযা যাইবে, তাহা হইলে প্রভূত ধনের উপার্জ্জন হইবারও সম্ভাবনা। এতদ্বিবেচনায় লোভপাশে আবদ্ধ হইয়া তাঁহারা প্রথমতঃ সেই মতে প্রবিষ্ট হইয়া পরে দলবদ্ধ করণাশয়ে হিন্দুধর্ম্মের প্রতিকূলে ঐ অযথার্থ মতের প্রশংসাসূচক বিস্তর লিপি প্রকটন করিতে লাগিলেন। সেই সকল প্রকাশ্য পত্র নিয়ত পাঠ করিয়া ক্রমশঃ দুই এক জন ভদ্রসন্তানেরাও তন্মত গ্রহণে রুচি করিয়াছিলেন, এক্ষণে রায় মহাশয়ের মত বিলক্ষণরূপ প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। এতদ্ভিন্ন ইন্দুদ্বিপীয় ম্লেচ্ছ যাজকেরা এদেশে আসিয়া, ক্রাইষ্ট ধর্ম্ম প্রকাশ করণাশয়ে হিন্দুধর্ম্মের নিন্দাসূচক বিস্তর পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করিয়া বিনা বেতনে আপামর সাধারণ লোককে

বিতরণ করিতে লাগিলেন, তখন তাহাদিগের বাইবেলোদিত য়িশুখ্রীষ্টকে এদেশেব লোকেরা জানিতেন না, ক্রমে তাহাদিগের লিপি ও পত্র, এবং পুস্তকাদি দৃষ্টে অনেক লোক ক্রুষ্টান হইতে লাগিল। বিচক্ষণেরা বিবেচনা করুন্ এই উভয় মতকেই এদেশেব লোকেরা পূর্ব্বে ঘৃণা করিতেন, কিন্তু জঘন্য বিষয় বলিয়া পণ্ডিতেরা তাচ্ছল্য করতঃ তন্মত খণ্ডনার্থে কেহই যত্ন বা আগ্রহ করিতেন না। সেই তাচ্ছল্যতাই তাঁহাদিগের হিন্দুধর্ম্ম বিনাশের প্রতি এক্ষণে প্রবল কারণ হইয়া উঠিযাছে। তথাপি অদান্ত ভ্রান্ত হিন্দুনাম ধারী জন গণেরা এখনও তাহাদিগকে সাবকাশ প্রদান করিতেছেন। বালকেবা যেরূপ বাক্যেব আলোচনা করিলে হিন্দুধর্ম্মে আস্থা করিবে, সেরূপ বাক্যসমন্বিত পত্রিকাদি পাঠ করিতে নাদিলে, কোনক্রমেই একালে স্বধর্ম্ম রক্ষা হইতে পারিবেক না। অতএব জানাইতেছি, যে যে মহাশযেরা কহেন "নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পাঠ না কবিলে কি হিন্দু হইবে না ,, তাঁহারাই স্বীয় স্বীয় মার্জ্জিত বুদ্ধিতে বিবেচনা করিয়া দেখুন না কেন, যে শুদ্ধ লিপি পত্রিকাদির আলোচনাতে অল্পকালের মধ্যেই জঘন্য ভ্রষ্টাচারী আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের এবং মিশনরী দলের কত বৃদ্ধি হইয়াছে ? যদি নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকার ন্যায় উভয় ভ্রষ্টমত খণ্ডনার্থ তৎকালে কোন পত্রিকাদি প্রকাশিত থাকিত, তবে কখনই ভ্রষ্ট দলের বৃদ্ধি হইয়া হিন্দুধর্ম্মের অনাদর হইতে পারিত না। এখনও সাবধান হউন্, সাবধান হউন, নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকা হিন্দুমাত্রেই গ্রহণ

করুন, এতৎ পত্রিকা যথার্থ হিন্দুদিগের মাতারন্যায় উপ কারিণী, ধর্ম্ম পোষিকা, চিত্ত তোষিকা, পরমার্থধন কোষিকা, অজ্ঞানান্ধ বিনাশিনী, বিধর্ম্ম দলবল শাসিনী। অতএব সর্ব্বতো ভাবে বালকবৃন্দকে ইহার আলোচনার নিমিত্ত মষ্টিদণ্ডা ত্মিকা দিবারমধ্যে কোন এক সময় নিরূপণ করিয়া দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যাঁহারা যাঁহারা তাচ্ছল্য করিবেন, পশ্চাৎ তাঁহারা তজ্জন্য অবশ্যই পরিতাপবিশিষ্ট হইবেন, ইহাতে কোন সংশয় নাই।

গতবারের শেষ।

অথ যৌগসমুচ্চয়।

অথ দন্তীযোগ।

দন্তীযোগং ততঃপশ্চাৎ কুর্য্যাৎ সাধক সত্তমঃ।
দন্তধাবন কালেতু যোগমেতৎ প্রকাশয়েৎ। ১ ॥ ইতি রুদ্রযামলং ॥

নেত্তীযোগসিদ্ধি করণানন্তর সাধক সত্তম, দন্তীযোগ সাধন করিবেক। এই দন্তীযোগ দন্তধাবন কালেই সাধনা করিতে হয়। ১ ॥ অর্থাৎ দন্ত ধাবনের অনুষ্ঠানানুরূপ দন্তীযোগের অনুষ্ঠান ॥

দন্তধাবন কাষ্ঠন্তু সার্দ্ধৈকহস্ত সম্ভবং।
নাতিস্থূলং নাতিসূক্ষ্মং নবীনং নম্রমুত্তমং। ২ ॥

দন্তীযোগে দন্তধাবন কাষ্ঠসার্দ্ধএক হস্তপ্রমাণ করিবে। অতিস্থূল কি অতি সুক্ষ্ম নাহয়, অতি নবীন ও সরল, এবং সুন্দর কোমল হইবে। অর্থাৎ গলাধঃকরণ করিবারকালে কঠিন আঘাত না লাগে। ২ ॥

অপক্কং যত্নতোগ্রাহ্যং মৃণাল সদৃশং তরুং।
গৃহীত্বা দন্তকাষ্ঠংতৎ প্রাতঃকালে প্রভক্ষয়েৎ।৩॥

যথোক্তবৃক্ষের অপক্ক শাখা যত্নপূর্ব্বক গ্রহণ করিবে।এবং পদ্মমৃণালের ন্যায় কোমল, কোনরূপে দৃঢ় গ্রন্থি না থাকে। এইরূপ দন্তকাষ্ঠ গ্রহণ করিয়া, সেই কাষ্ঠ প্রাতঃকালে দন্তধাবনের সময় ভক্ষণ করিবেক।৩॥

দন্তকাষ্ঠাগ্রভাগঞ্চ কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্ব্বচ।
এবং দন্তাবলীভ্যাঞ্চ চর্ব্বণং সুন্দরঞ্চরেৎ।৪॥

দন্তকাষ্ঠের অগ্রভাগ কনিষ্ঠাঙ্গুলির এক পর্ব্ব পরিমাণে নিম্নোচ্চ উভয় দন্ত পংক্তিদ্বারা সুন্দররূপ চর্ব্বণ করিবেক।৪॥

তৎপ্রক্ষাল্যচ নীরেণ শনৈর্নির্গম মাচরেৎ।
শনৈঃ শনৈঃ প্রকর্ত্তব্যং কাযবাক্ চিত্তশোধনং।৫॥

সেই দন্তকাষ্ঠাগ্রকে জলদ্বারা প্রক্ষালন করতঃ অল্পে অল্পে উদরমধ্যে প্রবেশ করাইবে। এইরূপ চিত্তশোধক, ও শরীর শোধক, এবং বাক্ শোধক, দন্তকাষ্ঠ ভক্ষণ করা অল্পে অল্পে যোগীদিগের কর্ত্তব্যকর্ম্ম হয়।৫॥

যাবন্নযাতি কাষ্ঠাগ্রং নাভিমূলেত্বনাকুলং।
তাবৎ সূক্ষ্মতরং গ্রাহ্যং অবশ্যং প্রত্যহঞ্চরেৎ।৬॥

অনাকুল অর্থাৎ কফসমূহ বেষ্টিত নাভিমূলে কাষ্ঠাগ্র যাবৎ না যায়, তাবৎ সূক্ষ্মতরকাষ্ঠ গ্রহণকরতঃ প্রত্যহ অবশ্য দন্তধাবন করিবেক।৬॥

হৃদয়ে জলচক্রঞ্চ যাবৎখণ্ডং ন জায়তে।
তাবৎকালং সর্ব্বদিনে প্রভাতে রদ সাধনং।৭॥

হৃদয় দহরমধ্যে কফসমূহ যাবৎ খণ্ড২ নাহয়, তাবৎকাল সকলদিনেই রদসাধন অর্থাৎ দন্তকাষ্ঠ ভক্ষণরূপ দন্তী যোগ সাধন করিবেক।৭॥

হৃদয়ে কফভাণ্ডস্য খণ্ডনং জায়তে ধ্রুবং।
পবনাগমনে সৌখ্যং প্রাপ্নোতি যোগনির্ভরং।৮॥

এই যোগসাধনার প্রভাবে হৃদিস্থ কফভাণ্ডের অবশ্যই খণ্ডন হইবেক। কফ খণ্ডন হইলে নাড়ীরন্ধ্রে প্রাণায়াম কালে সুখে বায়ুর আগমন হয়। বায়ু স্বচ্ছন্দগামী হইলে সাধকের দৃঢ়তর যোগ সাধনার ক্ষমতা লাভ হয়। ৮ ॥

খেচরান্নং লবণজং অম্লান্নং কুম্ভকোদ্ভবং।
মিষ্টান্নং শাকদধ্যন্নং দ্বিবারং রাত্রি ভোজনং। ৯॥

খেচরান্ন, লবণাম্ল যুক্ত অন্ন ও শাক দধিযুক্তঅন্ন, ও মিষ্টান্ন ভোজন, ও দিবায় দ্বিবার ভোজন, এবং রাত্রিভোজন করিবেক না। যাহাতে কফ বৃদ্ধি নাহয়, এবং কুম্ভকের হিত হয়, এমত দ্রব্য ভক্ষণ করিবেক ॥ ৯ ॥ এই আহারনিষিদ্ধের এখানে উক্তি নাই, পূর্ব্বেযোগীর পথ্যাপথ্য বিচার কালে নিষেধ দৃষ্টে, লিখিত হইল, যথা (তিক্তাম্ল লবণোষ্ণ হরীত শাকা ইত্যাদি।)

অবশ্য যোজযেদ্যোগী যদিযোগমিহেচ্ছতি ॥
একভাগং স্বস্ববীজং দ্বিভাগং তণ্ডুলং মতং। ১০ ॥

যদি যোগী যোগের ইচ্ছাকরে, তবে অবশ্যই এই সকল বিষয়ের যোজনা করিবেক। একভাগ কলাই দুই ভাগ তণ্ডুল মিশ্রিত খেচরান্ন করিয়া ভোজন করিবেক। ১০ ॥

উত্তমং পক্বমাহৃত্য ঘৃতদুগ্ধেন ভক্ষয়েৎ।
অথবা কেবলং দুগ্ধং তর্পণং কারয়েদ্বুধঃ। ১১॥

সাধক উত্তমরূপ পাক হইলে অর্থাৎ অতিশয় আর্দ্র বা অদ্রব নাহয়, এমত পাকাহরণ করতঃ ঘৃত দুগ্ধের সহিত ভোজন করিবেক। অথবা কেবল দুগ্ধেই কুণ্ডলী শক্তির তৃপ্তি জন্মাইবেক। ১১ ॥

কুণ্ডলীং কুলরূপাঞ্চ দুগ্ধেন পরিতর্পয়েৎ।
কুণ্ডলী তর্পণং যোগী যদিজানাতি শঙ্কর ॥
অনায়াসেন যোগীস্যাৎ সজ্ঞানীন্দ্রো ভবেদ্ধ্রুবং। ১২॥

পার্ব্বতী মহাদেবকে কহিতেছেন, হে শঙ্কর! কুলরূপা কুণ্ডলীদেবীর দুগ্ধেই তর্পণ করিবে। অতএব, হে মহাদেব! কুণ্ডলী তর্পণকে যদি সাধক জনে জানে, তবে সেই সাধক অনায়াসে যোগী হয়, এবং ত্রিলোকী তলে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী হয়। ১২॥ কুণ্ডলী তর্পণ তন্ত্রান্তরেও প্রমাণ করিয়াছেন, শুদ্ধ দুগ্ধানেই কুণ্ডলী সুতৃপ্তা হয়েন। যথা (দুগ্ধান্নে প্রীতিযুক্তা মধুমদ মুদিতা ভাবয়েদ্যোগিনস্তাং ইতি।) কুণ্ডলীশক্তি দুগ্ধান্নে তৃপ্তা, ও মধুমদপানে হর্ষযুক্তা হয়েন, তাঁহাকে যোগীরা সর্ব্বদাই ভাবনা করেন॥

গতবারের শেষ।

সন্দেহনিরসন।

গত পত্রে ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্নের উত্তর পরিসমাপ্তি না হওয়া প্রযুক্ত, অত্রপত্রে তৎ প্রশ্নের উত্তরভাগে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য, বেদের প্রমাণ দিয়াছেন।

যজুর্ব্বেদং সামবেদ মাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাস পুরাণং পঞ্চমং বেদানাংবেদং। পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্য মেকায়নং দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্পদেবজনবিদ্যা মেতদ্ভগবোধ্যেমি সোহহং ভগবোমন্ত্র বিদেবাস্মি নাত্মবিৎ। ২॥

ছান্দোগ্যং। ৭। অং॥

যজুর্ব্বেদং সামাথর্ব্বণং চতুর্থং বেদং। বেদশব্দস্য প্রকৃতত্বাদিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদং বেদানাং ভারত পঞ্চানাং বেদব্যাকরণমিত্যর্থঃ ব্যাকরণেন, হি পদাদিবিভাগশ ঋগ্‌বেদাদয়োজ্ঞায়ন্তে পিত্র্যং শ্রাদ্ধকল্পং।রাশিং গণিতং।দৈবং উৎপাতজ্ঞানং।নিধিং মহাকালাদি নিধি শাস্ত্রং। বাকোবাক্যং তর্ক শাস্ত্রং। একায়নং

নীতিশাস্ত্রং। দেববিদ্যাং নিরুক্তং। ব্রহ্মণঃ ঋক্ যজুঃ সামাখ্যস্য বিদ্যাং। ব্রহ্মবিদ্যাং শিক্ষাকল্প ছন্দচিতয়োঃ। ভূতবিদ্যাং ভূত তন্ত্রং। ক্ষত্রবিদ্যাং ধনুর্ব্বেদং। নক্ষত্রবিদ্যাং জ্যোতিষং।সর্পদেব জন বিদ্যাং সর্পবিদ্যাং গারুডং দেবজন বিদ্যাং গন্ধ, যুক্তি নৃত্য, গীত, বাদ্য শিল্পাদি বিজ্ঞানানি ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যং।

ব্রহ্মনিষ্ঠ যোগীশ্বর সনৎকুমার প্রতি দেবর্ষি নারদ গোস্বামী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। হে ভগবন্ আমাকে আত্মতত্ত্ব উপদেশ করুন্ ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব্ব এই চারি বেদ, ইতি হাস পুবাণ পঞ্চম বেদ, অর্থাৎ (বেদের প্রকৃত অর্থ ব্যপদেশ হেতু ইতিহাস পুরাণকে পঞ্চম বেদ কহে) ইতিহাস পদে মহাভারত উক্ত হইয়াছে, ও বেদ ব্যাকরণ অর্থাৎ তদ্দ্বারা পদার্থ বিভাগক্রমে ঋক্ যজুঃ সামাদি বেদার্থকে জানাযায়। পিত্র্যং অর্থাৎ শ্রাদ্ধকল্প যাহাতে পিতৃলোকের তুষ্টি জন্মায়। রাশি অর্থাৎ যাহাতে রাশিচক্র কোষ্ঠী প্রভৃতি গণিত হয়। দৈবং অর্থাৎ উৎপাত জ্ঞান যদ্দ্বারা অতীত অনাগত বর্ত্তমান বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, নিধিং, অর্থাৎ মহাকালাদি নিধি জ্ঞান, বাকো বাক্য, অর্থাৎ তর্কশাস্ত্র যাহাতে শাস্ত্র বিচাবে নৈপুণ্য হয়। একায়নং, অর্থাৎ নীতিশাস্ত্র যদনুষ্ঠানে সংসার কুশলী হয়। দেব বিদ্যা, অর্থাৎ নিরুক্ত, যাহাতে বেদার্থ বোধ কবিতে পাবে। ব্রহ্মবিদ্যা, অর্থাৎ ঋক্যজুঃ সামাখ্য বেদ বিদ্যা, শিক্ষাকল্প ছন্দচিত অর্থাৎ গায়ত্রী ত্রষ্টুভাদি ছন্দ বোধ, ও বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান, ভুত বিদ্যা, ভূততন্ত্র, অর্থাৎ ভুত প্রেত পিশাচ যক্ষ রাক্ষসাদি বশীকরণবিদ্যা। ক্ষত্র

বিদ্যা, অর্থাৎ সাংগ্রামিকতত্ত্ব। নক্ষত্র বিদ্যা,অর্থাৎ জ্যোতিষঃ শাস্ত্র। সর্পবিদ্যা, অর্থাৎ গারুড় মন্ত্রাদি যদ্দ্বারা বিষ হরণ হয়। এবং সর্প কর্তৃক ভয় থাকেনা, দেবজন অর্থাৎ গন্ধ যুক্তি নৃত্য গীত বাদ্য শিল্পাদি কুশল শাস্ত্র, ইত্যাদি সকলবিদ্যা আমি অধ্যয়ন করিয়াছি, কেবল অধ্যয়ন করিয়াছি এমত নহে, এস কল শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানে কর্ম্মকুশল হইয়াছি। কিন্তু কোনমতে আত্মতত্ত্ব জানিতে পারি নাই।

অতএব, অরেবৎস ! তুমি বিবেচনা করিয়া দেখনা কেন! ভুত বিদ্যাদি ষড়বিদ্যার উল্লেখ যখন উপনিষদে আছে, তখন ঐ সকল বিদ্যা যে মিথ্যা এবং তাহাতেকোন ফললাভ হয় না, এরূপ বক্তৃতায় আদর করিতে বিচক্ষণেরা পারেন না। বেদোক্ত তাবৎকর্ম্মে কৃতকার্য্য হইয়া দেবর্ষি নারদ আত্মতত্ত্ব জ্ঞানে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাহাতে সম্যক্ কর্ম্মানুষ্ঠানের অপেক্ষা কৃত কিয়দংশের অনুষ্ঠান করিতে যাঁহারা শক্ত নহে, তাঁহারা অভিমান পরবশে আত্মতত্ত্বজ্ঞানী বলিয়া যদি বক্তৃতা করেন, তবে অবশ্যই জনসমাজে হাস্যাস্পদ ভাজন হইবেন, তাহাতে সংশয় কি ?। অপর তোমাদিগের কলিকাতার তত্ত্বজ্ঞানীরা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় লেখেন।

" এক্ষণে অনেক খ্রীষ্টিযান পণ্ডিত স্বীয়ধর্ম্ম শাস্ত্রের পূর্ব্ব অর্থ শোধন করিয়াভূতত্ত্ববিদ্যাব সহিত তাহার ঐক্য রাখিবাব চেষ্টায আছেন ,,

এতল্লিপি দৃষ্টে আমাদিগের কেবল পরিহাস উপস্থিত হয়, কারণ যাহাঁরা স্বয়ং বেদ উপনিষদাদিব পূর্ব্ব অর্থ শোধন করিয়া ম্লেচ্ছ জাতিদিগের সন্তোষার্থে বা ঈর্ষাভাবে বিচায়

জিগীষায় খ্রীষ্টীয় মতানুরূপ স্বীয় ধর্ম্মের ঐক্য করিবার চেষ্টায় বেদের কতক ভাগকে অসার জ্ঞানে ত্যাগ করিতে সমুদ্যমী হইয়াছেন। তাঁহারা কোন্ সাহসে খ্রীষ্টিয়ানদিগের প্রতি দোষারোপ করিতে সাহসিক হন্। যেহেতুক বর্ত্তমান ব্রহ্মিষ্ঠেরা যখন দেবদেবীকে রূপক, ও জ্ঞানোপাসনায় যোগাদির অনাবশ্যক ও কর্ম্মকাণ্ডাদিনিষ্ফল বলিয়া যুক্তি করিতেছেন, তখন খ্রীষ্টিয়ানদিগের বাইবেলের পুর্ব্বলিপি খণ্ডন দৃষ্টে সমধর্ম্মী হইয়াও যে আশ্চর্য্য জ্ঞান করেন, ইহাও সামান্য উপহাসের কারণ নহে।

যাহা হউক্ তোমাদিগের তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকেরা ভূতত্ত্ব বিদ্যার উপলক্ষে বাইবেল গ্রন্থেরপ্রতি যে সকল আপত্তি আনয়ন করিয়াছেন,তাহা সমুদয় বিফল হইয়াছে। যেহেতুক তাহার বিশেষরূপ তথ্যানুসন্ধানে অবগত হইয়াছি যে খ্রীষ্টিয়ান পণ্ডিতেরা ঐ সকল আপত্তিকে অতিপুর্ব্বে বিস্তারিত রূপে খণ্ডন করিয়াছেন। অতএব তাহাদিগেরশোধিত মতের খণ্ডন না করিয়া খণ্ডিত মতের প্রতি কটাক্ষে শুদ্ধ পরিশ্রম মাত্রই সার হইয়াছে।

গতবারেরশেষ।

শিবলিঙ্গাখ্যান।

অতি কাতর বাক্যে ভগবতী দেবদেব জগদ্গুরু মহাদেবকে কহিতে লাগিলেন। হে ভগবন্! আমি তোমার সুদুঃসহ ভার সহ্যকরিতে

পারিনা। অতএব, হে জগৎপতে ! হে মহাদেব। আমাকে কৃপাকরিয়া ক্ষমা করহ॥

নিশম্য বচনংতস্যা ভগবান্ বৃষভধ্বজঃ।
নির্ভরং রমণংচক্রে গাঢ়ং নির্দ্দয় মানসঃ॥

দেবীর বাক্য শ্রবণ করতঃ ভগবান্ বৃষভধ্বজ শিব নির্দ্দয় মানসে গাঢ়রূপ নির্ভর রমণ করিতে লাগিলেন।

কৃত্বাসম্পূর্ণ রমণং সতীচ ত্যক্তমৈথুনা।
উত্থানায় মনশ্চক্রে উভয়োস্তেজ উল্বণং।
পপাত ধরণী পৃষ্ঠে তৈর্ব্ব্যাপ্ত মখিলং জগৎ।
পাতালে ভূতলে স্বর্গে শিবলিঙ্গাস্তদা ভবন্॥

অনন্তর সংপূর্ণ রমণ করিয়া, সতীও ত্যক্তমৈথুনা হইয়া যখন উঠিতে মন করিলেন, তখন উভয়েরই উল্বণ তেজ পৃথিবীতলে পতিত হইল, সেই তেজদ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হইল। সেই উভয় মিশ্রিত তেজে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে শিবলিঙ্গ সকল উৎপন্ন হইয়াছিল।

তেনভূতা ভবিষ্যাশ্চ শিবলিঙ্গাঃ সযোনয়ঃ।
যত্রলিঙ্গং তত্রযোনি র্যত্রযোনি স্ততঃ শিবঃ।
উভয়োশ্চৈবতেজোভিঃ শিবলিঙ্গ ব্যজায়ত ইতি।

সেইহেতু যে সকল শিবলিঙ্গ নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং ভবিষ্যে যে সকল নির্ম্মিত হইবে, সে সকল শিবলিঙ্গই সযোনি। অর্থাৎ গৌরীপট্ট সহিত নির্ম্মিত হয়। কেন না শিবশক্তি উভয়ের তেজে শিবলিঙ্গ উৎপত্তি হইয়াছে।

ইতি শিবলিঙ্গোৎপত্তি বিবরণং সমাপ্তং।

শিবলিঙ্গ পূজনে সকলের অধিকার।

শাক্তো বা বৈষ্ণবোবাপি সৌরো বা গাণপোঽথবা।
শিবার্চ্চন বিহীনস্য কুতঃসিদ্ধি র্ভবেৎ প্রিয়ে। ইতি।
উৎপত্তি তন্ত্রে।

মহাদেব পার্ব্বতীকে কহিয়াছেন, হে পার্ব্বতি! শাক্ত, কি বৈষ্ণব, সৌর বা গাণপ, শিবপূজা বিহীনের কোথায় সিদ্ধিহয়? । অর্থাৎ কোন মন্ত্রই ফলপ্রদ হয় না।

অনারধ্য চ মাংদেবি যোঽর্চ্চয়েদ্দেবতান্তরং।
নগৃহ্লাতি মহাদেবি শাপংদত্ত্বা ব্রজেৎপুরং॥

হে মহাদেবি! আমাকে আরাধনা না করিয়া যেব্যক্তি দেবতান্তরের পূজা করে, সে দেবতা তাহার পূজা গ্রহণ না করিয়া তাহাকে শাপ দিয়া স্বপুরে গমন করেন॥

পর্ব্বতাগ্র সমংদেবি মিষ্টান্নাদি ক্রমেণহি।
ফলানি বহুধান্যেব পুষ্পাণ্যেব যথা বিধি।
সুমেরু সদৃশংচান্নং নানাবিধমনোহরং।
সুপাদিকং মহেশানি যদিস্যাৎ সাগরোপমং।
যদ্দত্তং পুষ্পনৈবেদ্যং সর্ব্বং বিষ্ঠাময়ং ভবেৎ।
শিবার্চ্চন বিহীনো যঃ পুজয়েদ্দেবতান্তরং।
বিশেষতঃ কলিযুগে স নরঃ পাপভাগ্ভবেৎ॥

হে দেবি! পর্ব্বতের শৃঙ্গেরতুল্য মিষ্টান্নাদি, বহুবিধ ফল, বহুপ্রকার পুষ্পদ্বারা দেবতান্তরের পূজাকরে, এবং সুমেরু পর্ব্বতের সদৃশ সোপ করণ অন্নরাশি নিবেদন করে, সমুদ্রতুল্য সুপাদাদি প্রদান করে, শিব

পূজা বহির্ম্মুখ ব্যক্তির প্রদত্ত পুষ্প নৈবেদ্যাদি যে কিছু সকলই বিষ্ঠা তুল্য হয়। অর্থাৎ দেবতারা গ্রহণ করেন না! বিশেষতঃ অন্যান্য যুগাপেক্ষা কলিযুগে শিবপূজা হীন ব্যক্তি সমস্ত পাপে লিপ্ত হয়।

সর্ব্বপূজাসু দেবেশি লিঙ্গপূজা পরংপদং!
লিঙ্গপূজাং বিনাদেবি অন্যপূজাং করোতিযঃ।
বিফলাতস্য পূজাস্যা দন্তে নরক মাপ্নুযাৎ।
তস্মাল্লিঙ্গং মহেশানি প্রথমং পবিপূজয়েৎ। ইতি।

লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্রং।

হে দেবেশি! সমস্ত পূজাহইতে শিবলিঙ্গ পূজা শ্রেষ্ঠ হয়। যে ব্যক্তি শিবলিঙ্গ পূজা না করিয়া অন্যদেবতার পূজা করে, তাহার সম্বন্ধে সেই পূজা বিফলা হয়, এবং সেব্যক্তি অন্তে নরক ভোগ করে। একারণ হে পার্ব্বতি। সর্ব্বপূজাদৌ শিবপূজা করা বিধেয় হয়।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে বিদিত করিতেছি। নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকা যাহা সন ১২৫২ সালে প্রকাশ হইয়াছে, তাহার ১২৫৮ সালাবধি ১২৬৫ সাল পর্য্যন্ত ৮ বৎসরের অষ্টখণ্ড পুস্তক প্রস্তুত আছে মুল্য প্রতি খণ্ডে ৬ছয়মুদ্রা, যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হইবে, তিনি পাতরঘাটায় শ্রীযুক্ত বাবু শিবচরণ কারকরমার বাটীতে, অথবা পটোলডাঙ্গা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ আঢ্যের বাটীতে, বা বেহালা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট কিম্বা পাতরঘাটা মণ্ডল ইষ্ট্রিট ১২ সংখ্যক ভবনে উক্ত যন্ত্রালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন, এবং ঐ নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা প্রতিমাসে যাহা প্রকাশিতা হয় তাহার

গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবার বাসনা হইলে স্ব স্ব নাম ও ধাম এবং দাতব্য মুদ্রায় অঙ্কিত করিয়া পত্র ঐ ঐ স্থানে প্রেরণ করিলে যথা নিয়মে পত্রিকাও প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। উক্ত পত্রিকা যথার্থ হিন্দুধর্ম্মাব লম্বীদিগের অবশ্য গ্রহণীয়, যেহেতু তাহাতে হিন্দুধর্ম্মের স্বরূপ তত্ত্ব জ্ঞান জন্মাতে পারে, বৈধর্ম্মীদিগের উক্তিমত যুক্তি খণ্ডন করিয়া, যাহা হিন্দুদিগের কর্ত্তব্য তাহাই লেখিত হইয়াছে, যথাশাস্ত্র বেদ বিহিত বেদান্ত সমন্বয়দ্বারা ব্রহ্ম বিচার, ধর্ম্মানুষ্ঠান, ও কর্ম্মকাণ্ড বিধি, এবং পদার্থ বিচার, যন্ত্রকৌশলাদি প্রাণীতত্ত্ব নিরূপণ, ভূগোল, ও খগোলাধ্যায়, নীতিশিক্ষা, সভ্যাচার প্রভৃতি শাস্ত্রমূলক উপদেশ আছে, সুতরাং তদ্দৃষ্টে হিন্দুধর্ম্মে বৈদিকজাতিরা অশংসয় সুনিষ্ণাত হইতে পারেন। ইতি।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

ব্যবস্থা সর্ব্বস্ব।

উক্ত পুস্তক হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিসংসারিজনের বিশেষ উপকারী হয়। যে হেতু তদ্দৃষ্টে প্রায়শ্চিত্ত, তিথি, অশৌচ, দায, শ্রাদ্ধ, উপনয়নাদি সংস্কার তত্ত্বের বিশেষ বোধ হইতে পারে, সুতরাং তদ্দৃষ্টে হিন্দুবিষয়ি দিগের অবশ্য গ্রহণীয়, যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হইবে, তিনি উপরিউক্ত ঐ ঐ সকল স্থানে ১ মুদ্রা মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন ইতি।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

বেদান্ত পরিভাষা।

উক্ত গ্রন্থ কেবল সংস্কৃত ভাষায় বঙ্গাক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে, তাহা আস্তিক সাকারবাদী জনের গ্রহণীয়, মূল্য ৸০ বার আনা,

গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিরা উপরিউক্ত ঐ সকল স্থানে মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

বিবাদভঙ্গার্ণব।

উক্ত গ্রন্থে ৺কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের কৃত পাষণ্ডপীড়নের ও মৃত রাম মোহন রায়ের কৃত পথ্যপ্রদান পুস্তকের অভিপ্রায় স্ফুট করিয়া যথার্থ বিচার অর্থাৎ ৺নন্দলাল ঠাকুরের সহিত মৃত রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম বিচার যেরূপ হইয়াছিল, তাহা ধৃত করিয়া যথাশাস্ত্র এবং যুক্তিতঃ সঙ্গতাসঙ্গত বিচার করিয়া, যাহা হিন্দুদিগের অবশ্য করণীয়, তাহাই নিষ্পন্ন করাগিয়াছে, মূল্য ৸৹আনা মাত্র, যাঁহার গ্রহণ করিতে বাসনা হয়, তিনি উপরিউক্ত সকল স্থানে মূল্য প্রদান পূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

শিবসংহিতা।

মহাদেব প্রণীত উক্ত গ্রন্থ যোগ সাধকদিগের বিশেষ প্রযোজনীয়, তদ্ভিন্ন সকলেরই দর্শনযোগ্য হয়। যেহেতু তাহাতে যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানের নিরূপণ, ও কিরূপে পরব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়, তদর্থে যোগাভ্যাসের বিধি এবং পদ্মস্বস্তিকাদি আসন ও মহামুদ্রা যোনিমুদ্রাদি বন্ধ প্রকরণ, প্রসঙ্গতঃ ষটচক্রসংস্থা বর্ণন আছে, সংপ্রতি নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে, মূল্য ১ একমুদ্রা মাত্র যাঁহাদিগের গ্রহণেচ্ছা হইবে, তাঁহারা অগ্রেই স্বস্ব নাম সাক্ষরিত করতঃ এক এক পত্র নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রালয়ে বা পাতরঘাটায় শ্রীযুক্ত শিবচরণ কারফর্মার বাটীতে, অথবা বেহালা নিবাসী শ্রীযুক্তবাবু দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের

বাটীতে, বা বাসা চাঁপাতলায়, কিম্বা পটোলডাঙ্গার শ্রীযুক্তবাবু দুর্গা চরণ আঢ্য মহাশয়ের বাটীতে প্রেরণ করিলে প্রস্তুত মতে গ্রন্থ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন,। ইতি

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

জ্ঞান সৌদামিনী।

উক্ত পুস্তক হিন্দুসন্তানদিগের বিশেষ উপদেশ যোগ্য, যেহেতু উক্ত পুস্তকে বিদ্যা শিক্ষার উপদেশার্থ নীতিশিক্ষা, মূর্খ পণ্ডিত লক্ষণ, শিষ্টাচার কথন, সভ্য গুণনিদর্শন, পিতামাতার মহিমা, বিদ্যা মহিমা, প্রসঙ্গত ধর্ম্ম প্রশংসা, স্বধর্ম্ম রক্ষার্থ বিশেষ উপদেশ, এবং স্বজাতীয় ও বিজাতীয় বিদ্যা শিক্ষার যেরূপ প্রণালী তাহা নিশ্চয় করিয়া লেখিত হইয়াছে, তদভ্যাসে হিন্দুবালকেরা বিজাতীয় বিদ্যা শিক্ষা করিয়াও স্বজাতীয় ধর্ম্ম বিস্মৃত হইবেক না, পুস্তকের মূল্য ॥০ অর্দ্ধমুদ্রা মাত্র, যাঁহারা আপনং সন্তানদিগকে স্বধর্ম্মে রাখিতে ইচ্ছুক হইবেন, তাঁহারা এই গ্রন্থ গ্রহণ অবশ্যই করিবেন। অতএব উক্ত পুস্তক নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিত হইতেছে, যাঁহাদিগের গ্রহণে বাসনা থাকিবে, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম ও মূল্য সাক্ষরিত করিয়া উপরিউক্ত স্থানেতে পত্র অগ্রেই প্রেরণ করিবেন, পুস্তক প্রস্তুত মতে নিকট প্রেরণ করা যাইবেক। ইতি

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

কলিকুল নাটক।

উক্ত গ্রন্থ ধার্ম্মিকদিগের হর্ষোদ্দীপন, বিধর্ম্মীর হৃদয় বিদারণ, অর্থাৎ মহারাজাধিরাজ কলি, যেরূপে রাজা পরীক্ষিতের নিকট স্থান যাচঞা করিয়া তথায় বাস করিলেন এবং তত্তৎ স্থানাধিপের সহিত সৌহার্দ্দ করতঃ তাঁহার পিতামহ অধর্ম্মের সহিত সাক্ষাৎ করেন, অধর্ম্মও সত্য।

দিযুগে আপনার যে দুরবস্থা ঘটিয়াছিল তাহা কহিয়াছিলেন, ও তখন অধর্ম্মকর্ত্তৃক সৃতা হইয়া তৎপ্রিয়া ভার্য্যা মিথ্যা সপরিবারে বঙ্গীয়দেশে সমাগমন করেন। এবং কলিরাজার দলবলেরা যেরূপে ধর্ম্মের দলবল কে পরাস্ত করিয়া এতদ্দেশকে আক্রান্ত করে, সেই সকল ব্যাপার রূপকনাট্যছলে কৌশলে গদ্যপদ্যাদি নানা ছন্দে বিরচিত হইয়া মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে, মূল্য ৸৹ বারআনা মাত্র, গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিরা উপরিউক্ত স্থানে নাম ধাম ও মূল্যাঙ্ক স্বাক্ষরিত পত্র অগ্রে প্রেরণ করিলে প্রস্তুতমতে নিকট প্রেরণ করা যাইবেক, নতুবা, পুস্তক প্রস্তুত হইলে একমুদ্রা মূল্য দিতে হইবেক ইতি।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম স্কন্ধ।

উক্ত পুস্তক ভাগবতদিগের পরমাদরণীয়, যে হেতু অগ্রে মূল শ্লোক, নিম্নে শ্রীধরস্বামীর টীকা, তন্নিম্নে গৌড়ীয় ভাষায় অর্থ, তাহার নীচে নোট করিয়া অর্থাৎ প্রাকৃত বাঙ্গালা শব্দের চিহ্ন দ্বারা সূক্ষ্মার্থ ব্যাখ্যা করা আছে। ঐ গ্রন্থ দেখিলে ভগবদ্ভক্তিমান ব্যক্তিদিগের বিশেষ আনন্দ জন্মিবে, ঐ গ্রন্থ প্রথম সাময়িক পত্র ন্যায় ২৪ পৃষ্ঠার এক সংখ্যা চারিআনা মূল্যে দেওয়া গিয়াছিল, পরে স্কন্ধ সমাপ্ত হইলে ৩২ সংখ্যায় পুস্তক বন্ধন করা গিয়াছে, মূল্য ৮ অষ্ট মুদ্রা, যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হইবে, তিনি উপরিউক্ত ঐঐ স্থানে মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। ইতি

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
কৃতা জনহিতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

☞ এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটীহইতে বণ্টন হয়,

---

কলিকাতা পাতুরিয়াঘাটা মণ্ডলইষ্ট্রিটে ১২ সংখ্যক ভবনে
নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিতা হইল॥

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

৪ কল্প ১৬ খণ্ড

সদ্বিচার জুষাংনৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্তুং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৫ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৮১ সন ১২৬৬ সাল ৩১ শ্রাবণ।

কালের কালিমা।

বর্ত্তমান কালের কালিমাতে প্রায় ধর্ম্মবিষয়ক অনেকেরই চিত্তে কালির দাগ পড়িতেছে, প্রাচীন ধর্ম্মপথে আরোহণ করিতে প্রায় কেহই ইচ্ছা করে না। যে সকল হিন্দুসন্তানেরা ধার্ম্মিকাভিমান করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে অনেকেই মুখে ধর্ম্ম

ধর্ম্ম বাদ মাত্র করেন। কেবল জনাকয়েক বর্দ্ধিষ্ঠ লোকের ধর্ম্মনিষ্ঠা আছে, এইনিমিত্ত এখনও এদেশে প্রাচীন বেদো দিত ধর্ম্মের নাম শ্রুতিপথে আরূঢ় হইতেছে, এই মহারাজ ধানী কলিকাতা নগরী মধ্যে মহারাজাধিরাজ বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত অনেক বাহাদুর আছেন, তন্মধ্যে প্রগাঢ়রূপ হিন্দুঅভিমানী প্রাচীনোপাসক, প্রাচীনসম্ভ্রান্ত মহাশয়, যাঁহার নামে বঙ্গদেশীয় সকলে হিন্দু বলিয়া পরিচিত হই তেছেন, সেই মহাশয় এই নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকা দেখিয়া অনেক আদর করিয়া কহিয়া ছিলেন, যে এ পত্রিকা আমা দিগের হিন্দুধর্ম্ম পোষিকা, যথার্থ ধার্ম্মিকদিগের চিত্ততোষিকা বটে। অনন্তর উক্ত পত্রিকা বাহক শ্রীগোপাচন্দ্রবন্দ্যো পায় এক দিবস উক্ত প্রাচীন বাহাদুরের সভায় উপস্থিত হইযা বিনয়ভাসে কহিলেন, যে মহারাজ! আপনি এতদ্দেশ মধ্যে হিন্দুরাজ চূড়ামণি, অতএব এতৎ পত্রিকা গ্রহণ করা আপনার কর্ত্তব্য কি না? তাহাতে মহারাজ উত্তর করিলেন, হাঁ? এ পত্রিকা যথার্থ ধার্ম্মিকের গ্রহণীয়া, একারণ, আমি কিছুকালের নিমিত্ত গ্রহণ করিব, ইহা কহিয়া পত্রবাহকের নিকট হইতে একখানি পত্রিকা গ্রহণ করিলেন। এইরূপে বৎসরদ্বয় পত্রিকা গ্রহণ করতঃ একদিবস পত্রবাহককে কহি লেন, যে মহাশয! আমি কতিপয় দিবস গ্রহণ করিব যাহা প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম, তাহা সংপুর্ণ হইল, অদ্যাবধি পত্রিকা প্রদানে নিরস্ত থাকিবেন। এতৎ শ্রবণে চমৎকৃত হইয়া, পত্র

বাহক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহারাজ ! আপনি মহাবংশ প্রসূত ধার্ম্মিকরাজা হইয়া কি হেতু ধর্ম্মপত্রিকা গ্রহণে বিমুখাতাচরণ করিতেছেন। যদ্যপি পত্রিকার লিপিকার্য্যের কোন দোষ বা প্রণালীগত, কি ভাবার্থ অযথাভাস, অথবা অশাস্ত্র মত প্রকাশ জন্য কোন দোষ দর্শন হইয়া থাকে, তবে তাহা উপদেশ দ্বারা পরিশোধন করা ভবদ্বিধ বিজ্ঞবরের আবশ্যক্ হয়। তন্নিমিত্ত এককালে ধর্ম্মপ্রবাদক উৎসাহযুক্ত ব্যক্তির চিত্তক্ষোভক ব্যবহার করা কর্ত্তব্য হয় না, অর্থাৎ পত্রিকা গ্রহণে নিরস্ত হওয়া বিধেয় নহে। এতৎ শ্রবণে সহাস্য মুখে উত্তর করিলেন, যে আমি এতৎ পত্রিকার দোষানুসন্ধায়ী নহি, বরং সংগ্রাহক মহাশয়ের ইহাতে অসাধারণ ক্ষমতারই প্রকাশ আছে। কিন্তু এক্ষণে আমি নানাপ্রকার বিষয় ব্যাপৃতাপ্রযুক্ত পত্রিকালোচনাদি কর্ম্মে সাবকাশ করিতে পারি না, এবং এসময় অতিরিক্ত ব্যয় করিতেও পারি না, একারণ, কিছুকালের নিমিত্ত রহিত করা গেল, পশ্চাৎ সময়ান্তরে সংবাদ করিব। অতএব, সাধারণ ধার্ম্মিক বর্গের বিদিতার্থ জানাইতেছি, যে কালের কালিমাতে এবম্বিধ ধার্ম্মিক রাজা বাহাদুরেরও চিত্ত মালিন্যাবস্থাকে ধারণ করিয়াছে। ধর্ম্ম বিষয়ক যৎ সামান্য মাসিক, একমুদ্রা প্রদানেও কুণ্ঠিত হইলেন, হা ? কাল ! তুমিই ধন্য।

এতদ্ভিন্ন আরও এক আশ্চর্য্য বিষয় সাধারণের উদ্বোধনার্থ ব্যক্ত করিয়া লিখিতেছি। বিগত শ্রাবণ মাসীয় রাখিপৌর্ণ

মাসীতে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা সভার এক নৈমিত্তিকী সভা হইয়াছিল, সেই সভায় অনেকানেক মান্য সম্ভ্রান্ত লোকের সমাগমন হয়, আর অনেকানেক অধ্যাপকজনেরও অধিষ্ঠান হইয়াছিল। তন্মধ্যে আরিয়াদহ নিবাসি শ্রীযুক্ত তারকনাথ তর্কবাগীশ সাক্ষেপবক্তৃতা করেন, হে সভ্যেরা সকলে শ্রবণকরহ ' কিবা কালের উদয় হইয়াছে, তৎপ্রভাবে দিন দিন ধর্ম্মেরও হীনতা জাত হইতেছে। বেদোদিত ধর্ম্মরক্ষার্থে কেহই যত্নপর নহে। কেবল নামমাত্র ধর্ম্মস্থাণুবৎ রহিয়াছেন। নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকাসম্পাদক মহাশয়, যেরূপ ধর্ম্ম রক্ষার্থ আগ্রহ করিতেছেন, তাহাতে এদেশে ধর্ম্মরক্ষা হইলেওহইতে পারে? কিন্তু তাঁহার বিশেষ সাহায্য করে এমত কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তিকেই দেখিতে পাই না, উক্ত মহাশয যেরূপ সাহসিক হইয়া এই দুরন্ত কালেও ধর্ম্মবিষযে পবিশ্রম অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহাতে ধার্ম্মিক আঢ্যতম ব্যক্তিদিগের বিশেষ সাহায্য করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যের এতদ্বক্তৃতা শ্রবণে, ধার্ম্মিকাভিমানী কোন মহৎবংশ প্রসূত আঢ্যতম ব্যক্তি উত্তর করেন, ভো, ভট্টাচার্য্য ' আপনার বাগাড়ম্বরি শ্রবণে অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইলাম। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, যে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা সম্পাদক মহাশয় বিচক্ষণ সংগ্রাহক, এবং ধর্ম্মরক্ষার্থ সুতৎপর বটেন, আব এতদ্বিষয় সাধনে সাহসিক বিলক্ষণ, আমরা তাঁহার বিশেষ পরিচয়জ্ঞও বটি, ভাল, তিনি একালপর্য্যন্ত নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকাতে ধর্ম্ম প্রশংসা লিখিতেও ত্রুটি করেন

নাই, কিন্তু লিখিয়াই বা কিকরিলেন, ও তাঁহারলিপিদৃষ্টেই বা কে চলিতেছে, আর সেই লিপিই বা একালে কে দেখিয়াথাকে? দেখিয়াই বা কে একালে তন্মতেচলিতেছে, এবং এতকালপর্য্যন্ত নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা লিখিয়াই বা তাঁহার সুসার কি হইয়াছে? তাহা বুঝিতে পারি না, এখনপর্য্যন্তও সংসারযাত্রা নির্ব্বাহার্থে তিনি ধা ধা করিয়া বেড়াইতেছেন, । বরং তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা প্রকাশক প্রভৃতিরা যেরূপ প্রণালীতে লিপিকার্য্য সম্পাদন করেন, তাহাতে তাঁহাদিগের উত্তম ফল দর্শিতেছে, তৎপক্ষে অনেক বর্দ্ধিষ্ঠলোক সংগ্রহ হইয়াছে, তাঁহাদিগের ভুরিসাহায্য প্রাপ্তে সম্পাদকেরা পরম সুখ বারাংপতি সলিলে অভিষিক্ত হইতেছেন, তদনুরূপ পত্রসম্পাদক যাঁহারা, তাঁহারাও যান বাহনাদিতে যুক্ত হর্ম্মবর্ম্ম্যাদি গৃহেবাস করতঃ স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা সম্পাদককে এসমস্ত বিষয়েই বঞ্চিত দেখিতেছি।

অনন্তর, শ্রীযুক্ততর্কবাগীষ ভট্টাচার্য্য মহাশয়, ঈষৎ স্মেরানন হইয়া কহিতে আরম্ভ করিলেন। মহাশয়! আপনার বাক্যের উত্তর প্রদান করিতে হইলে, কি জানি কাহারও মনে কোন বেদনা জন্মে এমত আশঙ্কা হয়। কিন্তু না কহিয়াও থাকিতে পারি না, অতএব সকল মহাশয়ের নিকট স্বদোষ পরীহারার্থ প্রার্থনা করিয়া কহিতেছি, মহাশয়েরা অস্মৎ প্রতি অনুমতি প্রদানকরিলে প্রশ্নোত্তর করিতেপারি, এতৎপ্রার্থনাসুচক বাক্য শ্রবণে সভাস্থসকলেই তথাস্তুবলিয়া অনুমতি প্রদানকরিলেন।

অনন্তর তর্কবাগীষ ভট্টাচার্য্য কহিলেন, যে মহাশয়েরা অব ধান করিবেন। নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা সম্পাদক মহাশয় অসি পাণি নহেন, তাঁহার শিরোপরি রাজমুকুটও নাই, তিনি হস্ত্য শ্ব রথবাহনাদি রাজোপকরণ বিহীন, তাঁহাকে শঙ্কা করিয়া কে তদাজ্ঞা প্রতিপালন করিবেক? বিশেষ ধন নাই, যে ধন লোভের নিমিত্ত প্রত্যাশাপন্ন হইয়া তদুক্ত মত গ্রহণ করিতে সম্মত হইবেক? উক্ত সম্পাদক মহাশয় ব্রাহ্মণপণ্ডিত, কেবল সঙ্গতাসঙ্গত বিচার করিয়া বৈধাবৈধ বিষয়ক হিতোপদেশ মাত্র কহিয়া থাকেন, অর্থাৎ এই কর্ম্ম অসৎ ও এইকর্ম্ম সৎ। এই কর্ম্মে ধর্ম্ম ও ইহাতে অধর্ম্ম হয়, যথেষ্টাচার কর্ত্তব্য নহে। অতএব যাঁহাদিগের হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করিবার মানস হয়, তাঁহা দিগের উচিত, যে স্পৃশ্যাপৃশ্য ভোক্ষ্যাভক্ষ্যাদি বিচার করতঃ পিতৃ পিতামহাদির প্রচলিত পথে অভিগমন করতঃ স্ব স্ব বর্ণোক্ত ধর্ম্মের যাজন করেন। ফলে এইমাত্র নিত্যধর্ম্মানু রঞ্জিকা সম্পাদক উপদেশচ্ছলে কহিয়া থাকেন, একথা না শুনিয়া যথেষ্টাচার করিতে যাহারা প্রবৃত্ত হইবে, তাহাদিগের দণ্ডকর্ত্তা সম্পাদক নহেন, এবং দণ্ড করিবারও ক্ষমতা নাই। সুতরাং নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা সম্পাদক অসৎপ্রকৃতিক লোকের ইহার অপেক্ষা আর বিশেষ শাসন কি করিতে পারেন?

তবে অন্যান্য সম্প্রাদকেরা যে সুখসম্পত্তি ভোগ করিতে ছেন, আর রাজানুগামী পণ্ডিত মহাশয়েরা যেরূপ প্রভূত অর্থ লাভ করিতেছেন, নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা সম্পাদক যে তাদৃক

অর্থোপার্জ্জন করিতে পারেন না, তাহারপ্রতি কারণ কলি কালে ত্রিপাদহীন ধর্ম্ম, অবশিষ্ট একপাদেও কলি নিত্য আঘাৎ করিতেছে, সেই খঞ্জপাদ ধর্ম্মের সেবা করিয়া কত ধনলাভ করিতে পারিবেন ? সুতরাং ধর্ম্মের যেমন একপাদ, নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা সম্পাদকেরও তদনুসারে লাভ হয়, ধর্ম্মের অবশিষ্ট খঞ্জপাদেও যেমন আঘাত হইতেছে, উক্ত সম্পাদকেরও সেইরূপ আয়মুখে অপচয় হইয়াথাকে। অতএব একালে প্রাচীন ধর্ম্মোপাসকের প্রভূতরূপে সুখ সম্পত্তি ভোগ করা সুদূর পরাহত। এবিষয়ের এক অপূর্ব্ব আখ্যায়িকা আছে, তাহা পাঠকদিগের বিদিতার্থ প্রকটন করিতেছি।

অধর্ম্ম বন্ধু কলি, যখন মহারাজাধিরাজ পরীক্ষিতের পতনানন্তর স্বীয়বল প্রকাশকরণার্থে যত্ন করিয়াছিলেন, তখন ও এই দেশে যাগ যজ্ঞ দেবার্চ্চনারূপ ধর্ম্ম চর্চ্চার প্রবলতা বিলক্ষণ ছিল। সে সময় সহসা কলিরাজা সমস্ত প্রকার ধর্ম্মকে রসাতল শায়ী করিয়া আত্ম প্রভুতার লাভ করিতে পারেন নাই। অনন্তর, নির্ম্মর্য্যাদ, বৃথা কলহ, নির্দ্দয়, অসন্তোষ, এই চারি বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, যে এই দেশের যাগশীল ব্রাহ্মণেরা স্বধর্ম্মে স্থির যতদিন থাকিবেক, ততদিন কোনক্রমেই স্বীয় প্রভুত্বের অধীনে অন্যান্য জাতি সকলকে আনিতে পারিব না। যতদিন পর্য্যন্ত অর্থলোভে বিপ্র বর্গের মন আকৃষ্ট না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত আমার সংকল্প পরিপূর্ণ হইতে পারিবেক না। ইহা বিবেচনা করিয়া

কলিরাজ একাকী দেশপর্য্যটন করিতে লাগলেন, যেখানে২ ধর্ম্মচর্চ্চার প্রচার বাহুল্য দেখেন, সেই২ স্থানে তৎপ্রতি কূলে বক্তৃতা করিয়া আপনার মত প্রচার করিবার যত্ন করিয়া থাকেন। এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে মনোহর বঙ্গ রাজ্যের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একগ্রামে কতক গুলিন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ নিত্য যজ্ঞকরিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা দিগের ধনসম্পত্তি মাত্র নাই, স্ত্রীগণেরা ঙ্গশনির্ম্মিতালঙ্কার ভূষণ করিয়া আইয়ত্ত ধর্ম্ম রক্ষা করেন, সেই যজ্ঞশীল ব্রাহ্মণ দিগের যজ্ঞস্থলে ব্রাহ্মণরূপী উদ্ধত বেশধারী শঠরাজ কলি উপস্থিত হইলেন। তদৃষ্টে বিপ্রবর্গেরা সচকিত নয়নে অব লোকন করতঃ বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, আঃ এ উদ্ধত বেশধারী ব্রাহ্মণ কোথা হইতে আগত হইল, ইহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করহ।

অনন্তর তন্মধ্যে কোন যাজ্ঞিক দ্বিজ, জিজ্ঞাসা করিলেন, ভো ব্রাহ্মণ ! তুমি কি নাম ধারণ কর, কোনস্থান হইতে এই যজ্ঞীয় দেশে আগমন করিতেছ। তখন কলিরাজ নিজ পরি চয় দিয়া কহিতেছেন। ভো যাজ্ঞিকাঃ। আমি শাকল নগর হইতে আগত হইয়াছি, আমার নাম “ বিষয়ানন্দ ,, আমি দেশ পর্য্যটন করিয়া সকল লোককে সভ্য পদবীতে আন য়ন করিব, এই মানসে ভ্রমণ করি। সম্প্রতি তোমার দিগের এই অসভ্য কাণ্ড দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া উপদেশ করিতে আইলাম। নিরর্থ ক্লেশ পরিগ্রহ করতঃ আত্ম পরমায়ুর বৃথা

পরিক্ষয় কেন করিতেছ, প্রজ্বলিত অগ্নি জ্বালাতে ঘৃতাহুতি প্রদানে ঐধূমাতে নিরর্থ ধূম্রবর্ণ হইতেছ। ঐঘৃত যদ্যপি আপনারা ভোজন করিতেন, তবে নিতান্ত সুস্থ হইয়া কথঞ্চিৎ শরীর লাবণ্য ধারণ করিতেও পারিতেন। অতএব জিজ্ঞাস্য এই যে আপনারদিগের যজ্ঞ সম্পাদনানন্তর কিরূপ ফললাভ হইয়াথাকে। এতৎ শ্রবণে কোন যাজ্ঞিক উত্তর করিলেন, অবে অবোধ ! তুমি বিপ্র সন্তান হইয়াও কি যজ্ঞ কর্ম্মের উত্তরফল জ্ঞাতা নহ। কলিরাজ কহিতেছেন, ভো ব্রাহ্মণাঃ ! তোমাদিগকে বিজ্ঞ বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিলাম। কিন্তু অজ্ঞের মত যজ্ঞকর্ম্মেরত দেখিয়া হিতাহিত বিবেচনা শূন্য অনভিজ্ঞ বলিয়াই এক্ষণে বিশেষ বোধ হইতেছে, যেহেতু অনিষ্ট কর্ম্মকেই ইষ্ট সাধন কর্ম্ম বলিয়া সম্পন্ন করিতেছ। নিঃসারকর্ম্ম এই যজ্ঞের ফল আমি কিছুই দেখিতেছি না, ঈশ্বর দত্ত ইন্দ্রিয় গণকে সুখভোগে বঞ্চিত করিয়া নিরর্থ কষ্টভোগ করিতে ইচ্ছা করা নির্ব্বোধতার এক প্রধান কারণ। যে পরমেশ্বর, এই বিশ্বের মধ্যে নিষ্প্রয়োজনীয় এক তৃণ বা এক কণামাত্রও সৃষ্টি করেন নাই, তিনি কি তোমার দিগের ইন্দ্রিয় গণকে কেবল দুঃখ ভোগ করিতে সৃষ্টি করিয়াছেন? সুখ অবশ্য মঙ্গল, দুঃখ অবশ্য অমঙ্গল হয়। এতজ্জগতের মধ্যে কেহই সুখ ব্যতীত দুঃখের অন্বেষণা করেনা। চক্ষু কি উত্তম রূপাদি দর্শন, কর্ণ কি মনোহর শব্দ শ্রবণ, নাসিকা কি উত্তম গন্ধগ্রহণ জিহ্বা কি উপাদেয় মধুর রসাস্বাদন, চর্ম্ম কি উত্তম সুশীতল

স্পর্শ গ্রহণাদি করিতে ইচ্ছা করেনা? সেই সকল ইন্দ্রিয় গণকে নির্যাতন করাতে অবশ্য পরমেশ্বরের পরম করুণাকে অবহেলা করা হয়। সকলেই কহিয়াথাকে যেসুখের নাম স্বর্গ, দুঃখের নাম নরক। তোমাদিগের দুঃখদেখিয়া যজ্ঞ কর্ম্ম সাধনে যে নরক হয়, ইহা আমার বিশেষ উপলব্ধি হইতেছে। এই নিমিত্ত আপনাদিগকে নির্ব্বোধ বলি, যে পরকাল জিগীশায় ইহকালে অসহ্য দুঃখ সমূহের পরিগ্রহ করিতেছ। আদৌ বিবেচনা করিতে হইলে পরকালই মিথ্যা। আকাশ বৃক্ষের ফুল হইবে, সেই ফুলের অবসানে ফল হইলে তাহার রসাস্বাদন করিবে, এই অলীক চিন্তায় ব্যলীকতাই প্রতিপন্ন হয়। শুদ্ধ পরকাল বাদী কতকগুলীন্ ধূর্ত্তের রচিত পুস্তক পাঠ করিয়া অযথার্থ পরিণামভয়ে তোমরা সমস্ত সুখে বঞ্চিত হইতেছ। যজ্ঞকর্ম্মে দেবতার উদ্দেশে অগ্নিকুণ্ডে ঘৃতকাষ্ঠ দগ্ধ করিলে কোন ফল হয় না। শুষ্ককাষ্ঠ ভোজনকরিয়া যে দেবতার তুষ্টি হয়; সে দেবতারঅপেক্ষা কোমল পত্রভুক্ পশুগণকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করি। যজ্ঞে নিহত পশুর যদি স্বর্গভোগ হয়, তবে নিরর্থ পশুপ্রাণ হনন নাকরিয়া আপনার মাতা পিতাকে স্বর্গে প্রেরণকরা উচিত হয়। অতএব, তোমাদিগের এতৎ কর্ম্ম সাধনায় কেবল ক্লেশ ভোগ, তাহাতে সন্দেহ নাই। পরকালে সুখ হইবে, বলিয়া ইহকালে উৎকট কষ্টেই সমস্ত পরমায়ুর পরিক্ষয় হইতেছ। পরকালের কথা দূরে থাকুক্ তোমাদিগের ইহকালের দুঃখ দেখিয়া আমার

চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইতেছে, বিশেষতঃ তোমাদিগের স্ত্রী গণেরা পরমাসুন্দরী, দেবগর্ব্বাভা, সুবর্ণা, সুপূর্ণ চন্দ্রবদনা, প্রফুল্ল পদ্মনয়না, তাহাদিগের দুঃখ দর্শনে অত্যন্ত ক্লেশোপস্থিত হয়, আহা? এরূপ রূপসীদিগের অঙ্গে কি কুশবস্ত্র নির্ম্মিত অল স্কার শোভা পায়? না মলিন চেল খণ্ডাচ্ছাদন করা উচিত হয়? স্বর্ণ রোপ্যাদি আভরণ মণ্ডিত চীনাংশুকাদি পরিধাপন করাইলে ইহাদিগের যে কত শোভা হয়, তাহা বলিতে পারি না, তোমাদিগের এমনই নির্দ্দয় হৃদয়, যে এরূপ মনোহারিণী বর কামিনীগণকে দীনা হীনা মলিনা, নিরন্তর অসহ্য যন্ত্রণাজালে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ। বলদেখি! প্রতিবাসী ধনীগণের যুবতিদিগের মনোহর মণিময় আভরণ, ও উত্তমাচ্ছাদন পরি ধান দর্শনে তোমাদিগের বনিতাগণের তদনুরূপ ভূষণাচ্ছাদন পরিধাপন করিতে কি বাসনা হয়না? না, তাহাদিগের সুখসম্ভো গাদি দর্শনে ক্ষুব্ধমনা থাকে না? কি, উপাদেয় বস্তু ভোজন করণ কারণ কদাচিৎ রসনার বাসনা জন্মে না? তোমরাই বা কোন্ আপন আপন মার্জ্জিতবুদ্ধিতে ইহা আলোচনা করিতে অক্ষম? সুসময়ে অপূর্ব্ব মিষ্টান্নাদি ভোজনে যাদৃক্ রসনার তৃপ্তি হয়, অসময়ে শুদ্ধ হবিষ্যাহারাদিতে কি তাদৃক্ রসনার পরিতর্পণ হইতে পারে?

অতএব যাহাতে প্রভুত ধনলাভ করিতে পার, এইক্ষণে শ্রমা কর এই যজ্ঞাদি জঘন্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সেই কর্ম্ম সাধন করিতে সু তৎপর হইলেই সুমঙ্গল হয়: ধনই বড় বস্তু,

ধনের বশ জগৎ। ধনে না হয় এমত কর্ম্মই অপ্রসিদ্ধ। ধনী অত্যন্ত অসাধ্য সাধন করিতে পারে। বিনাধনে মনোরথ পুরণ কখন হইতে পারে না। সমস্ত বস্তু হইতে ধনই গরীয উপাদেয় বস্তু। ধনবানের আজ্ঞাবহন সকলেই করে। ধন থাকিলে দানকর্ম্মও নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্নহয়। পুরুষার্থ চতুষ্টয় সিদ্ধি ধনেই হয়। ধনবান্ ব্যক্তি শতশত গোব্রাহ্মণাদি হনন করিযাও পবিত্র হয়। ধনের মহিমায় হীনজাতি হইলেও উত্তম জাতির নমস্য হয়। অতএব যাহাতে ধন হয় সেই কর্ম্মই শ্রেষ্ঠকল্প। এতৎ শ্রবণে যজ্ঞশীল বিজ্ঞানানন্দ উত্তর করিলেন। ভো ব্রাহ্মণ! তুমি অতি সুবিজ্ঞ তোমার কথাগুলি সুমিষ্ট, শ্রবণে শ্রোত্ররঞ্জন হইল। আভরণাদির কথা শুনিযা তৎপত্নী পতিকে কহিতে লাগিলেন, ঠাকুর! কিসে ধন হয, তাহা উঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন্ না কেন। তখন, বিজ্ঞানানন্দ জিজ্ঞাসা করিতেছেন। মহাশয! জিজ্ঞাসা করি, আপনি যে কহিলেন তাহাতে মনের উৎসাহ হইল, কিন্তু কিসে যে ধন হইবে, তাহার কারণ আমরা কিছুই জানিনা, আপনি উপদেশ করুন্। তখন কলিরাজ, সহাস্য বদনে কহিতেছেন, ঠাকুর! তুমি বুদ্ধিমানবট,ইহা বোধহইল, যখন আমার বাক্য তোমার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। এখন আর তোমার দুঃখ থাকিবেক না। তোমাদিগের বেদমন্ত্রাপেক্ষা, আমার বাক্য আশু ফলপ্রদ, কি, না? ইহা পরীক্ষা করিয়া লও। তুমি যে কুণ্ডে বহ্নিস্থাপন করিয়া ঘৃতাহুতি প্রদান করিতেছ, ঐ যজ্ঞকুণ্ডে

যদি প্রস্রাব করিতে সক্ষম হও, তবে তুমি কল্যী প্রভাতে ঐ ভস্মরাশি মধ্যে শতাষ্টভার সুবর্ণ অবশ্য প্রাপ্ত হইতে পারিবে।

এতদ্বাক্য শ্রবণে ব্রাহ্মণের লোমাঞ্চ কলেবর হইল, পাণিদ্বয়ে কর্ণকুহরকে অবরোধ করতঃ দশনাগ্রে রসনাচ্ছেদন করিয়া কহিলেন হা? নির্ব্বোধ কি বলিল, ইহাও কি জ্ঞানবান্ ধার্ম্মিকজনের বাচ্য? কি সর্ব্বনাশ, যজ্ঞকুণ্ডে প্রস্রাব করতঃ যজ্ঞধর্ম্ম নষ্ট করিয়া ধনলাভ করিব, ইহকালে দুঃখে প্রাণান্ত হইলেও ইহা আমার সাধ্য হইবেক না, ইহা নিশ্চয় অবধারণ করিয়া কপট বেশধারি কলিকে সে দিবস কহিলেন, যে ঠাকুর তুমি অদ্য স্বস্থানে গমন করহ, কল্যী প্রভাতে আসিলে পর বিবেচনা করিয়া কহিব। কলি সে দিবস অন্তর্দ্ধান করিলেন। রাত্রিযোগে ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণকে কহিলেন, ঠাকুর! প্রাতঃকালে সেই ব্রাহ্মণ তোমাকে যে কথা কহিয়াছিলেন, সে কথা আমার বড় মনে ধরিয়াছে, আপনি এক দিবস যজ্ঞকুণ্ডে প্রস্রাব করিয়া দেখনা কেন, যথার্থ সুবর্ণ লাভ হয় কি না? ব্রাহ্মণ কহিলেন, রে হতভাগ্যে! ইহাও কি সম্ভাব্য, সামান্য ধনলোভে যজ্ঞকুণ্ডে প্রস্রাব করিব। ব্রাহ্মণী কহেন চিরকালই তো এই যজ্ঞ করিতেছ, কিন্তু চিরদুঃখের শান্তি নাই, ইহকাল দুঃখে দুঃখেই অবসান হইল, তোমার কপালে পড়িয়া কখনই তো সুখেরমুখ দেখিলাম না, বড় বড় লোকের স্ত্রীগণে কত অলঙ্কারে ভূষিতা, আমাদিগের কুশের

দড়ীই অলঙ্কার হইয়াছে। আর দুঃখ সহ্য হয় না, কল্য
তোমাকে যজ্ঞকুণ্ডে প্রস্রাব করিতেই হইবে, তুমি না পার
না পারিবে, কিন্তু আমি অগ্রেই প্রস্রাব করিয়া যজ্ঞকুণ্ড
ভাসাইয়া দিব, দুঃখে দুঃখে জন্ম গেল, আর যজ্ঞ করিয়া কার্য্য নাই,
এখন এই বাসনা হইয়াছে, যে যজ্ঞকুণ্ডে প্রস্রাব করিয়া স্বর্ণের
মুখ দেখিব, যদি দুই চারিখানা অলঙ্কার পরিয়া পাড়াপ্রতি
বাসী লোককে দেখাইয়া বেড়াইতে পারি, তবে এজন্মের সার্থ
কতা হয়। ব্রাহ্মণ এরূপ স্ত্রী বাক্যে বাধিত হইয়া কথঞ্চিৎ
সম্মত হইয়া থাকিলেন। অনন্তর প্রভাত সময়ে প্রাতঃস্নান
করতঃ কৃতাহ্নিক পূর্ব্বক যথা সময়ে হোত্রাদি কার্য্যে নিযুক্ত
হইলেন। এমত কালে লক্ষ্মী কবিরাজ, সমাগমন করিলেন,
তাঁহাকে দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণ। হৃষ্টচিত্ত হইয়া, উপবেশনার্থ
আসন প্রদান করিলেন, কবিরাজ আসনে প্রবিষ্ট হইয়া
শ্রোত্রিদুর কল্যাণান্তর, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করেন,
ভো দ্বিজবর! কল্য যে বড় ব উপস্থিত ছিল, সে বিষয়ের
বিবেচনা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহাশয় যাহা
করিয়াছিলেন, যদি তাহা সিদ্ধ হয় তবে অকর্ত্তব্য নহে। এতৎ
দ্বিজবর বাক্য শ্রবণে কবিরাজ সহাস্য মুখে কহিলেন ঠাকুর
মহাশয়! তাহার অন্যথা হইবেক না, আপনি স্বচ্ছন্দ রূপে
যজ্ঞকুণ্ডে প্রস্রাব করিবা মাত্রই হাতে হাতে ফল পাইবেন
সামান্য অর্থ লোভে পরমার্থ পথে দৃষ্টিপাত না করিয়া
অম্লান মুখে যজ্ঞকুণ্ডে প্রস্রাব করিয়া প্রজ্বলিত হব্যবাহনকে

কব্যপ্রাশন করাইলেন। তদ্দৃষ্টে অন্যান্যযাজ্ঞিকগণেরা বিস্ময়াপন্ন হইয়া ঐ ব্রাহ্মণকেতিরস্কার করতঃ তাহার সহিত আহার ব্যবহারাদি রহিত করিলেন। কলিরাজা,তাহার পরিতুষ্ট্যর্থে যজ্ঞকুণ্ডের ভস্মরাশি মধ্যে প্রভূতস্বর্ণমুদ্রা রাখিয়া তিরোভূত হইলেন। ব্রাহ্মণ সেই সকল স্বর্ণমুদ্রা লাভে ধন্য মান্য ধনীগণের অগ্রগণ্যরূপে হর্ম্ম্যবর্গ্যাট্টালমালা নির্ম্মাণ করতঃ যান বাহনাদি বিবিধৈশ্বর্য্য যুক্ত হইয়া পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণী কুশরজ্জু পরিত্যাগ পূর্ব্বক মণি মাণিক্য মুক্তাভরণ জালমালা মণ্ডিতা অমূল্য বস্ত্রোপ শোভিতা শতশত দাসীগণ কর্ত্তৃকউপাসেবিতা হইয়া মহাগর্ব্বেপ্রতিবাসী দুঃখী ব্রাহ্মণদিগের ভবনে২ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তদ্দৃষ্টে অন্যান্য বিপ্রপত্নীগণেরা ক্ষুব্ধমনা হইয়া স্বীয় স্বীয় পতিগণ প্রতঃ সাক্ষাপোক্তি দ্বারা কহিতে লাগিলেন। ঈশ্বরের কর্ম্ম মর্ম্ম বুঝা যায় না, লোকেবলে একযাত্রায় পৃথক্ফলহয়। দেখদেখি একত্র বাস করিয়া বিদ্যাসমুদ্র ভট্টাচার্য্য যজ্ঞকুণ্ডে প্রস্রাব করিয়া কি না সুখসম্পত্তি ভোগ করিতেছেন। তোমরা কালের মর্ম্ম নাবুঝিয়া ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া কত না দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ। এক্ষণে যজ্ঞকুণ্ডে প্রস্রাব করিয়া দাও, আমরা আর কুশের দড়ী হাতে বান্ধিয়া অ.ইয়ত্বধর্ম্মরক্ষা করিয়া থাকিতে পারি না। এইরূপ স্ত্রীলোকের গঞ্জনাবাক্যে বিপ্রগণেরা ক্রমেক্রমে পরমার্থ পথে কণ্টক দিয়া যজ্ঞকুণ্ডে প্রস্রাব করিতে লাগিলেন, কলিরাজাও কিছু কিছু স্বর্ণ মুদ্রার লোভ

দেখাইয়া অনেককেই ধর্ম্মপথ হইতে আনিয়া স্বকল্পিত অধর্ম্ম পথের পান্থ করিয়া তুলিলেন। কিন্তু সত্যসন্ধ জ্ঞানাচার্য্য নামা, এক বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ তিনি আপন স্ত্রীকে অনেক প্রবোধ দিয়া রাখিলেন, আপনিও অর্থ লোলুপ হইয়া বিধর্ম্ম পথে পাদ সঞ্চালন করিলেন না। হে প্রিয়তমে! অনিত্য সুখ প্রলোভে নিত্য সুখাকর ধর্ম্মে বিতৃষ্ণ হওয়া পামরের কর্ম্ম। ধর্ম্ম অতি বলবান, ধর্ম্মের পথ অতি সূক্ষ্ম, বিশুদ্ধ সুখাত্মক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে কখন মঙ্গল হয় না। ঐহিক ক্ষণিক সুখাস্পদ প্রলোভে চির সাধনীয় পরাৎপর ধর্ম্ম বর্জ্জিত যে হয়, তাহার নরকার্ণব হইতে কোটিকল্পেও পরিত্রাণ নাই! এই গ্রামে আমি যতদিন আছি, ততদিনই এ গ্রাম আছে, আমি যখন এই গ্রাম পরিত্যাগ করিব তখন এককালেই এই সকল দুরাত্মাগণেরা রসাতলে গমন করিবেক। ব্রাহ্মণী কহিলেন ঠাকুর! যদ্যপি এই আশ্চর্য্য ধর্ম্মের ক্ষমতা আমাকে দেখাইতে পার, তবে আমি কখন আর কুশরজ্জু ত্যাগ করিয়া অলঙ্কার পরিধাপনের নিমিত্ত তোমাকে ব্যস্থ করিব না। এতৎ স্বটুম্বিনী বাক্যে ব্রাহ্মণ তদ্দিবসেই আপনার সমুদয় বস্তু লইয়া সেই গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিলেন। গ্রামের সীমার অন্তর হইবামাত্রেই একেবারে সমস্ত গ্রাম অগ্নিময় হইল, সেই অগ্নিজ্বালাতেই স্থাবর জঙ্গম জীবজন্তু মাত্রেই ভস্মসাৎ হইয়া গেল। অনন্তর মহামেঘোত্থিত হইয়া স্তম্ভাকারা বারিধারা বর্ষণ দ্বারা রসাতল করিয়া তুলিল। তদ্দৃষ্টে বিপ্রপত্নী পতির

ক্ষমতা বুঝিয়া নিরন্তর গাঢ় ভক্তিদ্বারা দেববৎ পতিসেবা করিতে লাগিলেন। অতএব, মহাশয়! নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা সম্পাদকমহাশয় যদি যজ্ঞকুণ্ডে প্রস্রাব করিতে সক্ষম হইতেন, তবে তাঁহাকে এতন্মহানগরী মধ্যে অন্যান্য বিদ্বান দিগের ন্যায় নানাবিধ ঐশ্বর্য্যযুক্ত দেখিতে পাইতেন। তিনি যখন যজ্ঞকুণ্ডে মুত্রোৎসর্গ করিতে অপটু, তখন তাঁহার এই ভয়ঙ্করকালে দুঃখশান্তি হইবার কোন সম্ভাবনা নাই ?

গতবারের শেষ।

অথ যোগসমুচ্চয়।

ধৌতীযোগ কথন।

আনন্দভৈরব্যুবাচ। ধৌতীযোগং প্রবক্ষ্যামি যৎ
কৃত্বা নির্ম্মলো ভবেৎ। অত্যন্ত গুহ্যং যোগঞ্চ
সমাপ্তি কারণং নৃণাং। ইতি। রুদ্রযামলং।

আনন্দ ভৈরবী মহাদেবকে কহিতেছেন। ধৌতীযোগ কহিতেছি, যাহা করিলে মনুষ্য নির্ম্মল হয়। এই যোগ অত্যন্ত গোপনীয় মনুষ্যদেহ সমাপ্তির কারণ হয়। অর্থাৎ ধৌতীযোগ সাধনা করিলে আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।

যদি ন কুরুতে যোগং তদা মরণ মাপ্নুয়াৎ।
ধৌতীযোগং বিনা নাথ কঃসিদ্ধ্যতি মহীতলে।

ধৌতীযোগ করিতে অক্ষম ব্যক্তি যদি অন্য যোগাভ্যাস করে, তবে তাহার তাহাতেই মৃত্যু হয়। অতএব, হে নাথ! ধৌতীযোগ বিনা পৃথিবীতলে কে যোগসিদ্ধি করিতে পারে ?

ধৌতীযোগানুষ্ঠান কথন।

সুক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং বস্ত্রং দ্বাত্রিংশদ্ধস্ত মানতঃ।
একহস্ত ক্রমেণৈব যঃকরোতি শনৈঃশনৈঃ॥
যাবদ্দ্বাত্রিংশদ্ধস্তঞ্চ তাবৎকালং ক্রিয়াঞ্চরেৎ।
এতৎক্রিযা প্রয়োগেন যোগীভবতি তৎক্ষণাৎ।।

সুক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর বস্ত্র বত্রিশহস্ত প্রমাণে লইয়া ক্রমে অল্পে অল্পে এক হস্ত গ্রাস করিবে, যাবৎ দ্বাত্রিংশৎ হস্ত গ্রাস করিতে না পারিবে, তাবৎকাল অভ্যাস করিবেক। অর্থাৎ অগ্রে একহস্ত প্রমাণ গ্রাস করিতে অভ্যাস করিবে, পরে ক্রমে ক্রমে অভ্যাস বশে বত্রিশ হস্ত গ্রাসের ক্ষমতা জন্মিবে। এই ধৌতীযোগ প্রযোগ দ্বারা সাধক অচিরাৎ যোগী হইবে।

ক্রমেণ মন্ত্রীসিদ্ধঃস্যাৎ কালজাল বশংনয়েৎ।
এতন্মধ্যে চাসনানি শরীরস্থানি চাচরেৎ॥

ধৌতীযোগাভ্যাসদ্বারা ক্রমে সাধক সিদ্ধ হয়। সিদ্ধ হইলে কালসমূহকে বশকরিবার ক্ষমতা জন্মে, অর্থাৎ মৃত্যুঞ্জয় হয়। এই ধৌতীযোগ সাধনার মধ্যে যোগী শরীরস্থিত যোগাসন সকলের সমাচরণ করিবেক। অর্থাৎ মহামুদ্রা যোনিমুদ্রা জালন্ধর মুদ্রাদি বন্ধের অনুষ্ঠানদ্বারা অভ্যাস করিবেক॥

দৃঢ়াসনে যোগসিদ্ধি বিতি তন্ত্রার্থ নির্ণয়ঃ।
সিদ্ধে মন্ত্রে পরাবাপ্তিঃ পঞ্চ যোগাসনে নচ।

সমস্ত তন্ত্রার্থ নির্ণয় করিয়া কহিয়াছেন, যে দৃঢ়াসন হইলেই যোগ সিদ্ধি হয়। আসন সিদ্ধি হইলেই পঞ্চাসন দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্তি হয়॥

পার্শ্বে চাষ্টাঙ্গুলং বস্ত্রং দীর্ঘে দ্বাত্রিংশদীশ্বর।
এতৎ সূক্ষ্মং সুবসনং গৃহীত্বা কারয়ে দ্ধতিঃ।

ধৌতীযোগের বস্ত্রের প্রমাণ। অতি সূক্ষ্ম শোভনবস্ত্র, দীর্ঘে বত্রিশ হস্ত,

প্রস্থে অষ্ট অঙ্গুলপ্রমাণ গ্রহণকরতঃ যোগীভক্ষণের অভ্যাস করিবেক॥

জিতেন্দ্রিয়ঃ সদাকুর্য্যাৎ জ্ঞান ধ্যান নিষেবণং।
অনাচারেণ হানিঃস্যা দিন্দ্রিয়াণাং বলেনচ॥

জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই জ্ঞান পরায়ণ ও ধ্যান পরায়ণ হইয়া সর্ব্বদা যোগাভ্যাস করিবে। অনাচার করণক ইন্দ্রিয়দিগের বলদ্বারা মহা হানি হয়।

মহাপাতক মুখ্যানাং সঙ্গদোষেণ হানয়ঃ।
সম্ভবন্তি মহাদেব তব যোগ্যঃ সুকর্ম্ম চ।

হে মহাদেব। তোমার তুল্যও যদি কৃতীহয়, তথাপি মহা পাতকী দিগের সঙ্গ থাকিলে, তদ্দোষে সমস্ত প্রকার যোগের হানি হয়। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি সঙ্গ থাকিলে কখন যোগসিদ্ধি হয়না, বরং সাধকের অন্যান্য প্রকারে অনেক অমঙ্গল ঘটনা হয়॥

বৃদ্ধো বা যৌবনস্থো বা বালো বা যত্র তত্রবা।
একবর্ণা দ্দীর্ঘজীবীস্যাদমরো লোক বল্লভঃ।
মন্ত্রসিদ্ধি রিষ্টসিদ্ধিঃ সর্ব্বসিদ্ধীনা মধীশ্বরঃ।

এই যোগাভ্যাসে বালক, বৃদ্ধ, যুবা, সর্ব্বাবস্থাতেই জীব অধিকারী হয়, যে সে স্থানে বসিয়া অভ্যাস করিতে পারে, অর্থাৎ পুণ্যতীর্থ স্থান কি তদতিরিক্ত স্থান, তাহার বিচার নাই। মন্ত্রৈকবর্ণ উচ্চারণেতেই সমস্ত মন্ত্র সিদ্ধি, ও ইষ্টসিদ্ধি হয়। যোগ প্রভাবে সাধক দীর্ঘজীবী হয়, অর্থাৎ ইচ্ছামৃত্যু, আপ্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়, এবং সাক্ষাৎ দেবতুল্য লোক বল্লভ হয়, ও সমস্ত সিদ্ধির এক অধীশ্বর হয়॥

শনৈঃশনৈঃ সদাকুর্য্যাৎ কালদোষ বিনাশনং।
হৃদয়গ্রন্থি ভেদেন সর্ব্বাবয়ব বর্দ্ধনং।

অভ্যাসকালে সর্ব্বদা অল্পে অল্পে অভ্যাস করিবেক, ধৌতীযোগ প্রভাবে মৃত্যুরূপ বিঘ্ন বিনাশ হয়, মন নির্ম্মল হয়, মায়া গ্রন্থিভেদন হইয়া যায়, এবং অভ্যাসগুণে যোগের সর্ব্বাঙ্গ বৃদ্ধি হইতে থাকে॥

ধৌতী যোগোদ্ভবং কামং মহা মরণ কারণং।
তস্তত্যাগং যঃকরোতি সদেবো দেব বিক্রমঃ।

ধৌতীযোগ সাধনকালে বিশেষ কামের উদ্ভাবন হয়, সেই কামমহান্ সাধকের মৃত্যুর কারণ হয়। অতএব তাহাকে ত্যাগ যে করে সেই দেব রূপ, এবং দেববিক্রম বিশিষ্ট হয়॥

অথনেড়ণীযোগকথন।

ধৌতীযোগানন্তরং হি নেড়ণী কর্ম্ম চাচরেৎ।
নেড়ণী যোগ মাত্রেণ আসনে নেড়ণোপমঃ।

ভগবতী আনন্দ ভৈরবী মহাদেবকে কহিতেছেন। ধৌতীযোগ সাধনা নন্তর নেড়ণী যোগাভ্যাস করিবেক। নেড়ণীযোগ মাত্রে সাধক আসনে নিশ্চল স্থাণুবৎ অবস্থিতি করিতে পারে।

নেড়ণী সাধনাদেব চিরজীবী নিরাময়ঃ।
তৎ কারণং প্রবক্ষ্যামি সাবধানাবধারয়ঃ॥

নেড়ণীযোগ সাধনে অরোগী, ও দীর্ঘজীবী হয়। অতএব নেড়ণী যোগ সাধন যে প্রকারে করিবে, তাহার অনুষ্ঠান কহিতেছি, হে নাথ! তুমি সাবধানে অবধারণ করহ॥

ভুক্ত্বা মুদ্গান্ন পক্বঞ্চ বারৈকং প্রতিপালয়েৎ।
প্রতিপালয়েৎ স্বোদরঞ্চ কঠিনাশা বিবর্জ্জিতঃ॥

সুপক্ব মুদ্গান্ন ভোজন করতঃ একবার দিবাতে ক্ষুধা শান্তি করিবে। এবং আপনার উদরকে তরলদ্রব্য ভোজনদ্বারা সরস রাখিবে, কঠিন দ্রব্য ভোজন করিবেক না॥

পুনঃপুনশ্চালনঞ্চ কুর্য্যাৎ সোদরমধ্যকং।
কুলালচক্রবৎ কুর্য্যাৎ ভ্রমণ স্বোদরস্য চ।

মুদ্গান্ন ভোজনানন্তর উদর মধ্য পুনঃ পুনঃ চালনা করিবেক। অর্থাৎ কুম্ভকারের চক্রেরন্যায় উদরস্থ নাড়ী সমূহকে ঘুরাইবেক॥

গতবারেরশেষ।

অথশিবলিঙ্গাখ্যান।

যদ্রাজ্যং লিঙ্গ পূজায়াং রহিতং সততং প্রিয়ে।
তদ্রাজ্যং পতিতং মন্যে বিষ্ঠাভূমি সমং স্মৃতং ॥
ইতি লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্রং।

হে পার্ব্বতি! যে রাজ্য সর্ব্বদা শিবলিঙ্গ পূজাতে রহিত হয়। সেই রাজ্য বিষ্ঠাভূমির তুল্য পতিত জানিহ॥

ব্রহ্মবিট্ ক্ষত্রিয়ো দেবি যদিলিঙ্গং নপূজয়েৎ।
তৎক্ষণাৎ পরমেশানি ত্রয় শ্চাণ্ডালতা মিয়ুঃ।
শূদ্রশ্চ পরমেশানি সদা শূকর বদ্ভবেৎ ॥

হে দেবি! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিনজাতি যদি শিবলিঙ্গ পূজা না করে। তবে তৎক্ষণাৎ সেই জাতিত্রয় চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয। আর শূদ্রও যদি শিবলিঙ্গ পূজায় বিমুখ হয়, তবে হে পরমেশ্বরি! সেই শূদ্র সাক্ষাৎ বিটভুক্ শূকর তুল্য হয়॥

শিবার্চ্চনন্তু দেবেশি যস্মিন্ গেহে বিবর্জ্জিতং।
বিষ্ঠাগর্ত্তসমং দেবি তদ্গৃহং বিদ্ধি পার্ব্বতি ॥

হে সর্ব্বদেবেশ্বরি! যে গৃহে শিবপূজা নাহয়। হে দেবি! হে পর্ব্বত তনয়ে! সেই গৃহ বিষ্ঠাগর্ত্তের ন্যায়, ইহা নিশ্চয় জানিহ॥ সেই গৃহে ভোজন করিতে নাই। হে গিরিসুতে! সে গৃহের অন্ন বিষ্ঠা, জল মূত্র তুল্য হয।

শাক্তো বা বৈষ্ণবো বাপি শৈবো বা পরমেশ্বরি।
আদৌ লিঙ্গং প্রপূজ্যাথ বিল্বপত্রৈ র্ব্বরাননে।
পশ্চাদন্যঃ মহেশানি লিঙ্গংপ্রার্থ্য প্রপূজয়েৎ।
অন্যথা মূত্রবৎ সর্ব্বং শিবপূজাং বিনাপ্রিয়ে।

হে পরমেশ্বরি! শাক্ত কি বৈষ্ণব অথবা শৈবাদি উপাসক যে হউক্ প্রথমতঃ বিল্বপত্রদ্বারা শিবলিঙ্গ পূজা করিয়া, হে বরমুখি! শিবলিঙ্গ সন্নিধানে প্রার্থনা করতঃ অনন্তর, পশ্চাৎ অন্য দেবের পূজা করিবেক। হে প্রিয়ে। শিবপূজা ব্যতীত অন্য পূজা মূত্রবৎ হয়।

দর্শনাৎ স্পর্শনাৎ তস্য লভন্তে নির্বৃতিং নরাঃ।
তস্যপুণ্যং ময়াবক্তুং সম্যক্ যুগশতৈ রপি॥
শক্যতে নৈব বিধিবত্তস্মাৎ সংস্থাপয়েৎ শিবং। ইতি
স্কান্দং।

শিবলিঙ্গ দর্শন স্পর্শন করিলে মনুষ্য সকলে মোক্ষলাভ করে। বিশেষতঃ শিবলিঙ্গ স্পর্শন ও দর্শনের যে কত পুণ্য, তাহা আমি সম্যক্ বলিতে যুগশতেও শক্ত হই না। একারণ মনুষ্যেরা শিবলিঙ্গ স্থাপনা করিবেক॥

সর্ব্বেষা মেববর্ণনাং বিভোর্দিব্যং বপুঃশুভং।
সুকৃতং ভাবনা যোগ্যং যোগিনাং নিষ্কলং তথা॥

বিভু মহাদেবের শুভ দেব শরীর ভাবনাযোগ্য চিন্তা করিলে পুণ্যাকাংক্ষী জনের পুন্য লাভ হয়, নিষ্কল লিঙ্গশরীর মোক্ষেচ্ছু যোগিদিগের চিন্তনীয়॥

শিবলিঙ্গং সমুল্লংঘ্য যোঽর্চ্চয়ে দন্যদেবতাঃ।
সনৃপঃ সহ দেশেন রৌরবং নরকংব্রজেৎ॥

যে রাজা শিবলিঙ্গ পূজা না করিয়া অন্য দেবতার পূজা করে। সে রাজা রাজ্যের সহিত রৌরবনাম নরকে গমন করে॥

ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃসর্ব্বে রাজানঃ সমহর্ষিকাঃ।
মনবো মুনয়শ্চৈব সর্ব্বেলিঙ্গং যজন্তিহি।

ব্রহ্মাদি দেবগণেরা,ও পৃথিবী তলস্থ স মহর্ষিক রাজা সকল, এবং

ও স্বায়ম্ভুবাদি চতুর্দ্দশ মনুগণেরা, এবং ব্যাস বাল্মিকী বশিষ্ঠ প্রভৃতি মুনিগণেরা, সকলেই শিবলিঙ্গ পূজা করিষা থাকেন॥

বিষ্ণুর্নারায়ণো হত্বা সসৈন্যং ব্রহ্মণঃসুতং।
স্থাপিতং বিধিবদ্ভক্ত্যা লিঙ্গংতীরে নদীপতেঃ॥

সাক্ষাৎ নারায়ণের রূপ বিষ্ণু রামাবতার হইয়া সসৈন্যে ব্রহ্মপুত্র, অর্থাৎ বিশ্রবা ব্রাহ্মণের পুত্র রাবণকে সংহার করিয়া, তৎপাপ ক্ষালনার্থ বিধিবৎ ভক্তিপূর্ব্বক নদনদীপতি সমুদ্র তীরে শিবলিঙ্গ স্থাপনা করিয়া পূজা করেন।

কৃত্বাপাপ সহস্রাণি হত্বা বিপ্রশতং তথা।
পাপাৎ সমাশ্রিতো লিঙ্গং মুচ্যতে নাত্রসংশয়ঃ॥

যদি মনুষ্য সহস্র সহস্র পাপ করিয়া, এবং শত শত ব্রহ্মবধ করিয়া শিবলিঙ্গকে সমাশ্রয় করে, তবে সেই মনুষ্য ঐ সকল উৎকট পাপ হইতে পরিমুক্তি পায় তাহাতে কোন সংশয় নাই॥

বিজ্ঞাপন।

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম স্কন্ধ।

বিজ্ঞাপন।

উক্ত গ্রন্থ ধার্ম্মিকদিগের হর্ষোদ্দীপন, বিধর্ম্মীর হৃদয় বিদারণ, অর্থাৎ মহারাজাধিরাজ কলি, যেরূপে রাজা পরীক্ষিতের নিকট স্থান যাচঞা করিয়া তথায় বাস করিলেন এবং তত্তৎ স্থানাধিপের সহিত সৌহার্দ্দ করতঃ তাঁহারপি তামহ অধর্ম্মের সহিত সাক্ষাৎ করেন, অধর্ম্মও সত্যাদিযুগে আপনার যে দুরবস্থা ঘটিয়াছিল তাহা কহিয়াছিলেন, ও তখন অধর্ম্মকর্ত্তৃক স্মৃতা হইয়া তৎপ্রিয়া ভার্য্যা মিথ্যা সপরিবারে বঙ্গীয়দেশে সমাগমন করেন। এবং কলিরাজার দলবলেরা যেরূপে ধর্ম্মের দলবলকে পরাস্ত করিয়া এতদ্দেশকে আক্রান্ত করে, সেই সকল ব্যাপার রূপকনাট্যছলে কৌশলে গদ্যপদ্যাদি নানা ছন্দে বিরচিত হইয়া মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে, মূল্য ৸৹ বারআনা মাত্র, গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিরা উপরিউক্ত স্থানে নাম ধাম ও মূল্যাঙ্ক স্বাক্ষরিত পত্র অগ্রে প্রেরণ করিলে প্রস্তুতমতে নিকট প্রেরণ করা যাইবেক, নতুবা, পুস্তক প্রস্তুত হইলে একমুদ্রা মূল্য দিতে হইবেক ইতি।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

বেদান্ত পরিভাষা।

উক্ত গ্রন্থ কেবল সংস্কৃত ভাষায় বঙ্গাক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে, তাহা আস্তিক সাকারবাদী জনের গ্রহণীয়, মূল্য ৸৹ বার আনা, গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিরা উপরিউক্ত ঐ সকল স্থানে মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
কৃতাজনহিতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

☞ এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটীহইতে বণ্টন হয়,

---

কলিকাতা পাতুরিয়াঘাটা মণ্ডলইষ্ট্রিটে ১২ সংখ্যক ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিতা হইল॥

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

৪ কল্প ১৬ খণ্ড

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা

নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।

গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।

পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।

রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয ত্বং মনোমে।

১৭ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৮১ সন ১২৬৬ সাল ৩১ ভাদ্র।

গতবারের শেষ।

সন্দেহনিরসন।

ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্নঃ। হে স্বামিন্! এক্ষণে নিবেদন এই যে, ব্রহ্মজ্ঞানীদলেরা হিন্দুব্যতীত অন্যজাতি নহেন, বেদপ্রতিপাদ্য পরমেশ্বরেরই উপাসনা করেন। অতএব তাঁহাদিগের সহিত নিরর্থ বিরোধ করায়, শুদ্ধ হিন্দুদিগের গৃহবিচ্ছেদ করা হয়। সেই গৃহবিচ্ছেদ করাতে ফল কি? বরং তজ্জন্য বিজাতীয় ধর্ম্মাবলম্বী মিশনরীগণেরা

স্বধর্ম্ম প্রচারার্থে সাবকাশ প্রাপ্ত হয়। কেননা খ্রীষ্টধর্ম্মীরা সংপ্রতি হিন্দুধর্ম্মের প্রবল শত্রু হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদিগের বিপক্ষে সকল হিন্দু একবাক্যতায় বক্তৃতা বা লিপিপ্রয়োগ করিলে স্বদেশের বিশেষ উপকার হইতে পারে। তাহা না করিয়া নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা সম্পাদক মহাশয় কেবল ব্রাহ্মদিগের সহিত নিয়তঃ বিরোধ করিয়া যে লিপি কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন, ইহা অসঙ্গত কি না? খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রচার যত হইবে ততই সনাতন ধর্ম্মের মূলে আঘাত হইতে থাকিবে।

পরিব্রাজকাচার্য্য কাশীশ্বর স্বামীর উত্তর। অরে অবোধবালক! তোমার পরিবেদনা নাই, তজ্জন্যই এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছ। তোমার এপ্রশ্নের উত্তর করাই অযোগ্য, তথাপি কিঞ্চিৎ উপদেশচ্ছলে কহিতেছি, সাবধানে শ্রবণ করহ। যদ্যপি যথার্থ হিন্দুমতাবলম্বী হইয়া তোমারা খ্রীস্টীয় ধর্ম্মের প্রতিকূলতায় বক্তৃতা ও লিপিপ্রয়োগ করিতে, তবে তোমার এপ্রশ্নের সমাদর করিতে পারিতাম্। এক্ষণে তোমাদিগের যেরূপ ব্রহ্মমতের প্রচার হইতেছে, খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বিরুদ্ধে তৎপোষকতা করিলে পক্ষপাতিত্ব দোষস্পর্শ হয়। কেন না, খ্রীস্টীয়ধর্ম্ম ও আধুনিক ব্রহ্মধর্ম্ম, এই উভয় মতের কোন বিশেষাবলোকন হয় না। অর্থাৎ উভয় ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে কেহই হিন্দুধর্ম্মের সহিত সম্পর্ক রাখেন না। জাতি বিচার আচার রীতি নীতি আহার ব্যবহার জাতকর্ম্মাদি দশবিধ সংস্কার, এবং যাগ যজ্ঞ, দোল, দুর্গোৎসব, শ্রাদ্ধ, তর্পণাদি ক্রিয়াকলাপ বিলোপ করিবার নিমিত্ত খ্রীস্টীয়ানেরা যেরূপ চেষ্টা করেন, ব্রাহ্মমহাশয়েরাও তদপেক্ষা সহস্রগুণে তৎপর

আছেন। সুতরাং খ্রীষ্টীয়ানদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আদৌ হিন্দুধর্ম্ম উৎসেধক বিধর্ম্ম পাদপ স্বরূপ অযথার্থ ব্রহ্মমতের মূলোম্মুলন করিবার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য হয়। যেহেতু হিন্দুধর্ম্ম বিনাশের কারণই মৃত রামমোহন রায এই ভ্রষ্টমতের স্থাপনা করিয়াছেন। কেবল প্রতারণা মূলক বেদান্ত বাক্য রচনা কৌশলে হিন্দুসমাজে হিন্দুরূপে প্রতিপন্ন হইয়া থাকেন। যেমন রাবণের সর্ব্বনাশ বিভীষণ করিয়াছিল, সেইরূপ মৃত রায় মহাশয় হিন্দুধর্ম্ম বিনাশের সূচনা করিয়া মর্ত্যলোক ত্যাগ করিযা গিযাছেন। সুতরাং বিচার করিযা দেখিলে আধুনিক ব্রাহ্মদিগের দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের উন্নতি হওযা দূরে থাকুক্, বরং খ্রীষ্টধর্ম্মের বিলক্ষণরূপ পুষ্টি হইতেছে। হিন্দুসন্তানদিগের মধ্যে কথকগুলিন নির্ব্বোধ বালকের বুদ্ধি কুহকজালে এরূপ আবৃতা হইয়াছে যে তদ্দ্বারা ভদ্রাভদ্র বিবেচনা করিতে তাঁহারা কোনমতে সক্ষম হয়েন না। শাস্ত্রোক্ত তাবৎ কর্ম্মাদিও ত্যাগকরিযা কেবল এক ঈশ্বরসত্ত্বা প্রতি নির্ভর করিলে যদি হিন্দুধর্ম্ম রক্ষাকরা হয, তবে খ্রীষ্টীযান যবন মগ চীন পারশীকদিগের সহিত পরস্পর জাতীয় ধর্ম্ম বিষযক ঈর্ষাকরা কোনমতে কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু সর্ব্ব জাতীয়েরই ঈশ্বরের সত্ত্বার প্রতি বিশ্বাস আছে, তন্নিমিত্ত শুদ্ধ বেদশাস্ত্রকে আদর করিয়া বাইবেল ও কোরাণাদি অন্যান্য শাস্ত্রকে অমান্যকরার প্রয়োজন কি? আধুনিক জ্ঞানিদিগের যুক্তিমতে কোন শাস্ত্রেরপ্রতি নির্ভর করা উচিত হয় না,

তাহা তাঁহারদিগেরই ব্যবহারে ব্যক্ত হইতেছে, যেহেতু মূল বেদের কর্ম্মকাণ্ডানুশাসিকা ও সাকার প্রতিপাদক শ্রুতি সকলকে মান্য না করিয়া শুদ্ধ নিরাকার প্রতি পাদক শ্রুতি যাহা প্রাপ্ত হযেন, তাহাই বেদ বলিয়া গ্রহণ করেন. এবং বেদার্থ প্রতি পাদক মন্বাদি সংহিতা ও বেদপোষক মহা ভারতাদি ইতিহাস ও পুরাণ প্রভৃতিকে পঞ্চমবেদ বলিয়া স্বয়ংবেদে অঙ্গীকার করিয়াছেন, যাহাব প্রমাণে বেদ মান নীয় হইতেছে, তাহাকে অমান্য করতঃসামান্য সাহিত্য সদৃশ আধুনিক কল্পিত কহেন, তথাচ স্ব মত পোষণ জন্য মধ্যেমধ্যে সেই সকল কল্পিত শাস্ত্রের কোন কোন বচন বা বচনা‍াকে সত্যবোধে গ্রহণ কবিযাও থাকেন, তাহাতে এমন বিবেচনা করেন না, যে যে শাস্ত্রকে মান্য না করি তাহার কোন বাক্যই সত্যবোধ করা উচিত হয না। যাহাকে সত্যবাদী কহিতে হয়, তাহার সকল বাক্যেই সত্য বলিযা বিশ্বাস করা উচিত, নচেৎ কতক সত্য ও কথক মিথ্যা বলিলে গ্রন্থেব হানি কি? শুদ্ধ বক্তাই বিজ্ঞসমাজে অসম্মতাবলম্বিরূপে প্রতিষ্ঠিত হন।

দ্বিতীযতঃ ব্রাহ্মেবা কহিযাথাকেন আমরা বেদান্ত ধর্ম্মাব লম্বী অথচ বেদান্ত দর্শন মান্য করেন না, কেবল কয়েকখানি উপনিষদের নিরাকার প্রতিপাদক দুই একটি শ্রুতিকেই বেদান্ত ধর্ম্মরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু বিবেচনা না করিয়া শ্রুতিসকলের পরস্পর অনৈক্যতা প্রযুক্ত. বেদান্ত ধর্ম্ম সংস্থাপনের অনুপায় বিধায় বেদব্যাস গোস্বামী সেই

.সকল শ্রুতির সমন্বয় দ্বারা বেদান্ত দর্শন করিয়া বেদান্ত ধর্ম্ম সংস্থাপন যে করিয়াছেন, সেই বেদান্ত সূত্রকে অমান্য করিলে বেদান্ত ধর্ম্মী কিরূপে বলা যায়? সে যাহা হউক, মহাত্মা রামমোহন রায়ের প্রথমাবস্থায় যদিও পাদরিদিগের কুযুক্তি দ্বারা হিন্দুধর্ম্মানুযায়িক কর্ম্ম কাণ্ডের প্রতি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস হইয়াছিল, তথাপি লৌকিক ভয়ে অর্থাৎ খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইলে হিন্দুসমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইবার আশঙ্কায় তৎকালীন স্পষ্টরূপে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া তাহারপুষ্টির নিমিত্ত প্রচ্ছন্নবাক্যে নিরাকার প্রতিপাদক দুই চারিটি শ্রুতি ও তৎ সমন্বয়কর বেদান্ত সূত্রকে বহুতর যত্নদ্বারা সংগ্রহ করিয়া অভিনব ব্রহ্মমত স্থাপনে প্রবৃত্ত হয়েন। তাহাতে তিনি নিশ্চয় জানিয়াছিলেন, যে অস্মৎ স্থাপিত মত দ্বারা কালে হিন্দুধর্ম্ম একেবারেই উচ্ছিন্ন হইবেক, যে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের প্রতি রায়মহাত্মার বিশ্বাসছিল, তাহা কয়েকজন ইংলণ্ডীয় বন্ধুর নিকট শেষাবস্থায় ব্যক্ত করাতেই সুন্দর রূপ প্রকাশিত হইয়াছে। যাহা কার্পেণ্টর সাহেবের পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমান ব্রাহ্মেরা রায় মহাত্মার মতের উন্নতি করণাশয়ে তত্ত্ববোধিনী সভাস্থাপন করতঃ হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে যেরূপ প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেইরূপ খ্রীষ্টীয়ান দিগের উপাস্য দেবতা যীশুর প্রতি ও দোষারোপ করিতেছেন, আত্মমতের উৎকৃষ্টতা জানাইবার জন্য পর ব্রহ্মের অবতারাদি বিষয়ে উৎপত্তিমত্ত্বাদি দোষ দেওয়াতে

খ্রীষ্টীয়ানেরা ব্রাহ্মেবদের প্রতি এই আপত্তি করেন, যে বেদান্তে জীবাত্মাকে পরমাত্মার অংশ বলিয়া স্বীকার করিয়া ছেন, যথা " ন জায়তে ন ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ । শ্রুতিঃ। ,, তিনি জন্মেন না মরেন না, তথা " সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেতি,, এই সমুদয় জগৎ ব্রহ্মময় । এবং শ্রুতিতে জগৎকে সৎ ও অসৎ উভয় স্বীকার করিয়াছেন, কেন না সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ ব্রহ্ম স্বরূপে সৎ ছিলেন, পরে উৎপত্তিমত্ত্বাদি দোষে অসৎ রূপে প্রতিপন্ন হইতেছেন, যথা " নিত্যং সদসদাত্মক মিতি,, ব্রহ্মনিত্য সৎ ও অসৎ উভয়াত্মক, অতএব ব্রহ্মসাকার নিরা কার উভয়াত্মক হয়েন, তিনি যে অবতারাদি হইতে পারেন না ইহা কোন শাস্ত্রেরি মত নহে, যখন বেদান্তে ব্রহ্মকে উপা দান কারণ অর্থাৎ (আধাররূপে) স্বীকার করিয়াছেন, তখন সুতরাং ব্রহ্মের সাকারত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে, ব্রাহ্মেরা প্রতি বাদির এই আপত্তিতে স্বমতের ব্যাঘাত দৃষ্টে বিবেচনা করি লেন যে বেদান্ত শাস্ত্র মান্য করিলে অস্মদাদির কুযুক্তি রক্ষা পায় না, সুতরাং জীবাত্মা পরমাত্মায় অভেদ ও ঈশ্বরকে সাকার বলিয়া মান্য করিতে হয়, এই আশঙ্কায় অসম্বরিতাভি প্রায়ের সম্বরণার্থ বেদান্ত দর্শনকে অগ্রাহ্য করিয়া কেবল উপ নিষৎকেই বেদান্ত নামে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন। অথচ সেই উপনিষদের সমুদয়ভাগ গ্রাহ্য করেন না, ঋক যজুঃ সাম অথর্ব্ব এই চতুঃসংহিতা মূলবেদ, যদ্দৃষ্টে ঋষিরদিগের দ্বারা উপনিষৎ রচনা হয়, সেই মূল বেদকে অনাদর করিয়া

রচিত পুস্তকের আদর করেন, ইহাতেও কি সামান্য দুঃখিত হইতে হয়? বিশেষতঃ মূলবেদে পরমেশ্বরের সাকার বর্ণন এবং কর্ম্মকাণ্ড যাগ যজ্ঞ দেবার্চ্চনাদির অনুশাসন থাকায় তাহাকে অনাদর করিয়া কুতার্কিকগণেরা যে হিন্দুধর্ম্মকে ক্রোড়গত করিতে চাহেন সে কেবল শার্দ্দূল ক্রোড়গত গোবৎসের ন্যায়।

তৃতীয়তঃ। ব্রাহ্মেরদিগের যুক্তির প্রতি মিসনরিরা এই আপত্তি করেন যে মূলবেদ যাহা হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র, তাহাতে ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র প্রভৃতির পূজা এবং যাগ যজ্ঞাদির যে বিশেষ বিধি আছে তাহা পৌত্তলিক ধর্ম্ম হইতে কোনমতে বিভিন্ন নহে, বরঞ্চ পৌত্তলিক ধর্ম্মের প্রতি সম্পূর্ণ অনুকূল হয়, এতদুত্তরে নবীন ব্রাহ্মেরা ব্যক্ত করেন, যে এই বিধি বেদের যথার্থ আজ্ঞা নহে, কেবল নির্ব্বোধের উপদেশ জন্য লিখিত হইয়াছে, হা? পরমেশ্বর! ব্রাহ্মেরদিগের অপার মহিমা, যখন বেদের কিয়দংশ যথার্থ ও কিয়দংশ অযথার্থ বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন, তখন ইঁহারদিগের জ্ঞান সুন্দররূপ পরিপক্ব হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বেদের ব্রাহ্মণ ভাগের কিয়দংশ যাহা ঋষিরা সংগ্রহ করেন তাহাই উপনিষদ নামে উক্ত হইয়াছে, তাহাতে দশোপনিষৎ প্রধান রূপে গণ্য, তন্মধ্যে সাত খানিকে আধুনিক ব্রাহ্মেরা ধর্ম্মশাস্ত্র বলেন, কিন্তু সেই উপনিষদের কর্ম্মকাণ্ড ও সাকার প্রতিপাদক শ্রুতি সকলকে

গল্প কহেন, অর্থাৎ নীতিকথার ন্যায় রচনা মাত্র, নিরাকার প্রতিপাদক যে সকল শ্রুতি তাহাকেই যথার্থ বেদান্ত শাস্ত্র বলেন। অতএব সুধার্ম্মিক হিন্দু মহানুভাবেরা অনুভব করিবেন, যে কুতার্কিকেরা বেদবক্তাকে ছলক্রমে মিথ্যাবাদী কহিতে অনুসন্ধানী হইয়াছেন কি না? ফলিতার্থ মূল বেদের বিধিবাক্য সকল যদি যথার্থ না হয়, শুদ্ধ নির্ব্বোধের বোধজন্য মিথ্যা রচনা হইয়া থাকে এবং সাকার শ্রুতি যদি নীতি কথার ন্যায় জল্পনা মাত্র হয়, বাস্তব সত্য না হয়, তবে নিরাকার প্রতিপাদক শ্রুতিকেই যথার্থ বলিয়া কিরূপে স্বীকার করিতে পারি? কেননা ঈশরাজ্ঞা যদি কতক সত্য ও কতক মিথ্যা হয়, তবে ঈশ্বরকে প্রবঞ্চক বলিতে আর কেহ অপেক্ষা করিবেক না। চিরকাল মান্য বেদব্যাস, বেদের স্বরূপার্থ বুঝিতে পারেন নাই, তদপেক্ষা অবতার বিশেষ আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানীরা বেদজ্ঞ হইয়া ধর্ম্মাচার্য্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহেন। ইহা ক্ষণকাল মাত্রও মনে ভাবেন না যে তাঁহারদিগের কথাইবা কোন ধার্ম্মিকে গ্রাহ্য করিয়া থাকে।

চতুর্থতঃ। বেদাদি সর্ব্ব শাস্ত্রেই সৃষ্টি কল্পনার বৃত্তান্ত বর্ণন আছে, নতুবা শাস্ত্রের সত্যতা প্রমাণ হয় না, কিন্তু ব্রাহ্মেরা সৃষ্টি প্রক্রিয়ার এবং যেরূপে বেদ প্রকাশ হয় তাহার বিবরণ যে সকল শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, সে সকল বর্ণনা রূপক গল্পের ন্যায় রচনা মাত্র বলিয়া সকলের চিত্তকে সংশয়রূপ তিমিরে

আচ্ছন্ন করিতেছেন, অথচ বেদশাস্ত্রকে ঈশ্বরাজ্ঞা বলিয়াও মান্য করেন, কিন্তু ঈশ্বরকে বাগিন্দ্রিয় ব্যাপার বিশিষ্ট, বা তাঁহার কোন প্রাত্যাদেশ হইয়াছিল তাহা স্বীকার করেন না ইহাও সামান্য আশ্চর্য্য নহে। অতএব ধার্ম্মিকবর্গেনবীন জ্ঞানি দিগের চতুরতায় চমৎকৃত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না, যেহেতুক পরমেশ্বরকে বাগিন্দ্রিয় ব্যাপার বিশিষ্ট স্বীকার করিলে তাঁহাকে সাকার কহিতে হয়, বস্তুতঃ সাকার মান্য করিলে অবতার প্রতি দোষারোপ করা হয় না, এবং যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকাণ্ড সকলই মান্য করিতে হয়। একারণ কুতর্কবাদিরা তাঁহাকে বাগিন্দ্রিয় বিশিষ্ট অঙ্গীকার করেন না, বেদ মিথ্যা হয় হউক্, তথাপি আপনারদিগের যুক্তিরক্ষা না করিলে নয়। সংপ্রতি সৃষ্ট্যাদৌ পরমেশ্বর বাগিন্দ্রিয় বিশিষ্ট হইয়া যে প্রকারে বাক্য কহিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ দর্শাইয়া তোমার সন্দেহাপনোদন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, যথা তৈত্তিরীয় শাখায় ৭ খণ্ডে ব্রহ্মাকে পরমেশ্বর তপস্যাকরিতে আদেশ করেন, ইহা কোলবোরক সাহেবও অনুবাদ করিয়াছেন, যথা তৎপুস্তকে। ৭৬ পৃষ্ঠায় আছে।

এবং পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেই বেদানুরূপ সৃষ্টির নিমিত্তে পরমেশ্বর যে ব্রহ্মকে আদেশ করেন তাহার প্রমাণ আছে যথা।

অন্ধকারময়ং সর্ব্বং বুবুধে পরমাদ্ভুতং। সহমূকৈঃ স্বয়ংমূকে চিন্তাপন্নে প্রজাপতৌ॥ তপেতিবর্ণ যুগলমাকাশাদুদভূন্মহৎ॥

ইতি বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণং। ২৪। অং।

সৃষ্ট্যাদৌ সকল অন্ধকারময় ছিল, অতি অদ্ভুত সময় সকল নীরব ছিল, প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বয়ং মূকত্ব প্রাপ্তে নীরব ছিলেন। তদ্দৃষ্টে পরমেশ্বর কর্ত্তৃক আকাশ হইতে "তপ" ইতি বর্ণদ্বয় ব্যাহৃত হইল।

সেই শব্দ সর্ব্বত্র ব্যাপ্তময় হওয়াতে সূর্য্যতুল্য জ্যোতিঃ নির্গত হইল, চিন্তাপন্ন ব্রহ্মা তাহাতে নিবৃত্তি প্রাপ্ত হইলেন, তথাহি।

অতোবাচঃ সসর্জ্জাদৌ ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ। অকারাদি স্বরাংশ্চৈব ককারাদি হলাংস্তথা। পরস্পরঞ্চ মিলিতান্ বর্ণানেতান্ সমাহরৎ॥ বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণং। ২৪ অং।

অনন্তর ব্রহ্মা ব্রহ্মরূপ বাক্য সর্ব্বাগ্রে সৃষ্টি করিলেন, পরে অকারাদি ষোড়শ স্বর, ও ককারাদি চতুস্ত্রিংশৎ হল বর্ণ সৃষ্টি করিয়া পরস্পর বর্ণের মেলন করতঃ শব্দের উৎপত্তি করিলেন।

সসর্জ্জচতুরোবেদান সংহিতা বিবিধা অপি। বাচঃ পবিত্রং পরমংবাচঃ স্বাদুপবংমতং। ততোভাষাশ্চ সসৃজে পঞ্চাশৎ ষট চ সংখ্যয়া। তজ্জ্ঞানায় চ বালানাং তত্তদ্ব্যাকরণানি চ।

বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণং।

পরে চতুর্ব্বেদ ও বিবিধ সংহিতা সৃষ্টি করিলেন। বাক্যই ব্রহ্ম, বাক্যই পবিত্র, বাক্যই পরম স্বাদু, বাক্যেতেই ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। অনন্তর ৫৬ ষট্‌পঞ্চাশৎ ভাষার সৃষ্টিকরতঃ বালকেরদিগের তদ্বোধার্থে ভাষানুযায়ি ব্যাকরণ করিলেন।

বাগেব ব্রহ্মরূপৈব তাংযো মিথ্যাসু বিক্ষিপেৎ। মিথ্যাবাদী স বিজ্ঞেয়ো নারকী পরমোমতঃ॥

বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণং।

বাক্যই ব্রহ্মস্বরূপ আদৌ বাক্যই ছিলেন, ঐ বাক্য পরমেশ্বরে অভিন্ন ছিলেন, তাঁহাহইতে আদৌ বাক্য প্রকাশ হয়, অতএব ঈশ্বর গুণানুকীর্ত্তন ব্যতীত ইতরালাপে বাক্যক্ষেপ যে করে সেই মিথ্যাবাদী সেই নারকী ইহাই সর্ব্বশাস্ত্র সংগতা যুক্তি।

পুরা প্রজাপতির্দ্দেবো বর্ণাভাষাঃ পৃথক্‌বিধাঃ। স্রষ্টাধর্ম্মান্ সসর্জ্জৈব বর্ণাশ্রম বিভাগজান্। চিন্তয়ামাস লোকানামুপকর্ত্তুং প্রজাপতিঃ। ধর্ম্মজ্ঞানঞ্চ লোকানাং বিনা শাস্ত্রং কথংভবেৎ। ততঃ সসর্জ্জচ্ছন্দাংসি জগত্যনুষ্টুবাদয়ঃ। কার্য্যাকার্য্য নির্ণয়োত্ত স্মৃতির্বৈ ধর্ম্মসংহিতা। ইতিহাসাদি বাক্যস্তু তন্নিদর্শন সাধকং॥

বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণং। ২৭ অং॥

পূর্ব্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা বর্ণভাষা ও বর্ণাশ্রম বিভাগ ধর্ম্ম পৃথক্‌২ সৃষ্টি করতঃ লোকের উপকারের নিমিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে বিনা শাস্ত্রে ধর্ম্মজ্ঞান কি প্রকারে হইবেক। অতএব জগতীঅনুষ্টুপ্‌ইত্যাদি ছন্দ এবং কার্য্যাকার্য্য নির্ণয়ার্থ ধর্ম্ম সংহিতা স্মৃতিশাস্ত্র উৎপন্ন করিলেন। অপর বেদশাস্ত্র যে ঈশ্বরাজ্ঞা তাহার নিদর্শন সাধক মহাভারতাদি ইতিহাস ও ষট্‌ত্রিংশৎ পুরাণ নির্ম্মাণ করিলেন। পরে বেদব্যাস শুদ্ধ শ্লোকিত করিয়া প্রকাশ করেন এই মাত্র।

পূর্ব্বে সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা মহর্ষিকে কহিয়াছিলেন, যথা।

সনাতনং মহাপুণ্য মিতিহাসং পুরাতনং। প্রকল্পিতং ময়া সম্যক্ স্বঞ্চলোকয় তন্মুনে। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণং।

হে ঋষে, মহৎ পুণ্য স্বরূপ, নিত্য, মহাভারত যে ইতিহাস ও

পুরাণ আমাকর্ত্তৃক কল্পিত হইয়াছে তুমি তাহা শ্লোকিত করিয়া প্রকাশ করহ।

এই সকল শাস্ত্রের প্রমাণ সত্ত্বেও যে ঈশ্বরকে বাগিন্দ্রিয় ব্যাপার বিশিষ্ট অঙ্গীকার করেন না, ইহাতেও কি সামান্য চতুরতাপ্রকাশ হইতেছে। পুরাণাদির বাক্যকে মিথ্যা বলিতে কাহারও ক্ষমতা নাই। যেহেতু স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা বেদতুল্য মান্য করিয়াছন, ইহা ছান্দোগ্যোপনিষদে প্রমাণীকৃত হইয়াছে। এক্ষণে আমরা এই অনুরোধ করি যে ব্রাহ্ম মহাত্মারা হয় বেদ শাস্ত্র, না হয় স্বীয় ব্যবহার উভয়ের একেকে ত্যাগ করিয়া সুখী হউন্ নচেৎ নিরর্থক প্রবঞ্চনা ও ছল প্রকাশ করিয়া কুশলী হইতে পারিবেন না। কিন্তু দেখিতেছি তোমাদিগের যে স্বভাব তাহা ত্যাগকরিতে পারিবে না, যথা "স্বভাবোযাদৃশোযস্য ন জহাতি কদাচনইত্যাদি,,যাহার যাদৃশ স্বভাব তাহা ত্যাগ হয় না, সুতরাং বেদাদি শাস্ত্র যত শীঘ্র বিলোপ হয় ততই তোমারদিগের মঙ্গল। নচেৎ উপনিষদের দুই একটি নিরাকার বাচক শ্রুতি প্রমাণ করিলেই যে ধর্ম্ম রক্ষা হয় এমত নহে। যেরূপ দেব নিন্দিনী সভা স্থাপিতা করিয়া তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকেরা বেদ নিন্দায় প্রবর্ত্ত হইযাছেন, তাহাতেই দক্ষ যজ্ঞ স্মরণ করিয়া খেদোৎপন্ন হয়, যথা॥

সভাতব মহামূখা দণ্ডাহা শিবনিন্দিনী। শিবনিন্দা ফলং সম্যক্ প্রাপ্স্যোত্যেব নশংশয়ঃ। ধর্ম্মপুরাণং॥

শিবনিন্দা শ্রবণে দাক্ষায়ণী কোপবতী হইয়া দক্ষকে কহিয়া

ছিলেন। হে পিতঃ। শিব নিন্দিনী অর্থাৎ [শিব নিন্দাকরী] তোমার সভা মহামূর্খা দণ্ডযোগ্যা, অতএব শিবনিন্দা জন্য সম্যক্ ফল প্রাপ্ত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

তদ্রূপ দেব নিন্দাকরী তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপনাবধি সম্পাদকেরা দেব নিন্দায় প্রবর্ত্ত আছেন, অতএব তজ্জন্য সম্যক্ ফল প্রাপ্ত হইবেন তাহাতে সন্দেহ কি? তথাহি।

বাচং নিযচ্ছ হে দক্ষ পুনস্ত্বাং প্রব্রবীম্যহং। নিয়ন্তা চেন্ন বিদ্যেত ন কশ্চিদ্ধর্ম্মমাচরেৎ॥ ধর্ম্মপুরাণং॥

হে দক্ষ! তোমাকে আমি পুনঃ২ কহিতেছি শিব নিন্দাসূচক বাক্য সম্বরণ কর,। শাসন কর্ত্তা যদি না থাকিত তবে ধর্ম্মাচরণ কেহ করিত না॥

অতএব সর্ব্বোপরি একজন শাস্তা আছেন,এই ভয় রাখিয়া চলিলে অবসন্ন হয় না। শিব পূজারত ব্রাহ্মণ মোক্ষ ভাজন হয়, শিবহেলনের অপেক্ষা অধর্ম্ম আর নাই, শিবপূজা বিষ্ণু পূজা ব্রাহ্মণের স্বধর্ম্ম। একারণ স্বধর্ম্ম রক্ষা কর, যথা " স্বধর্ম্মস্যানুচরণং স্বধর্ম্মানতি ক্রমণং ,, ইতি তৈত্তিরীয়া শ্রুতিঃ॥

অতএব পুনঃ পুনঃ কহিতেছি, যে দেবনিন্দা সূচক বাক্যের বিরাম করুন্। যদিও বর্ত্তমান কলিকালে ধর্ম্মবিষয়ে রাজ শাসনের অত্যন্তাভাব হইয়াছে বলিয়া কি যথেষ্টাচার করা কর্ত্তব্য? না তাহার প্রতিফল প্রাপ্ত হইবেন না ইহা নিশ্চয় জানিয়াছেন,অবশ্যএকজনশাস্তাআছেন,তিনি কেবলকালের প্রতীক্ষা করিতেছেন এরূপ শঙ্কা রাখিবেন, ধর্ম্মের ডঙ্কা বাজিলে সেশঙ্কায় কেহ রক্ষা করিতে পারিবেক না॥

পঞ্চমতঃ। আধুনিক জ্ঞানিরা স্বভাববাদির ন্যায় কহিয়া

থাকেন, অখণ্ড নিয়ম কর্ত্তা ঈশ্বরের যে নিয়ম স্থির আছে তাহার পরিবর্ত্তন কদাপি হইতে পারে না, তাহাতে বক্তব্য এই যে সর্ব্বদাই সৃষ্টির নিয়ম পরিবর্ত্তন দৃষ্টিগোচর হইতেছে। যথা, "আসীত্তমোময়ং লোকমনর্ক গ্রহতারক মিত্যাদি মনুঃ,, সৃষ্টির আদিতে পরমেশ্বরেব নিযমে কেবল অন্ধকার ময় এই সমুদয় জগৎ ছিল, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র অগ্নি বায়ু জল আকাশ ধরণী প্রভৃতি কিছু মাত্র ছিল না, পরে মহত্তত্ত্ব হইতে আকাশের উৎপত্তি হওয়াতে সে নিযমের পরিবর্ত্তন হয়, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে ভূমির উৎপত্তি হইযাছে। ক্রমে২ পুর্ব্ব২ নিয়মেব পরিবর্ত্তে নূতন২ নিয়ম স্থাপিত হইতে লাগিল, তৎকালা বধি বর্ত্তমান কালপর্য্যন্ত সকল নিযমেরই পরিবর্ত্তন হইতেছে। অপিচ মনুষ্য সৃষ্টির পুর্ব্বে জল হইতে এক মৃৎপিণ্ড উদ্ধৃত করিয়া তাহার নাসিকা কর্ণ মুখ বাহূদর প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া সকল দেবতার অংশে তাহার ইন্দ্রিয় প্রদান করতঃ মনুআখ্যা দেওয়াতে সৃষ্টির আদি নিযমের পরিবর্ত্তন করা হইযাছে কি না? অতএব সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বদা সকলনিয়মের পরিবর্ত্তন করিতেছেন যে পরমেশ্বব, তিনি যে লোক পরি ত্রাণার্থে সামান্য প্রচলিত নিযমেব খণ্ডন কবিয়াছেন তাহাতে মূর্খ বতীত কাহারও সংশয় হইতে পারে না, অর্থাৎ (সর্ব্ব ব্যাপকত্ব রূপ নিযমের পরিবর্ত্তে ব্যাপ্যত্বরূপে অবতার হওয়া এবং জগদ্ধিতার্থে বাচাতীত নিয়মেব পরিবর্ত্তে বাগিন্দ্রিয় ব্যাপার বিশিষ্ট হইয়া বেদ প্রকাশজন্য বাক্য কওয়া) অস

ঙ্গত নহে। ইহাতে বিতণ্ডা করাই ধর্ম্ম বিনাশের কারণ, তাহাকেই নাস্তিক ও ভণ্ড বেদনিন্দক কহে।

গতবারেরশেষ।

অথ যোগসমুচ্চয়।

সর্ব্বাঙ্গ চালনাদেব কুণ্ডলী শক্তি চালনং।
চালনাৎ কুণ্ডলীদেব্যা শ্চেতনা সা ভবেদ্ধ্রুবং॥
ইতি রুদ্রযামলং।

আনন্দভৈবরা মহাদেবকে উপদেশ করিতেছেন, হে দেবদেব। সর্ব্বাঙ্গ চালনাতে কুণ্ডলী শক্তির চালনা হয়। কুণ্ডলীদেবীর চালনা হইলে তিনি চৈতন্য বিশিষ্টা শীঘ্র হন্।

এতস্যানন্তরং দেব ক্ষালনং পরিকীর্ত্তিতং।
নাড়ীনাং ক্ষালনা দেব সর্ব্ববিদ্যা নিধির্ভবেৎ॥

হে মহাদেব! ইহার পর অর্থাৎ অঙ্গচালনার পর নাড়ী ক্ষালন করিবেক। নাড়ী ক্ষালন করিলে তাহাতে সমস্তপ্রকার জ্ঞানের উদয় হয়।

বায়ুসিদ্ধির্ভবেত্তস্য পঞ্চভূতস্য সিদ্ধিভাক্।
মুণ্ডাসনং হি সর্ব্বত্র সর্ব্বদা কারয়েদ্বুধঃ॥

নাড়ী ক্ষালন করিলেই বায়ু সিদ্ধি হয় অর্থাৎ প্রাণায়ামের সিদ্ধি হয়। বায়ু সিদ্ধিতেই পঞ্চভূতের সিদ্ধি, সর্ব্বত্রই যোগী সর্ব্বদা মুণ্ডাসন করিবেক।

ঊর্দ্ধপদ্মাসনং কৃত্বা অধোহস্তে জপঞ্চরেৎ।
তদা ত্রিদিন মাকর্ত্তুং সমর্থো মুণ্ডিকাসনং॥
তদাহি সর্ব্বনাড্যশ্চ বশীভূতা নসংশয়ঃ॥

ঊর্দ্ধ পদ্মাসন করতঃ অধোহস্তে জপ করিবেক। এইরূপ তিনদিন জপ

করিতে পারিলে মুণ্ডিকাসন করিতে সমর্থ হয়। মুণ্ডাসন করিতে শক্ত যখন হইবে, তখন সাধকের সকল নাড়ী বশীভুতা হইবে ,তাহাতে সংশয় নাই ॥

নাড়ীক্ষালন যোগেন সিদ্ধিমাপ্নোতি সাধকঃ।
নেড়ণী যো ন জানাতি সকথং কর্ত্তুমুদ্যতঃ ॥

নাড়ী ক্ষালন যোগদ্বারা সাধক সমস্ত সিদ্ধি লাভ করে। যে ব্যক্তি নেড়ণী যোগকে না জানে, সে ব্যক্তি কিপ্রকারে অন্য যোগ সাধনা করিতে উদ্যত হইবে ॥

সধীরো মানসচরো মতিমান্ সজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যো নেড়নীযোগ সারং কর্ত্তু মুত্তম পারগঃ ।।

সেই ধীর সেই মানসচারী, সেই মতিমান্ সেই জিতেন্দ্রিয়, যে ব্যক্তি সকল যোগের সার নেড়ণী যোগ করিতে পারগ হয় ॥

সচাবশ্যং ক্ষালনঞ্চ কুর্য্যান্নাড্যাদি সাধনং।
নেড়ণীযোগ মার্গেণ নাড়ীক্ষালন তৎপরঃ ।।
ভবত্যেব মহাকালো রাজরাজেশ্বরো যথা ।।

নাড়ী সাধন এবং নাড়ী ক্ষালন সাধকের অবশ্য কর্ত্তব্য। নেড়ণী যোগদ্বারা নাড়ী ক্ষালনে তৎপর যে যোগ সাধক, সে সাক্ষাৎ রাজরাজেশ্বর মহাকাল যেমন, তেমনই হয় ॥

কেবলং প্রাণবায়োশ্চ ধারণাৎ ক্ষালনং ভবেৎ।
বিনা ক্ষালন যোগেন দেহশুদ্ধির্নজায়তে ॥

কেবল প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণ বায়ুর ধারণেতে নাড়ী ক্ষালন হয়। নাড়ী ক্ষালন যোগ বিনা শরীর শুদ্ধি হয় না। অর্থাৎ নেড়ণী যোগ করণাক্ষম ব্যক্তি প্রাণায়াম যথাবিধানে করিলেও তাহার নাড়ী শুদ্ধি হয়। ইহাও অভাবতঃ বস্তুতঃ নাড়ী ক্ষালন যোগ যে নেড়ীণী তাহার অভ্যাস করা অত্যন্ত আবশ্যক হয়॥

গতবারের শেষ।

শিবলিঙ্গাখ্যান।

সর্ব্বেলিঙ্গময়া লোকাঃ সর্ব্বেলিঙ্গে প্রতিষ্ঠিতাঃ।
তস্মাদভ্যর্চ্চয়ে ল্লিঙ্গং যদীচ্ছে চ্ছাশ্বতং পদং॥

সমস্ত ত্রিলোক লিঙ্গময় হয়, ব্রহ্মাদি জীব সমস্ত লিঙ্গেতে প্রতিষ্ঠিত আছেন, একারণ শিবলিঙ্গ পূজা করিবেক যদি পরমপদ ইচ্ছা করে॥

সর্ব্বং লিঙ্গময়ং লোকং সর্ব্বং লিঙ্গে প্রতিষ্ঠিতং।
তস্মাৎসর্ব্বং প্রযত্নেন স্থাপয়েৎ পূজয়েচ্চতৎ॥

সর্ব্বলোক লিঙ্গময়, এবং সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড লিঙ্গে প্রতিষ্ঠিত, একারণ সমস্ত যত্নদ্বারা শিবলিঙ্গ স্থাপনা করিয়া পূজা করিবেক।

ব্রহ্মা হরশ্চ ভগবান্ বিশ্বেদেবা উমা হরিঃ।
লক্ষ্মীধৃ্র্তিঃ স্মৃতিঃপ্রজ্ঞা বিধি র্দুর্গা শচীতথা॥
রুদ্রাশ্চ বসবঃ স্কন্দো বিশাখঃ শাখ এবচ।
নৈগমেয়শ্চ ভগবান্ লোকপালা গ্রহাস্তথা॥
সর্ব্বেনন্দি পুরোগাশ্চ গণাগণপতিঃ প্রভুঃ।
পিতরো মুনয়ঃসর্ব্বে কুবেরাদ্যাশ্চ সত্তমাঃ॥
আদিত্যাবসবঃ সাধ্যা অশ্বিনৌচ ভিষগ্বরৌ।
বিশ্বেদেবাঃ সমস্তঃ পশবঃ পক্ষিণোমৃগাঃ॥
ব্রহ্মাদি স্থাবরং যচ্চ সর্ব্বং লিঙ্গে প্রতিষ্ঠিতং।
তস্মাৎসর্ব্ব প্রযত্নেন স্থাপয়েল্লিঙ্গ মৈশ্বরং।

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এবং বিশ্বদেব পার্ব্বতী সূর্য্য লক্ষ্মী ধৃতি স্মৃতি প্রজ্ঞা বিধাতা দুর্গা শচী। একাদশ রুদ্র অষ্টবসু বিশাখ শাখ কার্ত্তিকের নৈগমেয় এবং ইন্দ্রাদি লোকপাল আদিত্যাদি নবগ্রহ। নন্দীশ্বরাদি সমস্ত গণ,ও গণপতি, পিতৃগণ, মুনিগণ, কুবেরাদি নিধিপতিঃ ও আদি

ত্যাদিবসু,সাধ্যগণ, স্বর্বৈদ্য অশ্বিনীকুমার বিশ্বেদেবমহানপশুগণপক্ষীগণ মৃগগণ। ব্রহ্মাদি চরাচর স্থাবরাস্থাবর যে কিছু সে সকল,শিবলিঙ্গে প্রতিষ্ঠিতঃ। একারণ সমস্ত প্রকার প্রযত্নদ্বারা ঐশ্বর লিঙ্গ স্থাপনা করিবে॥

মূলেব্রহ্মাবসতি ভগবান্ মধ্যভাগেচবিষ্ণু রগ্রে শম্ভুঃ পশুপতিরজোরুদ্র মূর্ত্তির্ব্বরেণ্যঃ। তস্মাল্লিঙ্গংগুরু সুর তরুংস্থাপয়েৎ পূজয়েদ্বা। যস্মাৎ পূজ্যো গণপতি রসৌ দেবমুখ্যৈঃ সমস্তৈঃ॥

শিবলিঙ্গের মূলেতে ব্রহ্মার বাস,মধ্যভাগে বিষ্ণু, অগ্রে শম্ভু, পশুপতি রুদ্র মূর্ত্তিত্রয় বরণীয় হয়েন। একারণ ত্রৈলোক্য গুরু কল্পবৃক্ষ স্বরূপ, শিবলিঙ্গ স্থাপনা করিয়া পূজা করিবেক। যেহেতু সমস্ত দেবগণ ও গণপতিদ্বারা শিবলিঙ্গ পূজ্য হয়েন।

গন্ধৈঃ পুষ্পৈঃ সুগন্ধৈ র্ব্বহুতর বলিভিঃস্তোত্র মন্ত্রোপ চারৈ র্নিত্যঞ্চাপ্যর্চ্চয়ন্তি ত্রিদশ বরনুতং লিঙ্গমূর্ত্তিং মহেশং। গর্ব্বাধানাদি নাশ স্তুথ ভয়রহিতা দেব গন্ধর্ব্বমুখ্যৈঃ সিদ্ধৈর্ব্বন্দ্যাশ্চ পূজ্যা গণবর নমিতাস্তে ভজন্ত্য প্রমেয়াঃ॥

গন্ধ পুষ্প ও সুগন্ধ বহুবিধ বলিদ্বারা এবংস্তোত্রমন্ত্রোপচারদ্বারা সকলেই শিব লিঙ্গের অর্চ্চনা করেন। লিঙ্গমূর্ত্তি মহাদেবঃ ত্রিদশেশ্বরকর্ত্তৃক স্তুত্য হয়েন। গর্ব্বাধানাদি নাশ ভয় রহিত যে মুখ্যদেব গন্ধর্ব্ব ও সর্ব্ব বন্দ শ্রেষ্ঠ সিদ্ধগণ সমস্ত গণের পূজ্য ও বন্দনীয় অপ্রেমেয় হইয়া ও তাহারা শিবলিঙ্গের ভজনা করেন।

তস্মাদ্ভক্ত্যোপচারেণ স্থাপয়েৎ পরমেশ্বরং।
পূজয়েচ্চ বিশেষেণ লিঙ্গং সর্ব্বার্থ সিদ্ধয়ে॥

একারণ ভক্তিপূর্ব্বক উপচারেরসহিতসর্ব্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্তে পরমেশ্বর শিবলিঙ্গ স্থাপনা করিয়া পূজা করিবেক।

তস্মাৎ সদা পূজনীয়ো লিঙ্গমূর্ত্তি র্ম্মহেশ্বরঃ।
যাবৎ পূজা সুরেশস্য তাবদ্দেহ স্থিতির্দ্দিবি॥

এই কারণ সর্ব্বদা লিঙ্গমূর্ত্তি মহেশ্বর পূজনীয় হইয়াছেন, যাবৎকাল শিবলিঙ্গের পূজা করিবেক। সাধকের তাবৎকাল স্বর্গে স্থিতি হইবে।

বিজ্ঞাপন।

শিবসংহিতা।

মহাদেব প্রণীত উক্ত গ্রন্থ যোগ সাধকদিগের বিশেষ প্রয়োজনীয়, তদ্ভিন্ন সকলেরই দর্শনযোগ্য হয়। যেহেতু তাহাতে যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানের নিরূপণ, ও কিরূপে পরব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়, তদর্থে যোগাভ্যাসের বিধি এবং পদ্মস্বস্তিকাদি আসন ও মহামুদ্রা যোনিমুদ্রাদি বন্ধ প্রকরণ, প্রসঙ্গতঃ ষটচক্রসংস্থা বর্ণন আছে, সংপ্রতি নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে, মূল্য ১ একমুদ্রা মাত্র যাঁহাদিগের গ্রহণেচ্ছা হইবে, তাঁহারা অগ্রেই স্বস্বনাম সাক্ষরিত করতঃ এক এক পত্র নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রালয়ে বা পাতরঘাটায় শ্রীযুক্ত শিবচরণকারফরমার বাটীতে, অথবা বেহালা নিবাসীশ্রীযুক্তবাবুদ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়মহাশয়ের বাটীতে, বা বানা চাঁপাতলায়, কিম্বা পটালডাঙ্গার শ্রীযুক্তবাবু দুর্গা চরণ আঢ্য মহাশয়ের বাটীতে প্রেরণ করিলে প্রস্তুত মতে গ্রন্থ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন,। ইতি

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

বিবাদভঙ্গার্ণব।

উক্তগ্রন্থে ৺কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের কৃত পাষণ্ডপীড়নের ও মৃত রাম মোহন রায়ের কৃত পথ্যপ্রদান পুস্তকের অভিপ্রায় স্ফুট করিয়া যথার্থ বিচার অর্থাৎ ৺নন্দলাল ঠাকুরের সহিত মৃত রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম বিচার যেরূপ হইয়াছিল, তাহা ধৃত করিয়া যথাশাস্ত্র এবং যুক্তিতঃ সঙ্গতাসঙ্গত বিচার করিয়া, যাহা হিন্দুদিগের অবশ্য করণীয়, তাহাই নিষ্পন্ন করাগিয়াছে, মূল্য ৮০ আনা মাত্র, যাঁহার গ্রহণ করিতে বাসনা হয়, তিনি উপরিউক্ত সকল স্থানে মূল্য প্রদান পূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

ব্যবস্থা সর্ব্বস্ব।

উক্ত পুস্তক হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিসংসারিজনের বিশেষ উপকারী হয়। যে হেতু তদ্দৃষ্টে প্রায়শ্চিত্ত, তিথি, অশৌচ, দায়, শ্রাদ্ধ, উপনয়নাদি সংস্কার তত্ত্বের বিশেষ বোধ হইতে পারে, সুতরাং তদ্গ্রন্থ হিন্দুবিষয়ি দিগের অবশ্য গ্রহণীয়, যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হইবে, তিনি উপরিউক্ত ঐঐ সকল স্থানে ১ মুদ্রা মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্তহইতে পারিবেন ইতি।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে বিদিত করিতেছি। নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকা যাহা সন ১২৫২ সালে প্রকাশ হইয়াছে, তাহার ১২৫৮ সালাবধি ১২৬৫ সাল পর্য্যন্ত ৮ বৎসরের অষ্টখণ্ড পুস্তক প্রস্তুত আছে মূল্য প্রতি খণ্ডে ৬ছয়মুদ্রা, যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হইবে, তিনি পাতরঘাটায় শ্রীযুক্ত বাবু শিবচরণ কারকরমার বাটীতে, অথবা পটোলডাঙ্গা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ আঢ্যের বাটীতে, বা বেহালা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট কিম্বা পাতরঘাটা মণ্ডল ইষ্ট্রিট ১২ সং খ্যক ভবনে উক্ত যন্ত্রালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন, এবং ঐ নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা প্রতিমাসে যাহা প্রকাশিতা হয় তাহার গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবার বাসনা হইলে স্ব স্ব নাম ও ধাম এবং দাতব্য মুদ্রায় অঙ্কিত করিয়া পত্র ঐ ঐ স্থানে প্রেরণ করিলে যথা নিয়মে পত্রিকাও প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। উক্ত পত্রিকা যথার্থ হিন্দুধর্ম্মাব লম্বীদিগের অবশ্য গ্রহণীয়, যেহেতু তাহাতে হিন্দুধর্ম্মের স্বরূপ তত্ত্ব জ্ঞান জন্মিতে পারে, বৈধর্ম্মীদিগের উদ্ভিমত যুক্তি খণ্ডন করিয়া, যাহা হিন্দুদিগের কর্ত্তব্য তাহাই লেখিত হইয়াছে, যথাশাস্ত্র বেদ বিহিত বেদান্ত সমন্বয়দ্বারা ব্রহ্ম বিচার, ধর্ম্মানুষ্ঠান, ও কর্ম্মকাণ্ড বিধি, এবং পদার্থ বিচার, যন্ত্রকৌশলাদি প্রাণীতত্ত্ব নিরূপণ, ভূগোল, ও খগোলাধ্যায়, নীতিশিক্ষা, সদ্ব্যাচার প্রভৃতি শাস্ত্রমূলক উপদেশ আছে, সুতরাং তদ্দৃষ্টে হিন্দুধর্ম্মে বৈদিকজাতিরা অশংসয় সুনিশ্চিত হইতে পারেন। ইতি।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।

সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম স্কন্ধ।

উক্ত পুস্তক ভাগবতদিগের পরমাদরণীয়, যে হেতু অগ্রে মূল শ্লোক, নিম্নে শ্রীধরস্বামীর টীকা, তন্নিম্নে গৌড়ীয ভাষায অর্থ, তাহার নীচে নোট করিয়া অর্থাৎ প্রাকৃত বাঙ্গালা শব্দের চিহ্ দ্বারা সুক্ষ্মার্থ ব্যাখ্যা করা আছে। ঐ গ্রন্থ দেখিলে ভগবদ্ভক্তিমান ব্যক্তিদিগের বিশেষ আনন্দ জন্মিবে, ঐ গ্রন্থ প্রথম সাময়িক পত্র ন্যায ২৪ পৃষ্ঠায এক সংখ্যা চারিআনা মূল্যে দেওযা গিয়াছিল, পরে স্কন্ধ সমাপ্ত হইলে ৩২ সংখ্যার পুস্তক বন্ধন করা গিযাছে, মূল্য ৮ অষ্ট মুদ্রা, যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হইবে, তিনি নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রালযে মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। ইতি

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।

সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

বেদান্ত পরিভাষা।

উক্ত গ্রন্থ কেবল সংস্কৃত ভাষায় বঙ্গাক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে, তাহা আস্তিক সাকারবাদী জনের গ্রহণীয়, মূল্য ৸৹ বার আনা, গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিরা উপরিউক্ত ঐ সকল স্থানে মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।

সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

জ্ঞানসৌদামিনী।

উক্ত পুস্তক হিন্দুসন্তানদিগের বিশেষ উপদেশ যোগ্য, যেহেতু উক্ত পুস্তকে বিদ্যা শিক্ষার উপদেশার্থে নীতিশিক্ষা, মূর্খ পণ্ডিত লক্ষণ, শিষ্টা চার কথন, সভ্য গুণনিদর্শন, পিতামাতার মহিমা, বিদ্যা মহিমা, প্রসঙ্গত ধর্ম্ম প্রশংসা, স্বধর্ম্ম রক্ষার্থ বিশেষ উপদেশ, এবং স্বজাতীয় ও বিজাতীয় বিদ্যা শিক্ষার যেরূপ প্রণালী তাহা নিশ্চয় করিয়া লেখিত হইয়াছে, তদভ্যাসে হিন্দুবালকেরা বিজাতীয় বিদ্যা শিক্ষা করিয়াও স্বজাতীয় ধর্ম্ম বিস্মৃত হইবেক না, পুস্তকের মূল্য ৷৷০ অর্দ্ধমুদ্রা মাত্র, যাঁহারা আপন২ সন্তানদিগকে স্বধর্ম্মে রাখিতে ইচ্ছুক হইবেন, তাঁহারা এই গ্রন্থ গ্রহণ অবশ্যই করিবেন। অতএব উক্ত পুস্তক নিত্যধ র্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিত হইতেছে, যাঁহাদিগের গ্রহণে বাসনা থাকিবে, তাঁহারা স্ব২ নাম ধাম ও মূল্য সাক্ষরিত করিয়া উপরিউক্ত স্থানেতে পত্র অগ্রেই প্রেরণ করিবেন, পুস্তক প্রস্তুত মতে নিকট প্রেরণ করা যাইবেক। ইতি

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

কলিকুলনাটক।

উক্তগ্রন্থ ধার্ম্মিকদিগের হর্ষোদ্দীপন, বিধর্ম্মীর হৃদয় বিদারণ, অর্থাৎ মহারাজাধিরাজ কলি, যেরূপে রাজা পরীক্ষিতের নিকট স্থান যাচঞা

করিয়া তথায় বাস করিলেন এবং তত্তৎ-স্থানাধিপের সহিত সৌহার্দ্দ করতঃ তাঁহার পিতামহ অধর্ম্মের সহিত সাক্ষাৎ করেন, অধর্ম্মও সত্যাদিযুগে আপনার যে দুরবস্থা ঘটিয়াছিল তাহা কহিয়াছিলেন, ও তখন অধর্ম্মকর্ত্তৃক স্মৃতা হইয়া তৎপ্রিয়া ভার্য্যা মিথ্যা সপরিবারে যজ্ঞীযদেশে সমাগমন করেন। এবং কলিরাজার দলবলেরা যেরূপে ধর্ম্মের দলবলকে পরাস্ত করিয়া এতদ্দেশকে আক্রান্ত করে, সেই সকল ব্যাপার রূপকনাট্যছলে কৌশলে গদ্যপদ্যাদি নানা ছন্দে বিরচিত হইয়া মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে, মূল্য ৸৹ বারআনা মাত্র, গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিরা উপরিউক্ত স্থানে নাম ধাম ও মূল্যাঙ্ক স্বাক্ষরিত পত্র অগ্রে প্রেরণ করিলে প্রস্তুতমতে নিকট প্রেরণ করা যাইবেক, নতুবা, পুস্তক প্রস্তুত হইলে একমুদ্রা মূল্য দিতে হইবেক ইতি।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।

সম্পাদক।

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
বৃত্তাজনহিতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

☞ এই পাত্রবা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটীহইতে বন্টন হয়,

---

কলিকাতা পাতুরিয়াঘাটা মণ্ডলষ্ট্রিটে ১২ সংখ্যক ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিতা হইল॥

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

৪ কল্প ১৭ খণ্ড

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্তুং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নযনং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৮ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৮১ সন ১২৬৬ সাল ৩১ আশ্বিন।

কালের স্বধর্ম্মে বিধর্ম্ম কলাপও ধর্ম্মরূপে মনুজবর্গের হার্দ্দা কাশে প্রতিভাত হইতেছে। বেদোদিত সত্যধর্ম্মে প্রায় লোকের বিশ্বাস নাই। অনাচারী লোক সকলকেই সমস্ত নিয়মের বহির্ভূত হইয়া স্ব স্ব অভিরুচির অনুসারে যথেষ্টাচার মার্গে চলিতে দেখাযায়। ধর্ম্মের নির্ম্মল পথ ক্রমেক্রমে প্রায়

কণ্টকাবৃত হইতেছে। এপথের পান্থ হইতে ইচ্ছা করিলে অনেক নিয়ম রক্ষা করিতে হয়, ও পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ তর্পণ যাগ যজ্ঞ ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান জন্য অনেক ক্লেশ পরিগ্রহ এবং অনেক ধনব্যযও করিতে হয়, সুতরাং সামান্য সুখ লোভী ব্যয়কুণ্ঠ অসদাচারী ব্যক্তিরা শাস্ত্রোক্ত নিয়মগ্রহ ও কৃপণতাজন্য ধনব্যয় করিতে সাহস করিতে পারে না, সুতরাং সাধুধর্ম্মে বিতৃষ্ণ হইয়া যথেষ্টাচারের অনুষ্ঠানকে শোভন ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদিগের মনে মনে এরূপ ভাবনাও কদাচিৎ উপস্থিত হয়, যে আমরা হিন্দু সন্তান, হিন্দুদিগের প্রচলিত ধর্ম্ম পথে না চলিলে ধর্ম্ম মানী লোকেরা আমাদিগকে বিধর্ম্মী বলিয়া অমান্য করিবে, তদ্দোষ পরীহারের জন্য, ধর্ম্মভ্রষ্ট ব্রাহ্মদলে প্রবিষ্ট হইয়া আমরা বেদান্তধর্ম্মী বলিযা তাহারা হিন্দু অভিমান করিযা থাকে। ফলে আধুনিক ব্রহ্মধর্ম্মের সহিত যথার্থ বেদান্ত ধর্ম্মের কোন সম্পর্ক নাই। বেদান্তধর্ম্মের অনুষ্ঠান অতিকঠিন, তাহাতেস্মৃতি পুরাণ আগমাদি শাস্ত্রোদিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান নাকরিলে বেদান্তধর্ম্মানু ষ্ঠানকরাসিদ্ধহইতেপারেনা। আধুনিক ব্রাহ্মেরা যেপথেআরো হণ করিযাছেন, সেই যথেষ্টাচারের সুগম পথ, এপথে ভগবা নের উপাসনা নাই, স্ত্রীপুরুষের বিচার নাই, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি কোন জাতিবিচার নাই, নিয়মানুসারে সদাচারানুষ্ঠানের কোন আবশ্যক করেনা, বিষয়সম্বলিত কর্ম্মকার্য্য করণের কোন বাধা নাই। এবং দেবকার্য্য পিতৃকার্য্য করিবার প্রয়োজন নাই, ইচ্ছা

মত পান ভোজনে স্পৃশ্যাস্পৃশ্য কোন দোষ নাই, বৈধাবৈধ বিচার করিয়া চলিতে হয় না, যখন যাহা করিবার ইচ্ছাহয়, তাহাকরিলেও কোন দোষনাই, অগম্য দেশাদি গমন করিবার বাধানাই। কেবল"আমরা ব্রহ্মজ্ঞানী,, একবার মুখে বলিলেই হয়। তবে ব্যয়ের মধ্যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা গ্রহণ করিতে হয়, আর ব্রহ্মসভা যাহাতে রক্ষা পায় তজ্জন্য কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বার্ষিক বা মাসিক নিরূপিত অর্থদিতেহয়,আরকোন ব্যয নাই, প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মে চলিতে হইলে, পদেপদে অর্থব্যয়,বিটোল মাটীমাখা ভণ্ড ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে সকল কর্ম্মেই আহুত করতঃ দান করায় বৎসর বৎসর যে কতটাকা ব্যয় হয়, তাহা স্মরণ করিলে গাত্রের শোণিত শোষণ হয়য়া যায়,যদি ঐটাকা দেশের উপকারার্থ গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত কোন কার্য্যসম্পাদন করা যায়, তবে এদেশের লোকের সুখের ইয়ত্তা থাকে না। এরূপ বক্তৃতা ব্রাহ্মগণে নিযতই করিযাথাকে। হা? কাল তুমিধন্য; যে সকল ঋষিগণেরা বেদোদিত ধর্ম্মের পথ প্রদর্শন করাইয়াছেন, এক্ষণে যুগধর্ম্মে, সেসকল পথ অগম্য হইযা উঠিল, যে পথে গমন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তাহাই সুগম্য হইয়াছে। যত অধমজাতি ও অধম ব্যক্তি,তাহারাই উত্তম ব্যক্তিরূপে মান্য হইতেছে, উত্তমব্যক্তিসকল অধম রূপে প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন, যাহা "ঋষিপ্রণীত ভবিষ্যৎ বাক্যে লেখিত আছে, তাহা সমুদায়ই সফল। যথা— ভবিষ্য ন্ত্যধমা হীনা হীনা উত্তমতাং গতাইতি। ধর্ম্মংবদন্ত্যধর্ম্মজ্ঞা অবিরুদ্ধো সমাসনং ইতি,, অধার্ম্মিক নৈকৃতিক অধম ব্যক্তিরা

উত্তমাসনেআরূঢ়হইয়াধর্ম্মবলিবে। “ বর্ণাশ্রমাচারবতীপ্রবৃত্তি র্ন কলৌ নৃণামিতি „বর্ণাশ্রমাচারবিশিষ্ট প্রবৃত্তি মানবদিগের কলিযুগে থাকিবেকনা। পাষণ্ড ধর্ম্মের প্রচুরতা প্রযুক্ত বেদো দিত পথ বিনষ্ট হইবে। ম্লেচ্ছশাস্ত্র পাঠ করতঃ ম্লেচ্ছধর্ম্মানু সারে ম্লেচ্ছপ্রায় হইয়া, তদ্ধর্ম্মেরই আদর করিবে যথা (ম্লেচ্ছ শাস্ত্রংপঠিষ্যন্তি সর্ব্বে ম্লেচ্ছা কলৌযুগে ইতি) অন্নের এবং যোনিরবিচার থাকিবেক না। একপংক্তিতে বসিয়া যবন ম্লেচ্ছা দির সহিত ভোজন করিবেক। যথা “ অন্নানাং নিয়মোনাস্তি যোনীনাঞ্চ বিশেষতঃ। একপংক্ত্যামশিষ্যন্তি যুগান্তে জনমে জয ইতি „ সকলেই প্রায় ব্রহ্মবাদ করিবেক, কেহ যথার্থতদ নুষ্ঠান করিবেকনা, শুদ্ধশিশ্নোদর পরায়ণ মাত্রহইবে। “ সর্ব্বে ব্রহ্মবদিষ্যন্তি সংপ্রাপ্তেতু কলৌযুগে। নানুতিষ্ঠন্তি মৈত্রেয় শিশ্নোদর পরায়ণা ইতি। ধনানি শ্লাঘনীয়ানি সতাংবৃত্ত মপূ জিত মিতি „ কলিযুগে ধনই শ্লাঘনীয় হইবে, ধনহীনহইলে সাধুস্বভাবেরও আদর থাকিবেক না। “ কুণ্ডা বৃষা নৈকৃতিকা সুরাপা ব্রহ্ম বাদিন ইতি। „ কলিযুগে, কুণ্ড, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বর্জ্জিত হেতুবাদ কুশল পাষণ্ড, মদ্যপান শীল অধার্ম্মিক ব্যক্তিরাই ব্রহ্মবাদী হইবেক। এসময়ে ধার্ম্মিকের মান কোন ক্রমেই রক্ষা হইতে পারেনা। এখন শুদ্ধ সাবধানী ধার্ম্মিক জনেরাই আপনআপন ধর্ম্মকে অনেক কষ্টে রক্ষা করিয়া চলিতেছেন, পরে যে কিরূপ ঘটনা হইবে তাহা বলিবার সাধ্য হয় না॥

গতবাঙ্কের শেষ।

সন্দেহনিরসন।

ভাক্তজ্ঞানির প্রশ্নঃ। হে ব্রহ্মন্। ব্রহ্মজ্ঞানিরা কহিয়া থাকেন, যে কেবল এক ঈশ্বরের সত্তার প্রতি নির্ভর করিলেই হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা হয়, কর্ম্মকাণ্ড যাগ যজ্ঞ ব্রতোপবাসাদি সংস্কার ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিপালনের কোন অপেক্ষা করে না?

পরম হংসের উত্তর। অরে বৎস' সাবধানে শ্রবণ করহ। কেবল এক ঈশ্বর আছেন বলিলেই যদি হিন্দুধর্ম্ম রক্ষাহয়, তবে শাস্ত্রপ্রতি বিশ্বাস করিবার প্রয়োজন রাখে না, বিশেষতঃ ইংরাজ মুসলমান প্রভৃতিকেও হিন্দু না বলিয়া ম্লেচ্ছরূপে পৃথক্ সংজ্ঞা দিবারই বা তাৎপর্য্য কি? আধুনিক জ্ঞানিদিগের পক্ষে উচিত হয় না, যে এক শাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া অন্যান্য শাস্ত্রপ্রতি ঈর্ষাভাব প্রকাশ করেন। যেহেতু সকল শাস্ত্রেই এক ঈশ্বরের সত্তাকে মান্য করিযাছে, ফলে ঈশ্বর প্রাপ্তির নিমিত্তে যদি উপাসনা করিবার আবশ্যক হয়, তবে অবশ্যই শাস্ত্র বাক্যের প্রতি বিশ্বাস কতে হইবেক, কেননা, শাস্ত্র প্রমাণ ব্যতীত উপাসনা হয় না, শাস্ত্র মান্য করিতে হইলেও তদনুশাসন, যাগ যজ্ঞ কর্ম্মকাণ্ডাদির প্রতি বিশ্বাস করিতে হয়, নচেৎ এক শাস্ত্রের কোন অংশকে মিথ্যা ও অপরাংশকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে,কদাপি তাহার সত্তা তার প্রতিপন্ন হইতে পারে না। যেহেতু মিথ্যাবাদীর কোন বাক্যই সত্য বলিয়া গৃহীত হয় না। অতএব শাস্ত্র ভেদকারী

স্বীয়াভিপ্রায প্রতিপালক স্বতর্কবাদিরা যে বেদাদি শাস্ত্রের কিয়দংশ যথার্থ ও কিয়দংশ অযথার্থ বলিয়া অভিপ্রায় মত শ্রুতি গ্রহণ করিযা স্বমত পোষণে যত্নবান্ হইয়াছেন, ইহাও একালে সামান্য কৌতুক জনক ব্যাপার নহে।

ভাক্তজ্ঞানীর প্রশ্ন। হে স্বামিন্। অনেক ঈশ্বর বলে যে শাস্ত্র তাহা আমরা মান্য করি না, খ্রীষ্টিয়ানেরা তিন ঈশ্বর বলিযা প্রতিপন্ন করে, তদ্রূপ পুরাণ শাস্ত্রেও ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশাদিকে ঈশ্বর বলিয়া উক্ত করিযাছেন, অতএব এসকল বাক্যপ্রতি আমরা কোনমতে আদর করিতে পারি না॥

পরমহংসের উত্তর। যদ্রূপ পুরাণাদি শাস্ত্রে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদিকে ঈশ্বর কহেন, তদ্রূপ বেদশাস্ত্রেও অনুশাসন করিয়াছেন, কিন্তু ঐ তিনের পৃথক্ বর্ণন করিযাও অভিন্নরূপে একত্বে স্বীকার করতঃ তত্তদুপাসনার অনুমতি দিযাছেন। খ্রীষ্টিয়ানেরা নিরাকাররূপে তিনকে প্রতিপন্ন করিযা একত্বে অঙ্গীকার করে, ইহা যুক্তি সঙ্গত হয না, যেহেতু শরীরী নাহইলে অশরীরী পৃথক্ রূপে কিপ্রকারে থাকিতে পারে? ব্যবধান ব্যতীত কি আকাশের বিভাগ হয়? অতএব হিন্দুশাস্ত্রে তিনকে শরীরী বলিয়া স্বীকার করেন, যথা "যথাব্রহ্মা তথাবিষ্ণু র্যথাবিষ্ণু স্তথা শিব ইত্যেক এব,, তথাহি॥

ক্ষেত্রজ্ঞঃ সংকল্পাধ্যবসার্যালিঙ্গঃ প্রজাপতিস্তস্য প্রোক্তা অগ্র্যা স্তনবো ব্রহ্মা রুদ্রোবিষ্ণুরিতি।

মৈত্রেয্যোপনিষৎ। ৩ প্রপাঠকং।

পরমেশ্বর, যিনি আপ্তকাম, অর্থাৎ। সংকল্পমাত্র শরীরী হয়েন তিনিই

প্রজাপতি, অর্থাৎ (সকলের উৎপাদক হয়েন,) তাঁহার প্রথম শরীর ব্রহ্মা মহেশ্বর বিষ্ণু।

অতএব ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই তিনেই এক, তদতিরিক্ত পুরুষ অন্য আর নাই, ইহাঁরাই ঈশ্বর, বাহ্য কার্য্যার্থে পৃথক্ পৃথক্ রূপে অবস্থিতি করেন, ফলিতার্থ তিনেই এক বিষ্ণু, যাঁহাকে আত্মা কহে, যথা।

যোঽয়ং বিষ্ণুঃ সবাএষ একস্ত্রিধা ভূতোঽষ্টধৈকাদশধা দ্বাদশধা পরিমিতধা বোদ্ভূত উদ্ভূতত্বাদ্ভূতেষু চরতি স ভূতানামধিপতি সভূবেত্যসাবাত্মান্তর্বাহশ্চান্তর্বহিশ্চ।

মৈত্রয়োপনিষৎ। ৩ প্রপাঠকং।

যিনি বিষ্ণু তিনি এক, ত্রিধাভূত, পুনরষ্ট, একাদশ, দ্বাদশ, অপরিমিত রূপে উদ্ভূত হইয়া ভূতে২ অর্থাৎ সর্ব্বজীবে বিচরণ করেন, তিনিই সকলের অধিপতি, পরমাত্মা অন্তর্যামী ও বহিরন্তর্ব্যাপী হয়েন।

অতএব বিষ্ণুই পরব্রহ্ম সর্ব্বজীবান্তরাত্মা কারণস্বরূপ হয়েন। ব্রহ্মরূপে সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণুরূপে পালন কর্ত্তা, রুদ্ররূপে সংহার কর্ত্তা, তদ্ভিন্ন বস্তু নাই, মূর্ত্তামূর্ত্ত সকল রূপহ তিনি। এই সকল শ্রুতি দৃষ্টে হিন্দু সমূহেরা তাঁহার দিগের উপাসনায় নিবিষ্ট আছেন, বেদদর্শী হইয়া কেহ ইহাকে অযুক্তোপাসনা বলিতে পারেন না। বিশেষতঃ সাকার ব্যতীত সৃষ্ট্যাদি কর্ম্মে ব্রহ্মের অপগমতা হয়, এতজ্জগতের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ, যে নিরাকার ব্রহ্ম দ্বারা হয়, ইহা কোনমতে যুক্তিতঃও শাস্ত্রতঃ সিদ্ধহইতে পারে না, তবে "অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং অবাঙ্মনস গোচরং„ বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণন করিয়াছেন, এনিমিত্ত যে তিনি নিরা

কার এমত নহে। যখন বেদাদিশাস্ত্রে এরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, যে পরমেশ্বর জগৎ কার্য্যের অনুরোধে বিশেষ বিশেষ রূপ ধারণ করিয়াছেন, তখন " অশব্দ মস্পর্শ মরূপ মব্যয় মিত্যাদি,, শ্রুতি তাহার প্রশংসা ব্যতীতস্বরূপ প্রকৃতি বোধ হইতে পারে না।

খ্রীষ্টিয়ানেরা ব্রাহ্মেরদিগের নিকট বেদান্তমতে এই আপত্তি করেন, যে জগৎ ঈশ্বর হইতে অভিন্ন, এতদুত্তরে ব্রাহ্মেরা লেখেন, যথা।

" ঈশ্বরের আত্মা সর্ব্বব্যাপী এবং সেই আত্মার সত্তাতে সমুদয় জীবিত্ত বান্ রহিয়াছে এবং তদ্ভিন্ন বস্তন্তর নাই, যদি এ অভিপ্রায়ে জগৎকে নিত্য কহ, তবে এ যথার্থ বেদান্তের মত, আর যদ্যপি এমত কহ, যে যে জগৎ সেই ব্রহ্ম, অর্থাৎ প্রধান কারণ হইতে জগৎ ভিন্ন নহে, তবে এমত্ বেদান্ত সম্মত নহে, যথা।

তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম অন্যত্রাস্মাৎ নেতি নেতি। অশব্দমস্পর্শমরূপ মব্যযং। তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ॥

এই জগৎ ঈশ্বরের শক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ, তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে॥

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানীতি। সদেব সৌম্যেদ মগ্রআসী দেকমেবাদ্বিতীয়ং॥

হে প্রিয়শিষ্য! এই জগতের পূর্ব্বে কেবল এক ঈশ্বর ছিলেন, যাঁহার দ্বিতীয় নাই।

অসদ্বা ইদমগ্র আসী ত্ততোবৈ সদজায়ত।

এই জগৎ পূর্ব্বে অসৎ ছিল তাহা হইতে সৎ হইয়াছে।

ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি। সোহশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্
সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি॥

যে ঈশ্বরকে জানে সে ঈশ্বরের ন্যায় জ্ঞানী ও সুখী হয়, সেই ব্যক্তি পর ব্রহ্মের সহিত আনন্দ ভোগ করে।

নজায়তে নম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ।

জীবাত্মার পরিবর্ত্তে এই অর্থ করেন, যে পরমাত্মার জন্ম মৃত্যু নাই।

দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে
তয়োরন্যঃপিপ্পলং স্বাদ্বত্তি অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি। „

আধুনিক তত্ত্বজ্ঞানীরা ঈশ্বরের আত্মা সর্ব্বব্যাপী এবং সকল তাঁহাতে স্থিতি করিতেছে, ও তাঁহার সত্তাভিন্ন বস্তন্তর নাই, কহিয়াও যখন উপরিউক্ত প্রমাণ দ্বারা তাঁহাকে তাবৎ সৃষ্ট বস্তু হইতে ভিন্নরূপে ব্যাখ্যা করিতেছেন, তখন তাঁহার পরিচ্ছন্নত্ব স্বীকার করা হইয়াছে, বিশেষতঃ ঈশ্বরের আত্মা বলাতেই ঈশ্বর হইতে আত্মা স্বতন্ত্র বলিযা তাহাঁর ব্যাপকত্ব অঙ্গীকার করা হইয়াছে অর্থাৎ আত্মাকে ঈশ্বরের শক্তিরূপে মান্য করিলে ঈশ্বরকে শক্তিমান্ স্বীকার করা হইল, শক্তিমান্ স্বীকার করিলে সুতরাং সাকার প্রতিপাদক শ্রুতি বলবতী হয়॥

গতবারের শেষ।

যোগ সমুচ্চয়।

ক্ষালনং নাড়িকাদীনাং কফপিত্তাদি নাশনং।
করোতি যত্নতো যোগী মুণ্ডাসনা নিলাশনাৎ॥
ইতিযামলং॥

নাড়িকাদির ক্ষালন করাতে বৈগুণ্য কফ পিত্তাদির বিনাশ হয়। মুণ্ডাসনস্থ হইয়া প্রাণবায়ুর পানার্থ যোগীব্যক্তির যত্নপূর্ব্বক নাড়ী ক্ষালন করা কর্ত্তব্য॥

বায়ু গ্রহণ মেবং হি নেড়ণী বশ কালকে।
নকুর্য্যাৎ কেবলং নাথ অন্য কালে সমাচরেৎ॥

প্রাণবায়ুর গ্রহণকরা অর্থাৎ কুম্ভকদ্বারা বায়ুর অধিককাল ধারণকরা, সেইকালে কর্ত্তব্য, যেকালে পূর্ব্বোক্ত নেড়ণী যোগ বশবর্ত্তীহইবে। নতুবা যে সে কালে কেবল কুম্ভকের সমাচরণ করিবেক না॥

যাবন্নেড়ণীং ন জানাতি তাবদ্বায়ুং ন সংপিবেৎ।
ন সংগ্রাহ্যং বহুতরং বায়ু রোগ মলাদিকৃৎ॥

যাবৎ নেড়ণী যোগানুষ্ঠানের অনুসন্ধান নাজানিবে, তাবৎ প্রাণায়ামে কেবল কুম্ভক করিবেক না। এবং তাবৎকাল দীর্ঘকালব্যাপী বহুসংখ্যক কুম্ভকদ্বারা বায়ু ধারণ করিবেক না। যে হেতু ঐ ধৃত বায়ুতে রোগরূপ মলের উৎপত্তিহয়॥

অথ যোগাঙ্গ ষট্ কর্ম্ম॥

মেদশ্লেষ্মাধিকং পূর্ব্বং ষট্‌কর্ম্মাণি সমাচরেৎ।
অন্যথা নাচরেত্তানি দোষাণা মপ্য ভাবত ইতি।
গ্রহযামলং॥

অধিক মেদ, অধিক শ্লেষ্মাকে সমতাকরিবার নিমিত্ত পূর্ব্বে ষট্‌কর্ম্মের সমাচারণ করিবেক। তাহার অন্যথাচরণ করিলে সমস্ত দোষের উৎপত্তিহয়॥

ধৌতীচ গজকরণী বস্তী লৌলী নতী তথা।

কপালভাতী চৈতানি ষট্ কর্ম্মাণি মহেশ্বরি ।।

মহাদেব পার্ব্বতীকে কহিতেছেন, হে মহেশ্বরি। ধৌতীযোগ, গজকরণী যোগ, বস্তীযোগ, নৌলীযোগ, নতীযোগ, আর কপালভাতী যোগ, এই ষট্কর্ম্ম ।।

ষট্ কর্ম্মক মিদং গোপ্যং ঘট শোধন কারণং।
বিচিত্র গুণ মাধায় পুজ্যন্তে যোগি পুঙ্গবঃ।।

এই ষট্কর্ম্ম অত্যন্ত গোপনীয়, কোনমতে প্রকাশনীয় নহে, মনুষ্যের বাহ্যশরীর এবং অন্তঃশুদ্ধির কারণ হয়। এতৎ কর্ম্ম সাধন করিলে বিশেষ গুণোদয় হয়, তন্নিমিত্ত ঐ যোগী সর্ব্বলোকে শ্রেষ্ঠ এবং পূজ্য হয় ॥

অথ ধৌতী কর্ম্ম লক্ষণ ।।

চতুরঙ্গুল বিস্তারং হস্ত পঞ্চদশেনতু।
গুরূপদিষ্ট মার্গেণ সিক্তং শনৈঃ শনৈ র্গ্রসেৎ ॥
ততঃ প্রত্যাহরে চ্চৈতৎ ক্ষালনং ধৌত কর্ম্মতৎ।
কাশঃশ্বাসঃপ্লীহা কুষ্ঠং কফ রোগাশ্চ বিংশতিঃ ।।
ধৌতীকর্ম্ম প্রসাদেন শুদ্ধ্যন্তেচ ন সংশয়ঃ। ১।

চারিঅঙ্গুলি বিস্তার, পঞ্চদশ অঙ্গুলি দীর্ঘ এমত সুক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ড জলাভিষিক্ত করতঃ গুরূপদেশানুসারে অল্পে অল্পে গ্রাস করিবেক। গ্রাসানন্তর পুনর্ব্বাহির করতঃ নির্ম্মল জলে ক্ষালন করিবেক। এইরূপ প্রত্যহ ধৌতকর্ম্ম করাতে, কাশ, শ্বাস, প্লীহা, কুষ্ঠ, এবং কফজবিংশতি রোগ, বিনষ্ট হয়। এবং ধৌতীকর্ম্ম প্রসাদে সমস্ত বাহ্যাভ্যন্তর শুদ্ধি হয়, ইহাতে সংশয নাই। ০॥

পূর্ব্বে রুদ্র যামলোক্ত ধৌতীযোগ দ্বারা অন্তঃশুদ্ধি করিয়াছিলেন, তাহাতে অষ্টাঙ্গুল বিস্তীর্ণ দ্বাত্রিংশৎ হস্ত দীর্ঘ বস্ত্র ভক্ষণ করিবেক, ইহাতে চতুরঙ্গুল বিস্তীর্ণ পঞ্চদশ হস্ত দীর্ঘ বস্ত্র বলাতে, বিশেষ অনৈক্য হয়, একারণ যোগীরা মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। প্রথমাভ্যাস কালে ৪ অঙ্গুলী বিস্তার ১৫ হস্ত দীর্ঘবস্ত্র ভক্ষণ করিতে গ্রহযামলে কহেন, পরে শক্ত হইলে রুদ্র যামলোক্ত বস্ত্র গ্রহণ করিবেক। নতুবা হর পার্ব্বতীর বাক্য মিথ্যা হইয়া যায়॥

অথ গজ করণী কর্ম্মলক্ষণ ॥

উদরগত পদার্থমুদ্বমন্তী পবন মপান মদীর্য্য কণ্ঠকালে।
ক্রম পরিচয়স্থ পায়ুমার্গা গজ করণীতি নিগদ্যতে। ২।

অপান বায়ুকে অবরোধ করতঃ উদরগত বস্তুমাত্রকে উদানবায়ুর অধীনে আনিয়া বমন করিবেক। এবং তদনু মূলাধার দ্বারদিয়া নাড়ী সকলকে ক্রমে বহির্নিষ্ক্রান্ত করিয়া ক্ষালন করিবেক, ইহার নাম গজকরণী কর্ম্ম। এই যোগ প্রভাবে যোগী শরীরে অজীর্ণাদি রোগের উৎপত্তি হয় না॥ ২॥

অথ বস্তী কর্ম্ম লক্ষণ ॥

নাভিনিম্ন জলেপায়ুং ন্যস্ত মালোৎ কটাসনঃ।
আধারা কুঞ্চনং কুর্য্যাৎ ক্ষালনং বস্তি কর্ম্মতৎ ॥
গুল্ম প্লীহোদরা রোগো বাত পিত্ত কফোদ্ভবাঃ।
বস্তিকর্ম্ম প্রভাবেন সর্ব্বরোগ ক্ষয়ো ভবেৎ।
ধাত্বিন্দ্রিয়ান্তঃ করণ প্রসাদং দদ্যাচ্চ কান্তিং দহনং প্রদীপ্তং। অশেষ দোষোপচয়ং নিহন্যা দভ্যস্যমানং জলবস্তি কর্ম্ম। ৩।

নাভিদেশের নীচে জলে গুহ্যদ্বারকে আমগ্ন করতঃ জলের আকর্ষণ করিবেক। যেমন নলছিদ্রদ্বারা জলাকর্ষণ করে, সেইরূপ মূলাধারে জল পূরণ করিয়া ক্ষালন করাকে বস্তিকর্ম্ম কহে। বস্তিকর্ম্ম প্রভাবে গুল্ম, প্লীহা, উদরী, এবং বায়ু পিত্ত কফাদিদোষে উৎপন্ন সকল রোগ ক্ষয় হয়। ধাতু, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ প্রসন্ন হয়, শোভন কান্তিপ্রদ, অগ্নিদীপ্তি প্রদ, উপচিত অশেষ দোষ নাশক বস্তিকর্ম্ম। অতএব বস্তীযোগ অভ্যাস করিলে সাধক জনের কোন উদ্বেগ থাকে না। ৩॥

অথ নৌলী কর্ম্ম লক্ষণ ॥

ভূমাদাবতি বেগেন তুন্দং সব্যাপ সব্যতঃ।
নতাংশো ভ্রাময়ে দেষা নৌলীস্যাৎ পরমেশ্বরি॥
মন্দাগ্নি সন্দীপন পাচকাদি সন্দীপকানন্দকরী
সদৈব। অশেষ দোষাময শোষণীচ হটক্রিয়া মৌলি
রিয়ঞ্চনৌলী। ৪॥

ভূপ্রদেশে উদর, এবং বাম দক্ষিণ স্কন্ধ অবনত করতঃ অতিবেগদ্বারা ভ্রমণরূপ চালনা করিবে, অর্থাৎ কুম্ভীলোটন ন্যায়। হে পার্ব্বতি! ইহার নাম নৌলীকর্ম্ম। ইহার ফল মন্দাগ্নি ও পাচকাগ্নির সন্দীপন ও সাধকের আনন্দকারী হয়। এবং অশেষ দোষান্বিত রোগকসলের বিনাশকারী, এই নৌলীযোগ, সমস্ত হটযোগের শিরঃ স্বরূপ হয়॥ ৪॥

অথ নতী কর্ম্ম লক্ষণ ॥

সূত্রং বিতস্তি মাত্রন্তু নাসানালে প্রবেশয়েৎ।
মুখেন গময়ে চ্চৈষা নতীস্যাৎ পরমেশ্বরি॥
কপাল শোধনীকণ্ঠা দিব্য দৃষ্টি প্রদায়িনী।

যউর্দ্ধং জায়তে রোগো নময়ত্যাশু তংনতী ॥ ৫ ॥

এক বিষত প্রমাণ সুত্রকে সুদৃঢ় করতঃ নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করা ইবেক। পুনর্ব্বার মুখরন্ধ্রে তদগ্র আনিয়া, দুইহস্তে ধরিয়া ঘর্ষণ করিবেক। হে পরমেশ্বরি। ইহার নাম নতীকর্ম্ম। ইহার ফলে কণ্ঠকপালপরিশুদ্ধ হয়, এই নতী দিব্য দৃষ্টি প্রদান করেন, উর্দ্ধগ পীড়া সকল শীঘ্র সমতা হয়। অতএব নতী অতি হিতকারিণী ॥ ০ ॥ পূর্ব্বে যামলীয় প্রমাণে নেতী যোগ যে কহিয়াছেন, তাহারও এই অনুষ্ঠান, সুতরাং নতী ও নেতী নামমাত্র ভেদ জানিহ ॥

অথ কপাল ভাতী কর্ম্ম লক্ষণ ॥

ভস্ত্রেব লৌহকারস্য কর্ণপুরৌ সমংভ্রমৌ ॥
কপাল ভাতী বিখ্যাতা কফদোষ নিকৃন্তিনী। ৬ ॥

যেমন কর্ম্মকারে বাহিরের বায়ুকে আকর্ষণ দ্বারা জাঁতাতে পুরণ করে। তদ্রূপ যোগী যোগাকর্ষণ দ্বারা সমানরূপ উভয় কর্ণকুহরকে পুরণ করিবেক। ইহার নাম কপালভাতী যোগক্রিয়া। সর্ব্বশাস্ত্রবিখ্যাতা সমস্ত কফদোষ নাশিনী হয় ॥ ৬ ॥

ততোহধিক তরাভ্যাসাদ্বল মুৎপদ্যতে ভৃশং।
যেন ভূচর সিদ্ধিস্যাৎ ভূচরাণাং জবেক্ষমঃ ॥ ইতি।

অনন্তর, অধিকতর পবনাভ্যাসে সুদৃঢ় বল উৎপন্ন হয়। যে যোগাভ্যাস দ্বারা ভূচর মাত্রেরই বেগ ধারণে সক্ষম হয়। অথবা, সমস্ত পৃথিবীস্থ জীবের বেগ বল সাহস সহ্য ওজ প্রভৃতি ধারণ করিতে পারে ॥

ব্যাঘ্রো লুলাপোবন্যোবা গবয়ো গজ এববা।
সিংহো বা ম্রিয়তে তেন যোগিনো হস্ত তাড়নাৎ ॥

ব্যাঘ্র বা অরণ্য মহিষ, গবয় অর্থাৎ চমরীচামর প্রভৃতি মৃগভেদ জীব, এবং হস্তী কি সিংহ, যোগীব্যক্তির হস্ত তাড়নেই পঞ্চত্ব পায়। অর্থাৎ যোগপ্রভাবে যোগীব্যক্তির অসামান্য বলোৎপন্ন হয়। তাহার স্বশরীর ব্যতীত কোন বাহ্যোপকরণের আবশ্যক করে না॥

কন্দর্পস্য যথারূপং তথাতস্যাপি যোগিনঃ।
তস্মিন্‌কালে মহাবিঘ্নো যোগিনঃস্যাৎ প্রমাদতঃ॥

কন্দর্পের যেমন রূপ, যোগপ্রভাবে সেইরূপ রূপ সম্পদ লাভ হয়। সেই সময় যোগের ব্যাঘাতজন্য যোগিদিগের মহা বিঘ্ন উপস্থিত হয়। অত্যন্ত সাবধানী সাধক ব্যতীত যোগারূঢ় থাকিতে পারে না। তাহার কারণ।

তদ্রূপ বাশগানার্য্যঃ কাঙ্ক্ষ্যন্তে তস্য সঙ্গমং।
যদি সঙ্গং করোত্যেব বিন্দুস্তস্য বিনশ্যতি॥

তৎকালজ্জাত যোগিদিগের রূপলাবণ্য দর্শনে বশীভূতা হইয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালবাসিনী যুবতীগণেরা তাহাকে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা করে, অর্থাৎ তাহার শৃঙ্গার বাসনায় যত্নপরায়ণা হয়। অসাবধানী যোগীর যদি চিত্ত ঐ স্ত্রীগণের সহাস প্রেমকটাক্ষে বশীভূত হয়, এবং তদনুরোধে যদি স্ত্রীসঙ্গ করে, তবে তাহার চিরদুঃখ সঞ্চিত বিন্দুর বিনাশ হয়। বিন্দুপদে শুক্র, তাহার অপচয়। বিন্দুহানির ফল॥

আয়ুক্ষয়ো বিন্দুহীনা দসামর্থ্যঞ্চ জায়তে।
তস্মাৎ স্ত্রীণাং সঙ্গবর্জ্জং কুর্য্যাৎ দভ্যাস মাদরাৎ॥

শুক্রাপচয় হইলে অসামর্থ্য হয়, অর্থাৎ নির্ব্বীর্য্য শক্তির হিত হইলে, আর যোগাভ্যাসের ক্ষমতা থাকে না। একারণ অভ্যাসকালে যত্ন পূর্ব্বক স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করিবেক॥

যোগিনস্তস্য সিদ্ধিঃস্যাৎ সততং বিন্দুধারণাৎ।
তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন রক্ষ্যোবিন্দুর্হি যোগিনাং ॥

যোগীজনের সর্ব্বদা বিন্দুধারণ হেতু সিদ্ধি হয়। একারণ সমস্ত যত্ন পূর্ব্বক যোগাভ্যাসশীল যোগীদ্বারা শুক্র ধাতু রক্ষনীয় হইয়াছে। ব্যর্থ শুক্রাপচয়কারি ব্যক্তিকে সর্ব্বশাস্ত্রেই আত্মঘাতী পদের বাচ্য কহিয়া থাকে॥

ততো রহস্যুপাবিষ্টঃ প্রণবং প্লুতমাত্রয়া।
জপেৎ পূর্ব্বার্জ্জিতানাং হি পাপানাং নাশ হেতব ॥

সেই কারণ পূর্ব্বার্জ্জিত পাপসমূহের বিনাশ নিমিত্ত যোগী, নির্জ্জনে উপবিষ্ট হইয়া দীর্ঘ মাত্রা দ্বারা প্রণব জপ করিবে। অর্থাৎ উচ্চৈঃস বিন্দুক ত্রিয়োদশ স্বর, বা চতুর্দ্দশ স্বর উচ্চারণ করিবেক॥

সর্ব্ববিঘ্ন হরশ্চায়ং প্রণবঃ সর্ব্বদোষ হা।
এব মভ্যাস যোগেন সিদ্ধিরারম্ভ সম্ভবা ॥

এই প্রণব সমস্ত বিঘ্ন ও যোগ ব্যাঘাতক সমস্ত দোষ হারী। এইরূপ অভ্যাসক্রমে সাধকের যোগারম্ভ সিদ্ধি হয়॥

গতবারের শেষ।

শিবলিঙ্গাখ্যান।

যেবাঞ্ছন্তি মহাভোগান্ রাজ্যংবাপি সুরালয়ে।
তেঽর্চ্চয়ন্তু সদাকালং লিঙ্গরূপং মহেশ্বরং ॥

যে সকল লোকে মহাভোগেচ্ছু হয়, অথবা দেবালয়ে রাজ্যইচ্ছা করে, সে সকলে সদাকাল লিঙ্গরূপী মহেশ্বরের অর্চ্চনা করিতে নিযুক্ত থাকুক্।

ছিত্বা ভিত্বাচ ভূতানি হত্বা সর্ব্ব মিদং জগৎ ।

যজ্ঞেদেকং বিরূপাক্ষং ন স পাপৈঃ প্রলিপ্যতে ॥

সমস্ত জীবকে ছেদভেদ করতঃ এবং সমস্ত এই জগৎকে বিনাশকরতঃ যদি এক শিবলিঙ্গ পূজা করে, তবে সেই লিঙ্গপূজক ব্যক্তি স্বকৃত ঐ সকল পাপে লিপ্ত হয় না। ইতি।

অথ ত্রৈকালিক শিবলিঙ্গপূজাফলং ॥

প্রাতরুত্থায় যোলিঙ্গং ভক্ত্যা সংপূজয়েৎ কৃচিৎ।
কপিলানাং শতং দত্বা যৎফলং তদবাপ্নুয়াৎ ॥ ইতি ॥

প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করতঃ যদি কেহ ভক্তিপূর্ব্বক এক শিবলিঙ্গ পূজা করে। তবে একশত কপিলা দানের যে ফল, সেব্যক্তি সেই ফল প্রাপ্ত হয়।

মধ্যন্দিন করে প্রাপ্তে যোলিঙ্গংপ্রতি পূজয়েৎ।
সংপূর্ণাং বসুধাং দত্বা যৎফলং তদমাপ্নুয়াৎ ॥

মধ্যাহ্ন কালে যে ব্যক্তি শিবলিঙ্গ পূজা করে। সে সমস্ত সস্যে পরিপূর্ণা পৃথিবীদানের যে ফল, সেই ফল প্রাপ্ত হয় ॥

সায়ংকালেতু যোলিঙ্গং ভক্ত্যা সংপূজয়েন্নরঃ।
স লভেৎ পরমেশানি বাজীমেধস্য যৎফলং ॥

সায়ংসময়ে ভক্তিপূর্ব্বক যে ব্যক্তি শিবলিঙ্গ পূজা করে। হে পরমেশ্বরি সে ব্যক্তি অশ্বমেধ যজ্ঞের যে ফল, সেই ফল প্রাপ্ত হয় ॥

অষ্টোত্তর সহস্রন্তু প্রত্যহং পূজয়েচ্ছিবং।
এককালং ত্রিকাল স্বা স পুনাতি কুলত্রয়ং ॥

যে ব্যক্তি অষ্টোত্তর সহস্র শিবলিঙ্গ প্রত্যহ এককালে বা ত্রিকালে যদি পূজা করে, তবে তাহার কুলত্রয় পবিত্র হয়।

অষ্টাষ্টকং বা দেবেশি শতম্বাপি তদর্দ্ধকং।
তদেব সকলং বিন্দ্যাৎ মকারস্তু সহস্রকং ॥

ষোড়শ বা শত কি তদর্দ্ধ পঞ্চাশৎ শিবলিঙ্গ ত্রিকালে পূজা করিলে ও ঐ রূপ সকল ফল লাভ হয় ॥

দিব্যমায়ুঃ শ্রিয়ং পুত্রান্ যচ্চান্যৎ মনসেপ্সিতং।
স্ফাটিকং লিঙ্গমাসাদ্য যজমানঃ সমশ্নুতে ॥

যে ব্যক্তি ত্রিকালিন স্ফাটিক লিঙ্গ পূজা করে, সেই পূজক ব্যক্তি দেব তুল্য পরমায়ু, দেব শ্রী, এবং অপূর্ব্ব পুত্রাদি, আর যে যে সকল মনোভি লষিত বস্তু, তাহা স্ফাটিক শিবপ্রসাদে প্রাপ্ত হয় ॥

বরং প্রাণ পরিত্যাগঃ শিরসো বাপি কর্ত্তনং।
নচৈবাহপূজ্য যুঞ্জীত শিবলিঙ্গং মহেশ্বরি ॥

হে মহেশ্বরি! বরং প্রাণ পরিত্যাগ, মস্তক চ্ছেদন হয় হউক তথাপি শিবলিঙ্গ পূজা রহিত দিবসক্ষেপ না হয়।

প্রাতরুত্থায় যোলিঙ্গং ভক্ত্যা সংপূজয়েৎ সকৃৎ।
কপিলা লক্ষ দানেন যৎফলং তদমাপ্নুয়াৎ ॥
মধ্যং দিনকরে প্রাপ্তে যোলিঙ্গং পরিপূজয়েৎ।
সম্পূর্ণাং পৃথিবীং দত্বা যৎকলং তদমাপ্নুয়াৎ ॥
বারুণীং মাশ্রিতে সূর্য্যে শিবং সংপূজয়েত্তু যঃ।
গবাং শত সহস্রস্য দত্তস্য ফল মাপ্নুয়াৎ ॥ ইতি ॥
স্কন্দপুরাণং ॥

পূর্ব্বোক্ত ত্রিকাল পূজা বিষয়ে ফলশ্রুতি স্কন্দপুরাণেও কহিয়াছেন।

প্রাতে উঠিয়া যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক একবার শিবলিঙ্গ পূজা করে, সে ব্যক্তি লক্ষ কপিলা দানজ ফল প্রাপ্ত হয়। মধ্যাহ্নকালে যে ব্যক্তি শিবলিঙ্গ পূজা করে, সে সংপূর্ণা পৃথিবীদানে যে ফল হয়, সেই ফল পায়। সায়ংকালে যে ব্যক্তি শিবলিঙ্গ পূজা করে, সে ব্যক্তি শতসহস্র গো দানের ফল প্রাপ্ত হয়॥

কামনাভেদে লিঙ্গপূজনসংখ্যা।

সংখ্যা পার্থিব লিঙ্গস্য যথাকামং নিগদ্যতে।
মৃল্লিঙ্গং পার্থিবং নাম ভুক্তিমুক্তি করংপরং ইতি॥
বীরমিত্রোদয়ং॥

কামনাভেদে পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজার সংখ্যা কহিতেছি। মৃত্তিকা নির্ম্মিত শিবলিঙ্গের নাম পার্থিবলিঙ্গ, তদর্চ্চনে ভোগ ও মোক্ষ হয়॥

দেশকালাদিকং জ্ঞাত্বা কুর্য্যাল্লিঙ্গং ফলপ্রদং।
ন করোতি যদাজ্ঞাত্বা ন কার্য্যং তস্যসিদ্ধ্যতি॥

দেশ কাল পাত্রের বিচার করিয়া শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিলে, ঐ লিঙ্গ ফলপ্রদ হয়। যদি না জানিয়া শিবপূজা করে, তবে তাহার কোনমতে কামনা সিদ্ধি হয় না॥

বিদ্যার্থী শতসাহস্রং ধনার্থীচ তদর্দ্ধকং।
পুত্রার্থী সার্দ্ধ সাহস্রং কন্যার্থীচ শতত্রয়ং॥
বিদ্বান্ লিঙ্গাযুতং কুর্য্যাৎ সর্ব্বপাপ হরংপরং।
রাজ্যার্থী শতসাহস্রং কান্তার্থী শত পঞ্চকং॥
মোক্ষার্থী কোটি গুণিতং ভূতিকামঃ সহস্রকং।
রূপার্থী ত্রিসহস্রন্তু তীর্থার্থী দ্বিসহস্রকং॥

সুহৃৎকামঃ সহস্রন্তু বস্ত্রার্থং শতমষ্টকং ॥
মারণার্থং সপ্তশতং মোহনার্থং শতাষ্টকং।
উচ্চাটন বশশ্চৈব সহস্রন্তু যথোক্ততঃ ॥
স্তম্ভনে চ সহস্রন্তু দারণেচ তদর্দ্ধকং ॥
মহারাজভয়ে পঞ্চ শতঞ্চাপদিশঙ্কটে।
সহস্রমযুতং সর্ব্ব কামদং পরিকীর্ত্তিতং ॥

বিদ্যার্থীব্যক্তি একলক্ষ, ধনার্থী পঞ্চাশৎ সহস্র, পুত্রার্থী পঞ্চদশ শত, কন্যার্থী তিনশত, সর্ব্বপাপ ক্ষয়ার্থ অযুতসঙ্খ্যক, রাজ্যার্থী একলক্ষ, স্ত্রীকামব্যক্তি পঞ্চশত, মোক্ষার্থী কোটিসংখ্যক, ঐশ্বর্য্যার্থী সহস্র, রূপার্থী তিন সহস্র, তীর্থার্থী দুই সহস্র, সুহৃদর্থী সহস্র, বস্ত্রার্থী অষ্ট শত, মারণার্থে সপ্তশত, মোহনার্থে অষ্টোত্তর শত, উচ্চাটনার্থ ও বশীকরণার্থ সহস্র, স্তম্ভনকার্য্যে সহস্র, বিদারণকার্য্যে পঞ্চশত, মহাভয়ে ও রাজভয়ে এবং শঙ্কটাপন্ন হইলে পঞ্চশত, আর অযুত সহস্র পূজনে সর্ব্ব কামনা সিদ্ধি। এইরূপ সংখ্যানুসারে শিবলিঙ্গ পূজা করিলে অভিলষিত ফল লাভ হয় ॥

একাদিসংখ্যা পূজনফল।

একং পাপহরং প্রোক্তং দ্বিলিঙ্গং চার্থ সিদ্ধিদং।
ত্রিলিঙ্গং সর্ব্বকামানাং কারণং পরিকীর্ত্তিতং ॥

এক পার্থিব লিঙ্গপূজায় সর্ব্বপাপ বিনাশ হয়। দ্বিলিঙ্গ পূজায় সর্ব্বার্থ লাভ হয়। ত্রিলিঙ্গার্চ্চনে সর্ব্বাভিলাষ পূরণের কারণ হয়। উপরিউক্ত শতসহস্রাদি শিবলিঙ্গ পূজনের ফলের সহিত, নীচস্থ এ বচনের সহিত, বিষম বৈশিষ্ট দোষ হয়। সুতরাং ইহার সমন্বয় শাস্ত্রান্তরে করিয়াছেন! অর্থাৎ সহস্রাদি ক্রম পূজাপর, আর এক দ্বি ত্রিলিঙ্গ এককালিন এক স্থানে পূজা করিবেক ॥

বিজ্ঞাপন।

শিবসংহিতা।

মহাদেব প্রণীত উক্তগ্রন্থ যোগ সাধকদিগের বিশেষ প্রয়োজনীয়, তদ্ভিন্ন সকলেরই দর্শনযোগ্য হয়। যেহেতু তাহাতে যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানের নিরূপণ, ও কিরূপে পরব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়, তদর্থে যোগাভ্যাসের বিধি এবং পদ্মস্বস্তিকাদি আসন ও মহামুদ্রা যোনিমুদ্রাদি বন্ধ প্রকরণ, প্রসঙ্গতঃ ষটচক্রসংস্থা বর্ণন আছে, সংপ্রতি নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে, মূল্য ১ একমুদ্রা মাত্র যাঁহাদিগের গ্রহণেচ্ছা হইবে, তাঁহারা অগ্রেই স্বস্ব নাম স্বাক্ষরিত করতঃ এক এক পত্র নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রালয়ে বা পাতরঘাটায় শ্রীযুক্ত শিবচরণকারফরমার বাটীতে, অথবা বেহালা নিবাসী শ্রীযুক্তবাবুদ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়মহাশয়ের বাটীতে, বা বাসা চাঁপাতলায়, কিম্বা পটোলডাঙ্গার শ্রীযুক্তবাবু দুর্গাচরণ আঢ্য মহাশয়ের বাটীতে প্রেরণ করিলে প্রস্তুত মতে গ্রন্থ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। ইতি

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

বিবাদভঙ্গার্ণব।

উক্তগ্রন্থে ৺কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের কৃত পাষণ্ডপীড়নের ও মৃত রামমোহন রায়ের কৃত পথ্যপ্রদান পুস্তকের অভিপ্রায় স্ফুট করিয়া যথার্থ বিচার অর্থাৎ ৺নন্দলাল ঠাকুরের সহিত মৃত রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম বিচার যেরূপ হইয়াছিল, তাহা ধৃত করিয়া যথাশাস্ত্র এবং যুক্তিতঃ সঙ্গতাসঙ্গত বিচার করিয়া, যাহা হিন্দুদিগের অবশ্য করণীয়, তাহাই নিষ্পন্ন করাগিয়াছে, মূল্য ৮০আনা মাত্র, যাঁহার গ্রহণ করিতে বাসনা হয়, তিনি উপরিউক্ত সকল স্থানে মূল্য প্রদান পূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

ব্যবস্থা সর্ব্বস্ব।

উক্ত পুস্তক হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিসংসারিজনের বিশেষ উপকারী হয়। যে হেতু তদ্দৃষ্টে প্রায়শ্চিত্ত, তিথি, অশৌচ, দায়, শ্রাদ্ধ, উপনয়নাদি সংস্কার তত্ত্বের বিশেষ বোধ হইতে পারে, সুতরাং তদগ্রন্থ হিন্দুবিষয়ি দিগের অবশ্য গ্রহণীয়, যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হইবে, তিনি উপরিউক্ত ঐ ঐ সকল স্থানে ১ মুদ্রা মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন ইতি।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

জ্ঞানসৌদামিনী।

উক্ত পুস্তক হিন্দুসন্তানদিগের বিশেষ উপদেশ যোগ্য, যেহেতু উক্ত পুস্তকে বিদ্যা শিক্ষার উপদেশার্হ নীতিশিক্ষা, মূর্খ পণ্ডিত লক্ষণ, শিষ্টাচার কথন, সভ্য গুণনিদর্শন, পিতামাতার মহিমা, বিদ্যা মহিমা, প্রসঙ্গত ধর্ম্ম প্রশংসা, স্বধর্ম্ম রক্ষার্থ বিশেষ উপদেশ, এবং স্বজাতীয় ও বিজাতীয় বিদ্যা শিক্ষার যেরূপ প্রণালী তাহা নিশ্চয় করিয়া লেখিত হইয়াছে, তদভ্যাসে হিন্দুবালকেরা বিজাতীয় বিদ্যা শিক্ষা করিয়াও স্বজাতীয় ধর্ম্ম বিস্মৃত হইবেক না, পুস্তকের মূল্য ৷৷৹ অর্দ্ধমুদ্রা মাত্র, যাঁহারা আপন২ সন্তানদিগকে স্বধর্ম্মে রাখিতে ইচ্ছুক হইবেন, তাঁহারা এই গ্রন্থ গ্রহণ অবশ্যই করিবেন। অতএব উক্ত পুস্তক নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিত হইতেছে, যাঁহাদিগের গ্রহণে বাসনা থাকিবে, তাঁহারা স্বস্ব নাম ধাম ও মূল্য সাক্ষরিত করিয়া উপরিউক্ত স্থানেতে পত্র অগ্রেই প্রেরণ করিবেন, পুস্তক প্রস্তুত মতে নিকট প্রেরণ করা যাইবেক। ইতি

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে বিদিত করিতেছি। নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকা যাহা সন ১২৫২ সালে প্রকাশ হইয়াছে, তাহার ১২৫৮ সালাবধি ১২৬৫ সাল পর্য্যন্ত ৮ বৎসরের অষ্টখণ্ড পুস্তক প্রস্তুত আছে মুল্য প্রতি খণ্ডে ৬ছয়মুদ্রা, যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হইবে, তিনি পাতরঘাটায় শ্রীযুক্ত বাবু শিবচরণ কারকরমার বাটীতে, অথবা পটোলডাঙ্গা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ আঢ্যের বাটীতে, বা বেহালা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট কিম্বা পাতরঘাটা মণ্ডল ইষ্ট্রিট ১২ সংখ্যক ভবনে উক্ত যন্ত্রালয়ে মুল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন, এবং ঐ নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা প্রতিমাসে যাহা প্রকাশিতা হয় তাহার গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবার বাসনা হইলে স্ব স্ব নাম ও ধাম এবং দাতব্য মুদ্রায় অঙ্কিত করিয়া পত্র ঐ ঐ স্থানে প্রেরণ করিলে যথা নিয়মে পত্রিকাও প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। উক্ত পত্রিকা যথার্থ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদিগের অবশ্য গ্রহণীয়, যেহেতু তাহাতে হিন্দুধর্ম্মের স্বরূপ তত্ত্ব জ্ঞান জন্মিতে পারে, বৈধর্ম্মীদিগের উক্তিমত যুক্তি খণ্ডন করিয়া, যাহা হিন্দুদিগের কর্ত্তব্য তাহাই লেখিত হইয়াছে, যথাশাস্ত্র বেদ বিহিত বেদান্ত সমন্বয়দ্বারা ব্রহ্ম বিচার, ধর্ম্মানুষ্ঠান, ও কর্ম্মকাণ্ড বিধি, এবং পদার্থ বিচার, যন্ত্রকৌশলাদি প্রাণীতত্ত্ব নিরূপণ, ভূগোল, ও খগোলাধ্যায়, নীতিশিক্ষা, সভ্যাচার প্রভৃতি শাস্ত্রমুলক উপদেশ আছে, সুতরাং তদ্দৃষ্টে হিন্দুধর্ম্মে বৈদিকজাতিরা অশংসয় সুনিষ্ণাত হইতে পারেন। ইতি।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

বেদান্ত পরিভাষা।

উক্ত গ্রন্থ কেবল সংস্কৃত ভাষায় বঙ্গাক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে, তাহা আস্তিক সাকারবাদী জনের গ্রহণীয়, মুল্য ৸৹ বার আনা,

গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিরা উপরিউক্ত ঐ সকল স্থানে মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম স্কন্ধ।

উক্ত পুস্তক ভাগবতদিগের পরমাদরণীয়, যে হেতু অগ্রে মূল শ্লোক, নিম্নে শ্রীধরস্বামীর টীকা, তন্নিম্নে গৌড়ীয় ভাষায় অর্থ, তাহার নীচে মোট করিয়া অর্থাৎ প্রাকৃত বাঙ্গালা শব্দের চিহ্ন দ্বারা সূক্ষ্মার্থ ব্যাখ্যা করা আছে। ঐ গ্রন্থ দেখিলে ভগবদ্ভক্তিমান ব্যক্তিদিগের বিশেষ আনন্দ জন্মিবে, ঐ গ্রন্থ প্রথম সাময়িক পত্র ন্যায় ২৪ পৃষ্ঠায় এক সংখ্যা চারিআনা মূল্যে দেওয়া গিয়াছিল, পরে স্কন্ধ সমাপ্ত হইলে ৩২ সংখ্যায় পুস্তক বন্ধন করা গিয়াছে, মূল্য ৮ অষ্ট মুদ্রা, যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হইবে, তিনি নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। ইতি

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
কৃতাজনহিতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

☞ এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটীহইতে বণ্টন হয়,

---

কলিকাতা পাতুরিয়াঘাটা মণ্ডলইষ্ট্রিটে ১২ সংখ্যক ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিতা হইল॥

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

৪ কল্প ১৭ খণ্ড

সদ্বিচার জুষাংনৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়কা
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পুর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয ত্বং মনোমে।

---

১৯ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৮১ সন ১২৬৬ সাল ৩১ কার্ত্তিক ॥

আধুনিক ব্রহ্ম জ্ঞানাবতরণ।

যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানের যে পথ, সেপথ অতি গহ্বরে নিহিত, তাহার পান্থ হওয়া একালে অতিকঠিনতর ব্যাপার। পুর্ব্বে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির ইচ্ছাতে কতকত লোক যোগধর্ম্মে লিপ্ত হইয়া বহু

কাল ক্ষেপ করিয়া দেহযাত্রার পরিসমাপন করিয়াছেন, তথাপি জ্ঞানমার্গে আরোহন করিতে পারেন নাই। সংসার ধর্ম্মের সহিত ব্রহ্মধর্ম্মের সম্পর্ক নাই। সংসারাবস্থিত ব্যক্তিরা ব্রহ্মজ্ঞানানুষ্ঠানকে সুকঠিন জানিয়া, তৎপ্রাপ্ত্যর্থে নিয়ত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের সমাচরণ করিয়া থাকেন, কালে ঐ অনুষ্ঠিত কর্ম্মের পরিপাকে যখন বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তখন সেই ব্যক্তি জ্ঞানান্বেষী হইয়া অনিত্য দেহগেহাদির মমতাকে দূরে নিঃক্ষিপ্ত করতঃ দণ্ড সমাশ্রয় করেন। সেই অবস্থায় সদ্‌গুরূপদেশে বেদান্তানুশীন দ্বারা সমস্ত বহির্ব্যাপারে বিরত হইয়া সেইব্যক্তি নিরন্তর পরমাত্মার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনে নিযুক্ত থাকেন। তাহাকেই ব্রহ্মজ্ঞানীবলে, তাহার পক্ষেবিধি বোধিত কর্ম্মকরা ও নাকরা ইচ্ছাধীন বটে, তথাপিজীবনমুক্ত পুরুষদিগের নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মঅলঙ্কারের ন্যায়শোভাপায়, কিন্তু সংসারোচিত অর্থোপার্য্যন, এবং লোকের নিকট যশো লাভের বা রাজা কি ধনীলোকের নিকট প্রতিপত্তি লাভের নিমিত্ত যাহারা যত্নপর হয়, তাহাদিগের পক্ষে বিধিবোধিত কর্ম্ম না করা দুরদৃষ্টের প্রধান কারণ হয়। ব্রহ্মজ্ঞানানুষ্ঠান সহজ সাধ্য নহে, যৎপরোনাস্তি আয়াসে সম্পন্ন হয়। যদি আমরা ব্রহ্মজ্ঞানী, একবার মুখে বলিলেই তত্ত্বজ্ঞানানুষ্ঠান সম্পন্ন হইত, তবে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তীচ্ছায় সমস্ত সংসার ধর্ম্মের পরিত্যাগ পূর্ব্বক যোগানুষ্ঠান্ করিবার জন্যদণ্ডগ্রহণ করিবার কোনপ্রয়োজনথাকিত না। যদিকেহ এমত কথাকহেন, যে সং

ষায়েআবৃত থাকিয়া ইন্দ্রিয়গণের ভোগেচ্ছার খণ্ডন না করিয়া যদ্‌যদ্‌ সময়ে যেরূপ ভোগে ইচ্ছা হইবেক, তত্তৎ সময়ে সেই ভোগ করিয়া ঈশ্বরসৃষ্ট ইন্দ্রিয়গণের তৃপ্তি জন্মাইয়া, এক ঈশ্বর অচিন্তনীয় নির্গুণ নির্ব্বিকার আছেন, ইহা মুখে কহিয়া বিষয় সুখে লিপ্ত থাকিযা কালহরণ করিতে পারিলেই আমারদিগের মোক্ষ জ্ঞানের অনুষ্ঠান করা সিদ্ধ হয়, ব্রহ্মজ্ঞা নানুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত ক্লেশ সাধ্য কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে কোন কোন জড় বুদ্ধি ব্যক্তিরা কহিয়া থাকে, সেমত আমাদিগের নহে।,, এইরূপ বাক্যের সহিত মহাকবি কালীদাসেব ব্যঙ্গোক্তির সুন্দর একবাক্যতা হয়। যে কালে অবিমুক্ত ক্ষেত্রে কালীদাস প্রভৃতি কয়েকজনা পণ্ডিত দণ্ড গ্রহণার্থে গমন করেন, তৎকালে আচার্য্য স্বামী আদেশ করিয়াছিলেন, যে তোমরা আপন আপন ইষ্টদেব তার স্তুতি স্বরূপ অগ্রে এক২ কবিতা রচনা করহ, তৎশ্রবণে আর২ পণ্ডিতেরা যথার্থ দণ্ডগ্রহণার্থ গমন করিয়া ছিলেন, তাঁহারা স্বীয়২ অভীষ্টদেবের স্তুতি করিয়া দণ্ডগ্রহণকরিলেপর মহাচতুর কালীদাসের দণ্ডগ্রহণাভিপ্রায়ছিলনা, সুতরাং তিনি ইষ্টদেবের স্তুতি নাকরিয়া সর্ব্ব সমাজে ইঙ্গিত বাক্যে ভঙ্গী ক্রমে শৃঙ্গার রসে এক কবিতা রচনা করিয়া পাঠ কবিলেন। যথা (অবিদিত সুখংদুঃখং নির্গুণং নির্ব্বিকারং জড়মতি রিতি কশ্চিম্মোক্ষ মেবাব চক্ষে। মমতু মত মনঙ্গ স্মেরতারুণ্য ঘূর্ণন্মদকিল মদিরাক্ষণী বিমোক্ষো হি মোক্ষঃ)সুখদুঃখাদি

বোধ রহিত নির্গুণ নির্ব্বিকার ব্রহ্মতা প্রাপ্তিকে কোন জড় বুদ্ধি ব্যক্তি মোক্ষবলে, কিন্তু আমার এইমত, যে অনঙ্গ রসে আক্রান্ত যুবতীর মদালসে আঘুর্ণিত চক্ষু, ঈষৎহাস্য যুক্তমুখ, তাহার পরিধেয় বস্ত্র মোক্ষণ করিয়াই প্রকৃত মোক্ষ হয়,, অত এব এক্ষণকার ব্রহ্মজ্ঞানী দিগের অবশ্যএবাক্যে বিশেষ সমা দরকরা কর্ত্তব্য। কেননা সমস্ত সুখে বঞ্চিত হইয়া কষ্ট পরি গ্রহণ পুর্ব্বক জ্ঞানানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহাদের মত নহে। অতএব তাঁহারা যে মতে চলিতেছেন, সে মতের প্রতি কালী দাসের এমত বিশেষ অনুকূল হয়। এক্ষণে ব্রহ্মজ্ঞানীরা যে মতে চলিতেছেন, যেমত সংপ্রতি কযেক বৎসর গতহইল কলিকাতা নগরে কোন মহাশয় অবতারিত করেন। পুর্ব্বে এজ্ঞান হিন্দুস্থানের কোন প্রদেশেই প্রচার ছিল না। যে অভিপ্রায়ে সেইমহাশয় এজ্ঞান কলিকাতায় প্রচার করেন, তাহার পুর্ব্ব কারণ প্রায অনেকেই অবগত নহেন, আমরা প্রাচীন প্রাচীন ভদ্রলোকের প্রমুখাৎ সে অভিপ্রায় সুবিদিত আছি, ইদানীন্তন ভ্রষ্টধর্ম্মিদিগের দৌরাত্ম্যে বাধিত হইয়া, সর্ব্ব সাধারণের উদ্বোধন জন্য ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু এপত্রিকা আমাদিগের স্থূলদেহবর্ত্তী নহে, এজন্য এবার এইপর্য্যন্তই ভুমিকামাত্র করাহইল, আগামী সমস্ত বিবরণ স্পষ্টীকৃত করিয়া লিখিব॥

গতবারের শেষ।

সন্দেহনিরসন।

অরেবৎস! যদিও বেদান্তশাস্ত্রের তাৎপর্য্য এরূপ নাহউক্ তথাপি তৎপ্রস্তাব উত্থাপনের কোন প্রয়োজন নাই। কেন না আধুনিক নিরাকার বাদিরা শাস্ত্র বা যুক্তিদ্বারা পরব্রহ্মের অপরিচ্ছিন্নতা জানাইবারজন্য যত প্রমাণ দর্শাউন্ না কেন, ততই সাকারবাদির মতপুষ্টি হইতে থাকিবেক অর্থাৎ পরমেশ্বরের পরিচ্ছিন্নতা সপ্রমাণ হইবেক, নিরাকারের কর্ত্তৃত্ব কোন মতে সম্ভবে না. সুতরাং কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলেই সাকার প্রতিপন্ন হয়, যথা।

> ইয়ং সকর্ত্তৃকা নূনং ক্ষিতির্ভবিতুমর্হতি। কার্য্যত্বং তত্র হেতুঃ স্যাদ্ঘটাদৌ দৃশ্যতে ধ্রুবং॥ ৩৬॥
>
> শতদূষণ্যাং।

এই পৃথিবী সকর্ত্তৃকা অর্থাৎ কার্য্যত্ব প্রযুক্ত কর্ত্তৃত্বের প্রতীতি, যদ্রূপ ঘট দর্শনে ঘটাকার প্রতীতি, তদ্রূপ বিশ্ব দর্শনে বিশ্বকার প্রতীতি অবশ্যই হয়।

অতএব সর্ব্ববাদি সম্মত, যিনি বিশ্বেরকর্ত্তা, তিনি পরমেশ্বর, নচেৎ কোন ক্ষমতা যাঁহার নাই, তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া কে মান্য করে। সুতরাং বিশ্বকার পরমেশ্বরকে কহিতে হইলে আপনিই সাকার প্রতিপন্ন হয়,। যথা।

কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধৌ পরমেশ্বরস্য শরীর সিদ্ধিঃ স্বতএব জাতা। ঘটাদি

কার্য্যেষ্বপি দৃশ্যতে স্ম কর্ত্তা শরীরী খলু না শরীরী। ৩৭ ॥

শতদূষণ্যাং ॥

পরমেশ্বরের কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধি হইবাতেই আপনি শরীর সিদ্ধি হইল, যেহেতু ঘটাদি কার্য্যের কর্ত্তা শরীরী তৎকর্ত্তৃত্বে অশরীরী প্রতিপন্ন হয় না। এবং শ্রুতিতেও দেখিতেছি। যথা। “ যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ ইত্যাদি শ্রুতি,, যেমন মাকড়শা স্বয়ং জাল সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং আপনিই সেই জালকে গ্রাস করে, তদ্রূপ পরমেশ্বর আপনি স্বয়ং সৃষ্টি করিয়া আপনিই এতৎ জগৎ গ্রাস করেন, ইহাতে তাঁহাকে নিরাকার বলা হয় না, ।যেহেতু মাকড়শা কার্য্যে সংলগ্ন থাকিয়াও পরিচ্ছিন্ন রূপে কার্য্যকে জন্মাইতেছে। অতএব মাকডশাকে শরীরী ভিন্ন অশরীবী বলা যায় না।

এঅভিপ্রাযেও পরমেশ্বরেব পরিচ্ছিন্নত্ব উপলব্ধি হইতেছে। যদি জীবেশ্বর প্রস্তাবে জীবাত্মাকে, পরমাত্মার অংশ বল, কিম্বা পবমাত্মা হইতে উৎপন্ন হইযাছেন এমত কহ, তাহাতেও ঈশ্বরকে পরিচ্ছিন্ন কহিতে হইবেক, কেননা, সাকার ব্যতীত নিরাকারের অংশ হইতে পাবেনা, ঈশ্বর হইতে উৎপত্তি মানিলেও পরিচ্ছিন্ন হইলেন, যেহেতু জীব হইতে ভিন্ন আত্মা না মানিলে তাঁহা হইতে জীবের উৎপত্তি হইতে পারেনা, যথা “পিতেব পুত্রং ,,যেমন পিতাই পুত্ররূপে উৎপন্ন হয়েন, বলিয়া কি পুত্র সাক্ষাৎ পিতা হইতে পারে, না, পিতা পুত্রের পৃথক্ অবয়ব স্বীকার করা যাইবেক না, সুতরাং জীব ও আত্মায় ভিন্ন হওয়াতেই ঈশ্বরের অপরিচ্ছিন্নতায় অপগমত্তা হইল।

যদ্যপি এতদুত্তরে ক্ষোভিত হইয়া এরূপ কহ, যে জীব পর মাত্মার প্রতিবিম্ব, যেমন জল শরাবস্থ সূর্য্য, বাস্তব ভিন্ন নহে। তথাপি তাঁহার পরিচ্ছিন্নত্ব অঙ্গীকার করিতে হইল। যথা,

তথাহি কস্মাৎ প্রতিবিম্বমাসীত্তস্যাপরিচ্ছিন্ন নিরঞ্জনস্য। অজস্য কস্মান্নিগমোক্তধর্ম্মা ধর্ম্মৌ তু তত্তৎ সুখ দুঃখ ভোগঃ॥ ৫০॥

শতদূষণ্যাং॥

অপরিচ্ছিন্ন নিরঞ্জন পরমেশ্বরের প্রতিবিম্ব কি প্রকারে সম্ভব হয়। বিশেষতঃ জন্ম মৃত্যু রহিতের বেদোক্ত ধর্ম্মাধর্ম্মবশতঃ সুখ দুঃখ ভোগই বা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? অতএব তাঁহাকে জীব হইতে বিলক্ষণ শরীরী মানিতে হইবে। কেননা সূর্য্যকে পরিচ্ছিন্ন না মানিলে জল শরাবে প্রতিবিম্ব দর্শন হইতে পারে না। তথাহি।

প্রতিবিম্বং ভবেন্নূনং পরিচ্ছিন্নস্য বস্তুনঃ। অপরিচ্ছিন্নতা যস্য তস্য তত্তবিতা কথং॥ ৫১॥

শতদূষণ্যাং॥

নিশ্চয় জানিবে, যে পরিচ্ছিন্ন বস্তুরই প্রতিবিম্ব হয়। অপরিচ্ছিন্নের তাহা কদাপি সম্ভব হয় না।

সুতরাং সকল মতেই তাঁহাতে শরীরী মানিয়াছেন, রামানুজ স্বামী প্রতিবিম্ব বাদকে বহুতর নিন্দা করিয়াছেন, এবং "দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়াবিতি,, মুণ্ডকশ্রুতিতেও পরিচ্ছিন্ন কহিয়াছেন,। যথা।।

তয়োরথাদি ভেদোঽস্তি যৌ সুপর্ণাবিতিশ্রুতেঃ। সখায়াবিতি নির্দ্দেশাদৈক্যন্তু ঘটতে কথং॥ ৫৩॥

শতদূষণ্যাং।

শ্রুতিতে দুইপক্ষী একবৃক্ষে সখাভাবে আছেন, এই নির্দ্দেশ বাক্যে কিপ্রকারে ঐক্য হইতে পারে। অতএব জীবেশ্বরের ভেদ স্বীকার করাতে পরমেশ্বরের পরিচ্ছিন্নতার প্রতীতি হইতেছে।

এইহেতু সর্ব্বতোভাবে শরীরী বলীয়া ঈশ্বকে কহিয়াছেন, তাহাতে এরূপ আপত্তি করিতে পার। যথা।

যদ্যস্তি দেহঃ পরমেশ্বরস্য তদাস্মদাদেঃ প্রতিমোহি সঃ স্যাৎ। ব্যাপারবত্ত্বে সতি কর্ত্তৃকত্বং কিঞ্চিদ্বিশেষং ন বিলোকয়ামি।৩৮॥

শতদূশণ্যাং।

যদ্যপি ঈশ্বরের শরীর আছে এমত হয়, তবে তাহা আমাদিগের শরীরের ন্যায় ব্যাপার বিশিষ্ট ও কর্ত্তৃত্ববিশিষ্ট বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, কেননা শরীরধারণে শরীর ধর্ম্মের কোন বিশেষ অবলোকন হয় না। অথোত্তরং।

তৎকথ্যতে ভগবতো মহদন্তরংযৎ কুদ্দাল দাত্রকলপাণিভৃতাং জনানাং। এতে ষড়ূর্ম্মিবিবশাঃ শ্রমতারক্ষিমা ভ্রূভঙ্গমাত্রবিষয়ে স করোতি সর্ব্বং॥ ৩৯॥

শতদূষণ্যাং॥

অস্মদাদির শরীরাপেক্ষা ভগবৎ শরীরের মহৎ অন্তরতা কহিতেছি। যদ্রূপ ষড়ূর্ম্মি বশীভূত জীব সকলে কোদালি,

দা, ও লাঙ্গল হস্তে ধারণ করতঃ শ্রম ভারেতে ক্ষীণ হইয়া কার্য্য সম্পন্নে কর্ত্তৃত্বাভিমান করে, ভগবানের তদ্রূপ নহে, ভ্রূভঙ্গ মাত্রেই সৃষ্ট্যাদি তাবৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন॥

অকর্ত্তু মন্যথাকর্ত্তুং কর্ত্তুং প্রভবতি প্রভুঃ। অতস্তয়ো র্বিজ্ঞানীয়াদন্তরং মহদন্তরং॥ ৪০॥

শতদূষণ্যাং।

লোকাতীত কার্য্য করণ ক্ষম এবং কৃতকার্য্যের বিপরীত করণাদি অলৌকিক কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে, অতএব মনুষ্য শরীরের সহিত তাঁহার এই মহদন্তর জানিবে। অহংব্রহ্ম ইত্যাকার বাক্য ত্যাগ কর, জ্ঞানী অভিমানে মত্ত হইয়া প্রলাপ বাদের বিরাম করহ। যথা।

সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং সৃজতি নিখিলং ভ্রূবিভঙ্গেন সদ্যঃ।
সোঽহং কস্মাৎ বদসি বতরে জীবরঙ্কো ন রাজা।

শতদূষণ্যাং॥

সৃষ্টির পূর্ব্বে এই সমুদয় জগৎ যিনি ভ্রূভঙ্গ ক্ষণমাত্রে সর্জ্জন করেন, আমি সেই ব্রহ্ম বলিলেই কি ব্রহ্ম হইবে, অরে মূর্খ সামান্য জীব কি স্বগৃহে বসিয়া আপনাকে রাজা বলিলেই রাজা হয়, জ্ঞান স্তুতিবাক্য স্বরূপাকারে গ্রহণ হইতে পারে না, অতএব মোক্ষের পথ পরিষ্কার করহ। যথা।

কস্যত্বং কুত আগতঃ কথমরে সংসার বন্ধক্রম স্তত্ত্বংতৎ পরিচিন্তয় স্বহৃদযে ভ্রান্তস্য মাগং ত্যজ। সোঽহং মাবদ সেবা সেবক তয়া নিত্যং ভজ শ্রীহরিং। তেনস্যাত্তব সদ্

তি ধ্রুবমধঃ পাতোভবে দন্যথা ॥ ৭০ ॥

শতদূষণ্যাং।

অরেমূঢ় তুমিকার, কোথাহইতে আসিয়াছ, সংসার বন্ধন ক্লেশ কি প্রকারে পরিমুক্ত হইবা তাহাই স্বহৃদয়ে চিন্তাকর, ভ্রান্তি মার্গ ত্যাগ করতঃ আপনাকে সেবক জ্ঞানে নিত্য সেব্য পরমেশ্বর শ্রীহরির ভজনা কর, তাহাতেই তোমার সদ্গতি হইবেক তদন্যথাচরণে নরকে পতিত হইবেক।

গুণ সাগর পরমেশ্বরে নির্গুণ বাদ প্রশংসা মাত্র তাঁহাকে মুখ্য জ্ঞান করিলে কোন ফল নাই।ইতি সন্দেহ নিরসনে ব্রহ্মজ্ঞান কাণ্ডে প্রথমাংশঃ সমাপ্তঃ ॥ ১ ॥ ※ ॥

এই সন্দেহনিরসনে ব্রহ্মোপাসনার বিচার প্রথমাংশ সমাপ্ত হইল, আগামী দ্বিতীয়াংশে বিবিধ সন্দেহ নিরসনার্থ নানা প্রকার প্রশ্ন উল্লেখে তদুত্তর প্রকটিত হইবেক॥

গতবারের শেষ।

যোগ সমুচ্চয়।

অথঘটাবস্থলক্ষণ।

ততোভবে দ্ঘটাবস্থা পবনাভ্যাসিনঃ সদা।
প্রাণাপানৌ মনোবায়ু জীবাত্ম পরমাত্মকৌ ॥
অন্যোন্যস্যা বিরোধেন এবং সংঘটতে যথা।
তদ্ঘদ্ঘট দ্বয়াবস্থা প্রসিদ্ধা যোগিনাং স্মৃতা ॥

ইতি দত্তাত্রেয়ং ॥

প্রাণায়াম পরায়ণ যোগীর অনন্তর সর্ব্বদাই ঘটাবস্থা হয়।

প্রাণ অপান মন বায়ু জীবাত্মা এবং পরমাত্মা, ইহাদিগের পরস্পর অবিরোধে যে সংঘটন, যোগিদিগের ইহাকেই সুপ্রসিদ্ধা ঘটদ্বয়া বস্থা বলে ।।

প্রাণা পান মন বায়ু জীবাত্মা পরমাত্মা, বলাতে কিঞ্চিৎ বিশেষ বলা হইয়াছে, অর্থাৎ প্রাণা ২পান বলিয়াও যে পুনর্ব্বার মনো বায়ু বলিয়াছেন, তাহার কারণ, প্রাণাপানের অতিরিক্ত সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ধনঞ্জয় বায়ুর অবিরোধে সংঘটন। ঘটদ্বয়া ২বস্থা, ইত্যর্থে ক্রমশ দুই দুই বস্তুর সংঘটন। প্রাণাপান, সমান উদান, ব্যাননাগ, কূর্ম্মকৃকর, দেবদত্তধনঞ্জয়, মনোবুদ্ধি, জীবাত্মাপরমাত্মা, প্রভৃতির পরস্পর সংঘটন দ্বারা, পুনরেকত্র সংমেলন ঘটাবস্থাহয় ।।

তত্রচিহ্নানি বানিস্যু স্তানি বক্ষ্যামি কানিচিৎ।
পূর্ব্বং যঃ কথিতাভ্যাস শ্চতুর্দ্ধা তং পরিত্যজেৎ ॥

ঘটাবস্থার যে সকল চিহ্ন, তাহার মধ্যে কতক চিহ্ন কহি। পুর্ব্বে উক্ত হইয়াছিল, প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নকালে, সায়ংকালে এবং মধ্যরাত্রি, এই চারি সময়, বিংশতি সংখ্যায় কুম্ভক করিবেক। ঘটাবস্থায় সে নিয়মের পরিত্যাগ করতঃ অভ্যাস করিবেক ॥

দিবা বা যদি বা র্যাত্রৌ যাস মাত্রং সমভ্যসেৎ।
একবারং প্রতিদিনং কুর্য্যাৎ কেবল কুম্ভকং।
প্রত্যাহারোহি এবংস্যা দেবং কুর্য্যুর্হি যোগিনঃ ॥

দিবাতে অথবা রাত্রিতে একধার প্রতিদিন দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া কেবল কুম্ভক মাসমাত্র অভ্যাস করিবেক। যোগীরা এরূপ অভ্যাস করিলে, তাহাকেই প্রত্যাহার বলে।

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যো যৎপ্রত্যাহর তেস্ফুটং।
যোগী কুম্ভক মাস্থায় প্রত্যাহারঃ স উচ্যতে।

বেদান্ত শাস্ত্রে ইন্দ্রিয সকলকে ইন্দ্রিয়ার্থে অর্থাৎ বৃত্তিতে সংহরণ করার নাম প্রত্যাহার বলে। কিন্তু যোগাভ্যাসীর ঘটাবস্থায় কুম্ভকাভ্যাসকেই যোগশাস্ত্রে প্রত্যাহার কহে।

অথ প্রত্যাহার লক্ষণ ।।

যদ্যৎ পশ্যতি চক্ষুভ্যাং তত্তদাত্মনি ভাবযেৎ।
যদযৎ শৃণোতি কর্ণাভ্যাং তত্তদাত্মনি ভাবয়েৎ।
যদ্যদা ঘ্রাতি নাসাভ্যাং তত্তদাত্মনি ভাবযেৎ।
জিহ্বযা যদ্রসয়তি তত্তদাত্মনি ভাবযেৎ।
ত্বচা যদঙ্গ স্পর্শতি তত্তদাত্মনি ভাবযেৎ।
এবংজ্ঞানেন্দ্রিযাণাংহি তৎসংখ্যাভি স্তু সংক্ষয়েৎ॥

বাহ্যে চক্ষুদ্বয় দ্বারা যে সকল বস্তু দর্শন হয, কর্ণ দ্বয় দ্বারা যাহা শুভাশুভ শ্রবণ হয়, নাসাদ্বয় দ্বারা যেযেগন্ধ গ্রহণ হয়। রসনাদ্বারা যদ্যৎ রসাস্বাদন হয়, চর্ম্ম দ্বারা যদ্যৎ বস্তু স্পর্শ হয; সে সমুদয়ই আত্মাতে অনুভব সিদ্ধ করিবেক। এরূপ সংখ্যানুসারেজ্ঞানেন্দ্রিয় সকলের আত্মাতেই সংহরণ করিবেক ।।

অথ প্রত্যাহারের ফল ।।

যামং যামং প্রতিদিনং যোগী যত্না দতন্ত্রিতঃ।
তদাবিচিত্র সামর্থ্যং জায়তে যোগিনো ধ্রুবং।

যদি প্রতিদিন প্রহরে প্রহরে অনালস্য যুক্ত যোগী কুম্ভকা ভ্যাস করে। তবে যোগীর প্রত্যাহার প্রভাবে নিশ্চিত বিচিত্রা ক্ষমতা জন্মে॥

দূরশ্রুতি র্দূরদৃষ্টিঃ ক্ষণাদ্দূর গতি স্তথা।
বাক্ সিদ্ধিঃ কামচারিত্বং তথাদৃশ্য পদং ভবেৎ॥
মল মূত্রেণ লেপেন লৌহানাং স্বর্ণতা তথা।
খেচরত্বং তথাস্যাচ্চ সততাভ্যাস যোগতঃ।
তদাবুদ্ধিমতা ভাব্যং যোগিনাং যোগ সিদ্ধয়ে॥

প্রত্যাহার সিদ্ধে, দূর শ্রবণ, দূর দর্শন, ক্ষণমাত্রে দূর গমন, বাক্যসিদ্ধি, কামচারিত্ব, অন্তর্দ্ধানশক্তি হয়। এবং যোগীর মল মূত্র লেপন করিলে লৌহ সুবর্ণ হয়, শূন্যে গমন করিতে ক্ষমতা জন্মে, সর্ব্বদা অভ্যাসযোগে বুদ্ধিমান্ যোগীর যোগ সিদ্ধির নিমিত্ত এই সকল সিদ্ধি হয়॥

অথ ক্ষমতা গোপন করণ।

এতে বিঘ্না মহাসিদ্ধ্যে নবমেত্তেষু বুদ্ধিমান্।

উপরোক্ত মহাবিঘ্ন সকল সিদ্ধিহানি করে, অতএব বুদ্ধিমান যোগী আপন ক্ষমতা সর্ব্বদাই গোপন করিবে, নতুবা সিদ্ধির পদেপদে হানি হয়॥

নশীলয়েত্তু কস্মৈচিৎ স্ব সামর্থ্যং হি সর্ব্বদা।
কদাচি দর্শয়েন্মত্তো ভক্তিযুক্তায় বা পুনঃ।
যথামূর্খো যথামূঢো যথা বধির এববা।
তথা বর্ত্তেত লোকেষু স্বসামর্থস্য গুপ্তয়ে।

নোচেৎ শিষ্যাহি বহবো ভবন্তোব ন সংশয়ঃ ॥

যোগী ব্যক্তি আপনার সামর্থ্য সর্ব্বদাই গোপন করিবেক॥ কাহার নিকট আত্ম ক্ষমতা কদাচিৎ প্রকাশ করিবেক না। কদাচিৎ কোন ভক্তিযুক্ত মনুষ্যকে কহিতেও পারে। আপনার ক্ষমতা গোপনের নিমিত্তে যোগী জ্ঞান সত্ত্বেও মূর্খের ন্যায়, শ্রবণ সত্ত্বেওবধিরের ন্যায়,এবং উন্মত্ত পাগলের ন্যায, জন সমাজে পরিচিত হইবেক, সামর্থ্য প্রকাশে অসংশয় অনেক শিষ্য হয়। তাহাহইলেই, যোগীর স্বকার্য্য সাধনে নানাপ্রকার বিঘ্নজন্মে॥

স্ব স্ব কার্য্যেষু যোগীন্দ্রং প্রার্থয়ন্তি জনাঃসদা।
তৎকর্ম্ম করণ ব্যাগ্র স্বাভ্যাসে শিথিলো ভবেৎ।

যোগীর যোগ ক্ষমতা প্রকাশ হইলে সকল লোকেই আপন আপন কার্য্যার্থে, সেই যোগীন্দ্রকে প্রার্থনা সর্ব্বদাই করে। সুতরাং পরকার্য্যে ব্যাগ্রতা প্রযুক্ত স্বীয় যোগাভ্যাসের শৈথিল্য হয়॥

অভ্যাসেন্ন বিহীনস্ত ততো লৌকিকতাং ব্রজেৎ।
অবিস্মৃত্য গুরোর্ব্বাক্য মভ্যাসাৎ তদহর্নিশং॥

অভ্যাস বিহীন যোগী সামান্য লৌকিকবৎ ক্রিয়াবান হইয়া যায়। অতএব গুরুবাক্যকে বিস্মৃত নাহইয়া অতন্দ্রিত দিবারাত্রি অভ্যাস করিলে যোগসিদ্ধি হয়॥

এবং ভবেদ্ঘটাবস্থা সহজাভ্যাস যোগতঃ।
অনভ্যাসেন যোগোহয়ং বৃথাগোষ্ঠ্যা নসিদ্ধ্যতি।

তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন যোগমেতৎ সমভ্যসেৎ॥

এরূপ সর্ব্বদা অনায়াস অভ্যাস যোগে, সাধকের ঘটাবস্থা উৎপন্ন হয়। অনভ্যাস যোগে, এবং বৃথা গোষ্ঠী সংসর্গে অর্থাৎ জনতা হইলে, কদাপি যোগ সিদ্ধি হয় না। এক্কারণ সমস্ত যত্ন দ্বারা এই যোগের অভ্যাস করিবেক।

অথ পরিচয়াবস্থা॥

ততঃ পরিচয়া বস্থা জায়তেঽভ্যাস যোগতঃ।
বায়ুঃ পরিচিতো যত্না দাত্মনা সহ কুণ্ডলীং।
বোধয়িত্বা সুসুম্নায়াং প্রবিশে দবিরোধতঃ।

ঘটাবস্থার অনন্তর যোগ সাধকের অভ্যাস যোগে পরিচয়া বস্থা হয়। প্রাণাপানাদি বায়ু পরিচিত হইলে, যত্ন পুর্ব্বক আত্মার সহিত কুলকুণ্ডলিনীকে চৈতন্য করিয়া অবিরোধে সুসুম্নাতে প্রবেশ করাইবেক।

বায়ুনা সহ চিত্তন্তু প্রবিশেত্তু মহাপথং।
মহাপথং শ্মশানঞ্চ সুসুম্না প্যেক মেবহি॥

বায়ুর সহিত চিত্ত মহাপথে প্রবেশ হয়। মহাপথ শব্দে শ্মশান অর্থাৎ অখণ্ড সুখ নিদ্রা ভজনার স্থান। সুসুম্নাতেই এক মহাপথ হয়।

নানা মতান্তরে ভেদাঃ ফলভেদো ন বিদ্যতে।
বর্ত্তমানং ভবিষ্যঞ্চ ভুতার্থং চাপি বেত্ত্যসৌ।

এই যোগাভ্যাস ক্রমেক্রমে নানা মতান্তরে নানা প্রকার অনুষ্ঠানের ভেদ আছে, কিন্তু ফল এক প্রকারই হয়, তাহাতে

কোন ভেদ নাই। বর্ত্তমান কালে বা ভূতকালে কি ভবিষ্য কালে এই অনুষ্ঠান, অর্থাৎ যাঁহারা যোগাভ্যাস করিয়া ছিলেন, তাঁহারা এই রূপ ফল লাভ করিয়াছেন। যাঁহারা অধুনা যোগাভ্যাস করিতেছেন, তাঁহারা এতদ্রূপ ফলের লাভ করেন। যাঁহারা ভাবিকালে যোগাভ্যাস করিবেন, তাঁহার দিগেরও এইরূপ ফল লাভ হইবেক।

তস্যচিত্তং স পবনং সুসুম্নাং প্রবিশেদ্দিবা।
ভব্যাভাব্যেচ বিজ্ঞায যোগী রহসি যত্নতঃ॥
পঞ্চধা ধারণং কুর্য্যাৎ তত্তদ্ভুত ভযাপহং॥

যাহার চিত্ত প্রাণ বায়ুর সহিত কুণ্ডলীর জাগরণা বস্থাতে সুসুম্নায় প্রবেশ করে। সেই যোগী বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ফল বিজ্ঞাত হইয়া নির্জ্জনস্থানে উপবেশন করতঃ পঞ্চভূতের ভয়াপহরণ যেযে যোগাভ্যাসেহয়,সেইযোগাভ্যাস করিবেক। অর্থাৎ প্রতিদিবাতে পঞ্চধা কুম্ভকদ্বারাবায়ুর ধারণ করিবেক। এ দিন শব্দে পুর্ব্বোক্ত দিবাতে চারিবার বিংশতি বিংশতি সংখ্যায় কুম্ভক করিতে যে অনুশাসন করিয়াছেন, সে দিবা নহে, কুণ্ডলীর জাগরাবস্থাকে দিবা বলে, সেই দিবাতে পঞ্চ সংখ্যক বায়ু ধারণ করিবেক।

গতবারের শেষ।

শিবলিঙ্গাখ্যান॥

লিঙ্গানা মযুতং কৃত্বা পুজা রাজ ভয়ং হরেৎ।

সহস্রাধিচ্ছলিঙ্গানাং নিগড়াম্মোচয়েদ্ধ্রুবং।

ইতি বীরমিত্রোদয়ং।

একাযুত শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিলে রাজভয় হরণ হয়। সহস্র লিঙ্গ পূজায় নিগড় বন্ধন হইতে মুক্তি পায়।

কারাগৃহ বিমুক্ত্যর্থ মযুতং কারয়েদ্বুধঃ।
ডাকিন্যাদি ভয়েপঞ্চ সহস্রং কারয়ে তদা॥
সহস্রাণাং পঞ্চাশ দপুত্রোহি প্রকারয়েৎ॥

কারাগার স্থিত ব্যক্তির আশু বিমুক্তির নিমিত্তে দশ সহস্র লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করাইবেক। ডাকিনী প্রভৃতির ভয় হরণার্থে পঞ্চ সহস্র লিঙ্গপূজা করাইবেক। আর অপুত্র ব্যক্তি পুত্র লাভার্থে পঞ্চাশৎ সহস্র শিবলিঙ্গ পূজা করাইলে পুত্র প্রাপ্ত হয়॥

অনেনচ ক্রমাদ্দেবি লক্ষং যস্ত প্রপূজয়েৎ।
সর্ব্বাভীষ্ট ফলং দেবি লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥

লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্রং॥

এরূপ বিধানে ক্রমে যেব্যক্তি লক্ষলিঙ্গ পূজা করে, হে দেবি! সেব্যক্তি সমস্ত অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হয়, তাহাতে কোন সংশয় নাই॥

একীকৃত্য মহেশানি যুগলং নতুপূজয়েৎ।
একীকৃত্য মহেশানি দশপঞ্চশতানিচ॥
প্রত্যেকেনাথ বা দেবি বিল্বপত্রৈঃ প্রপূজয়েৎ॥
একৈকং পূজয়েল্লিঙ্গং যুগলং নতুপূজয়েৎ॥

একত্র করতঃ শিবলিঙ্গ দ্বয় পূজা করিবেক না। একত্র করিয়া দশ কি পাঁচ কি একশত লিঙ্গ পূজা করিতে পারে, অথবা এক এক করিয়া প্রত্যেকে বিল্লপত্র দ্বারা পুজা করিবার বিধি আছে। কিন্তু এক এক বার দুই২ শিবলিঙ্গ পূজা কখ নই করিতে পারে না॥

পুর্ব্বে যে ত্রিকালিন পূজা বিষয়ে দুই তিন লিঙ্গপূজা একত্র করিতে কহিয়াছেন। সে একধ্যানে পূজা করিবেক। এস্থলে এবচনের অর্থে পৃথক্২ ধ্যানে একত্রে বসাইয়া দুই শিবলিঙ্গ পূজা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এই বিশেষ বিধি হয়। কেননা একাসনে বসাইয়া পৃথক্ ধ্যানে দুই লিঙ্গ পূজায় অনিষ্ট ফলোৎপত্তি হয়॥

দরিদ্রোজায়তে দেবি যুগলস্তু পূজনাৎ।
তস্মাল্লিঙ্গ দ্বয়ং ভদ্রে কদাচি ন্নতু পূজযেৎ॥

যুগল শিবলিঙ্গ পূজনে দরিদ্রতা হয়, একারণ কদাচিৎ লিঙ্গ দ্বয় একত্রে পূজা করিবেক না। অনন্তর শিবপূজার অনুষ্ঠান নানা তন্ত্রোদ্ধৃত ও নানা পুরাণ সংহিতাদি হইতে উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিতেছি।

অথ শিবপূজা বিধিঃ॥

তীর্থমৃৎস্নাং সমাহৃত্য নির্ম্মায় লিঙ্গ মত্তুতং।
তীর্থাভাবে মহেশানি নদী মৃৎস্নাং শুচিস্মিতে॥
নদ্যভাবে মহেশানি ক্ষুদ্রস্য মৃত্তিকাং প্রিয়ে।
মৎস্যসূক্তং॥

শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণের নিমিত্ত তীর্থ হইতে মৃর্ত্তিকা হরণ করিবেক। তীর্থস্থান যদি নাপায় তবে নদী কুলোদ্ভব মৃত্তিকা লইবে। নদীর অভাবে ক্ষুদ্রানদী হইতে মৃত্তিকা লইয়া পুজা করিবেক॥

ক্ষুদ্রানদী লক্ষণ।

পর্ব্বত প্রভবা দেবি নদীনাম্নে ত্যুদাহৃতং।
এতদ্ভিন্না মহেশানি নদীক্ষুদ্রা ইতিপ্রিয়ে॥

হে প্রিয়ে! পর্ব্বত হইতে প্রভব হইয়াছে যে সকল জলাশয় তাহারাই নদী নামে খ্যাতা। তদ্ভিন্ন নদ্যরূপ জলাশয় সকলের নাম ক্ষুদ্রানদী জানিহ॥ ৫

নির্ঝরস্থন্তু দেবেশি মৃৎস্না সম্পৎ প্রদায়িনী।
তথাচৈব সরোৎপন্না নানা সুখ প্রদায়িনী॥
সর্ব্বাভাবে মহেশানি গোষ্পাদস্থাঞ্চ মৃত্তিকাং।
অথবা পরমেশানি যত্র চিত্তং প্রসীদতি।

নির্ঝর মৃত্তিকায় শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণে, হে দেবেশি! সেই লিঙ্গ সমস্ত সম্পৎ প্রদান করে। তদ্ভিন্ন সরোবরোৎপন্ন মৃত্তিকা নানাপ্রকার সুখ প্রদায়িনী হয়॥ এসকলের অভাবে গোষ্পদস্থা মৃত্তিকা, অথবা যে স্থলে চিত্ত প্রসন্ন হয়, সেই স্থলের মৃত্তিকা হরণ করতঃ নির্ম্মাণ করিবেক।

সুপীনং সুন্দরং রম্যং শর্করা বর্জ্জিতং সদা।
নির্ম্মায় পার্থিবং লিঙ্গং কুণ্ডলী সহিতং প্রিয়ে॥

মৃত্তিকা অতিপীন, এবং দৃশ্য সুন্দর, ও রমণীয় কঙ্করাদি বর্জ্জিত, শোভন মৃত্তিকা দ্বারা গৌরীপট্ট সহিত পার্থিব শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিবেক।

যোলিঙ্গং পরমেশানি সরুদ্রঃ পরমেশ্বরঃ।
কুণ্ডলী বেষ্টনী তস্য সা দেবী পরমেশ্বরী॥
শিবস্য পূজনাদ্দেবি দেবীদেবৌ চ পূজিতৌ।
একস্য পূজনাদ্দেবি দ্বয়োরেবপ্রপূজনং॥

হে পরমেশ্বরি! যে লিঙ্গ, সেই পরমেশ্বর, রুদ্ররূপী শিব। লিঙ্গ বেষ্টিতা যে কুণ্ডলী, সেই দেবী পরমেশ্বরী। অতএব শিব লিঙ্গ পূজাতেই দেবীদেব উভয়ই পূজিত হন। ইহার পর পূজকের ভাগ্য কি? এক দেবের পূজা করিলে দেবদেবীর পূজাকরা হয়।

ব্রাহ্মণাদি বর্ণভেদে মৃত্তিকাও বর্ণভেদে গ্রহণ করিবে, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। অনন্তর মৃত্তিকা হরণ মন্ত্রাদির বিশেষ কহিতেছি।

সং মন্ত্র্য মাতৃকা মন্ত্রৈ শ্চানুলোম বিলোমতঃ।
জপ্তাতু পরমেশানি দশধা পরমেশ্বরি॥

অনুলোম বিলোম দ্বারা মাতৃকা মন্ত্র দশধা জপ করতঃ লিঙ্গ নির্ম্মাণার্থ মৃত্তিকা গ্রহণ করিতে প্রার্থনা করিবে॥

ইতিমন্ত্রং জপিত্বা বৈ মৃৎস্নাং প্রার্থ্য বরাননে।
সর্ব্ব শক্তি ময়েদেবি মৃত্তিকে ত্রিদশেশ্বরি।
নির্ম্মায় পার্থিবং লিঙ্গং শিব পূজাং করোম্যহং।

ত্বয়িকামশ্চ ধর্ম্মশ্চ তৎক্রমে সত্যপীশ্বরি।
চতুর্ব্বর্গ প্রদাদেবি নানারত্ন বিভূষিতে।
ত্বাং বিনা পরমেশানি কুতোমোক্ষঃকুতঃসুখং।
অর্থকামশ্চ দেবেশি ত্বাং বিনা নহি জায়তে॥

হে বরমুখি! হেপার্ব্বতি! এই মন্ত্রজপ করিয়া মৃত্তিকা হরণার্থ পৃথিবীর নিকট প্রার্থনা করিবেক। হে সর্ব্বশক্তিময়ি! হে মৃত্তিকে দেবি! হে ত্রিদশেশ্বরি! তোমাকে গ্রহণ করতঃ পার্থিব লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া আমি শিবপূজা করিব। তোমাতেকাম তোমাতেধর্ম্ম,তোমাতেঅর্থ, তোমাতেই মোক্ষ, তুমি চতুর্ব্বর্গ প্রদায়িনী, তুমি নানারত্ন ভূষণা! তোমাবিনা ভোগসুখ ও মোক্ষসুখ কিছুই হয় না। বিশেষতঃ অর্থ ও অভিলাষ তোমা বিনা কদাচ পূরণ হয় না।

ওঁ হ্রীঁ মৃত্তিকে দুষ্কৃতিহরে হ্রীঁ ওঁ।
ইতিমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য গৃহ্নীয়া মৃত্তিকাং প্রিয়ে।
ওঁহরায় নম ইতি গৃহ্নীয়াদ্বা শুচিস্মিতে॥

এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মৃত্তিকা গ্রহণ করিবে, অথবা প্রণব পূর্ব্বক হরায় নম এই মন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করুক্ করিবে॥

অজ্ঞানাৎ পরমেশানি যোগৃহ্নীয়াত্তু মৃত্তিকাং।
বিফলা তস্য সা পূজা পার্থিব স্যচ লিঙ্গকে।

এমন্ত্র নাজানিয়া যে বক্তি মৃত্তিকা হরণ করে, তাহার পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজা বিফলা হয়॥

নির্ম্মাণং মাতৃকামন্ত্রে রোম্মহেশ্বরায় নমঃ।

উচ্চার্য্য মাতৃকামন্ত্রং শূলপাণে পিনাক ধৃক্।
ইহাগচ্ছ ইহতিষ্ঠ ইহ সুপ্রতিষ্ঠিতো ভব।
উচ্চার্য্য মাতৃকামন্ত্রং ততঃ প্রাণং নিযোজয়েৎ।

মাতৃকা মন্ত্রদ্বারা অথবা প্রণব পুর্ব্বক মহেশ্বরায় নমঃ। এই মন্ত্রে শিবলিঙ্গ গঠন করিবে। মাতৃকা মন্ত্রউচ্চারণ পুর্ব্বক, বা শূলপাণে পিনাক ধৃক্ এই মন্ত্রেই বা ইহাগচ্ছ২ ইহতিষ্ঠ২ ইহ সুপ্রতিষ্ঠিতো ভব, বলিয়া আবাহন করতঃ পুনর্ম্মাতৃকা মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবেক॥ যথা॥

প্রাণং নিযোজয়েদ্দেবি পার্থিবে শিবলিঙ্গকে।
প্রাণ প্রতিষ্ঠা মন্ত্রেণ কিম্বা প্রাণান্নিযোজয়েৎ।

পার্থিব শিবলিঙ্গে প্রাণযুক্ত করিবে। মাতৃকামন্ত্র দ্বারা প্রাণ প্রতিষ্ঠা, অথবা প্রাণপ্রতিষ্ঠা মন্ত্রদ্বারা লিঙ্গে প্রাণাপানাদি যোজনা করিবেক।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি পার্থিবং লিঙ্গ পূজনং।
তত্রাদৌ প্রীণয়েদ্দেবি গুরুদেব মনন্যধীঃ।
তোড়ল তন্ত্রং।

হে দেবি! শ্রবণ করহ। আমি পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজার অনুক্রম কহি। পূজার অগ্রে অনন্যবুদ্ধি হইয়া গুরুদেবের পূজা করতঃ শিবপূজানুষ্ঠান করিবেক॥

হরায় চ নমস্কারং মৃত্তিকা মাহরেৎ সুধীঃ।
মহেশ্বরায় নমস্কারং নির্ম্মায় বহু যত্নতঃ।
শূলপাণে ইহোচ্চার্য্য সুপ্রতিষ্ঠোভবেতি চ॥

অনেন মন্তুনা দেবি জীব ন্যাসং সমাচরেৎ।

হরায় নম বলিয়া মৃত্তিকা হরণ করিবে। সুধীপূজক, অনন্তর মহেশ্বরায় নম বলিয়া লিঙ্গনির্ম্মাণ করিয়া, শূলপাণে ইহ সুপ্রতিষ্ঠিতোভব বলিয়া আবাহন করিবেক। এবং শূলপাণে পিনাকধৃক্ বলিয়া শিবলিঙ্গে জীবন্যাস করিবেক॥

ভূতশুদ্ধিং মহেশানি প্রথমং পরিকীর্ত্তিতং।
ততস্তু মাতৃকা ন্যাসং কুর্য্যাৎ পরম যত্নতঃ।
প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা শিবং ধ্যায়েৎ শুচিস্মিতে।
লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্রং।

আদৌ ভূতশুদ্ধি করতঃ হেমহেশ্বরি। অনন্তর মাতৃকান্যাস যত্ন পূর্ব্বক করিবেক॥ মাতৃকান্যাসানন্তর তোড়ল তন্ত্রোক্ত শিবের ধ্যান করেক॥ যথা।

ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং। রজতগিরিনিভংচারুচন্দ্রাবতংসং
রত্নাকল্পো জ্জ্বলাঙ্গং পরশু মৃগবরা ভীতিহস্তং প্রসন্নং
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুত মমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিল ভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং॥

নিত্য মহেশ, মহেশ্বর শিবকে ধ্যান করি, শিবকিংভুত না, রজত পর্ব্বতন্যায় কান্তি বিশিষ্ট, ও মনোহর চন্দ্রমৌলী, এবং নানা রত্ন খচিত ভূষণে উজ্জলাঙ্গ, চতুর্ভুজ ঊর্দ্ধ দক্ষিণ হস্তে পরশু, বামহস্তে মৃগ, অধোদক্ষিণ হস্তে বর, বামহস্তে অভয়, অতি প্রসন্নরূপ, যোগ পদ্মাসনস্থ, চতুষ্পার্শে দণ্ডায়মান দেব গণ কর্ত্তৃক স্তুত, ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরীধান, বিশ্বের আদি, বিশ্বের বীজ স্বরূপ, পঞ্চানন ত্রিলোচন শিব, যাঁহাকে ধ্যান করিলে

সমস্ত প্রকার ভয় পলায়ন করে, অতএব তাঁহারনাম নিখিল ভয় হর ॥

মানসেনৈব শর্ব্বাণি মহাদেবং প্রপূজ্যচ
পুনর্ধ্যাত্বা মহেশানি শিবেপুষ্পং নিধায়চ।

হে মহেশ্বরি! মানসোপচার দ্বারা শিবের পুজা করিয়া, পুনর্ব্বার ধ্যান করতঃ শিব মস্তকে পুষ্প প্রদান করিয়া আবাহন করিবেক।

পিনাক ধৃক্ ইতি চোচ্চার্য্য ইহাবহ দ্বিধা বদেৎ।
ইহতিষ্ঠ ততোদ্বন্দ্বং সন্নিধেহি দ্বয়ং ইহ।
ইহসন্নি ততোরুদ্ধস্ব শব্দঞ্চ ততো বদেৎ।
যাবৎ পুজাং সমুচ্চার্য্য ততশ্চৈব করোম্যহং।
স্নানীয়ঞ্চ পশুপতি ওেযুতঞ্চ নমশ্চরেৎ।

পিনাক ধৃক্। ইবাবহ ২। ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ। ইহসন্নিধেহি২। ইহ সন্নিরুদ্ধস্ব অহং যাবৎ পুজাং করোমি। এই মন্ত্র দ্বারা আবাহন করিবেক। পশুপতয়ে নমঃ এইমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শিবলিঙ্গকে স্নান করাইবেক ॥

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
কৃতাজনহিতার্থায নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা ॥

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

☞ এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটীহইতে বন্টন হয়,

---

কলিকাতা পাতুরিয়াঘাটা মণ্ডলইষ্ট্রিটে ১২ সংখ্যক ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিতা হইল ॥

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নযনং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

২০ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৮১ সন ১২৬৬ সাল ২৯অগ্রহায়ণ ॥

আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানাবতরণ।

পুর্ব্বে যে মহাশয় হইতে এদেশের সংসারি লোকেরা ভ্রষ্ট ধর্ম্মস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞান চর্চ্চা করিতেছেন। সেই মহাশয় পুর্ব্বে ব্রহ্ম শাপে অভিশপ্ত হইয়া সর্ব্বধর্ম্ম বর্জ্জিত হন, সেবৃত্তান্ত অনেকেই অবগত নহেন, আমরা লোক পরম্পরা অবগত আছি,

একারণ সর্ব্ব সাধারণের উদ্বোধনার্থে তদ্বিবরণ ঘটিত প্রস্তাব প্রকটিত করিয়া লিখিতে বাধিত হইলাম ॥

অতিপূর্ব্বে এই উক্ত রায়মহাশয়, মহাশয়পদের বাচ্য হইয়া ছিলেন, দৈবপৈত্রকর্ম্মে সুনিষ্ণাত এবং যাগ যজ্ঞ ক্রিয়া কলা পাদিও যথাবিহিত বিধানে সম্পাদন করিতেন, এবং ইহাঁর দিগের পুরুষানুক্রমে বৈষ্ণবধর্ম্ম যাজন ছিল, ইহাঁর পিতা অতিধার্ম্মিক স্বীয় স্বভাব গুণে সকলেরই রঞ্জক ছিলেন। তদনু রূপ তৎপুত্র, এই রায় মহাশয়, যখন উত্তরাঞ্চলে দেও য়ানি কর্ম্মে বৃত হন, তখন তাঁহার সম্পূর্ণ যৌবন কাল। জনশ্রুতি আছে, যে তথায় তিনি প্রত্যহ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দিগের সহিত একত্রে উপবেশন করতঃ ঈশ্বরালাপেই নিয়ত কালাতিপাত করিতেন। যদিও তাঁহার যাবনিক শাস্ত্রে নিপু ণতা ছিল, তথাপি স্বজাতীয় শাস্ত্রালাপ করতঃ যেরূপ সুপ্রীত হইতেন, সেরূপ অন্য কোন শাস্ত্রালাপে প্রীতির আহরণ করিতেন না। এবং সেই সময়াবধি সংস্কৃত শাস্ত্রা লোচনা করাতে ক্রমশঃ ব্যাকরণাদি নানাশাস্ত্র পাঠ করিয়া এক প্রকার বিলক্ষণ সংস্কারবান হইয়া ছিলেন। দৈবাৎ কোন এক দিবস গৌরীনাথ নামক কোন এক বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণ, উক্ত রায় মহাশয়ের সভামধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন। সংস্কৃত শাস্ত্রেও তাঁহার কিঞ্চিৎ জ্ঞানছিল, এবং তিনি কুলা চারী ছিলেন, সুতরাং কুলাচার পরায়ণতা প্রযুক্ত আগম শাস্ত্রাঙ্গ নির্ব্বাণ তন্ত্র, কুলার্ণবতন্ত্র, ডামর, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মতন্ত্র,

প্রভৃতিতে ও সুন্দর ব্যুৎপন্ন, কুলধর্ম্মানুসারে সুরাপানও করি তেন। দৈবযোগে ঐ দিবস মদ্যপান করতঃ ঐ সভায় বসিয়া বক্তৃতা করেন, তন্মুখ বিনিঃসৃত সুরাগন্ধে সভাস্থ সকলে বিরক্ত হইয়া সচকিৎনয়নে ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে লাগিলেন। দেওয়ানজী মহাশয়, একে মহাবৈষ্ণব, তাহাতে সুরাগন্ধঘ্রাণে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিতেলাগিলেন। অরে! আমার এসভায সুরাপান করিয়া কে আসিয়াছে, তাহার মুখের ঘ্রাণ লইয়া সভাহইতে দূরীকৃত করহ। তদাজ্ঞানুসারে অনেক ব্রাহ্মণ উঠিয়া সকলেরই বদন ঘ্রাণ লইয়া অবশেষে ঐ গৌরীনাথ ঠাকুরের পরিচয় পাইলেন, যে এই মহাশয়ই সুরাপান করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের অপমান হইবে, এই আশঙ্কায রাযমহাশয়কে কহিলেন। মহাশয়! আমি নিশ্চয় অবধারণা করিতে পারিলাম না, যে কে সুরা পান করিয়াছে। তদ্বাক্য শ্রবণে তাহাকে অনেক ভর্ৎসনা করিয়া মহারোষাক্রান্ত চিত্তে আপনি স্বয়ং উত্থিত হইয়া ক্রমে সকলের মুখের ঘ্রাণ লইয়া ঐ ব্রাহ্মণের মুখে সুরাগন্ধ পাইয়া কহিলেন, অরে ভ্রষ্টব্রাহ্মণ! তুমি ব্রাহ্মণসন্তান হইয়া সুরাপান করিয়া থাক। যে ব্রাহ্মণ সুরাপান করে, তাহার অবশ্য ব্রহ্মণ্য হানি হয়, বিশেষতঃ আমি সুরাপের সহিত কদাপি আলাপমাত্র করি না, আলাপ করা থাকুক্, তাহার মুখাবলোকন করি না, ইহা কহিয়া বিবিধপ্রকার তিরস্কার করতঃ যথোচিত অপমান করিয়া সভাহইতে উঠাইয়া

দিলেন। তখন অপমানিত হইয়া গৌরীনাথের অত্যন্ত বিষন্ন বদন হইল এবং অপমানজন্য কিঞ্চিৎ ক্রোধের আহারণ করিয়া সর্ব্বজন সমাজে উচ্চৈঃস্বরে কহিতেলাগিলেন। দেওয়া নজী মহাশয়! আমি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণকরিয়াশাস্ত্রবিহিত বৈধপান করিয়া থাকি, তাহাতে যদি আপনার অসহ্য হয়, হউক্ কিন্তু তন্নিমিত্ত এই সভাতলে এ দীন ব্রাহ্মণের এত অপমান করা ভবদ্বিধ ব্যক্তির কর্ত্তব্য হয় না। যা করিলে, তা করিলে, উপায় কি? কেননা, আমি অতি দীন, কিন্তু দীনদয়াময়ী জগদম্বা যদি সত্য হন, তবে তোমাকে ইহশরীর ধারণেই অবৈধ মদ্যপান ও অমেধ্য মাংসাদি ভোজন অবিলম্বেই করিতে হইবেক, কেবল ইহাও নহে, বরং যবন ম্লেচ্ছান্ন ভক্ষণজন্য পতিত হইয়া দৈবপৈত্র কার্য্যে বঞ্চিত হইতে হইবেক। তোমাহইতে আমার বিশেষ বিবেক জন্মিল, সেই বিবেকনিমিত্তই সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম। ইহা কহিয়া ঐ গৌরীনাথ শর্ম্মা, শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর নগরীতে উপনীত হইয়া যথাবিধানে দণ্ডগ্রহণ করতঃ হরিহর তীর্থস্বামী নামে খ্যাত হইলেন। পরে বিশিষ্টরূপ সদ্গুরূপদেশে বেদান্ত শাস্ত্রে এক অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। তদ্ব্যতীত অন্যান্য বহুতর শাস্ত্রালোচনা করিয়া অত্যন্ত খ্যাতাপন্ন হইয়াছিলেন,কাশীধামে বেদান্ত বিচারে কেহই তাঁহাকে জয়ী হইতে পারিলেন না। একদা তাঁহার স্বীয় বুদ্ধিতে উপস্থিত হইল, যে আমার যদর্থে দণ্ডগ্রহণ করা হইয়াছে,

তাহার পরিশোধ করা কিছুই হইতেছে না, অতএব আমাকে এস্থানহইতে অতিশীঘ্র কলিকাতা নগরে গমন করিতে হইল। ইহা স্বচিত্তে নিশ্চিত অবধারণা করতঃ কলিকাতাভি মুখে তদ্দিনেই যাত্রা করিলেন। কিয়দ্দিবস পথিপর্য্যটন দ্বারা কলিকাতায় আসিয়া অন্বেষণা করতঃ উক্ত রায়মহাশয়ের উদ্যানে উপস্থিত হন। রায়মহাশয়ও দণ্ডাশ্রমী হরিহর তীর্থস্বামীকে দেখিয়া, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক স্বাগত সম্ভাষণে তাঁহাকে সন্তোষিত করিয়া, আপনি সুখী হই বার নিমিত্ত স্বীয় ভবনে আনিয়া অপূর্ব্ব পর্য্যঙ্কে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং পাদপ্রক্ষালন করিয়াদিলেন, এবং তচ্চরণাব সৃষ্ট জলবিন্দু ও আপনার শীরোপরি ধারণ করিয়া কৃতা র্থতা লাভ করিলেন। অতঃপর কিঞ্চিৎ আহার করাইয়া আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করণানন্তর, যামিনীযোগে সুযোগ বুঝিয়া শাস্ত্রালাপন করিতে লাগিলেন। অদ্বিতীয় পণ্ডিত তীর্থস্বামী, তাঁহার বদনকমল বিনির্গত মধুধারার ন্যায় শাস্ত্র বাক্যের প্রবাহ বহিতে লাগিল, চিত্তার্পিত চিত্ররূপ ন্যায় রায়মহাশয় নিস্পন্দ শরীরে শ্রবণ করিতে করিতে বিস্ময় সাগরে এককালিন মগ্ন হইয়াগেলেন। মনে মনে বিচার করিয়া দেখিলেন, যে ইহাঁর পর সাধু সুপণ্ডিত ব্যক্তি একাল পর্য্যন্ত কোথাও আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই, যদি ভাগ্যবশতঃ অনুগ্রহ করিয়া কৃতার্থ করিতে আসিয়াছেন, তবে ইহাঁকে অস্মৎ সন্নিহিত রাখিয়া কিছুদিন শাস্ত্রানুসন্ধান লওয়া

অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইল। ইহা বিবেচনা সিদ্ধ করিয়া অনেক ভক্তির সহকারে তাঁহাকে অপূর্ব্ব শয্যাতলশায়ী করিয়া আপনি গৃহান্তরে গিয়া শয়ন করতঃ সর্ব্বরীকে অতীতা করিলেন। এইরূপ প্রত্যাবধি শাস্ত্রালাপে পরিতৃপ্ত হইয়া তাঁহার নিকট বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন হরিহর তীর্থস্বামী স্বকার্য্য সাধনের বিলক্ষণ সুযোগ বুঝিয়া তাঁহাকে যথেষ্টাচার মার্গে আনিবার নিমিত্ত বেদান্তশাস্ত্রের স্বরূপার্থ অভিপ্রায়কে গোপন করতঃ বিপরীতার্থ নিষ্পাদন দ্বারা অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে উপদেশবৈগুণ্যে যথেস্টাচার বিধিকেই তাঁহার যথাবিহিত বেদোদ্দিত পথ বলিয়া অবধারণা হইয়া আসিতে লাগিল। পরে কুলার্ণব, ব্রহ্মজ্ঞান, নির্ব্বাণতন্ত্রাদির বাক্যের সহিত বেদান্তশাস্ত্রের একবাক্যতা ভানে উপদেশ দ্বারা মদ্যমাংসাদি ভোজন করাইযা পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞাকে কথঞ্চিৎ সফলাকরিলেন। অনন্তর ক্রমে ক্রমে যবন ম্লেচ্ছাদি জাতি ভেদের বহিষ্কৃত করিয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অন্তর করতঃ যথার্থ বেদবাহ্য ব্যবহারে সর্ব্বজাতির অন্ন, ও গোমাংসাদি অমেধ্য দ্রব্য ভোজন করাইয়া সংপুর্ণরূপে পাষণ্ডধর্ম্মে অধিষ্টিত করিয়া তুলিলেন। যখন দেখিলেন যে আর ইহার এ সংস্কার পরিত্যাগ করিবার সাধ্য নাই, তখন তাঁহাকে কহিলেন, ও দেওয়ানজী মহাশয়' আপনি আমাকে চিনিতে পারেন কি না? রায়মহাশয় কহিলেন, হেস্বামিন্। আমি আপনার

পূর্ব্বাশ্রমের পরিচয় গ্রহণ করিতে পারি নাই, বর্ত্তমান আশ্রম বিশিষ্টই আপনাকে দেখিতেছি। তীর্থস্বামী তদ্বোধার্থে কহিতেছেন। আমি সেই গৌরীনাথ শর্ম্মা, তোমার নিকট অপমানিত হইয়া দণ্ডগ্রহণ করিয়া, ইদানীং তীর্থস্বামী হই য়াছি। আমি কেবল সুরাপান করিতাম, কিন্তু তোমাকে হিন্দুধর্ম্মের বহিষ্কৃত ম্লেচ্ছপ্রায় করিয়া চলিলাম, কোন জন্মে আর তোমার গতি নাই, তোমারপ্রতি সকল দেবতাই রুষ্ট থাকিলেন, অবশেষে গঙ্গাদেবীও তোমাকে পরিত্যাগ করি বেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমি কৃতকার্য্য হইয়া তোমার নিকট হইতে বিদায় হইলাম। পরে রায় মহাশয়, নিরুপায় হইয়া অবশেষে "কৃতস্য করণং নাস্তীতি" বিধায় আপন ভ্রষ্টধর্ম্মকে প্রচার করিবার নিমিত্ত বিবিধ প্রকার উপায় সর্জ্জন করিতে লাগিলেন, তৎকালে এ নগরে সকললোকেই ধার্ম্মিক ছিলেন, কোন বর্দ্ধিষ্ঠ লোকমাত্রই তাঁহার সহিত আলাপ করিতেন না। অনন্তর দুষ্কুলজাত জনেক দুইজন বর্দ্ধিষ্ঠ লোকের সন্তানকে কুহকজালে আবৃত করিয়া কহিলেন, যে তোমরা বুদ্ধিমান। কিন্তু নির্ব্বোধের মত সকল কার্য্য কেন করহ। যে হিন্দুধর্ম্ম তোমাদিগকে হীন করিয়া রাখিয়াছে, সেই হিন্দুধর্ম্মের দাস্যে নিযুক্ত থাকিলে কখনই তোমাদিগের দৌষ্কুল্য আধির অপনয়ন হইতে পারি বেক না। অতএব আমার মত গ্রহণ করিয়া দৌষ্কুল্য দোষের মার্জ্জনার নিমিত্ত মৎকল্পিত বেদান্তানুযায়ি ব্রহ্মধর্ম্ম গ্রহণ

করিলে অত্যন্ত মান্য হইতে পারিবে। বিশেষতঃ হিন্দুবলিয়াও সকলে মান্য করিবে, অথচ যবন, ম্লেচ্ছাদির সহিত পান ভোজনও চলিবে, তাহাতে ক্রমে ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির সম্যক্ সম্ভাবনা। যেহেতু ম্লেচ্ছজাতি রাজা, তাহারা অনুগত বলিয়া নিতান্ত অবধারণ করিবেক। এরূপ বাক্য শ্রবণে তাঁহাদিগের নিশ্চয় অবধারণা হইল, যে আমরা মিথ্যা হিন্দুঅভিমান করি, হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার্থ যত্নে আমাদিগের কোন উপকার নাই। দেওয়ানজী মহাশযের উপদেশ আমাদিগের পক্ষে নিতান্ত হিতজনক বটে। কেননা, হিন্দুবলিয়া খ্যাত থাকিব, অথচ হিন্দুধর্ম্মাচারের সম্পর্ক রাখিব না। সকল জাতির সহিত পান ভোজন চলিলে, আর জাতিগৌরব কেহই করিবেক না। জাতি গৌরব লোলুপ্ত হইলে হীনজাতি বলিয়া আমাদিগকে তিরস্কার করিতে কেহ সাবকাশ প্রাপ্ত হইবেক না। সুতরাং আমরা পূর্ব্বাপবাদ দৌষ্কুল্য আধিহইতে নিশ্চয় পরিমুক্তহইব, বিশেষতঃ রাজগোষ্ঠীদিগের সহিত একত্রে পান ভোজন উপবেশনে তাহারা অবশ্যই আত্মীয়তাজালে আবদ্ধ হইবেক। কেননা, "স্বজাতৌ পরমাপ্রীতিঃশযনে ভোজনে সুখাদিতি,, স্বজাতীযাপ্রীতি যেমন চিত্তরঞ্জিকা তেমন বিজাতীয় প্রেম চিত্তরঞ্জক নহে। বিশেষতঃ রাজপুরুষের সহিত প্রীতি থাকিলে নানা প্রবন্ধে প্রভুত্বরূপে ধনাগমের সম্ভাবনা, ধন থাকিলে সকলকেই পাওয়াযায়, ধনের বশ জগৎ, ধনলোভে আত্মধর্ম্মপ্রতি কেহ দৃষ্টিপাত করে না, কুলবতীগণেও ধন

লোভে কুলে জলাঞ্জলি দেয়, অতএব আমাদিগের এইক্ষণে এই মতেই অবস্থান করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম, আমাদের বংশীয় প্রাচীন বর্গেরা এ তত্ত্ব বুঝিতে পারেন না, একারণ হিন্দুধর্ম্মানুরোধে দিন দিন অপকৃষ্ট রূপে পরিচিত হইতেছেন, আমরা আর সে অনুরোধেহিন্দুধর্ম্মরক্ষা করিব না,এক্ষণে বেদান্ত মতই গ্রহণীয়হইল,রায়মহাশয়েরপ্রবোধবাক্যেতাহাদিগেরমত ফিরিয়া গেল। অতএব নিশ্চয় জানিবেন, যে প্রথমতঃ তাঁহাদিগকে সেই মহাশয়ই ব্রহ্মধর্ম্মে আনয়ন করেন। এক্ষণে সেই সকল অসৎগোষ্ঠী বিবৃত হইয়া অসদ্ধর্ম্মীর পংক্তি পূরক হইয়া উঠিয়াছে। হা ? কাল ' তোমাহইতে বলবান্ কেহই নহে।

গতবারের শেষ।

সন্দেহনিরসন।

২ অংশঃ।

ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্নঃ। ভো ভগবন্! আপনার শ্রীমুখ কমল বিনিঃসৃত তত্ত্বকথামৃতপানে অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইলাম। অধুনা জিজ্ঞাস্য এই যে যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানানুষ্ঠান করণ যদি দণ্ডী পরমহংস পরিব্রাজকদিগের সহজ ধর্ম্ম হয়,তবে সংসারিদিগের পক্ষে কিরূপ অনুষ্ঠানকরিলে ব্রহ্মজ্ঞানানুষ্ঠানের ফল লাভ হয় হইবে তাহা আজ্ঞাকরেন,। হে কৃপালো ' আমি অত্যন্ত সন্দিহান হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি ॥

পরম হংসের উত্তর। অরেবৎস! সংসারাশ্রমের কর্ত্তব্যানুষ্ঠান যদি নিতান্ত শ্রবণেচ্ছু হইয়াথাক,তবে যথাবিহিত শাস্ত্র

সিদ্ধ মত প্রকাশ করিয়া কহিতেছি, উৎসুক হইয়া শ্রবণ করহ।

ভৃগুপ্রোক্তা মনুসংহিতা, ও যাজ্ঞবল্ক্যাদি সংহিতায় যেরূপ আজ্ঞাকরিয়াছেন, তদনুষ্ঠান করিলেই গৃহস্থ লোকে পরি মুক্তিপায়। যথা।-" ন্যায়াগতোধন স্তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠোঽতিথি প্রিয়ঃ। শ্রাদ্ধকৃৎ সত্যবাদীচ গৃহস্থোঽপি বিমুচ্যতে। ইতি,, সংসারে থাকিয়া ন্যায় পূর্ব্বক ধনোপার্জ্জন যে করে, আর তত্ত্বজ্ঞান নিষ্ঠ হয়, ও অতিথি সেবাপরায়ণ হয়, ও নিত্য নৈমি ত্তিক দৈবপৈত্র কর্ম্ম সম্পাদনকরে; এবং অসত্য বর্জ্জনপুরঃ সর নিয়ত সত্যবাক্য কহে, এমন গৃহস্থ ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞ যোগী দিগের আরাধ্য তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতঃ গৃহস্থিত হইয়াও পরিমুক্ত হয়। অতএব সংসার ধর্ম্মের ব্যাঘাত নাকরিয়া গৃহস্থ ব্যক্তি জ্ঞানানুষ্ঠান করিলে তত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ শব্দের বাচ্য হয়। গৃহী, বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী, যতি, এই আশ্রম চতুষ্টয়ের মধ্যে গৃহস্থাশ্রম পরম উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম হয়। কেমনা সকল আশ্র মের উৎপাদক গৃহস্থাশ্রম, বানপ্রস্থ যতি সন্ন্যাসী সকলেই গৃহীদিগের গৃহে সময়ে সময়ে আসিয়া অবস্থিতি করেন। সুতরাং সকল আশ্রমীর আশ্রয়ভূত যে আশ্রম,তাহাকে উত্ত মাশ্রম বলিয়া লোকে কে, না, অঙ্গীকার করিবে? এবং সর্ব্ব শাস্ত্রেই সংসারাশ্রমের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন করিয়া কহিয়াছেন।

যদি যথাবিধি সংসার ধর্ম্মের যাজন করিতে পারে, তবে সংসারে থাকিয়া না করিতে পারে কি? সংসার ধর্ম্ম রক্ষা

করা বড় কঠিন তর ব্যাপার। যদিও তাহার সম্যক্ অনুষ্ঠান সুসিদ্ধরূপে সম্পন্ন না হউক্, তথাপি কিয়ৎ কিয়ৎ অংশের অনুষ্ঠান করিলেও মোক্ষপদ লাভের সোপান বদ্ধ হয়। সংসারে থাকিয়া পরিশুদ্ধ বিধানে ধনাহরণ করিবে, যথাসাধ্য দান ও সংসারস্থ পোষ্যবর্গের পরি পালন করিবেক। যদ্যৎ সময়ে সন্ধ্যাবন্দন, শ্রাদ্ধতর্পণ, দেবব্রাহ্মণ, পূজনাদি করিতে হয়, তাহাতে বিস্মৃত হইবেক না। সত্যবাক্য কথন, ও সর্ব্ব জীবে দয়াপ্রকাশ, এবং নিমর্য্যাদ কর্ম্মে কদাচ রত থাকিবেক না। কালেকালে তীর্থস্নান, ব্রতনিয়মাদির পরিগ্রহ করিবেক। সৎপ্রতিগ্রহ করিবে,অসৎপ্রতিগ্রাহী হইবেক না। প্রয়োজনাতিরিক্ত অনিত্য বৈরতাদিতে কদাচ লিপ্ত থাকিবেক না। প্রতিবাসীদিগের চিত্তক্ষোভক ঔদাস্য প্রকাশ করিবেক না। পুত্র ভ্রাতুঃপুত্র ভাগিনেয় দৌহিত্রাদি, এবং ভগিনী, কন্যা, প্রভৃতি ও দাস দাসীত্যাদি অবশ্য পোষ্য ইহাদের ভরণ পোষণ দ্বারা প্রীণন্ করিতে কখন কুণ্ঠিত হইবেক না। বিশেষতঃ অনাথাভগিনী ও অনাথা কন্যার প্রতিপালন করিবে, এবং দীন দুঃখী জনের প্রতিপালন অবশ্য কর্ত্তব্য, অশক্ত হইলে ঔদাস্য বা অবজ্ঞা প্রদর্শন করিবেক না। এরূপ গৃহস্থব্যক্তি ভূতলে বাস করিলেও স্বর্গোপরিস্থরূপে পরিচিত হয়। এসকল কর্ম্ম যথাবিধানে সম্পাদন নাকরিয়া যে গৃহস্থ আত্মম্ভরি হয়, তাহার নাম মূঢ় গৃহস্থ, সেব্যক্তি ইহ লোক ও পরলোক উভয় লোকেই পরাজিত হয়। পরিবার

প্রতিপালন পরমধর্ম্ম, যদি এমত কেহ মনেকরে, যে প্রত্যর্থী কি অতিথি ভরণে অশক্ত হইয়া নিরর্থ পরিবার ভরণার্থ বৃথা পরিশ্রম করিয়া অকৃতার্থে ধনব্যয় হইতেছে। পরিবার ভরণে অযথার্থ ব্যয় বোধ করিও না, পরমেশ্বর সৃষ্ট জীবের ভরণ করিলেই ধর্ম্ম হয়। যদি আত্ম সম্বন্ধ পরিণত পরিবারস্থ জন বটে, তথাপি অন্নদানের ফল তাহাতে হয়, কেননা ক্ষুধাতুরে অন্নদান করিলে পরমেশ্বর পরিতুষ্ট হন। যথা। "দেয়া বিদ্যার্থিনে বিদ্যা দেয়মন্নং ক্ষুধাতুরে। ইত্যাদি,, শাস্ত্রে উক্ত করিয়াছেন, তাহাতে ক্ষুধাতুর পরিবারকে অন্ন না দিয়া অভ্যাগত ক্ষুধাতুর ব্যক্তিকেই যে অন্নদিবে, এবং তাহাতেই যে সুফল লাভ হইবে এমত বিধিনহে।

গতবারের শেষ।

শিবলিঙ্গাখ্যান।

বেদাদ্যং যোজয়েদ্দেবি ব্রাহ্মণঃ সাধকোত্তমঃ।
এতৎ পাদ্যং মহেশানি ষডক্ষর মনুং ততঃ।
নমস্কারং সমুচ্চার্য্য সর্ব্বং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ॥
লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্রং॥

নমঃশিবায়নমঃ। এইমন্ত্র প্রণব পূর্ব্বদিয়া ব্রাহ্মণেরা পূজা করিবেন। অর্থাৎ এতৎ পাদ্যংপ্রণব পূর্ব্ব নমঃ শিবায় নমঃ। শূদ্রাদিরা নমঃ পূর্ব্ব শিবায় নমঃ। বলিয়া উচ্চারণ করিলেই

পঞ্চাক্ষরে ষডক্ষর মন্ত্র সম্পূর্ণ হইবে। এইষড়ক্ষর মন্ত্র দ্বারাই পাদ্যাদি সমস্ত বস্তু নিবেদন করিবেক ॥

অথপ্রাসাদমন্ত্রোদ্ধার।

নকুলীশং সমুদ্ধৃত্য মনুস্বর বিভূষিতং।
বিন্দুনাদ কলাযুক্তং প্রাসাদাখ্যং মহেশ্বরং ॥

নকুলীশ উদ্ধার করতঃ মনুস্বর যুক্ত করিবে। তাহাতে পুনর্ব্বার চন্দ্রবিন্দু যুক্ত করিলেই প্রাসাদ বীজ হয়। প্রাসাদবীজ সাক্ষাৎ মহাদেব, প্রাসাদ বীজ পূর্ব্ব নমঃশিবায উচ্চারণ করিলেও ষড়ক্ষর মন্ত্র হয।

নকুলীশ শব্দে আগমে হকার বলে, মনুস্বর শব্দে ঔকার। তাহাতে চন্দ্রবিন্দুযুক্ত। (হ ঔ ঁ। এইমন্ত্রের প্রত্যেকাক্ষর, একত্র সংযত হইলেই প্রাসাদ বীজ হয় ॥

ষড়ক্ষরমন্ত্রোদ্ধার।

নমস্কারং সমুদ্ধৃত্য বান্তং নেত্র সমন্বিতং।
বারুণং মুখবৃত্তঞ্চ বায়ুং ললাট সংযুতং।
অমুং পঞ্চাক্ষরং মন্ত্রং পঞ্চাম্নায ফলপ্রদং।
প্রণবাদি র্যদাদেবি তদামন্ত্রঃষডক্ষরঃ ॥

আদৌ নমঃশব্দ উদ্ধার করতঃ পরে বান্তশব্দে নেত্রযুক্ত করিবে। অনন্তর বারুণোদ্ধার করিয়া মুখবৃত্তে অন্বিত করিবেক। তদনন্তর বায়ু বীজ লইয়া পঞ্চাক্ষর মন্ত্রহয়, যখন পূর্ব্বে প্রণব যোগ করিবে, তখন এইমন্ত্র ষড়ক্ষর হইবে।

(নমঃশিবায়) অর্থাৎ (নমঃ) শব্দস্বরূপাকার,বাস্তুশব্দে (শ) নেত্রশব্দেপ্রথমোচ্চারণে দক্ষিণ চক্ষু (ই)। বারুণশব্দে বরুণ বীজ(ব)।মুখবৃত্তশব্দে (আ)। বায়ুবীজশব্দে (য) এইপঞ্চা ক্ষর।এতদ্ব্যতীত নবাক্ষর মন্ত্র অতিপ্রশস্ত এবং গোপনীয় হয়।

প্রাসাদাখ্যং সমুদ্ধৃত্য অর্দ্ধনারীশ্বরায় চ।
পুনঃ প্রাসাদ মুদ্ধৃত্য মন্ত্রং পরম গোপনং॥

প্রাসাদ বীজ উদ্ধার করিয়া অর্দ্ধনারীশ্বরায শব্দোচ্চারণ করিবেক। পুনর্ব্বার অন্তে প্রাসাদ মন্ত্র উচ্চারণ করিলে নবা ক্ষর মন্ত্র হয়। যথা। (হৌঁ) অর্দ্ধনারীশ্বরায (হৌ)এইমন্ত্রঅতি গোপনীয শিবের অত্যন্ত প্রিয় হয়।

অস্য মন্ত্রস্য মাহাত্ম্যং মূর্দ্ধাম্নায়ে মযোদিতং।
এবং বহুবিধাকারং বিগ্রহং মে নগাত্মজে।
পূজয়িত্বা মহেশানি চাষ্টমূর্ত্তিঃ প্রপূজয়েৎ।

হে পার্ব্বতি। এইমন্ত্রের যে কি মাহাত্ম্য, তাহাআমি উদ্ধা ম্নায় তন্ত্রে প্রকাশ করিয়া কহিয়াছি। এইরূপ অনেক প্রকার আমার মন্ত্রময় শরীর আছে, তাহার একমন্ত্র দ্বারা পুজাকরি লেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়। যথা। তন্ত্রান্তরে (যাবন্তঃ পাংশবো ভূমে স্তাবন্তং মে সমীরিতং। একৈকং তন্ত্র মন্ত্রাণাং ভুক্তিমুক্তি ফলপ্রদঃ। পৃথিবীর যতরেণু তদনুসংখ্যায় আমি মন্ত্র কহি য়াছি, সেই সকল মন্ত্রের মধ্যে একএকমন্ত্র সমস্ত ভোগমোক্ষ প্রদান করিতে পারে। অতএব মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক গন্ধপুষ্প নৈবেদ্যাদি দানান্ত পুজা করিয়া অনন্তর আমার অষ্টমূর্ত্তির পুজা করিবেক।

সর্ব্বোভব স্তথারুদ্র উগ্রো ভীমঃ পশোঃপতিঃ।
মহাদেবশ্চ ঈশান ওঁযুতং কুরু যত্নতঃ।
ক্ষিতিং জলং তথাচাগ্নিং বায়ুঞ্চাকাশ মেবচ।
যজমানং তথাসোমং সূর্য্যঞ্চ মূর্ত্তিনা সহ।
সর্ব্বত্র ওঁযুতংকৃত্বা পূজয়েৎ সাধকোত্তমঃ॥

সর্ব্ব, ভব, রুদ্র, উগ্র, ভীম," পশুপতি, মহাদেব, ঈশান, এই অষ্টনাম, ইহাঁদের মূর্ত্তি, ক্রমে কহি। পৃথিবী,জল, অগ্নি, বায়ু আকাশ, যজমান, সোম, সূর্য্য। প্রণবাদি নমোন্ত করতঃ পূজক চতুর্থ্যন্তে প্রত্যেকে অর্চ্চনা করিবেক। যথা। সর্ব্বায় ক্ষিতি মূর্ত্তয়ে নমঃ। ভবায় জল মূর্ত্তয়ে নমঃ। রুদ্রায় অগ্নি মূর্ত্তয়ে নমঃ। উগ্রায় বায়ু মূর্ত্তয়ে নমঃ। ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ। পশুপতয়ে যজমান মূর্ত্তয়ে নমঃ। মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ। ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ। ইত্যাদি প্রণব পূর্ব্বক পূজা কবিবেক। যজমান শব্দে আত্মা। যথামহিম্নস্তুতৌ। ত্বমাপ স্ত্বং ব্যোম স্ত্বমুধরণিরাত্মা হুতবহ ইত্যাদি। সুতরাং যজমান মূর্ত্তির নাম আত্মা॥

মূর্ত্তয়োঽষ্টৌ শিবস্যৈতাঃ পূর্ব্বাদি ক্রম যোগতঃ।
আগ্নেয়ান্তাঃ প্রপূজ্যাস্তা বেদ্যাং লিঙ্গে শিবং যজেৎ।

এইশিবের অষ্টমূর্ত্তি বেদীতে অর্থাৎ গৌরীপট্টে পূর্ব্বাদি ক্রমে অগ্নিকোণান্ত পূজা করিবেক, সোম সূত্র লঙ্ঘন করিবেক না, অর্থাৎ লিঙ্গের উত্তর সোমসূত্র, বেদীমধ্যে লিঙ্গে শিবের অর্চ্চনা করিবেক।

অষ্টোত্তর সহস্রং বা শতং বা প্রজপেত্ততঃ।
ওঁ গুহ্যাতি গুহ্য গোপ্তাত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু মেদেব ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর। তৎপ্রসাদাত্ত্বয়ি
স্থিতে॥ইতিদ্বিপাঠঃ।

অনন্তর অষ্টোত্তর সহস্র বা শত জপ করিবেক। মন্ত্রপাঠ করিয়া গুহ্যাতিগুহ্য ইত্যাদি। জপসমাপন করিবে। হে শিব! তুমি গোপন হইতে অতি গোপন, এবং সর্ব্বত্র রক্ষাকর্ত্তা, আমার কৃত এই জপ গ্রহণ করহ। হেদেব! তোমারপ্রসাদে আমার এইজপ সিদ্ধি হউক্। দ্বিপাঠে তোমাতে স্থিতির নিমিত্তে সিদ্ধি হউক্॥

ততস্তোত্রং সমাদায় জপঞ্চৈব সমর্পয়েৎ।
মুখবাদ্যং ততঃকৃত্বা চাষ্টাঙ্গং প্রণমেৎ সুধীঃ।
সংহারেণ মহাদেব ক্ষমস্বেতি বিসর্জ্জয়েৎ॥

অনন্তর স্তবপাঠ করতঃ মহাদেবের দক্ষিণ হস্তে জপ সমর্পণানন্তর গালবাদ্য করতঃ সুধী সাধক অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবেক। তৎপরে সংহার মুদ্রাদ্বারা ‘মহাদেব ক্ষমস্ব,, বলিয়া বিসর্জ্জন করিবেক। এই শিব পূজার বিধিতন্ত্র সম্মত উক্ত করিলাম, অনন্তর পূজানুক্রমণিকা রূপ সূত্র কহিতেছি।

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি সূত্রংপরম গোপনং।
হরো মহেশ্বর শ্চৈব শূলপাণিঃ পিনাকধৃক্।
পশুপতিঃ শিবশ্চৈব মহাদেব ইতিক্রমাৎ।
অষ্টমূর্ত্তি স্ততোদেবি পূজয়েৎ সাধকোত্তমঃ।

ততোজপে মহোনি মুখবাদ্য ততঃপরং ॥

অনন্তর পূজানুক্রমণিকা সূত্র কহিতেছি। হর, মহেশ্বর, শূল পাণি, পিনাকধৃক্, পশুপতি, শিব, মহাদেব, এইক্রমে মন্ত্রা. অক নাম। অনন্তর অষ্টমূর্ত্তি পূজা,পরেজপ,তদনন্তর মুখবাদ্য করিবে ॥

মৃদাহরণং সংঘট্টং প্রতিষ্ঠা তদনন্তরং।
স্থাপনং পূজনঞ্চৈব বিসর্জ্জন মিতি ক্রমাৎ।

হরায় মৃদাহরণ, মহেশ্বরায় সংগঠন, শূলপাণে প্রতিষ্ঠা,ধ্যান, ও পিনাক ধৃক্ আবাহন,পশুপতয়ে স্নানীয়,শিবায় পূজন,মহা দেব বিসর্জ্জন। অষ্টমূর্ত্তির পূজা জপ মুখবাদ্য প্রণামাদি ॥

গতবারের শেষ।

যোগসমুচ্চয়।

সশৈল বনধাত্রীণাং যথা ধারোঽহি নায়কঃ।
সর্ব্বেষাং হটতন্ত্রাণাং তথা ধারাহি কুণ্ডলী। ইতি ॥
গ্রহযামলং ॥

যেমন সপর্ব্বত বন পৃথিবীর আধার ভূত অহিনায়ক অনন্ত। সেই রূপ সমস্ত যোগের আধার ভূতা কুণ্ডলীশক্তি হয়েন ॥

সুপ্তাগুরু প্রসাদেন যদা জাগর্ত্তি কুণ্ডলী।
তদাপদ্মানি সর্ব্বাণি ভিদ্যন্তে গ্রন্থয়োঽপিচ।

গুরুপ্রসন্নতাতে প্রসুপ্তা কুণ্ডলী দেবী যখন জাগ্রতা হন্।

তখন সমস্ত ষট্‌চক্রান্তর্গত পদ্মগ্রন্থি সকল ভেদ হইয়া যায়। অর্থাৎ সুসুম্নার ছয়গ্রন্থি মুক্ত হইয়া অধোমুখস্থ পদ্মসকলঊর্দ্ধ মুখ হয়। সুতরাংসুসুম্না নাড়ী সরলা হইলে তাহার ছিদ্র পরিষ্কার হয়। তন্ত্রান্তরেও কহিয়াছেন। "সুসুম্না গ্রন্থি সংস্থানি ষট্‌ চক্রাণি মনীষিণ ইত্যাদি ,, বুদ্ধিমান পণ্ডিতেরা সুসুম্নার গ্রন্থিস্থিত ষট্‌চক্র বলিয়া থাকেন। সমস্ত চক্রস্থপদ্ম, প্রবৃত্তি পথাবলম্বনে অধোমুখ, জ্ঞান দশায় নিবৃত্তি মার্গস্থ যোগীর ধ্যান যোগে সমস্ত ঊর্দ্ধমুখ হয়। ঊর্দ্ধমুখ হইলেই সুসুম্না সরলা হয়, কিন্তু প্রাণায়াম রূপ জপযজ্ঞ দ্বারা কুণ্ডলী শক্তিকে জাগাইতে না পারিলে সুসুম্নার পথ সরল হয় না।

প্রাণস্য শূন্য পদবী যদা রাজপথায়তে।
তদা চিত্তং বিনালম্বং তদা কালস্য বঞ্চনং।

যখন প্রাণের শূন্য পথ যে সুসুম্না ছিদ্র, সেইপথ লৌকিক রাজপথের ন্যায় হয়। অর্থাৎ অনায়াসে প্রাণের গমনাগমন হইতে পারে। তখন চিত্তবিনা অবলম্বনে স্থির থাকিয়া কালের বঞ্চনা করে, অর্থাৎ কালের পরিসংখ্যা হয় না, কুম্ভক বলে পরমায়ু স্থির থাকে, যেমন বয়সে কুণ্ডলী ঊর্দ্ধগামিনী হয়েন, সাধক আকল্প পর্য্যন্ত সেই বয়সেই স্থির থাকে।

সুসুম্না শূন্যপদবী ব্রহ্মরন্ধ্রং মহাপথঃ।
শ্মশানং শংখিনীমধ্যে মার্গশ্চেত্যেক বাচকঃ॥

সুসুম্নার নাম শূন্যপথ, ব্রহ্মরন্ধ্রের নাম মহাপথ, শিরস্থিতা শংখিনী নাড়ীর মধ্যে মহাশ্মশান, তাহাকেই মধ্যমার্গ কহে।

যদিও তিনপথের কথা উল্লেখিত হইল, কিন্তু পথশব্দ এক বাচক হয়। অর্থাৎ সুসুম্নারই শাখানুশাখা রূপ সমস্ত পথের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যেমন লৌকিক দৃষ্টান্তে এক রাজপথ বহুদেশকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, কিন্তু জীবেরা যে দেশে যখন যায়, তখন সেই দেশের রাজপথ তাহাকে কহিয়া থাকে। রাজপথায়তে ইতি শব্দে সুখ গমন যোগ্য হয়।

তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন প্রবোধয়িতু মীশ্বরীং॥
ব্রহ্মরন্ধ্র মুখে সুপ্তাং মুদ্রাভ্যাসং সমাচরেৎ॥

একারণ সমস্তপ্রকার যত্নদ্বারা ব্রহ্মরন্ধ্রমুখে প্রসুপ্তা পরমেশ্বরী কুণ্ডলী দেবীকে জাগ্রতা করিবার নিমিত্ত মুদ্রাভ্যাস করিবেক।।

অথ মুদ্রাসংখ্যা।

মহামুদ্রা মহাবন্ধো মহাবেধশ্চ খেচরী।
উড্ডীযানং মূলবন্ধো বন্ধোজালন্ধরাভিধঃ॥
করণং বিপরীতাখ্যং বজ্রিনী শক্তি চালনং।
ইদন্তু মুদ্রাদশকং জরামরণ নাশনং।

মহামুদ্রা, মহাবন্ধমুদ্রা, মহাবেধমুদ্রা, খেচরীমুদ্রা, উড্ডীয়ানমুদ্রা, মূলবন্ধমুদ্রা, জালন্ধরাখ্যমুদ্রা, বিপরীতকরণাখ্য মুদ্রা, বজ্রিনীমুদ্রা, শক্তিচালনমুদ্রা, ইত্যাদি দশমুদ্রা সাক্ষাৎ যোগসিদ্ধি প্রদায়িনী, সাধকের জরামরণাদি বিনাশিনী হয়।

দেবেশি কথিতং দিব্য মষ্টৈশ্বর্য্য প্রদায়কং।
বল্লভং সর্ব্বসিদ্ধানাং দুর্ল্লভং মরুতা মপি।
গোপনীয়ং প্রযত্নেন যথারত্ন করণ্ডকং।
কস্যচিন্নৈব বক্তব্যং কুলস্ত্রী সুরতং যথা॥

হে দেবেশি! অনিমা লঘিমা ইত্যাদি অষ্টৈশ্বর্য্য প্রদায়ক এই মুদ্রাদশক কথিত হইল। এই বন্ধ সমস্ত সিদ্ধগণের বল্লভ হয়, মরুতাং অর্থাৎ মরুতাশিযোগীদিগের অতি দুর্ল্লভ, অতি গোপনীয কাহাকেও বক্তব্য নহে। যেমন রত্নের করণ্ড অর্থাৎ পেটরা ও কুলস্ত্রী রমণ, গোপন করিতে হয়, সেইরূপ গোপন করিয়া রাখিবেক॥

অথ মহামুদ্রা।

মহামুদ্রাং প্রবক্ষ্যামি ভৈরবোক্তাং সমাদরাৎ।
পার্ষ্ণিং বামস্য পাদস্য যোনিস্থানে নিযোজয়েৎ।
প্রসার্য্য দাক্ষণং পাদং হস্তাভ্যাং ধারয়েদ্দৃঢ়ং।
চিবুকং হৃদয়েন্যস্য পূরয়েদ্বায়ুনা পুনঃ।
কুম্ভকেন যথাশক্ত্যা ধারয়িত্বাচ রেচয়েৎ।
বামাঙ্গেন সমভ্যস্য দক্ষিণাঙ্গেন চাভ্যসেৎ।
প্রসারিতস্তু যঃ পাদস্তমুরূপরি বিন্যসেৎ॥ ইতি॥
দত্তাত্রয়ং।

ভগবান্ দত্তাত্রেয় শিষ্য প্রবোধনার্থ কহিতেছেন। হে প্রিয় শিষ্য! আমি তোমাকে শিবোক্তা মহামুদ্রা কহিতেছি, সাবধানে শ্রবণ করহ। বামপাদে পার্ষ্ণি অর্থাৎ গুল্ফারি যোনি

স্থানে নিযুক্ত করতঃ দক্ষিণ পাদকে প্রসারণ করিবেক। পুনঃ প্রসারিত দক্ষিণ পাদকে দুইহস্তে দৃঢ়তররূপে ধারণ করিয়া হৃদয়ে চিবুক অর্থাৎ দাড়ি রাখিয়া বায়ুদ্বারা উদর পুরণ করিবেক। যথাশক্তি কুম্ভকদ্বারা ধারণ করতঃ পুনঃ রেচন করিবেক। এইরূপ বামাঙ্গদ্বারা কুম্ভকাভ্যাস হইলে, পুনর্ব্বার দক্ষিণাঙ্গে অভ্যাস করিবেক। যে পাদপ্রসারিত করিবে, সেই পাদ উরুর উপরিভাগে রাখিবেক।

পাদমূলেন বামেন যোনিং সংপীড্য দক্ষিণং।
পাদংপ্রসারিতং কৃত্বা করাভ্যাং ধারয়েদ্দৃঢ়ং।
কণ্ঠেবক্ত্রং সমারোপ্য ধারয়েদ্বায়ু মূর্দ্ধতঃ। ইতি।

গ্রহযামলং॥

দত্তাত্রেয় যেরূপ কহিয়াছেন,গ্রহযামলেও সেইরূপ উক্ত হইয়াছে। যথা বামপাদ মূলদ্বারা যোনিদেশকে আপীড়ন করতঃ দক্ষিণ পাদকে প্রসারিত করতঃ করদ্বয়দ্বারা সুদৃঢ় রূপে ধারণ করিবেক। এবং কণ্ঠদেশে মুখসংস্থাপন করতঃপুরিত বায়ুকে ঊর্দ্ধে ধারণ করিবেক।

যথাদণ্ডাহতঃসর্পো দণ্ডাকারঃ প্রজায়তে।
ঋজ্বীভূতা তথাশক্তিঃ কুণ্ডলী সহসাভবেৎ।
তদাসৌ মরণাবস্থা জায়তে দ্বিপুটাশ্রিতা।
অতঃ শনৈঃ শনৈরেব রেচয়েন্নতু নবেগতঃ।
ইয়ংখলু মহামুদ্রা তবস্নেহাৎ প্রকাশ্যতে॥

এইমহামুদ্রা অতি কঠিনসাধ্য অর্থাৎ মহামুদ্রাকালে পুরিত

বায়ুকে হটাৎ বেগে ত্যাগ করিবেক না, তাহাতে সাধকের মহাহানি হয়। যথা। যেমন দণ্ডাহত হইলে সর্প দণ্ডাকার হয়, সেইরূপ দণ্ডস্বরূপ বায়ুর আঘাতে কুণ্ডলীশক্তিও সহসা সরলা দণ্ডাকারা হয়। তাহা হইলে সাধকের দ্বিপুটাশ্রিতা অর্থাৎ পূরক রেচকের মধ্যস্থিত কুম্ভকে সাধকের হটাৎ মরণাবস্থা উপস্থিত হয়। সুতরাং অবিধান যোগে যোগভ্রষ্ট হইয়া যায়। এইহেতু অল্পে অল্পে বায়ু ত্যাগ করিবে, বেগে ত্যাগ করিবেকনা। অতএব হে পার্ব্বতি। আমি তোমার স্নেহপাশে নিশ্চিত আবদ্ধ হইয়া এই মহামুদ্রা প্রকাশ করিয়া কহিতেছি।

অথমহামুদ্রার ফল।

মহাক্লেশাদয়ো দোষাঃ ক্ষীয়ন্তেমরণাদয়ঃ।
মহামুদ্রাতু তেনৈব সমাখ্যাতা মহেশ্বরি।
চন্দ্রাঙ্গেন সমভ্যস্য সূর্য্যাঙ্গেন সমভ্যসেৎ।
যাবৎ সংখ্যাভবেত্তুল্যা ততোমুদ্রাং বিসর্জ্জয়েৎ।
নহিপথ্য মপথ্যম্বা রসাঃ সর্ব্বেপি নীরসাঃ।
অপিভুক্তং বিষংঘোরং পীযূষ মিব জীর্য্যতি।
ক্ষয় কুষ্ঠ গুদাবর্ত্ত গুল্ম প্লীহ পুরোগমাঃ।
তস্য দোষাঃ ক্ষয়ংযান্তি মহামুদ্রাঞ্চ যোভ্যসেৎ।
কথিতেয়ং মহামুদ্রা জরামরণ নাশিনী।
গোপনীয়া প্রযত্নেন নদেয়া যস্য কস্যচিৎ॥

হে পার্ব্বতি। অনন্তর মহামুদ্রাভ্যাসের ফল শ্রবণ করহ। মরণাদিমহাক্লেশ সকল তদভ্যাসে ক্ষয় পায়। একারণ ঐ মুদ্রা

মহামুদ্রা নামে খ্যাতা। প্রথম বামাঙ্গে অভ্যাস করিয়া পরে দক্ষিণাঙ্গে অভ্যাস করিবেক। উভয়াভ্যাস সংখ্যানুসারে তুল্যকাল হইলেপর মুদ্রাকে বিসর্জ্জন করিবে, অর্থাৎ তখন বিরাম করিবেক। এই মহামুদ্রা মহা প্রভাবশালিনী, ইহাতে পথ্য কি অপথ্য, সরস কি নিরস, দ্রব্য ভোজনের বিচার নাই, আহার করিলেই জীর্ণ হয়। অন্যাপরে কা কথা। যদি মুদ্রা সাধক ঘোরতর কালকূটাদি সুতীক্ষ্ম বিষ ভোজনও করে, তথাপি মুদ্রাপ্রভাবে ঐ বিষ অমৃতন্যায় জীর্ণ হয়। যে ব্যক্তি মহামুদ্রাভ্যাস করে তাহার ক্ষয়রোগ, কুষ্ঠরোগ, ভগন্দর, গুল্ম প্লীহাদি উৎকট২ রোগ সকল বিনাশ প্রাপ্ত হয়। জরা মরণ নাশিনী এই মহামুদ্রা, আমি তোমাকে কহিলাম। এ মুদ্রাকে অতি যত্নেরদ্বারা গোপন করিয়া রাখিবে, যাকে তাকে উপদেশ করিবেক না॥

অথ মহাবন্ধ।

অন্যমেব মহাবন্ধো মুদ্রাং বদ্ধা যমভ্যাসেৎ।
মহদ্বন্ধস্থিতো ভূমৌ স্ফিচৌ সংতাড়যেৎ শনৈঃ।
অয়মেব মহাবন্ধঃ সিদ্ধৈরভ্যস্যতে নরৈঃ॥

অন্য মহাবন্ধ, উপরিউক্ত মুদ্রাবন্ধন করিয়া উভয়পার্শ্ব ভূঃ প্রদেশে তাড়ন করতঃ অল্পে অল্পে অভ্যাস করিবে। এই মহাবন্ধ সিদ্ধ মনুষ্যের দ্বারা অভ্যস্য হয়।

পার্ষ্ণিং বামস্য পাদস্য যোনিস্থানে নিযোজয়েৎ।
বামোরূপরি সংস্থাপ্য দক্ষিণং চরণং তথা।
পুরয়িত্বা মুখবায়ুং হৃদয়ে চিবুকং দৃঢ়ং।

নিষ্পীড্য যোনি মাকুঞ্চ্য মনোমধ্যে নিযোজয়েৎ।
রেচয়েচ্চ শনৈরেব মহাবন্ধোঽয় মুচ্যতে॥

বামপাদের পার্ষ্ণি যোনিস্থানে সংস্থাপন করতঃ বামউরুর উপর দক্ষিণ চরণ রাখিয়া এবং দৃঢ়রূপে চিবুক হৃদয়ে নিযোজন দ্বারা মুখেতে বায়ু পূরণ করিবেক। শরীরকে কুঞ্চিৎ করতঃ যোনিদেশকে নিষ্পীড়ন করিয়া মনকে মধ্যস্থানে সংস্থাপন করিবেক, অর্থাৎ নাসাগ্রে দৃষ্টিপূর্ব্বক মনকে নিশ্চল করিবেক। অনন্তর অল্পে অল্পে বায়ু রেচন করিবেক, ইহাকেই মহাবন্ধ বলিয়া উক্ত করেন।

অথ মহাবন্ধের ফল।

অয়ংযোগী মহাবন্ধং মহাসিদ্ধি প্রদায়কং।
বামাঙ্গঞ্চ সমভ্যস্য দক্ষাঙ্গে পুনরভ্যসেৎ।
অযঞ্চ সর্ব্বনাড়ীনা মূর্দ্ধংগতি নিরোধকঃ।
ত্রিবেণী সঙ্গমংধত্তে কেদারং প্রাপয়েন্মনঃ॥
প্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
কৃতাজনহিতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

মহাসিদ্ধিপ্রদায়ক এই মহাবন্ধ হয়। ইহাকে পূর্ব্ববৎ বামাঙ্গে অভ্যাস করিয়া, পুনর্ব্বার দক্ষিণাঙ্গে অভ্যাস করিবেক। এই মহাবন্ধ নাড়ীসকলের ঊর্দ্ধগতি নিশেধক। এই বন্ধ ত্রিবেণী সঙ্গম প্রয়াগাখ্যা ধারণ করে, সাধকের মনকে নিশ্চিত কেদারাখ্য বিন্দুস্থানে প্রাপ্ত করায়।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্তা।

☞ এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটীহইতে বন্টন হয়,

---

কলিকাতা পাতুরিয়াঘাটা মণ্ডলইষ্ট্রিটে ১২ সংখ্যক ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিতা হইল॥

২ কল্প ১৭ খণ্ড

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি ৰ্ব্বদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

---

২১ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৮১ সন ১২৬৬ সাল ২৯ পৌষ ॥

ধর্ম্মোনিত্যঃশাশ্বতোয়ং পুরাণঃ।

ইহসংসারে সুখ, এবং দুঃখ, এই উভয়ই অনিত্য। কেবল ধর্ম্মই নিত্য, অজর, অমর, ধ্রুব, অচল, শাশ্বত, সনাতন জগৎ পাতা স্বয়ংজ্যোতি, দেদীপ্যমান্ আছেন। কিন্তু কেমন যুগের মহাত্ম্য ধর্ম্মকে নিত্যবলিয়া জনচিত্তে ক্ষণকাল মাত্র বিশ্বাস

হয় না। শুদ্ধ ঐহিক সুখ সম্ভোগজন্য অগণ্য ক্লেশরাশিকে অবিরত বহন করিতেছে। সংসারে থাকিয়া যেকোনরূপে কিঞ্চিৎ অর্থের উপার্জ্জন করিয়াই কৃতার্থতা স্বীকার করে। ধনাশপরতন্ত্রতা প্রযুক্ত পরলোক চিন্তায় পরাঙ্মুখ হইয়া কতই বা দম্ভ করিয়া থাকে। এবং ধনোন্মত্তায় একেবারে অনিত্য সংসারকে অস্খলিত রূপে নিত্যজ্ঞান করতঃ নিত্য সনাতন ধর্ম্মকে একেবারে অনিত্যজ্ঞানে হৃদয়মঞ্চ হইতে তিরস্কৃত রূপে দূরীকৃত করিয়াছে। ধন উপার্জ্জন জন্য কত না অসামান্য জঘন্য কর্ম্মের সমাচরণ করিতেছে। হা ? এমন যে উপাদেয়বস্তু সত্য, তাহাকে কোনক্রমে রসনাতে অধিবাস করিতে দেয় না। দয়ার প্রতি এমন নির্দ্দয় হইয়াছে, যে তিনি নিরন্তর রোরুদ্যমানা বিমনা ম্লানবদনা হইয়া জনচিত্ত ভূমিকে পরিত্যাগ করিয়া অনাথিনীর ন্যায় অশ্রুজলে জলধি সর্জ্জন পুরঃসর নিমগ্না হইয়া রহিয়াছেন। একালে দয়ারপ্রতি দয়া করিয়া দুঃখাব্ধি হইতে তদুদ্ধারে যত্নপর কেহই হয় না। শৌচকে অশৌচরূপে অকর্ম্মণ্য নির্ঘৃণ অভিলাষকণ্টক জ্ঞানে যথেষ্টা চার পাষাণে নিষ্পেষণ করতঃ চূর্ণীকৃত করিয়াছে, শৌচের আর কোন শূচনাই নাই। অহিংসা অবলা সরলা কুলবালান্যায় উদ্ধত পুরুষ সমক্ষে গমনাশক্তা, স্বমান সম্ভ্রম সংরক্ষণ মানসে নিবিড় বিপিন বাসিনী হইয়াছেন। সকলেই অহিংসার হিংসা করিতে সম্মত। এক্ষণে বারবালা কুলকর্জ্জলারন্যায় হিংসাই উদ্ধত মানব গণের সহচারিণী হইয়া স্বীয়াভিলাষের

পরিপূর্ণতা দর্শন করাইতেছেন। একালে বিশ্বাসকে বিশ্বাস কেহই করে না। অবিরত যাহাতে বিশ্বাসকে নিয়ত কৃতান্ত করে সমর্পণ করিতেপারে,তন্নিমিত্তই নিয়ত মানসাসি সুতীক্ষ্ণ ধারে বিশ্বাস কলেবরকে ক্ষত বিক্ষত করিতেছে, ইতস্তত জন মুখাবলম্বন করিয়া দেখিতে পান না, যে ভয়ঙ্কর প্রহার হইতে আমাকে কে রক্ষা করিবে, অর্থাৎ বিশ্বাসের রক্ষক কেহই নাই। সুতরাং হতাশ হইয়া বিষণ্ণবদনে জন চিত্ত হইতে বিশ্বাস পলায়ণের উপায় করিতেছেন। ধৃতি অধৃতি হইয়াছেন, কেহই ধৃ[illegible]ারণা করিতে চাহে না। সুতরাং ধৈর্য্যাবলম্বনে অধরাধৃ[illegible] ধরাতলে ধারণা করে, এমন ধারকের অভাবে [illegible] ভয়ে পরমভীতা বেপমানা দীনা ক্ষীণা মলিনা সাশ্রুবদনা বিশ্বাসের সহিত পলায়ণ পরায়ণা হইয়াছেন। ক্ষমা স্বীয়ক্ষেম না দেখিয়া অক্ষমতা প্রযুক্ত জনচিত্তক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক গিরি গহ্বর শায়িনী হইয়া রহিয়াছেন, মনেকরিয়াছেন যে অবনীমণ্ডলে মানবগণকে আপন মুখ আর দেখাইবেন না। কার্পণ্যদোষে উপহত স্বভাব ব্যক্তিরা দানকে কালকরে কবলার্থ বলিদানদিয়া প্রায় নিশ্চিন্ত্য হইয়াছে, দান আর আপনার মান ও ক্ষমতা প্রকাশ করিতে সক্ষম নহেন। যদিও দানপ্রথা কথঞ্চিৎ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাকে পরিশুদ্ধ দান বলা কোনক্রমেই সঙ্গত হয় না। অনেকেই প্রায় স্বীয় সৌজন্য ঘোষণাজন্য বদান্য ধন্য গণ্য হইবার নিমিত্ত দান করিয়া থাকেন। যথার্থ

পরমার্থজ্ঞানে অর্থদান দেখিতে পাই না। কেহবা যেব্যক্তিকে আনুগত্য করিতে দেখেন তাহাকেই কিঞ্চিৎ ধন প্রদান করেন। অনাহুত দরিদ্র ব্যক্তিপ্রতি বিরক্ত হইয়া কেহবা কখন কিঞ্চিৎ দেন, অন্যে যথোচিত তিরস্কার পূর্ব্বক দণ্ড প্রদানেই দানফলের সংগ্রহ করিয়াথাকেন। প্রায় দুঃখী লোককে দেখিলে বর্দ্ধিষ্ণলোকে অবজ্ঞাই করিয়া থাকেন। কিঞ্চিৎ দেওয়া দূরে থাকুক বাক্যেও আলাপমাত্র করিতে চাহেন না। যদিকোন বর্দ্ধিষ্ণলোকে প্রসঙ্গত কিঞ্চিৎ পরিহাস চ্ছলে যাচিঞা করে, তবে সহজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও প্রভুতরূপে ধনদিয়া সাহ্লাদিত যদিও কদাচিৎ বর্দ্ধিষ্ণ লোককে কোন কৃত্যোপলক্ষে . ব্রাহ্মণভোজন করাইতে প্রবৃত্ত দেখাযায়, কিন্তু তাহাতে ভক্তিলেশ দূরে পড়ুক্‌ অনেক ব্রাহ্মণকে অপমানিত হইয়াই বিদায়হইতে হয়, বুভুক্ষিত ভোজনশক্তিমান্‌ ব্যক্তির প্রতি অবলোকন না করিয়া সন্তুষ্ট ব্যক্তির নিকটই পুনঃ২ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, মহাশয়কে আর কি দিতেহইবে। যদি এমতকালে সম্ভ্রান্ত শূদ্র আইসেন, তবে ব্রাহ্মণদিগের ভোজন হইল কি নাহইল, তাহার অনু ধাবনা নাকরিয়া ঐ সকল শূদ্রগণকে লইয়াই মহা আমো দের সহিত সন্তোষপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া বিদায় করেন। অনিমন্ত্রিত অনাহুত ব্রহ্মণ বুভুক্ষিত হইলেও গর্দ্দানী খাইয়া বিদায় হন। অপর অর্থাদি দানেরও প্রতি পাত্র বিবেচনা আছে, অর্থাৎ যাহাহইতে কিঞ্চিৎ উপকার দর্শিতে পারে,

এমত বুঝেন, তবে সেই ব্যক্তিই কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হয়। তদ্ভিন্নজন মাত্রই প্রায় বঞ্চিত হয়। তবে প্রসঙ্গত ভাগ্যানুসারে অন্যেও কিঞ্চিৎ কখনযে পাইয়া থাকে, সেও দানকর্ত্তার অভিপ্রেত সিদ্ধ নহে। স্বদেশবাসী ব্রাহ্মণ, কি শূদ্রাদি কোন জাতি হউক্ যদি কন্যাভারাক্রান্ত অথবা পুত্রাদির বিবাহার্থে কিম্বা মাতাপিতার শ্রাদ্ধ ভারগ্রস্থ হইয়া কাকুতিপূর্ব্বক স্বীয় দৈন্যাবস্থা জানাইলে কপর্দ্দক মাত্রও প্রদান করিতে সম্মত নহেন। কিন্তু বিদেশস্থ বিজাতীয় ব্যক্তি যদি আপনার প্রতি মূর্ত্তি নির্ম্মাণের ব্যয়ার্থ চাঁদার বহি সামান্য পদাতিক দ্বোবারিকদ্বারা প্রেরণ করে, তবে সানন্দচিত্তে বিচার করণের অপেক্ষা না করিয়া তৎক্ষণমাত্রে সেই বহিতে শতসহস্র ও কেহবা ততোধিক মুদ্রা প্রদানের অঙ্কপাত করিয়া দেন। সুতরাং এসকল দানের নাম যশঃসাধক ব্যতীত কোনক্রমেই পরমার্থ সাধক বলা যায়না। কদাচিৎ কোনব্যক্তিও পরমার্থ পথদর্শী আছেন, কিন্তু দাতা বলিয়া একালে তাঁহার নাম বিখ্যাত নহে। একালে যাঁহারা বদান্যবাচ্যে খ্যাত, তাঁহাদিগের দান প্রায়ই উপরোক্ত মতে সিদ্ধ হইয়াথাকে। ধর্ম্মার্থে বরাটকমাত্র দান করিতে হইলে মনে করেন, বুঝি আমাদিগের সর্ব্বস্বান্ত হইয়াগেল। অসদর্থে প্রভূতরূপে ধন ব্যয় করিয়াও সানন্দচিত্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং সত্যধর্ম্মান্তর্গত যে প্রসিদ্ধ দান, তাহাকে কালগ্রাস করিয়াছে। এক্ষণে অসতুক্ত যেরূপ দান কথিত হইল, এই দানই সমস্ত ধরা

মণ্ডলে মণ্ডন স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্মকথা শ্রবণে শ্রোত্র পাত করে না, ইতরালাপেই সমস্ত জীবনের পরিক্ষয় করিতেছে। আপনাকে অজরামর রূপ জানিয়া বিষয়কর্ম্ম সাধন তৎপরতা প্রযুক্ত দিন দিন আত্ম কলেবর পাত দেখিয়াও দেখে না। ধনদুর্ম্মদান্ধ ব্যক্তি সকলের এরূপ স্বভাব, যে কেহ যদি ধর্ম্মোপদেশ করে, তবে তাহাবপ্রতি বিরক্ত হইয়া কহে যে ওসকল ইতরালাপে কেবল সময় নষ্ট করা হয়, আমার অনেক কার্য্য আছে, এখন ধর্ম্মকথা শুনিয়া কর্ম্ম নষ্ট করিতে পারি না। শুদ্ধ বুদ্ধিপৌরুষ বিহীন ভণ্ড ব্রাহ্মণগণেরাই ধর্ম্ম প্রবাদরূপ ভুল্‌কা দিয়া ধনীলোককে ভুলাইয়া খায়, এই মাত্র, ইহা আমাদিগের বিলক্ষণ জ্ঞান আছে। অতএব ধর্ম্ম কথা মরণকালে শ্রোতব্য এখন নহে। কোন কোন ধনী পরস্পর বাজীরাখিয়া ধনবৃদ্ধি করেন, গুরু ইষ্টদেবতা ব্রাহ্মণের উদ্দেশে কিঞ্চিৎ দাতব্য মাত্র করেন না। স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক সর্ব্বদাই কহিযাথাকেন যে পুরুষার্থ বুঝা যাইবেক কে কত ধন সংগ্রহ করিযা দেহ যাত্রা সমাপন করিতে পারে। কিন্তু ক্ষণকালমাত্রও তাহাদিগের বুদ্ধিতে এমত উপস্থিত হয় না, যে “দত্তভুক্ত ফলংধনং„ দান ও ভোগ ব্যতীত ধন বিফল হয়। যদি ধন ভোগ নাহয় ও দানকরিতে নাপারে, তবে রত্নাকর সমুদ্রকে আপনার রত্নকোষ বলাতে ক্ষতি কি? এবং রাজকোষেও বিস্তর ধন ন্যস্ত আছে, তাহাকেই বা আমার ধন না বলাযায় কেন? অতএব এরূপ ধর্ম্মের অবস্থা

দেখিয়া কেবল কালকেই বলবান্ বলা সঙ্গত হইল। ধন দুর্ম্মদান্ধ ব্যক্তিদিগের এরূপ অনুধাবনা করা উচিত, যে দানভোগে বঞ্চিত হইয়া ধনসঞ্চয় করিলে কি ফললাভ হইবে? যখন অবসান বেলাতে কালের করাল করে আপতিত হইলে, ঐ সোপার্জ্জিত ধন রত্ন সম্পূর্ণ গেহাদিকে পরি ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, তখন কিছুমাত্র সঙ্গে গমন করি বেক না। সেইসকল ধন পরকর্ত্তৃক উপভুক্ত হইবে। যদিবল সন্তানাদিরা ভোগ করিলেও ধনের সাফল্য নাহইবে কেন? সত্য। এরূপ ব্যক্তির পুত্রাদিকে প্রায়ই অন্যার্য্যশীল দেখিতে পাওয়াযায়। তাহারা মৃত পিতৃক ধনকে হস্তগত করিতে পারিলেই উদ্ধত রূপ ধারণ করে, সেই সকল অপাত্র উদ্ধত কদর্য্যস্বভাব ব্যক্তিরা প্রায় অপকৃষ্ট কর্ম্মেই সমস্ত ধনের পবি ক্ষয় করিয়া অতি অল্পদিবসের মধ্যেই দরিদ্রতাজালে আবদ্ধ হইয়া যথোচিত ক্লেশ ভোগ করিয়াথাকে। অতএব সাবকাশ কালে ইহাবিবেচনা করিয়া ভোগ ও দানে রত থাকিয়া আপ নার হস্তের পবিত্রতা ও মনের সন্তোষতা, এবং ক্লেশোপা র্জ্জিত ধনের সফলতা সাধনকরা বিচক্ষণ দিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয়। অনুভবকরি, ভোগদানে বঞ্চিত ব্যক্তি ধনমোহে মোহিত মুমূর্ষু কালে যখন অবশেন্দ্রিয় হইয়া জীবনাশা ত্যাগ করত ভূতল শায়ী হয়, তখন অবশ্যই সেইব্যক্তি স্বোপার্জ্জিত ধন রত্নাদিকে ত্যাগ করিয়া চলিলাম, ইহাস্মরণ করিয়া যথোচিত পরিতপ্ত হইয়া ক্লেশভোগ করিতেথাকে। তৎকালে তাহার

ক্ষণকালের নিমিত্তও সর্ব্বদুঃখ হরণ কারণ পরাৎপরভব পারা বার নিস্তারণ গোবিন্দচরণও স্মরণপথে আগমন করেনা। সুতরাং এক কার্পণ্য দোষের নিমিত্ত সামান্যার্থ এবং পরমার্থ এতদুভয়ার্থেই বঞ্চিত হইতে হয়। এক্ষণে সাধুস্বভাবের আহরণ করা বিধেয়বোধে স্বধর্ম্ম রক্ষার্থ দেশহিতার্থে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দানকরা ধনীবর্গের বিহিত হয়। যাহাতে ইহপর কালে কৃতার্থতা লাভকরিতে পারিবেন।

সন্দেহনিরসন।

২থণ্ড।

ভাক্তত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্নঃ। ভো ভগবন্। আপনার শ্রীমুখকমল বিনির্গত বচনামৃত পানে অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি। যদিও সংসারাশ্রমে অবস্থিতি করিতে হইলে শাস্ত্রসিদ্ধ নানাবিধ প্রকারে বৈধ ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান করা, এবং নিতান্ত নিরবগ্রহ নির্গুণ পর ব্রহ্মের শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনে অক্ষমতা প্রযুক্ত স্বগুণ ব্রহ্মোপাসনা করা কর্ত্তব্য হয় হউক্, তাহাতে কোন আপত্তি নাই। কেননা বেদান্ত সারীয় বচনেও স্বগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিতে কহিয়াছেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও বেদান্তাদি ভাষ্যমধ্যে সগুণোপাসনার ব্যাখ্যা করিয়া ছেন। অতএব সংসারি ব্যক্তিদিগের অবশ্য এরূপ বিধানে উপাসনা করাই বিধি হইল, কিন্তু ইহাতে আমাদিগের কিঞ্চিৎ সন্দেহ হয়, যে যে সকল শাস্ত্রের মতে যে যে সকল কর্ম্মানুশাসন করিয়াছেন, সে সে সকল কর্ম্ম অত্যন্ত অযৌক্তিক ভাবে আপন্ন রহিয়াছে। আমরা লৌকিক যুক্তিরপ্রতি বিস্তর নির্ভর করি। আমাদিগের তত্ত্ববোধিনী সভায় সভ্যেরা

এই নিশ্চয করিয়াছেন,যে যুক্তির সহিত শাস্ত্রের যে বাক্যের ঐক্য হয়, আমরা তাহাই গ্রহণকরিয়া থাকি,যুক্তিবিরুদ্ধ শাস্ত্র মান্যকরি না,আমরা বেদকেও মান্য করি না, যদি যুক্তির বহির্ভূত হয়, আর বাইবেলও কোরাণকেও মান্য করি, যদি যুক্তিরসহিত ঐক্য থাকে। আমরা অযৌক্তিক পণ্ডিতের বাক্যও গ্রাহ্য কবি না, বরং সযৌক্তিক ইতরের বাক্যও গ্রহণীয় হয়। অতএব আমার যে সকল প্রশ্ন সম্প্রতি জিজ্ঞাস্য হইবে, তাহাতে শাস্ত্র প্রমাণ আপনি দেউন বা নাদেউন, কিন্তু যুক্তি সমন্বয় দ্বারা উত্তরকরিলে অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইব ॥

পরমহংসের উত্তর। অরে বৎস। তোমার যে সকল প্রশ্ন আছে, ও যতপ্রকার সন্দেহ আছে, তাহা ব্যাখ্যাত করিয়া কহ। আমি সে সমস্ত বিষয়ের সযৌক্তিক উত্তর প্রদানে তোমার সন্দেহ নিরাস করিয়া দিব।

ভাক্তত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্নঃ। হে প্রভো! শ্রাদ্ধকর্ম্মেরঅনুষ্ঠানকরা আমাদিগের শাস্ত্রের বিশেষ আজ্ঞা,কিন্তু তাহাতে মন্ত্রার্থ পরিগ্রহ করিতে হইলে অনেক সন্দেহ হয়। শ্রাদ্ধের অন্ন উৎসর্গ করণানন্তর শ্রাব্যপাঠের বিধি।

শ্রাব্যমন্ত্র মহাভারতাখ্য ইতিহাসের গুটিকয়েক শ্লোক মাত্র। প্রথমতঃ "যজ্ঞেশ্বরো হব্য ইত্যাদি ,, অনন্তর "মন্বত্রি বিষ্ণুহারীত ইত্যাদি ,, কয়েকখানি সংহিতার নাম কীর্ত্তন মাত্র। মধ্যে একটি শ্রুতিমাত্র পাঠ হয়, "তদ্বিষ্ণোঃ পরমংপদ মিতি ,, পরে উদ্যোগ পর্ব্বীয় শ্লোক, "দুর্য্যোধনো মন্যুময় ইতি ,, ও "যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুম স্কন্ধোহর্জ্জুনো ভীমসেনোস্যশাখা, মাদ্রিসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধেমূর্লং কৃষ্ণ ব্রহ্মচ ব্রাহ্মণাশ্চ ,, ইহাতে এই সংশয় হয়, যে যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্র এবং তদ্বংশীয় শান্তনু প্রভৃতি রাজারা যখন শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন, তখনও কি এই শ্রাব্য পাঠ হইত, কি না? পাণ্ডবীয় গুণকীর্ত্তন পাণ্ডবদিগের

পূর্ব্বপুরুষদিগের শ্রাব্যপাঠ কোনমতেই সংগত হয় না। যদিও না হইয়া থাকে, তবে তাঁহাদিগের শ্রাব্যপাঠ কি হইত ?

পরমহংসের উত্তর। অরে জ্ঞানাভিমানিন্! শ্রাদ্ধের শ্রাব্য পাঠ ভারত শ্লোক যে কারণে হইল, তাহা শ্রবণ করহ। অন্ন দানানন্তর, বেদপাঠ করাই বিধেয়, তাহাতে যুগানুসারে মনুষ্য দিগের বেদবুদ্ধির খর্ব্বতা হওয়াতে, এবং স্ত্রী শূদ্রাদির বেদ পাঠে অনধিকারপ্রযুক্ত, পাঠকরা দূরে থাকুক শ্রবণেরও অধি কার নাই, একারণ মহাকারুণিক ভগবান বেদব্যাস ভারতাখ্য ইতিহাসচ্ছলে শ্লোকিত করিয়া বেদশ্রুতি স্ত্রী শূদ্রাদির শ্রবণ যোগ্য করিয়াছেন। এই হেতু, একালে শ্রাদ্ধকালে মহাভার তের শ্লোক পাঠে বেদপাঠের সম্যক্ ফল লাভ হয়। অন্যোন্য যুগেও এই শ্রাব্য পাঠ এমইত স্থলে হইত। এবং পাণ্ডবদিগের পুর্ব্বপুরুষ কি সত্যাদি যুগেও এই "যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময় ইত্যাদি,, শ্লোক শ্রাদ্ধকালে সকলই পাঠ করিয়াছিলেন, এবাক্য ভারতে গ্রথিত বলিয়া নূতন রচনা নহে। নিত্যসিদ্ধ শ্রুতিবাক্যের প্রতি সন্দেহ কি ?। যথা

> যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধোঽর্জ্জুনো ভীমসেনোঽস্য শাখা।
> মাদ্রিসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং কৃষ্ণ ব্রহ্মচ ব্রাহ্মণাশ্চ ॥

রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মময় মহাবৃক্ষ, ভীমসেন ও অর্জ্জুন তাহার স্কন্ধও শাখা। নকুল ও সহদেব তাহার পুষ্প এবং ফলস্বরূপ হয়েন। এই বৃক্ষের মুল পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, ও বেদ, আর ব্রাহ্মণ এই তিন।

ভাক্তত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্নঃ। ভো ভগবন্! ইহাতেই বিশেষ সন্দেহ হয়। অল্পকালজাত কুরুপাণ্ডবীয় আখ্যান অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরাখ্য রাজার যশো বর্ণন, ইহার পাঠ করায় ফল কি? ফলিতার্থ যুধিষ্ঠির পুণ্যাত্মাছিলেন বটে, তন্নিমিত্ত তাঁহার নাম কি শ্রাদ্ধের মন্ত্র হইতে পারে? না, তাহা পাঠ করিলে কিছু ফল হইতে পারে? ইহা কোনমতেই যুক্তিসহ হইতে পারে না। বিশেষতঃ আপনি আজ্ঞাকরিলেন, যে বেদের স্বল্প পার্থ ভারতে শ্লোকিত করিয়াছেন, কিন্তু এ শ্লোকে শ্রুতিসম্বন্ধ দৃষ্টি হয় না, অতএব অনুগ্রহকরিয়া এ শ্লোকের সহিত যে কিরূপে শ্রুতির সম্বন্ধ আছে তাহা আজ্ঞা করেন॥

পরমহংসের উত্তর। অরে বৎস! যেপর্য্যন্ত ধর্ম্মে ও ধর্ম্ম শাস্ত্রে সুদৃঢ় বিশ্বাস না জন্মিবে, যে পর্য্যন্ত চিত্ত সুসমাহিত না হইবে, সেপর্য্যন্ত তোমার চিত্তের অন্ধকার দুর হইবেক না। যুধিষ্ঠিরাদিরা ধার্ম্মিক রাজাছিলেন বলিয়া বেদব্যাস তাঁহাদিগের উপাখ্যানকে শ্রাদ্ধের মন্ত্র করেন নাই। তাহা হইলে নল কার্ত্তবীর্য্যাদি অনেক রাজা ছিলেন তাহাদিগের আখ্যানকেও মন্ত্রবৎ প্রচার করিতে পারিতেন। ফলিতার্থ তাহা নহে। রূপকব্যাজে বেদাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া শ্লোকিত করিয়াছেন। যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুন প্রভৃতি রাজা থাকুক বা না থাকুক্ সেকথার আলোচনা করিবার আবশ্যক নাই, যখন যুধিষ্ঠিরাদি শব্দার্থে বেদার্থ নির্গত না হইবে, তখন অগ্রাহ্য করা মত হয়। অতএব বিশেষ বিস্তারিত করিয়া কহিতেছি, সমাহিত চিত্তে শ্রবণ করহ।

পরমহংসের উত্তর। অরেতত্ত্বজ্ঞানাভিমানিন্॥ - ঋক্‌যজুঃ

সাম অথর্ব্ব, এইচারিবেদ, শুদ্ধ তত্ত্বমসির অর্থেই পরিপূর্ণ, অর্থাৎ তৎসৎ। এই মহাবাক্যের ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ হই য়াছে। তৎসৎপদে জীবেশ্বর বিচার, যে জীব, সেইআত্মা, যে আত্মা, সেই জীব। অতএব এই উভয় বস্তুর বিচার যাহাতে আছে, তাহাকেই বেদবলাযায়। সুতরাং যুধিষ্ঠি রাদির আখ্যান বলিয়া যে শ্রাব্য পাঠপ্রতিসন্দেহ করিতেছ, সেই আখ্যানই জীবেশ্বর বিচার, একারণ শ্রাদ্ধকালে মন্ত্র স্বরূপ পাঠ করিয়াথাকে।

সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম প্রতিপাদক শ্রুতির এইঅর্থ, যে মায়ো পহিত চৈতন্যের জীবসংজ্ঞা, অতএব তাঁহাকে সগুণ কহেন। তদ্রহিত চৈতন্য স্বরূপ পরমাত্মা নির্গুণ হয়েন। ফলি তার্থ স্বরূপের ভেদনাই, সোপাধিক জীব ও নিরূপাধিক পর মাত্মাএইমাত্র। কীটাদি ব্রহ্মা পর্য্যন্ত এই জীবসংজ্ঞাহয়। এনি মিত্তসামান্য জীবের সহিত ব্রহ্মাদিকে তুল্যজ্ঞান করাযায় না। এবং দৃশ্যজাত বস্তুমাত্রই মায়ার কার্য্য, যখন ভগবানসৃষ্টি লীলা প্রকাশ করিবার ইচ্ছাকরেন, তখন তিনি স্বীয়া মায়াতে উপহিত হইয়া নানারূপে প্রকাশিত হয়েন। সেইমায়ার কার্য্যভেদে তাঁহাকে বিক্ষেপাবরণ সংজ্ঞায় শক্তিদ্বয় কহে।

জড়রূপা মহামায়া রজঃ সত্ত্বতমোগুণা।
সা মায়া ববণাশক্ত্যা বৃতা বিজ্ঞান রূপিণী॥
দর্শয়ে জ্জগদাকারং তং বিক্ষেপ স্বভাবতঃ।
তমোগুণাধিকা বিদ্যা লক্ষ্মী সা দিব্যরূপিণী।

চৈতন্যং যদুপহিতং বিষ্ণুর্ভবতি নান্যথা।
রজোগুণাধিকা বিদ্যা জ্ঞেয়া বৈ সা সরস্বতী।
যচ্চিৎস্বরূপী ভবতি ব্রহ্মাতদুপধাযিকা॥ ইতি।
শিবসংহিতা।

ভগবানের সুখরূপিণী দুরন্তা মায়াশক্তিদ্বয়,সেইমায়া জড়রূপা ত্রিগুণা। তিনি চৈতন্য সত্তাতে চৈতন্য স্বরূপা হইয়া আব রণও বিক্ষেপ শক্তিরূপে বিবিধ কার্য্য করেন। অর্থাৎ মায়া শক্তি একা, সেই বিজ্ঞানরূপিণী আবরণ শক্তিতে আবৃতা মায়া তমোধিকা হইয়া লক্ষ্মীরূপা হন্। তাহাতে উপহিত চৈতন্যকে বিষ্ণুবলিয়া আখ্যাত করে। সেইরূপ রজোধিকা মায়া সরস্বতী, তদুপহিত চৈতন্যের ব্রহ্মাসংজ্ঞা হয়। ফলি তার্থ ব্রহ্মা বিষ্ণুপ্রভৃতির সংজ্ঞামাত্র ভেদ,স্বরূপত এক চৈতন্য ব্যতীত ভিন্নবস্তু নহেন। সুতরাং ফলে ফলে পাণ্ডবীয় আখ্যা নকে বেদার্থ বিচার বলিয়া গ্রহণ করাযায়। ভগবান্ এক যোগমায়া দ্বারা পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু আকাশ,এইপঞ্চভূত সমষ্টিতে দেহরূপ এক মহাবৃক্ষকে উৎপাদন করতঃ আপ নিই পক্ষিধর্ম্মী জীবেশ্বর রূপে সখাভাবে তাহাতে অধিবাস করেন। শরীরজ কর্ম্মরূপ যে ফলোৎপন্ন হয়, তাহা আত্মা রূপে ভোগ না করিয়া জীবরূপে ভোক্তা হয়েন॥ যথা॥

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি।১।
ইতি তৃতীয়মুণ্ডকং॥

এইমন্ত্র পরমার্থ বস্তুর অবধারণার্থ কহিতেছি। দুই পক্ষী একত্র যুক্ত সখাভাবে অর্থাৎ সমানাভিব্যক্তিকারণ, অবিশেষ রূপে একবৃক্ষ মধ্যে অধিষ্ঠান করেন। উচ্ছেদ সামান্য হেতু এস্থলে বৃক্ষের শরীর সংজ্ঞা, তাহাতে লিঙ্গোপাধি বিশিষ্ট আত্মা ও ঈশ্বর এই উভয়ের সমানাধিষ্ঠান। এক ক্ষেত্রজ্ঞ লিঙ্গোপাধিক আত্মা দেহাশ্রিত কর্ম্মনিষ্পন্ন স্বাদুফলভোজন করেন। অন্য নিত্য সত্য মুক্ত স্বভাব ঈশ্বর তাহা ভোজন করেন না, তিনি নিত্যসাক্ষিত্ব সত্তামাত্র, অর্থাৎ প্রেরয়িতা, দেখেন এইমাত্র॥

অরে বৎস! এই শ্রুতির অর্থের সহিত পাণ্ডবদিগের আখ্যানের একবাক্যতা হয় কি না তাহাদেখহ। পঞ্চ পাণ্ডব পঞ্চভূত, যোগমায়া দ্রৌপদী,সাক্ষিত্বরূপে সখাভাবে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ নিত্যাধিষ্ঠিত আছেন। কৃষ্ণ ও অর্জুনকেনর নারায়ণ বলে,নর পদে লিঙ্গোপাধিক জীব,নারায়ণ পদে ঈশ্বর। উভয়ের সমানাবস্থা, সমানরূপ অভেদ,কেবল ভোক্তা অর্জুন, কৃষ্ণভোক্তা নহেন, সারথ্যাদি ক্রিয়ার ছলে প্রেরয়িতৃত্ব দেখাইয়াছেন! তিনি পাণ্ডব সখা পাণ্ডবদিগকে দেখেন এইমাত্র। সৃষ্টিসেতু ভেদক যে শতদোষ, সেইশতদোষের নিবারণহেতু দুর্যোধনাদিশতকুরুর বিনাশ করিয়াছেন। দুর্য্যোধনাদি শতদোষরূপ কুরুকে এক ভীমদ্বারা নিপাত করিয়াছেন, কেননাআত্মতত্ত্ব জ্ঞান প্রতি যে কামাদি শতদোষ,তাহা এক বায়ু সাধন প্রাণায়ামেতেই বিনষ্ট হয়,সুতরাং বায়ুরূপ একভীম দ্বারা কামাদি

দোষ রূপ দুর্য্যোধনাদি একশত কুরুর বিনাশ করেন।

ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্নঃ। হে স্বামিন্! আপনি কিবা সযৌক্তিক প্রমাণ দ্বারা পাণ্ডবদিগের আখ্যানের ব্যাখ্যা করিলেন, ইহাতে আমাদিগের বুদ্ধি যুক্তিতেও বোধহয়, এবং চিত্তও নির্ম্মল হইয়া গেল, যথার্থ বেদ বাক্যের সহিত এবাক্যেরঐক্য হইতেছে। কিন্তু আমার বুদ্ধিতে পাণ্ডবেরাই যে পঞ্চভূত, ইহা উপলব্ধি হইতেছে না, অতএব স্পষ্টার্থযুক্ত ব্যাখ্যা করিলে সংশয়চ্ছেদ হইয়া যায়॥

পরমহংসের উত্তর। পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু আকাশ, এই পঞ্চভূত, এস্থলে পার্থিবাংশ রাজাযুধিষ্ঠির ক্ষমাগুণ বিশিষ্ট, সমস্ত ধর্ম্মের আধার স্বরূপা ধরা, একারণ যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মাংশ ভূত ধর্ম্মরাজ বলিয়া খ্যাত করে, এবং ভূস্বামী অর্থাৎ রাজা তিনিই হইয়াছেন। কেননা ধর্ম্মেরবশ সকলেই, বিনাপৃথিবী কোন ধর্ম্ম হয় না, বিনাধর্ম্মে ও ভোগ ও মোক্ষ ইহার কিছুই সিদ্ধ হইতে পারে না।

ভীম বায়ুস্বরূপ, ভারতেও বায়ুপুত্র বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। তেজঃ ওজঃ সহো বল সমন্বিত বায়ু, ভীমও এতদ্গুণ বিশিষ্ট। সুতরাং ভীমকে বায়ু বলিতে হইবে। অর্জ্জুন আকাশ স্বরূপ, একারণ তাহাকে ইন্দ্রপুত্র বলিয়া খ্যাত করে। আকাশপদে ইন্দ্র, সুতরাং আকাশপদবাচ্যে অর্জ্জুন। আকাশ যেমন নীলাভ তদ্রূপ অর্জ্জুনও নীলবর্ণ, আকাশ স্বচ্ছ পদার্থ ব্যবধান শূন্যহেতু সারল্যআছে, অর্জ্জুনও নির্ম্মলচিত্ত, অবক্র ভাবাপন্ন। আত্মার সদৃশ সর্ব্ব ব্যাপক আকাশ। একারণ

আকাশ শরীরী আত্মাকেবলে, এস্থলেও কৃষ্ণার্জ্জুনকে সম রূপে বর্ণন করিয়া অভেদাত্ম কহিয়াছেন, অর্থাৎ যে কৃষ্ণ সেই অর্জ্জুন। যে অর্জ্জুন সেই কৃষ্ণ। সর্ব্বভূতাপেক্ষা আকাশ কেই ব্রহ্মসান্নিধ্য কহাযায়, তন্নিদর্শনার্থ অর্জ্জুনের সহিত কৃষ্ণের সখ্য এবং সন্নিহিত প্রযুক্ত সারথ্যে বৃত হইয়া এক রথে সহবাস করিয়াছেন। সারথি বলাতে কৃষ্ণেচ্ছানুসারে গতি, অতএব ভূতেরজড়ত্ব স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। নকুল ও সহদেব, জল ও অগ্নি স্বরূপ। একারণ অশ্বিনীকুমারের পুত্র বলিয়া খ্যাত করে। সূর্য্যতনুজ অশ্বিনীকুমার জলাগ্নিরূপ, সূর্য্য হইতে জলের এবং অগ্নির উৎপত্তি হয়। জলের শীত লতা ও আর্দ্রতাগুণ, নকুলে তাহা সমুদয় আছে। অগ্নির গুণরূপ, সহদেব অত্যন্ত রূপবান্ এবং জ্যোতির্ব্বিৎছিলেন। এজন্য তাঁহাকে অগ্নিস্বরূপ কহাযায়। শরীর ধারণার্থ পঞ্চী করণ প্রস্তাবে পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু আকাশাদিকে অংশা নুসারে ঐশ্বরীশক্তি দ্রৌপদী রূপা যোগমায়া, যাঁহাকে আত্মার সখীবলে, অর্থাৎ পরমেশ্বরের সহচারিণী মায়া। এখানে দ্রৌপদীকেও শ্রীকৃষ্ণসখী বলিয়া সম্বোধন করিতেন। যেমন মায়া আত্মাতে লিপ্ত নাথাকিয়া তৎসন্নিধানস্থা হইয়া বিশ্বকার্য্যকে চেতনবৎ সম্পাদন করেন। সেইরূপ দ্রৌপদীও শ্রীকৃষ্ণে লিপ্তা নহেন শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ সন্নিধানে থাকিয়া পঞ্চ পাণ্ডবাখ্য পঞ্চভূতকে পঞ্চীকরণ রূপে অংশানুসারে একত্রী ভূত করিয়া রাখিয়াছেন। লোকে বলে পাণ্ডব গৃহিণী

দ্রৌপদী। ফলে প্রকৃতিরূপে মহামায়া ভগবদীচ্ছানুসারে বিশ্ব কার্য্য সম্পাদিকা হইয়াছেন। ইহা অজ্ঞেও বুঝিতেপারে, যে একস্ত্রীর বিদ্যমান পঞ্চপতি লোক শাস্ত্র উভয় বিরুদ্ধহয়। একারণ দ্রৌপদী বিবাহকালে দ্রুপদ রাজাকে বেদব্যাস কহিয়াছিলেন, যে তুমি পঞ্চপাণ্ডবকে দ্রৌপদী প্রদান করহ, বেদবিরুদ্ধ কর্ম্ম হইবেকনা। সর্ব্বজ্ঞমহর্ষিবেদব্যাস বেদার্থ বিচার করিয়া স্বরূপোপদেশ করিয়াছিলেন। আত্মাযেমন নিষ্ক্রিয় মুক্ত স্বভাব কোনকর্ম্ম করেন না,প্রকৃতির গুণে নির্লিপ্ত, সন্নিধানস্থা মায়া, তদ্গুণে তাঁহাকে গুণবান্ দেখাযায়। তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ নিত্য নিষ্ক্রিয়, দ্রৌপদী সান্নিধ্য থাকায় পাণ্ডবার্থ বহুকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। ফলে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বোপকরণ সামর্থ্য রহিত, কেবল দ্রৌপদীই ভারতীয় সমস্ত ব্যাপার সম্পন্ন করিয়াছেন। “ যুদ্ধে তিষ্ঠতীতি যুধিষ্ঠিরঃ ,, বিনাযুদ্ধেপৃথিবী স্থির থাকেন না। একারণ পাণ্ডবরাজাকে পৃথিবীর অংশ বলিয়া যুধিষ্ঠির নামে খ্যাত করাযায়।

পঞ্চভূতাত্মকশরীরকে বৃক্ষরূপে কল্পনা করিয়াছেন। কেননা বৃক্ষবৎ দেহের উচ্ছেদহইয়া থাকে,সুতরাং “দ্বাসুপর্ণাইত্যাদি,, উপর শ্রুতি প্রমাণে যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মময় মহাবৃক্ষ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ভীমকে ও অর্জ্জুনকে স্কন্ধশাখা বলেন। অর্থাৎ বৃক্ষাবয়বের ধারক স্কন্ধ, সুতরাং সমস্ত দেহের ধারক বায়ুঃ। শাখাপদে বিস্তার। বিস্তার আকাশভিন্ন অন্যনহে। একারণ ভীমার্জ্জুনকে স্কন্ধশাখা কহিয়াছেন, ফলপুষ্পপদে

রূপ ও রস। পুষ্পের সুদৃশ্যতা প্রযুক্ত সহদেবের সৌন্দর্য্য। ফলেররস জলীয়াংশ তৃপ্তিকারক, একারণ নকুলকে ফলকহিয়াছেন। অর্থাৎ শরীরকে সুতৃপ্ত জলেই করে। যেমন শরীরের সমস্তঅবয়ব জলপ্রিয় তদ্রূপ যুধিষ্ঠিরাদি সকল ভ্রাতাই নকুল প্রিয় হন্। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবসখা, তৎসত্তাতেই পাণ্ডব গণেরা সচেতন হইয়া আপন২ আধিকারিক কর্ম্ম করিয়াছেন। যেমন শ্রুতি প্রমাণে পক্ষিধর্ম্মী জীবেশ্বর শরীররূপ বৃক্ষে অবস্থিতি করিয়া শরীরজকর্ম্ম নিষ্পন্ন স্বাদুফলআপনি ভোগ না করিয়া জীবকেই ভোগ করান্। সেইরূপ এস্থলে ও শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধকর্ম্ম নিষ্পন্নসুস্বাদুরাজ্যফল আপনিভোগ না করিয়া অর্জুনকেই ভোগ করাইয়াছেন। ইহাই যুক্তিসিদ্ধ, এবং শাস্ত্রসিদ্ধ, "যুধিষ্ঠিরোধর্ম্মময় ইত্যাদি,, শ্রাব্যমন্ত্র পাঠের অর্থ কহিলাম, ইহাকোন ক্রমেই বিফল নহে। এতৎ শ্রবণে ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানী পরমহর্ষে তীর্থস্বামিকে ধুল্যবলুণ্ঠিত সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, হে প্রভো। আমি কৃতার্থ হইলাম, এবিষয়ে যে সন্দেহ ছিল, তাহা সম্যক্ রূপ নিরস্ত হইল।

গতবারের শেষ।

যোগসমুচ্চয়।

রূপলাবণ্য সম্পন্না যথা স্ত্রী পুরুষং বিনা।
মহামুদ্রা মহাবন্ধৌ নিষ্ফলৌ বেধবর্জ্জিতৌ॥

সুরূপা শোভন লাবণ্য বিশিষ্টা যুবতী স্ত্রী, যেমন পুরুষ বিহীনা

হইলে, তাহার সেই রূপলাবণ্য বিফল হয়। সেইরূপ মহামুদ্রা ও মহাবন্ধমুদ্রা, বেধবর্জ্জিত হইলে বিফল হয়॥

অথমহাবেধ।

মহাবন্ধস্থিতো যোগী কৃত্বা প্রকম মেকধা।
বায়ুনাং গতিমাবৃত্য নিধৃতং কণ্ঠমুদ্রয়া।
সমস্তযুক্তো যোভুমৌ স্ফিচৌসংতাড়য়েৎ শনৈঃ।
পুটদ্বযং সমাকৃষ্য বায়ুশ্চরতি সত্বরঃ।
সোমসূর্য্যাগ্নি সম্বন্ধো জায়তে চামৃতায বৈ।
মৃতাবস্থা সমুৎপন্না ততোমৃত্যু ভয়ংকুতঃ।
বাস্তুদণ্ডশ্চ জিহ্বায়াং বন্ধঃশস্তো ভবেদ্ধিতঃ।
মহাবেধসমাভ্যাসো মহাসিদ্ধিপ্রদাযকঃ।

মহাবন্ধমুদ্রাস্থিত যোগী একবার দিবাতে মহাবেধ অভ্যাস করিবেক। মুখ নাসিকা দ্বারা বায়ুর গমনাগমন পথকে অবরোধ করতঃ কণ্ঠমুদ্রা দ্বারা অর্থাৎ কুম্ভক দ্বারা বায়ুধারণ করিবেক, এইসকলঅনুষ্ঠানযুক্তযোগীব্যক্তি অল্পেং পার্শ্বদ্বয় ভূমিতে সংতাড়ন করিবে। নাসাপুটদ্বযকে সম্যক্ আকর্ষণ করিয়া বায়ুবেগে চলিতে থাকে। কিন্তু বাহির হইতে নাপারিয়া ইড়া পিঙ্গলা সুসুম্নাছিদ্রমধ্যে সম্যক্ বেগে বিচরণ করিবে। সেই সম্বন্ধই নিশ্চিত অমৃতত্ত্বের হেতু। সেই অবস্থাই সম্যক্ মৃতাবস্থার ন্যায উৎপন্না হয়, কিন্তু তাহাতে কোনমতে মৃত্যু হয় না। অর্থাৎ সাবধান নাহইয়া পাছেমৃত্যুহয় এমত আশঙ্কায় যে যোগাভ্যাস ত্যাগ করে,

তাহার নানা প্রকার ব্যাধি জন্মে। জিহ্বাতে তালুস্থর বন্ধ করাএযোগে প্রশস্ত, তাহাতে যোগির বিশেষ হিত হয়। এই মহাবেধের অভ্যাস সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়ক।

মহাবেধেরফল ॥

বন্ধত্রয়ং মহাগুহ্যং জরামরণ নাশনং।
বহ্নিবৃদ্ধিকরং চৈবা নিমাদ্যষ্টগুণপ্রদং।
অবধি ক্রিয়তে যামং যামং যামং দিনে দিনে।
পুণ্যসম্ভার সন্ধাব পাপৌঘাভিহরং সদা।
সম্যক্ শিক্ষাবতা মেব স্বল্পং প্রথম সাধনে।
বহ্নিংস্ত্রীপথ সেবন মাদৌবর্জ্জনমাচরেৎ। ৩॥

মহাগোপনীয়া মহামুদ্রা, মহাবন্ধ, মহাবেধ, এইবন্ধত্রয জরামরণ বিনাশন, অনিমাদি অষ্ট সিদ্ধি প্রদায়ক হয়। প্রতিদিন একএক প্রহর অভ্যাস করিবে। পুণ্যসম্ভার ও পাপ সমুহ এইবন্ধে হরণ হয়। সম্যক্ শিক্ষাবান্ সাধকের এই সকল ফল লাভ হয়। প্রথম সাধনে সাধককে দিবানিদ্রাদি অলসতা, অগ্নিসেবা, স্ত্রীসঙ্গ, ও পথ পর্য্যটনাদি পরিত্যাগ করিতে হইবে, নতুবা নানাবিঘ্ন সমুৎপন্ন হয়।

গতবারের শেষ।

শিবলিঙ্গাখ্যান।

নপ্রাচী মগ্রতঃশম্ভো নোদীচীং শক্তিসংশ্রিতাং।
নপ্রতীচীং যতঃপৃষ্ঠ মতোদক্ষং সমাশ্রয়েৎ। ইতি॥

তোডলং॥

পূর্ব্বদিগে বসিয়া শিবপূজা নিষেধ, যেহেতু শিবের সম্মুখ হয়, উত্তরদিগেবসিয়া পূজাকরিবেনা সেদিক্ শক্তিসমাশ্রিতা। পশ্চিম দিকে শিবের পৃষ্ঠভাগ, একারণ পশ্চিম দিকে বসিয়া পূজানিষেধ করিয়াছেন। অতএব দক্ষিণ দিকে বসিয়া উত্তর মুখ হইয়া শিবপূজা করিবেক। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি ও কাম্ব শাখাতেও "যত্তে দক্ষিণং মুখং তত্তেন মাম্পাহি,, ইতি। হে শিব! তোমার কল্যাণ দায়ক দক্ষিণ মুখ, তদ্দ্বারা আমাকে রক্ষাকরহ। অন্যচারিমুখ এভারতে সুতরাং মঙ্গল দায়ক নহে।

বামাবর্ত্তেন বেদ্যাঞ্চ পূজ্যাশ্চাষ্টৌচ মূর্ত্তয়ঃ।
পূর্ব্বাদিত আগ্নেয়ান্তাঃ সোমসূত্রং ন লংঘয়েৎ।

বামাবর্ত্তে পূর্ব্বদিক্ হইতে ক্রমে অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত গৌরী পট্টে শিবের অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিবে। কদাচ সোমসূত্র লঙ্ঘন করিবেক না।

আদৌ শিবং পূজয়িত্বা শক্তিপূজা ততঃপরং।
নতুবা মূত্রবৎসর্ব্বং গঙ্গাতোয়ং ভবেদ্যদি॥

অগ্রেশিব পূজাকরিয়া পশ্চাৎ. শক্তিপূজাকরিবেক। নতুবা যদিগঙ্গোদকেও পূজাকরে, তথাপি সে সকল পূজা মূত্রবৎ হয়। অতএব, হেপরমেশ্বরি! সর্ব্বাদৌ শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করিবেক।

সংপূজ্য পার্থিবং লিঙ্গং গন্ধপুষ্পাদিভিঃপ্রিয়ে।
ততঃপঞ্চমুখে দেবি দদ্যাত্তং পুষ্পচন্দনং।
নৈবেদ্যং বিবিধং রম্যং সুগন্ধং গন্ধবর্জ্জিতং।

তদ্বদামি মহেশানি সাবধানাবধারয় ॥ ইতি ॥

লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্রং॥

গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা হে প্রিয়ে! পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজা করিবেক। হে দেবি! অনন্তর পঞ্চমুখে যে পুষ্প চন্দন দিবে, এবং সুরম্য বিবিধ নৈবেদ্য ও সুগন্ধদ্রব্য কি গন্ধ বর্জ্জিত দ্রব্য, যাহা দিবে, তাহা আমি বিস্তার করিয়া বলি, হে মহেশ্বরি! তুমি সাবধানে অবধারণা করহ॥

অথপ্রশস্তপুষ্পপত্রাদিলক্ষণ।

তন্ত্রান্তরে শিবপূজাতে অনেকপুষ্প নিষেধ করিয়াছেন। সেই সকল নিষিদ্ধ পুষ্পের প্রতিপ্রসব দর্শনার্থে লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্রে নবম পটলে শিবপূজাতে পুষ্পাদি পুনরুক্ত করিয়াছেন।

বিল্বপত্রাঞ্চ কহ্লারং তগরং মল্লিকান্তথা।
মালতীং যূথিকাং দেবি করবীরং মনোহরং॥
পদ্মঞ্চ কেতকীং কুন্দং তথাহ্যামলকী প্রিয়ে।
কুমুদং কোকনদঞ্চৈব সর্ব্বঞ্চ বনসম্ভবং।
দূর্ব্বাঞ্চ তুলসীঞ্চৈব দত্ত্বা সংপূজ্য পার্থিবং।
অন্যানি যানি পুষ্পাণি ধুস্তুরাদীনি পার্ব্বতি॥ ইতি॥

বিল্বপত্র কহ্লার অর্থাৎ কুমুদভেদ সুন্দীপুষ্প যাহাকে ইন্দীবর বলে। তগর, মল্লিকা, মালতী, যূথিকা, করবীর, পদ্ম, কেতকী, কুন্দ, আমলকীদল, কুমুদ, কোকনদ, অর্থাৎ রক্ত কুমুদ, আর আর জলসম্ভব সমস্ত পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, ইত্যাদি দিয়া পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজা করিবেক। এবং ধুস্তূরাদি অন্য

অন্য যে যে সকল পুষ্প উক্ত আছে তাহা সকলই লিঙ্গোপরি প্রদান করিবেক।

ধূস্তুর সদৃশং পুষ্পং মমজ্ঞানে নবিদ্যতে।
গোকোটি দানে দেবেশি যৎফলং পরমেশ্বরি।
ধূস্তুরস্য প্রদানেন সমতাং যাতি পার্ব্বতি॥

ধূস্তুর সদৃশপুষ্প আমার অতি প্রিয় তত্তুল্য আর নাই, আমি সম্যক্ জ্ঞানদ্বারা তৎসদৃশ পুষ্প আছে বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারি না। কোটী গোদানে যে ফল, হে দেবেশি! হে পরমেশ্বরি! হে পার্ব্বতি। এক ধূস্তুর পুষ্প প্রদানে তৎ সমান ফল লাভ হয়।

যানি যানিচ পুষ্পাণি ব্রহ্মাণ্ডে ভাবিতানিচ।
তানি সর্ব্বাণি দেবেশি সংন্যস্য পার্থিবোপরি।
যানি যানিচ ধূপানি দীপানি বিবিধানিচ।
অন্যানি উপচারাণি যথোক্ত বিধিনাপ্রিয়ে॥

যে যে সকল পুষ্প ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে উদ্ভূত হইয়াছে, সে সমস্ত পুষ্পই পার্থিব শিবলিঙ্গোপরি প্রদান করিতে পারে। যে যে সকল ধূপ ও বিবিধপ্রকার দীপ, অন্যান্য উপচারাদি সকল যথোক্ত বিধি দ্বারা হে পার্ব্বতি! শিবলিঙ্গ পূজায় প্রদান করিবেক।

তথাতু বিজয়াপত্রং সংন্যস্য পার্থিবোপরি।
দত্বাতু বিজয়াপত্র মশ্বমেধ ফলংলভেৎ॥

আর বিজয়াপত্র অর্থাৎ সিদ্ধিরপাতা পার্থিব শিবলিঙ্গোপরি প্রদান করিবেক। বিজয়াপত্র প্রদানে অশ্বমেধ যজ্ঞের সদৃশ ফল লাভ হয়।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বজনের বিদিতার্থে জানাইতেছি নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রোদিত পুস্তক সকল বিক্রীত আছে, তাহা নিম্নে লিখিতেছি, তদ্দৃষ্টে যাহার গ্রহণেচ্ছা হইবে, তিনি উক্ত যন্ত্রালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমস্কন্ধ	৮
ব্যবস্থাসর্ব্বস্ব	১
বিবাদভঙ্গার্ণব	‌ঢ়৹
বেদান্তপরিভাষা	৸৹
বৈধব্যধর্ম্মোদয় প্রথমখণ্ড	৷৹
ও দ্বিতীয়খণ্ড	৷৹
গোস্বামীদিগের গ্রন্থ ভাগবতসার	১৷৷৹
দ্বৈধভঙ্গিকা	৵১০
ভাগবতলক্ষণ প্রথমখণ্ড	৵১০
দ্বিতীয়খণ্ড	৵১০
নিত্যকর্ম্ম	৵১০

নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকার নাং ১২৫৮ সাল অবধি ১২৬৫ সাল পর্য্যন্ত ৮ খণ্ড পুস্তক প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ৬ ছয়তঙ্কা।

প্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
রতাজনহিতার্থায নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

☞ এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিযাঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটীহইতে বন্টন হয়,

কলিকাতা পাতুরিযাঘাটা মণ্ডলইষ্ট্রিটে ১২ সংখ্যক ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিতা হইল॥

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

২ বর্ষ ১৭ খণ্ড

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

---

২২ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৮১ সন ১২৬৬ সাল ৩০ মাঘ॥

ধর্ম্মোনিত্যঃ শাশ্বতোয়ংপুরাণঃ।

ক্ষয়োদয় রহিত পরাৎপর, নিত্য সত্য মুক্তস্বভাব ধর্ম্ম অতি পুরাতন, ধর্ম্মের নাশ নাই। তবে যে লোকে বলে সত্যাদি যুগানুসারে পাদ পাদ হ্রাস হইয়া কলিতে একপাদ মাত্র ধর্ম্ম আছেন। এ কথার মর্ম্মগ্রহণ করিতে অনিপুণ ব্যক্তিরাই

ধর্ম্মের নাশ স্বীকার করে। ফলিতার্থ অনাশ্য নিত্য পদার্থের নাশ পণ্ডিতেরা অঙ্গীকারকরেন না। পৌরাণিক রূপকবর্ণনের তাৎপর্য্য স্বতন্ত্র। পুরাণে ধর্ম্মের চতুষ্পাদ বর্ণন করিয়াছেন। এবং পদ্মকন্দেবন্যায় শ্বেতবর্ণ ধর্ম্মকে গোবৃষরূপ কহিয়াছেন। বস্তুতঃধর্ম্মের পাদপুচ্ছ বিষাণ নাই,তাঁহার বর্ণও নাই,শুদ্ধ রূপক সজ্জায় বর্ণনের তাৎপর্য্যমাত্র। পদ্মকন্দেরন্যায শ্বেতবর্ণ অর্থাৎ আনন্দদায়ক ধর্ম্ম অতি নির্ম্মল, সত্য শৌচ দয়া দান, এই ধর্ম্মের পাদচতুষ্টয়। সর্ব্বজন হিতৈষী, নিয়ত জনোপকারী হিংসাদি স্বভাব বর্জ্জিত গোজাতি হয়। একারণ ধর্ম্মকে গোবৃষ রূপে বর্ণন করিয়াছেন। পৃথিবীকেও গোরূপা বলিয়া বর্ণন করেন। অর্থাৎ বৃষ সংযোগে গর্ব্ভবতী হইয়া গাবি যেমন মাতৃবৎ স্তন্যদানে জনগণের হিতসাধন করেন। পৃথিবীও ধর্ম্মসংযোগে স্বদেহোৎপন্ন দুগ্ধবৎ শস্য প্রদানে তদ্রূপ জন গণের হিতসাধনা করিতেছেন। সুতরাং ধর্ম্ম আর ধরিত্রী, ইঁহারা পিতামাতারন্যায প্রতিপালন করিতেছেন। অতএব ধর্ম্মাংশে বৃষ, ধরণীর অংশে গাবি, স্বীকার করা হইযাছে। আহা ? আমাদিগের কি উপকারী গোজাতি। ইহারা আত্ম শরীরদ্বারা আমাদিগের কত হিত সাধন করিতেছে। দুগ্ধ প্রদানে গাবিগণে মাতারন্যায় প্রতিপালন, ও পরিশ্রমদ্বারা পিতারন্যায় বৃষগণেরা প্রতিপালন করিতেছে। কৃতঘ্ন পুরুষ ব্যতীত ইহাদিগের হিংসা করিতে কেহই সম্মত নহে। যে গাবি, দুগ্ধদিয়া প্রাণরক্ষা করে, তাহার প্রাণ নষ্টকরিয়া তম্মাংস ভক্ষণ

করায়কি জঘন্য মলিনাশয় পাপাত্মা ধর্ম্মবর্জ্জিত নির্ঘৃণ নরাধম গুরুদ্রোহ কৃতঘ্নপদের বাচ্য হয় না ? । হিতকারী গোজাতি, তন্নিমিত্ত ধর্ম্মকে গোবৃষরূপ পুরাণে কহিয়াছেন। ধর্ম্মেরনাশ নাই, কেবল পাপাচ্ছাদিত চিত্তে ধর্ম্মপ্রভা দর্শন হয় না, এই মাত্র, তন্নিমিত্ত ধর্ম্ম নাশবলা সংগতনহে। পুণ্যাত্মাদিগের শুদ্ধ চিত্তে নিত্য ধর্ম্মের সমান উদয় আছে। যেমন কতিপয়স্থানে ঘনঘটাচ্ছাদিত উদ্দাপ্ত সূর্য্য কিরণের মালিন্য, স্থানান্তরে তৎ প্রভার প্রভাবের হানি নাই। তদ্রূপ ধর্ম্মও নিয়ত স্ব জ্যোতিতে উদ্দীপ্ত আছেন। তবে পুরাণে যে কলিকালে ধর্ম্মনাশের প্রবাদ আছে, সে জল্পনা ও কল্পনা, কিন্তু তাহারও মর্ম্ম ধর্ম্মনাশ নহে। ধার্ম্মিকদিগের হৃদ্বোধার্থে অত্রান্তরে পৌরা ণিকী এক সুদীর্ঘ আখ্যায়িকা স্মরণ করাইতে হইল।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে কহিয়াছেন। ধর্ম্মধ্বজ রাজার দুহিতা তুলসী, তাঁহাকে বৃন্দা বলিয়া খ্যাতা করেন। সেই বৃন্দাদেবী বাল্যাবস্থাবধি মানসে নারায়ণকে পতি বরণ করিয়া তৎপ্রাপ্ত্যর্থে তপোধর্ম্মে লগ্না হইয়া, পিতৃগৃহ পরি ত্যাগ পূর্ব্বক মথুরার উপবনে তপস্বিনীবেশে তপস্যা করিতে লাগিলেন। বৃন্দাদেবী তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া অদ্যাপিও সেই বনকে সকলে বৃন্দাবন বলেন। সেই বৃন্দা কঠোর নিয়ম পরিগ্রহদ্বারা সহস্র২ সম্বৎসর কালকে অতি বাহন করিলেন। তাঁহার সুদৃঢ় পাতিব্রত্য দেখিয়া দেবগণেরাও বহু প্রশংসা করিয়াছিলেন। এইরূপ বহু তিথির অবসান হইলেপর, একদা

নারায়ণ তুলসীর দৃঢ়ব্রত পরীক্ষার্থ ব্রহ্মারসহিত ধর্ম্মকে তৎ সন্নিধানে প্রেরণ করেন। তৎপ্রেরিত ব্রহ্মা ও ধর্ম্ম, দুইজনে বিপ্রবেশে তুলসীর নিকট উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ব্রহ্মা বার্দ্ধক্যাবস্থাও ধর্ম্মের মনোহারিণী উদ্ভিন্ন যৌবনাবস্থা হইয়াছিল। অতীত মধ্যাহ্নসময়ে দুইজনে বৃন্দাশ্রমে অতীথি হইয়াতে, বৃন্দাদেবী তাঁহাদিগকে সসম্ভ্রমে পরিগ্রহণ পুর্ব্বক আতীথ্য রক্ষার্থে আসনাদি প্রদান করতঃ পাদ্যার্ঘ্যাদি দ্বারা এবং বিনয় সম্ভাষণে সম্যক্ পরিতুষ্টি জন্মাইলেন। ইঁহারা তাঁহার আতীথেয় গ্রহণে পরিতৃপ্ত হইয়া, অনন্তর ধর্ম্ম স্বয়ং ছল প্রকাশে জিজ্ঞাসা করিলেন। ভোকল্যাণি! তোমার নাম কি? তুমি কারকন্যা? তোমার পতিবইবা নাম কি? এবং উদ্ভিন্ন নবযৌবন সময়ে এ নিবিড় নির্জ্জন বনস্থলে একাকিনী তপস্বিনীবেশে বাস করতঃ বয়সক্ষেপ কেন করিতেছ। এতদ্বাক্য শ্রবণে তুলসী উত্তর করিলেন। ভো ভূদেব! আমি ধর্ম্মধ্বজ রাজনন্দিনী, আমারনাম বৃন্দাদেবী,আমার পরিণয়সংস্কার হয় নাই, বাল্যাবধি মানসে শ্রীকমলাকান্তকে কান্ত বরণ করিয়া, তৎ প্রাপ্ত্যর্থে তপোধর্ম্মে লগ্না হইয়াছি। তোমরা অবনীদেব, আশীর্ব্বাদ করুন্, যেন অচির কালেরমধ্যে আমারপ্রতি সেই শুভদ সুরেশাধিপ নারায়ণ সুপ্রীত হইয়া মৎ পাণিগ্রহণ করেন। এতৎ তুলসীবাক্য শ্রবণে সহাস্য বদনে ধর্ম্ম কহিতে লাগিলেন। হে করভোরু! তোমাকে কে এ উপদেশ করিয়াছে, নারায়ণ কি এত সুসাধ্য, যে তুমি একজন্মেই তদ্দর্শন

প্রাপ্তা হইবে। কত কোটিং জন্মক্ষেপ করিলেও তদ্দর্শন হয় কি নাহয়, তাহা বলা যায় না। এক্ষণে আমার উপদেশ শুনিয়া ভ্রান্তের পথ পরিত্যাগ করতঃ যাহাতে এ যৌবন কালকে সুখে ক্ষেপ করিতে পার তাহারই চেষ্টা কর। যুব জন মনসিজ বর্দ্ধন নবযৌবনকে বৃথা ক্ষেপ করিহ না। আপনার অনুরূপ সুরূপ সুন্দর যুবাপুরুষকে যৌবনধন প্রদান পূর্ব্বক অনুপম সুখসম্ভোগ করহ। তোমার এ বয়স কোনক্রমে তপোপযোগী নহে। এতদ্ধর্ম্মবাক্য শ্রবণে তুলসী দশনাগ্র দ্বারা রসনা চ্ছেদন ও পাণিদ্বয় দ্বারা শ্রবণ পুটাচ্ছাদন করিয়া কহিতে লাগিলেন। ভো দ্বিজবর! আপনি এমত আজ্ঞা করিবেন না। নারায়ণোদ্দেশে প্রদত্ত শরীর, তদ্ভিন্ন আর কাহাকে সমর্পণ করিব। যজ্ঞীয় হবি, কি কুক্কুর মুখে হবন করান মত হয়। নারায়ণ নাম স্মরণে কলেবরোপন্যাস করিব, তথাপি প্রাকৃত পুরুষে মনোভিনিবেশ করা আমার সংকল্প সিদ্ধ নহে। বহু জন্মক্ষেপ করিয়াও যদি নারায়ণের কৃপালব প্রাপ্ত হই, সেই আমারপক্ষে শ্লাঘ্যতম।

এতৎ তুলসীবাক্য শ্রবণ করিযা পুনর্ব্বার কপটবাক্যে ধর্ম্ম তুলসীকে কহিতেছেন। ভো বালমৃগাক্ষি! তুমি এ অকিঞ্চিৎকর প্রতিজ্ঞাকে পরিত্যাগ করিয়া আমাকে ভজনা করহ। আমার চিত্ত নিতান্ত তোমাতে আসক্ত হইয়াছে, আমাকে গ্রহণ করিলে তোমার মঙ্গল হইবে। তুলসী তদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া নীচোক্তিদ্বারা তাঁহাকে ভর্ৎসনকরিয়া কহিতেছেন। রে পাপা

অন্! তুমি আমার আশ্রম হইতে দূরহও। তোমার এবাক্য আমার শ্রবণযোগ্য নহে। তখন ধর্ম্মকপট ব্যগ্রতা জানাইয়া বলপূর্ব্বক তুলসীকে গ্রহণকরিতে উদ্যত হইলে, তুলসী অসীম ক্রোধাহরণ করতঃ অভিশাপ দিয়া কহিলেন। অরে নরাধম নির্ম্মর্য্যাদ! ক্ষয়ীভব। তাহাতেও ধর্ম্মভীত নাহইয়া পুনঃ গ্রহণোদ্যত হইলে তুলসী কহিলেন। ক্ষয়ীভব। সেশাপ শ্রবণেও ধর্ম্ম ভীতিযুক্ত না হইয়া পুনঃ গ্রহণোদ্যম করিলেন। তুলসীও শাপপ্রদান করিয়া কহিলেন। রে রে পামর! ক্ষয়ীভব। এই ত্রিরুক্তির পর যখন তুলসী পুনঃ শাপপ্রদানে উদ্যতা হইলেন, তখন মহাভীত হইয়া ব্রহ্মা কপট ব্রাহ্মণরূপ পরিত্যাগ করিয়া সবিনয়ে তুলসীকে সান্ত্বনাবাক্যে কহিতে লাগিলেন। হে মাতঃ হে তুলসীদেবি! ক্ষন্তাহওং। আর অভিশপ্ত করিহ না। ইনি বিপ্ররূপী ধর্ম্ম, ইঁহাকে ক্ষয়াভিসম্পাৎ করিয়া জগদ্বিনাশ করিহ না। ধর্ম্মনাশ হইলে জগৎ বিপ্লব হইবে। ধর্ম্মই জগদ্ধারক, ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া জগৎ রহিযাছে। আমি যে জগৎকর্ত্তা ব্রহ্মা, আমিও ঐ ধর্ম্মের অবলম্বনে এই অচিন্ত বিশ্ব সর্জ্জন করিয়াছি। বিনাধর্ম্মে কিছুই হইতে পারে না, ধর্ম্মেই ভোগ মোক্ষ সিদ্ধি হয়, ধর্ম্মেরপর হিতকারী কেহই নহেন। এক্ষণে মাতর্ব্বন্দে! আমারপ্রতি প্রসন্ন হইয়া অখণ্ড শাপহইতে ধর্ম্মের নিষ্কৃতি বিধান করহ। তখন ব্রহ্মবাক্য শ্রবণে তুলসী ব্রহ্মাকে কহিলেন। হে জগৎপিতঃ। এ আমার অখণ্ড বাক্য, ইহার অন্যথা হইবেক না। তবে আপনার অনু

রোধে ধর্ম্মের স্বরূপ নাশের নিবৃত্তি হইয়া ত্রেতাদিযুগপর্য্যায়ে মনুষ্যদিগের সত্যাদি ধর্ম্মাঙ্গের অননুষ্ঠানজন্য পৃথিবীতলে ধর্ম্মনাশ প্রবাদের ঘোষণা থাকিবেক। কিন্তু ধর্ম্ম সংপুর্ণ থাকিবেন। যে ব্যক্তি অকপট চিত্তে সংপুর্ণ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক, সেব্যক্তি ধর্ম্মজনিত সংপুর্ণ ফলপ্রাপ্ত হইবেক। চন্দ্রবৎ ধর্ম্মের নাশ নাই। কিন্তু প্রতিপদাদি তিথিক্রমে চন্দ্র ক্ষয়, পুনঃ প্রতিপদাদিতে বৃদ্ধিহইয়া সংপুর্ণ উদয় হয়। যে প্রবাদ আছে, তাহাতে চন্দ্র বিনাশ হয় না। কেবল সূর্য্যান্তরিত স্থানে২ চন্দ্র প্রভার দর্শনাদর্শন মাত্র, তাহাতে সর্ব্বত্রে সমান নহে। কোন স্থানে সংপুর্ণ দর্শন, কোনস্থানে কলানুক্রমে দর্শন, কোনস্থানেবা এককালিন অদর্শন হয়। তন্নিমিত্ত অমাবস্যাতে নষ্টচন্দ্র বলে, ফলে চন্দ্র নাশ্য নহেন। সেইরূপ ধর্ম্মেরও অদ্যাবধি অবস্থার ঘটনা হইবে। ত্রেতাদি যুগক্রমে পাদ২ ধর্ম্ম শ্রদ্ধার হানি হইয়া কলিযুগ অবসান হইবে, পুনর্ব্বার সত্যযুগে পাদ২ বৃদ্ধি হইয়া মনুষ্যদিগের সংপূর্ণ ধর্ম্মে বিশ্বাস জন্মিবে। ধর্ম্মেরস্থান মনুষ্যহৃদয়, যে মনুষ্যের মার্জ্জিতবুদ্ধি জ্ঞানাভিমুখে যেমন২ ধর্ম্মের অবস্থিতি, তাহার চিত্তে তেমন২ ধর্ম্মের বিশ্বাস হইয়া থাকে। অর্থাৎ ক্ষণেককাল ধর্ম্মে অবিশ্বাস, কোনফল প্রত্যক্ষ হওয়াতে ক্ষণেক বিশ্বাস জন্মে। যাহাদিগের চিত্ত নষ্টচন্দ্র অর্থাৎ কৃষ্ণযামিনীরন্যায় নিরন্তর পাপে আচ্ছন্ন, তাহাদিগের চিত্তে নিয়তই ধর্ম্মের অবিশ্বাস হইবে। সুতরাং আমারবাক্যে ধর্ম্মক্ষয় সংবাদ এইরূপে থাকিবেক, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অনন্তর ধর্ম্ম ও ব্রহ্মা তুলসীর নিকট বিদায় হইয়া স্বস্ব ধামে গমন কিলেন। অতএব সাধারণেই অবধারণা করিবেন, যে ধর্ম্মে বিশ্বাস থাকা শুদ্ধচিত্তের কার্য্য, যাহারা ধর্ম্ম মান্য করে না, তাহাদিগের চিত্ত পাপরূপ মহামলে মলিন হইয়া রহিয়াছে। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এতদ্বয়, ইঁহাদিগের স্বতন্ত্র২ পথ। অধর্ম্ম পথের পান্থ হওয়া সহজ সাধ্য, কিন্তু ধর্ম্মপথের পথিক হওযা বড় কঠিনতর ব্যাপার। যাহাদিগকে ইহকালে নিয়ত অধর্ম্মের সমাচরণ করণপুর্ব্বক অর্থোপার্জ্জন করিযা সুখীহইতে দেখা যাইতেছে, তাহাদিগের সে সুখ সেইপর্য্যন্ত, যেপর্য্যন্ত কোন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান নাকরে। প্রসঙ্গতঃ ধর্ম্মেরকোন একঅঙ্গের অনুষ্ঠান দৈবাৎকরিলে তৎক্ষণমাত্রই তাহারাঅবসন্ন হইয়াপড়ে। কিন্তু পরকালে অধর্ম্মকৃৎ পুরুষকে নিয়তইযন্ত্রণা ভোগকরিতে হয়, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। তদ্রূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানকৃৎ পুরুষেরা অধর্ম্মলেশস্পর্শেই বিনষ্ট হয়। পরিশুদ্ধ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইলে ইহলোকে অনেক ক্লেশ সহ্যকরিতে হয়, এবং প্রভুতরূপে অর্থোপার্জ্জনও হওয়া কঠিন, কিন্তু পরকালে ধার্ম্মিকের সুখের ইয়ত্তা থাকেনা। ইহকালে অধার্ম্মিকের যেমন সুখ, পরকালে তেমনই যন্ত্রণাভোগ হয, ধার্ম্মিকের সেইরূপ ইহকালে যৎকিঞ্চিৎ দুঃখভোগ, কিন্তু পরকালে ধার্ম্মিকেরা ততোধিক সুখভোগকরিতে থাকে। অতএব ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলের বিস্তর তারতম্য আছে। জারোপভুক্তস্ত্রীর সন্তানেরদের প্রতি কিঞ্চিৎ কালান্তব ব্যতীত অধর্ম্মের ফল আশু

কলিত হয় না, কেননা তাহা হইলে তাহারা ধর্ম্মে সাবধান হইতে পারে, ধর্ম্মে সাবধান হইলে পরলোকে আর অধিক যন্ত্রণা ভোগের সম্ভাবনা থাকেনা। ধার্ম্মিকদিগের আশু ফলানুভব হয়। সুতরাং ভ্রান্তিবশতঃ কৃত অধর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পরলোকগমনের পথকে পরিষ্কার রাখিবে, ইহা পামরদিগের বুদ্ধিতে কখনই উপস্থিত হইবার নহে। অধর্ম্মের সহিত ধর্ম্মের সংযোগ হইলে সেইরূপ ফল, যদ্রূপ সুরা সংযোগে ঘৃতভোজনে অরিষ্ট ফলোৎপন্ন হয়। সুরাপান শীলেরা ঘৃতভোজনে বিতৃষ্ণ হইয়া, ঘৃতের দোষ কহিয়া থাকে। কিন্তু তন্নিমিত্ত ঘৃতহইতে সুরাকে শ্রেষ্ঠ বলা কোন ক্রমেই সঙ্গত হইবেক না॥

গতবারের শেষ।

সন্দেহনিরসন।

প্রাকৃতত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্নঃ। ভো স্বামিন্! আমাদিগের পুরাণে কহেন পৃথিবী নাগরূপী অনন্তের শিরোপরি সংস্থিতা, এবং কূর্ম্মও পৃথিবীর ধারক হন্। এ বাক্যপ্রতি কোনমতে বিশ্বাস করিতে পারি না। যেহেতু সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি জ্যোতিষ শাস্ত্রাদির সহিত অনৈক্য হয়। জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা কহেন যে বায়ুবারে সংস্থিতা হইয়া পৃথিবী সূর্য্যের আকর্ষণে নিরবলম্ব শূন্যে ভ্রাম্যমাণা। কোনমতে বলে সূর্য্যকে পৃথিবী বেষ্টন করিতেছেন, কোনমতে বলে সূর্য্যই পৃথিবীকে বেষ্টন করেন। সে মতামতের কথা স্বতন্ত্র, এক্ষণে আমি তাহাতে আপত্তি করি না। কিন্তু অনন্তের ফণাতে যে পৃথিবী আছেন, এ কথার উপর বিশ্বাস হয় না।

যেহেতু সূর্য্য যখন পৃথিবীর চতুষ্পার্শ্বে বেষ্টন করেন, তখন শূন্যাধারে যে পৃথিবীর স্থিতি ইহা যুক্তিসিদ্ধ হয়। হে প্রভো! অতএব আমার এই সন্দেহ নিরাস যাহাতে হয় এমত উপদেশ করেন॥

পরমহংসের উত্তর। অরে বৎস! শ্রবণ করহ। পুরাণবর্ণনাকে যে অসত্যজল্পনা বলিয়া তোমার সন্দেহ জন্মিয়াছে, তাহার কারণ পৌরাণিকবচনের তাৎপর্য্য গ্রহণাভাবেই অনুভব করি। যথার্থ মর্ম্মপ্রকাশ করিয়া যদি পৌরাণিক পণ্ডিতেরা তোমাকে উপদেশ করিতেন, তবে তোমার এ সংশয় কোনক্রমেই হৃদয়ে অবস্থিতি করিতে পারিত না। পুরাণ তন্ত্রাদির বাক্যের ভঙ্গী ও প্রণালী স্বতন্ত্র,সে তন্ত্র বুঝিতে নাপারিলেই কুতন্ত্রউপস্থিত হয়। পুরাণাদি গ্রন্থকর্ত্তারা মহার্থযুক্ত শ্রুতিবাক্যাদিকে রূপকব্যাজে সাজাইয়া স্বগুণে ব্রহ্মোপাসনার পথ প্রসারিত করিয়া গিয়াছেন। আমি যুক্তিসঙ্গত পুরাণাদির মর্ম্মব্যাখ্যা করিয়া যাই, তুমি আপন যুক্তিতে যুক্ত করতঃ তাহার সঙ্গতাসঙ্গত বিচার করিয়া দেখহ। শিব বিষ্ণু নারায়ণ হরি শঙ্কর শম্ভূ স্বয়ম্ভূ অনন্তাদি যত শব্দ আছে, সে সমস্ত শব্দই ব্রহ্মবাচক হয়। অতএব এস্থলে অনন্তশব্দে পরমাত্মা, অর্থাৎ (নাস্তি অন্তো যস্য স অনন্তঃ) ইহাতে যাহার শেষ নাই তাঁহার নাম অনন্ত। তৈত্তিরীয়া শ্রুতিতে (সত্যংজ্ঞান মনন্তং ব্রহ্মেতি) কহিয়াছেন। অষ্টনাগেরমধ্যে প্রধান নাগের নামমাত্র অনন্ত। কিন্তু তাঁহার অন্ত আছে। অতএব বুঝিতে হইবে, যে অনন্ত পরমাত্মা, তাঁহার সত্তাকে আশ্রয়করিয়া পৃথিবীর স্থিতি হয়।

সুতরাং ভঙ্গীদ্বারা শূন্যস্থিতা পৃথিবীবলা হইল। অপর কূর্ম্মকে ধারক বলায় ফলে ফলে বায়ুকে আধার মান্য করিয়াছেন। কেননা উনপঞ্চাশৎ বায়ুরমধ্যে প্রাণাদি দশবায়ু প্রধান। যথা (প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চোদান ব্যান এবচ। নাগঃ কূর্ম্মোথ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয় ইতি) প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কুর্ম্ম. কৃকর, দেবদত্ত, ধনঞ্জয়, ইত্যাদি দশবায়ুর মধ্যে কূর্ম্মবায়ু, সেই কূর্ম্মবায়ুই পৃথ্বীধারক হন। পৃথিবীকে শূন্যেস্থিতা যাহারা বলে, তাহাদিগের সহিত পুরাণবাক্যের অনৈক্য হইবার বিষয় কি? এবং পরমেশ্বরের সত্ত্বাবলম্বনে ধরণীর স্থিতি বলাতেই অনন্তস্বরূপ পরমাত্মা কর্ত্তৃক ধৃতা ধরিত্রী বলা হইয়াছে, তাহাতে কোন গোল নাই। এবং সূর্য্যের আকর্ষণে রহিয়াছেন, এবাক্যেরও বৈয়র্থাপত্তি হয় না। যেহেতু সূর্য্যের অন্তরাত্মা সেই অনন্ত, যথা বিষ্ণুধ্যান। "সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী নারায়ণ ইত্যাদি,, সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে তেজস্বরূপ নারায়ণ, সেই নারায়ণেরসত্ত্বাকে অবলম্বনকরিয়া পৃথীবস্থিতি হয়। ইহাতে সূর্য্য যে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিতে পারেন না সে আপত্তির বিশেষ খণ্ডন হইয়া গেল। কূর্ম্মান্ত সূর্য্যকে পৃথিবীধারক বলিয়া যে পুরাণে বর্ণনা করিয়াছেন, সে বাক্যের সুন্দররূপ সঙ্গতি হইয়াছে। তবে পরমেশ্বরের সকল ক্রিয়াই লোকাতিরিক্ত হয়, তিনি অনন্তস্বরূপ, তাহার রূপের অন্ত নাই. তিনি কি অনন্তাখ্য নাগরূপে পৃথিবী ধারণ করিতে পারেন না? অবশ্যই পারেন, এবং অনন্ত ধরাধার হইলেও

তিনি সূর্য্যকে পৃথিবীর চতুষ্পার্শ্বে ভ্রমণ করাতেই পারেন, যেহেতু ঈশ্বর বিচিত্র শক্তিমান্, তাঁহার সকল কার্য্যই বিচিত্র, লৌকিক যুক্তিতে যাহা সঙ্গত বোধ না হয়, তাহাও তদিচ্ছা বশে সঙ্গত হইয়া উঠে। মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা যত দূর হইতে পারে, ততদূরপর্য্যন্তই সঙ্গতাসঙ্গত বিচার করিয়া পরে নিবৃত্ত হয়, "উপর্য্যুপরি বুদ্ধীনাং চরন্তীশ্বর বুদ্ধয় ইতি," উপরি উপরি সকল বুদ্ধির উপর ঈশ্বর বুদ্ধির গতি। সুতরাং ঈশ্বর কৃতকার্য্যের উপর যে সঙ্গত কি অসঙ্গত বলিয়া বিচার করা, সে আমাদিগের বালিশতা মাত্র। পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তি মান্ তিনি কি না করিতেছেন, আর কিই বা না করিতে পারেন, ইহলোকে মূঢ়তম লোকেরা যৎকিঞ্চিৎ পদার্থবৃত্ত জ্ঞাতা হইয়া সামান্য শিল্পকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারিলেই আপনাকে সর্ব্বদর্শী বলিয়া জানাইতে ত্রুটি করে না। মনেকরে আমরা বুঝি সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়া উঠিলাম। জগৎকে সরাবন্যায় দেখে, কথায় কথায় আপ্তপুরুষদিগের বাক্যের ভুল ধরিয়া ঈশ্বরকার্য্যের অপহ্নব করিতে সাহসিক হয়। বলদেখি, ইহা হইতে মূঢ়ত্ব প্রকাশ আর কি আছে। অতেবৎস ! ঋষিবাক্যের মর্ম্মবোধকরা বড় সুকঠিন, সংস্কৃত শাস্ত্রও বিচিত্রার্থযুক্ত, ঋষিরা যে কোন্ অভিপ্রায়ে, কোন্ শব্দের যোগে, কোন্ বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন, সে অভিপ্রায় যে বুঝিতে পারে, সে কখনই তোমা দিগের মত সুর্দ্ধৃতর্ক করিতে প্রবৃত্ত হয় না। এতৎ শ্রবণে ভাক্তজ্ঞানী ক্ষণেককাল নিস্তব্ধ থাকিয়া আত্মবুদ্ধ্যানুসারে

পরিব্রাজকাচার্য্যের উক্তিসকলকে যুক্তিসিদ্ধ বোধকরিয়া পরম সন্তোষে তাঁহাকে পুনঃ২ প্রণামকরিয়া কহিলেন। ভোভগবন্। আপনার শ্রীমুখকমল গলিত বচনামৃতে অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইলাম। এবং এবিষয়ে আমার আর কোন সংশয় নাই॥

গতবারের শেষ।

যোগসমুচ্চয়।

নাসনং সিদ্ধসদৃশং নকুম্ভক বলোপমঃ।
নখেচরী সমামুদ্রা ননাদ সদৃশো লয়ঃ। ইতি॥
দত্তাত্রেয়ং।

সিদ্ধাসন, অর্থাৎ পদ্মাসনের সদৃশ আসন নাই। কুম্ভকের তুল্য বল নাই। খেচরীমুদ্রার সমান মুদ্রা নাই। আর নাদের সদৃশ লয় নাই॥

কলাক্রমে জিহ্বাছেদন, চালন, বন্ধন করিবেক। রসনা যাবৎ ভ্রূমধ্য প্রবিষ্টা না হয়। যখন তালুমূলে জিহ্বা স্পর্শ হইবে, তখন সাক্ষাৎ খেচরীসিদ্ধি হয় যথা।

অন্তঃকপাল বিবরে জিহ্বাং ব্যাবৃত্য বন্ধয়েৎ।
ভ্রূমধ্য দৃষ্টিরপ্যেষা মুদ্রা ভবতি খেচরীতি॥
দত্তাত্রেয়ং।

তালুকুহরে জিহ্বাকে লইয়া বন্ধন করিবে। এবং ভ্রূদ্বয়মধ্যে দৃষ্টিরাখিবে। এই যে মুদ্রা, ইহাই খেচরীমুদ্রা হয়। অতএব যে প্রকারে রসনামূলের শিরাচ্ছেদ করিবেক, তাহার ক্রম কহিতেছেন। যথা॥

স্নুহিপত্রনিভং শস্ত্রং সুতীক্ষ্ণং স্নিগ্ধ নির্ম্মলং।
মর্য্যাদায় ততস্তেন রোমমাত্রং সমুচ্ছিনেৎ। ইতি॥
গ্রহযামলং।

স্নুহিপত্রেরন্যায় অস্ত্র, উপনিষদাদি শাস্ত্রান্তরে শরপত্র সদৃশ সুতীক্ষ্ণ, অথচ স্নিগ্ধ, এবং নির্ম্মল হইবে। নিয়মানুসারে ঐ অস্ত্রদ্বারা রোমমাত্র পরিমানে শিরাকে ছেদন করিবেক। ইদানীং যোগীরা বাঁসের চেয়াড়দিয়া উক্তানুসারে রসনামূল ছেদন করিয়া থাকেন॥

কৃত্বা সৈন্ধব পথ্যাভ্যাং চূর্ণিতাভ্যাং প্রবর্ত্তত।
পুনঃ সপ্তদিনে প্রাপ্তে রোমমাত্রং সমুচ্ছিনেৎ॥

প্রথমদিবস রোমমাত্রে ছেদন করতঃ সৈন্ধব লবণ চূর্ণ ও হরিতকী চূর্ণ সমভাগে সপ্তাহ আহার করিবে। পুনঃ সপ্তাহা নন্তরে পুনর্ব্বার রোমমাত্র ছেদন করিবেক।

এবং ক্রমেণ ষণ্মাসং নিত্যযুক্তঃ সমাচরেৎ।
ষণ্মাসাদ্রসনা মূলশিরাবন্ধো বিনশ্যতি।

এইরূপ ক্রমদ্বারা ছয়মাস নিত্য তৎকার্য্যে নিযুক্ত থাকি বেক। তবে তাহার ছয়মাসেতে রসনামূলের শিরাবন্ধ অক্লেশে বিনষ্ট হইয়া যাইবেক।

অথ বাগীশ্বরী ধাম শিরো বস্ত্রেণ বেষ্টয়েৎ।
শনৈরুৎকষয়েদ্যোগী কালবেলা বিধানবিৎ॥

অনন্তর বাগীশ্বরীধাম শির, অর্থাৎ জিহ্বার অগ্রভাগ বস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিবেক। সময়বিৎ যোগী অল্পে অল্পে ঐ জিহ্বাকে উর্দ্ধে আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিবেক। যেরূপ বস্ত্রে বন্ধন করিবে, তাহার পরিমান কহিতেছেন।

বিতস্তি প্রমিতং দৈর্ঘে বিস্তারং চতুরঙ্গুলং।
মৃদুলং ধবলং প্রোক্তং বেষ্টনাম্বর লক্ষণং।

এক বিঘত পরিমাণে দীর্ঘবস্ত্র, প্রস্থে চারিঅঙ্গুলী প্রমাণ। অতি শ্বেতবর্ণ, অতি কোমল, এইরূপ বস্ত্র রসনার বেষ্টনাম্বর লক্ষণান্বিত হয়।

পুনঃষণ্মাস মাত্রেণ পুনঃ সংকর্ষণাৎ প্রিয়ে।
ভ্রূমধ্যাবধি বর্দ্ধেত তির্য্যক্ কর্ণ বিলাবধিঃ॥

ছয়মাসপর্যন্ত উর্দ্ধে আকর্ষণ করিতে অভ্যাস করিয়া, হে প্রিয়ে! পুনঃ ছয়মাস আকর্ষণ করিতে২ ভ্রূমধ্যাবধি, পার্শ্বগতি দ্বারা কর্ণমূলগর্ত্ত পর্য্যন্ত রসনার বৃদ্ধি গতি হয়।

অধস্তচ্চিবুকং মূলং প্রযাতি ক্রমকারিতা।
ক্রমাদূর্দ্ধং চংক্রমতি তির্য্যক্ সংখ্যাবধি প্রিয়ে।

ক্রমকারিতা জিহ্বা অর্থাৎ ক্রমদ্বারা সাধিতা জিহ্বা, অধঃস্থ চিবুক মূলপর্য্যন্ত গমনশক্তা হয়। ক্রমেতে উর্দ্ধে তির্য্যকগতি দ্বারা কর্ণবিলাদি সংখ্যাপর্য্যন্ত ভ্রাম্যমানা হয়।

পুনঃ সংবৎসরে দেবি দ্বিতীয়ে চৈব লীলয়া।
ব্রহ্মরন্ধ্রং আবৃত্যা তিষ্ঠেৎ পরম বন্দিতে।

হে পরমবন্দিতে দেবি! পুনর্ব্বার অভ্যাসক্রমে দ্বিতীয় সংবৎসরে অবলীলাক্রমে ব্রহ্মরন্ধ্রহইতে উর্দ্ধস্থানে আবৃত হইয়া থাকে। অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রের উপরিভাগে গতি হয়।

স তালুমূলং সংঘৃষ্য সপ্তবাসর মাত্রনি।
পূর্ব্বোক্তেন প্রকারেণ মলং সর্ব্বং বিশোধয়েৎ॥

তৎকালে সাধক যোগী পূর্ব্বোক্ত নেতী দন্তী ধৌতীযোগ দ্বারা সপ্তদিবস তালুমূলকে ঘর্ষণ করিয়া সমস্তপ্রকার মল বিশোধন করিবেক।

অঙ্গুল্যগ্রেণ সংঘৃষ্য জিহ্বাং তত্র নিবেশয়েৎ।
শনৈঃ শনৈ র্মস্তকান্তং মহাবজ্র কবাট ভিৎ॥

অঙ্গুলীর অগ্রভাগে তালুমূল ঘর্ষণ করিয়া জিহ্বাকে তালু স্থানে নিবেশিত করিবেক। ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ মহাবজ্র কবাটকে ভেদকরিয়া মস্তকের মধ্যস্থানে রসনাকে নিবিষ্ট করিবেক।

পূর্ব্বং বিজয়তাং বিদ্যা বিখ্যাতা ভুবনত্রয়ে।
অস্যাঃ ষডঙ্গং কুর্ব্বীত তথা ষট্‌চক্র ভিন্ময়া॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে,সাধনানুসারে ভুবনত্রয়ে অর্থাৎ জাগ্রৎস্বপ্ন, সুষুপ্ত্যবস্থাদিত্রয়ে বিখ্যাত বিদ্যা অর্থাৎ অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত ষটচক্র ভেদানুষ্ঠানদ্বারা ঐ দেবতার ষড়ঙ্গকারবে, অর্থাৎ ডাকিনী শাকিনী কাকিনী রাকিণী লাকিনী হাকিনী প্রভৃতি ষণ্নায়িকার তুষ্ট্যর্থে পথ্যানুষ্ঠান করিবেক। এইসকল অনুষ্ঠানানুসারে জিহ্বাকে ক্রমে শিরশ্চারিণী করিবে,কিন্তু একেবারে হটাৎ সঞ্চারণ করিবেক না।

ক্রমেণৈব প্রকর্ত্তব্যা অভ্যাসেন বরবর্ণিনি।
যুগপদ্বিলয়েত্তস্য শরীরং বিলয়ং ব্রজেৎ॥

হে বরবর্ণিনি পার্ব্বতি! এই জিহ্বাসঞ্চারণ ক্রমে ২ অভ্যাস দ্বারা কর্ত্তব্য হয়। হটাৎ একেবারে ব্রহ্মরন্ধ্রে রসনা লয়করিতে চাহিলে, তাহার শরীর বিনাশ হইয়া যায়॥

তস্মাৎ শনৈঃ শনৈঃ কার্য্যমভ্যাসনা যোগকৃৎপ্রিয়ে।
এবং বর্ষত্রয়ং কৃত্বা ব্রহ্মদ্বারং বিশেদ্ধ্রুবং।

একারণ যোগাভ্যাসি যোগীকর্ত্তৃক এ সাধনা অল্পে অল্পে কর্ত্তব্য। এরূপে বৎসরত্রয় অভ্যাস করিলে, হে প্রিয়ে! নিশ্চিত সাধকের জিহ্বা ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবিষ্টা হয়।

ষট্‌চক্রাণি বিভিদ্য শক্তিভুজগীং প্রোথাপ্য মূলস্থিতাং।
ভিত্বাগ্রস্থিতনঞ্চ পশ্চিমশিরাঃ প্রাকার রূপং মহৎ।
নীত্বা প্রাণমতঃ শিরোপি বিমলং নির্ম্মথ্য চিত্তেন তৎ।
তস্মিন্নঃ পিবতীন্দু মণ্ডলগলন্মুক্তঃ স সাক্ষাৎ শিবঃ॥

ষটচক্রকে ভেদকরিয়া মূলাধারস্থিত সর্পরূপিণী কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে উঠাইয়া মহা প্রাচীর স্বরূপ অধোমুখে সুসুম্নার ছয় গ্রন্থিভেদ করতঃ চিত্তদ্বারা নির্ম্মন্থন করিয়া শিরঃকপালকে নির্ম্মল করণপূর্ব্বক প্রাণবায়ুকে তথা লইয়া, চন্দ্রমণ্ডল গলিত অমৃতধারা পানে সমস্ত পাপে পরিমুক্ত সাধক সাক্ষাৎ শিব হয়। অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ হয়॥

নিত্যং যস্তূর্দ্ধজিহ্বো যদি পিবতি পুমান্ সপ্তধারা মৃতৌঘং।
সুস্বাদুং শীতলাঙ্গং দুরিত ভয়হরং ক্ষুৎপিপাসা নিবারং।
পিণ্ডস্থৈর্য্যং হি তস্মাৎ মৃড ইব নিবসন্ মৃত্যুরোগাত্তরেত্ত।
দৌর্ভাগ্যং বাতিনাশং প্রসবিত সকলং ত্রি ত্রিকালো ভ্রমিত্বা।

যে ব্যক্তি উৰ্দ্ধে জিহ্বা লইয়া কপাল চন্দ্রগলিত সপ্তধারা অমৃত যদি পান করে, সেই অমৃত অতি শীতল, অতি সুস্বাদু, পাপভয়াদি হারক, ক্ষুধা পিপাশা নিবারক, শরীর স্থৈর্য্য কারক, তবে সেই ব্যক্তি মৃত্যুরোগ হইতে নিস্তীর্ণ হইয়া সাক্ষাৎ শিবতুল্য হয়। তাহার দুর্ভাগ্য নাশহয়, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, এমত কত ত্রিকালকে অতিক্রম করিয়া সর্ব্বলোকে পর্য্যটন করে।

কপালকুহরে জিহ্বা প্রবিষ্টা বিপরীতগা।
ভ্রুবোরন্তর্গতা দৃষ্টি মুদ্রা ভবতি খেচরী॥

বিপরীতগামিনী রসনা তালুমূলে প্রবিষ্ট হয়, আর ভ্রুদ্বয়ের মধ্যে দৃষ্টি থাকিলে খেচরীমুদ্রা হয়।

কলাং পরাঙ্মুখীং কৃত্বা ত্রিপথে পরিবর্ত্ততে।
সা ভবেৎখেচরীমুদ্রা ব্যোমচক্রং তদুচ্যতে॥

জিহ্বার পশ্চাৎভাগে দন্তকরিয়া ত্রিপথে প্রবর্ত্তিতা জিহ্বা হইলে খেচরীমুদ্রা হয়, তাহাকেই ব্যোমচক্র বলিয়া উক্ত করেন। ত্রিপথে প্রবর্ত্তিতাপদে ইড়া পিঙ্গলা সুসুম্না সঙ্গমস্থল তালুকুহরে জিহ্বা, এবং ইড়াপিঙ্গলা সুসুম্না সঙ্গম ভ্রূমধ্যস্থান, তৎস্থানে দৃষ্টিরাখাই খেচরীমুদ্রা ও ব্যোমচক্র নামে খ্যাত। ইতি খেচরীমুদ্রা।০। ৪।

অথ খেচরীমুদ্রার ফলকথন।

রসনা মূর্দ্ধগাং কৃত্বা ক্ষণার্দ্ধং যদি তিষ্ঠতি।
বিষবাম্মুচ্যতে যোগী ব্যাধি মৃত্যুজরাদিভিঃ॥

রসনাকে ঊর্দ্ধগামিনী করিয়া যদি ক্ষণার্দ্ধকাল থাকিতে পারে, তবে যোগিব্যক্তি ব্যাধি ও মৃত্যু এবং জরাদির বিষয় হইতে পরিমুক্ত হয়। অর্থাৎ তাহার শরীরে জরা মৃত্যু ব্যাধি প্রবেশ করিতে পারে না॥

ন রোগমরণং তস্য ন নিদ্রা ন ক্ষুধা তৃষা।
নচ মূর্চ্ছা ভবেত্তস্য যো মুদ্রাং বেত্তি খেচরীং॥

যেব্যক্তি খেচরীমুদ্রাকে জানে। তাহার রোগ নাই, মৃত্যু নাই, নিদ্রা নাই, ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, মূর্চ্ছা নাই। অর্থাৎ ক্ষুধা তৃষ্ণা রোগ মৃত্যু মোহাদি কিছু হয় না।

পীড্যতে নসরোগেণ লিপ্যতে ন স কর্ম্মণা।
বাধ্যতে ন স কালেন যস্য মুদ্রাস্তি খেচরী॥

যাহার খেচরীমুদ্রা সিদ্ধি আছে, সেব্যক্তি রোগে পীড্যমান-

হয় না। শুভাশুভ কর্ম্মকরিয়াও তাহাতে লিপ্ত হয় না। কাল কর্ত্তৃক বাধ্য হয় না, অর্থাৎ মৃত্যুঞ্জয় হয়।

চিত্তংচরতি খে যস্মা জ্জিহ্বাচরতিখেগতা।
তেনৈষা খেচরীনাম মুদ্রাসর্ব্বনমস্কৃতা।

যেহেতু জিহ্বা আকাশপথে গমন করিয়া বিচরণ করে, এবং চিত্তও আকাশগামী হয়, একারণ এ মুদ্রার নাম খেচরী, এই খেচরীমুদ্রা সর্ব্বজনের নমস্যা।

খেচর্য্যামুদ্রিতংযেন বিবরং লম্বিকোর্দ্ধকং।
তস্য ন ক্ষরতেবিন্দুঃ কামিন্যাশ্লেষিতস্য চ॥

খেচরীমুদ্রাকে যেব্যক্তি উদিত করিতে পারে, অর্থাৎ জিহ্বা যার উর্দ্ধ তালুকুহরে প্রবিষ্টা হয়। সেব্যক্তি যুবতি কামিনী কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইলেও তাহার বিন্দু ক্ষরিত হয় না।

চলিতোপি যদাবিন্দুঃ সংপ্রাপ্তো যোনিমণ্ডলে।
ব্রজত্যূর্দ্ধং হটাৎশক্ত্যা নিবদ্ধো যোনিমুদ্রয়া।

যদিও বিন্দু চলিত হইয়া যোনিকূপে সংপ্রাপ্ত হয়, তথাপি যোনিমুদ্রা শক্তিদ্বারা নিবদ্ধহইয়া সহসা উর্দ্ধে গমন করে, কদাপি ক্ষরিত হয় না।

গতবারের শেষ।

শিবলিঙ্গাখ্যান।।

অথ শিবলিঙ্গ কাম্যপূজা।

পূর্ব্বোক্ত বিধিনা দেবি সংপূজ্য পার্থিবং হরং।
আত্মগেহে মহেশানি স্ব শক্ত্যাচ বিনির্ম্মিতং। ইতি।

লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্রং॥

পূর্ব্বোক্ত বিধিদ্বারা অর্থাৎ পূজার্থ লিঙ্গ নির্ম্মাণ করণ বিধি দ্বারাপার্থিব শিবলিঙ্গে মহাদেবের পুজা করিবে। আত্মগৃহে স্ব শক্তিদ্বারা নির্ম্মিত লিঙ্গপূজা করিবেক। আত্মগেহে স্ব শক্তি পদে আপনার স্ত্রী নির্ম্মাণ করিলেও হইবে। চকারে অন্যের নির্ম্মিত পুজা করিবেক না।

ষোড়শৈ রুপচারৈশ্চ সংপূজ্য পার্থিবং শিবং।
এবং বৎসর পর্য্যন্তং সুভক্ত্যা পূজয়েচ্ছিবং।

শোড়শোপচারদ্বারা পার্থিব শিবলিঙ্গ প্রত্যহ সুভক্তিপূর্ব্বক পুজা করিযা এক বৎসর অতিপাত করিবে।

রহস্যংহি ততঃপশ্চাৎ মাসি মাসি শুচিস্মিতে।
সংপূজ্য দিবসে লিঙ্গং যাবৎসংখ্যং বরাননে।
তত্রাদৌ পরমেশানি তৎ শৃণু মহেশ্বরি।
আদায় নিশিসর্ব্বোত্র গত্বাবিল্বতলং প্রিয়ে।
অমাবস্যাং চতুর্দ্দশ্যাং পৌর্ণমাস্যাং বিশেষতঃ।
কুজে বা শনিবারে বা সোমবারেপি পার্ব্বতি।
পুজিতব্যং প্রযত্নেন নগ্নোভূত্বা মহেশ্বরি॥

হে পবিত্র হাস্যযুক্তে! হে বরাননে! হে মহেশ্বরি! হে প্রিয়ে পার্ব্বতি! তদনন্তর মাসে মাসে রহস্য পুজা করিবেক। এবং দিবসে যে সংখ্যায় লিঙ্গ পুজা করিবে, সেই লিঙ্গ লইয়া পুনর্ব্বার অমাবস্যা কি চতুর্দ্দশী, কি পূর্ণিমাতে। শনি মঙ্গল বা সোমবারেতে রাত্রিকালে বিল্ববৃক্ষমূলে গিয়া নগ্নহইয়া পুনঃ পুজা করিবেক। নগ্ন অর্থাৎ উলঙ্গহইয়া পুজা করিবেক। যদি এককালিন বস্ত্র ত্যাগ না করে, তবে মুক্তকচ্ছ বা এককচ্ছ, কি দ্বিকচ্ছ, হইলেও নগ্ন বলাযায়।

বিল্বপত্রৈঃ প্রপূজাথ সহস্রৈঃ পরমেশ্বরি।
বিল্বপত্রং মহাদেবি কীটাদি দোষবর্জ্জিতং।
কোমলং মধুরং পত্রং পত্রত্রয়যুতং প্রিয়ে।
বিল্বপত্রং বিনাদেবি নহিপূজাং সমাচরেৎ॥

হে পরমেশ্বরি! সহস্র সংখ্যক বিল্বপত্রদ্বারা পূজা করিবেক। বিল্বপত্র ত্রিপত্রযুক্ত, কোমল, সুদৃশ্য, কীটাদি দোষরহিত হইবে। বিনা বিল্বপত্র কোনক্রমেই শিবপূজা করিবেক না।

পূজয়েৎ পূর্ব্বব দ্দেবি যথানুষ্ঠান পূর্ব্বকং।
ততঃপরং মহেশানি মন্ত্রমুচ্চার্য্য যত্নতঃ।
বিল্বপত্রং প্রদদ্যাত্তু একৈকেন পৃথক্ পৃথক্।
সংশোধ্য বিধিবদ্দেবি বিল্বপত্রং বরাননে॥

হে মহেশানি! হে দেবি হে বরাননে! পূর্ব্ববৎ অনুষ্ঠানে যথাবৎ পূজা করিবে। অনন্তর বিল্বপত্র সংশোধন করতঃ মূল মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক এক এক মন্ত্রদ্বারা এক এক ক্রমে সহস্র বিল্বপত্র দান করিবেক।

এবং বৎসরপর্য্যন্তং যঃকরোতি প্রসন্নধীঃ।
মনসা কার্য্য মুদ্দিশ্য এবং যস্তু প্রপূজয়েৎ।
শীঘ্রং কাম মবাপ্নোতি গণেশ সদৃশোভবেৎ।

এইরূপ বিধানে সুপ্রসন্নবুদ্ধিমান যে সাধক একবৎসর পর্য্যন্ত অভিলষিত কার্য্যোদ্দেশে শিবপূজা করে। তাহার সমস্ত কামনা শীঘ্র পূরণ হয়, এবং দেহাবসানে গণেশের সদৃশ আমার প্রিয়পাত্র হয়।

অতঃপরং মহেশানি গর্ত্তংকৃত্বা ততঃস্থলে।
নিঃক্ষিপ্য লিঙ্গং তত্রৈব জপ্ত্বাতু তত্র তত্রবৈ।
নমস্কৃত্য মহেশানি ক্ষমস্বেতি বিসর্জ্জয়েৎ॥

অতঃপর পৃথিবীতলে গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে লিঙ্গ নিঃক্ষেপ করিবেক। এবং সেইস্থানে জপকরতঃ প্রণাম করিয়া ক্ষমস্ব বলিয়া বিসর্জ্জন করিবেক।

আত্ম সমর্পণং কৃত্বা রহস্যং পরমেশ্বরি।
যঃকরোতি প্রসন্নাত্মা সএব শ্রীসদাশিবঃ।

আত্ম সমর্পণ করিয়া যে প্রসন্নাত্মা পূজক বিনা কামনাতে এরূপ বিধানে রহস্য পূজা করে। সেই সাধক সাক্ষাৎ সদা শিব হয়। নিত্য শিবপূজায় শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার নাই, সর্ব্বস্থানেই পূজাকরিতে পারে। যথা।

শুদ্ধাশুদ্ধ বিচারোহি নাস্তি তৎ শিব পূজনে।
যেন তেন প্রকারেণ বিল্বপত্রৈঃ প্রপূজযেৎ।
সর্ব্বসিদ্ধিযুতো ভূত্বা স নরঃ শিব এবহি।
ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যে দেবা স্তদ্বাহ্যে যাশ্চ দেবতাঃ।
তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তি কেবলং শিব পূজনাৎ॥

ইতি মাতৃকাভেদ তন্ত্রং।

এতৎ শিবপূজায় শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার নাই। যে সে প্রকারে বিল্বপত্রদ্বারা পূজা করিবেক, তৎফলে সর্ব্বসিদ্ধিযুক্ত সাধক সাক্ষাৎ শিবই হয়। ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে কি ব্রহ্মাণ্ডবাহ্যে যেসকল দেবতা আছেন, এক শিবপূজাতে তাঁহাদিগের সকলেরই তৃপ্তি হয়।

কুশাগ্রমাণং যত্তোয়ং তত্তোয়েন যজেদ্যদি।
সত্যং সত্যংহি গিরিজে তজ্জলং সাগরোপমং।
পুষ্পঞ্চ মেরুসদৃশং লিঙ্গোপরি নিযোজনাৎ।
লিঙ্গস্য মস্তকে দেবি যদন্নং পরিতিষ্ঠতি।
তদন্নস্যচদানেন ক্ষিতিদান ফলং লভেৎ।

একরাপূর্ব্বয়া বাপি যোর্চ্চয়েৎ শিবলিঙ্গকং।
সর্ব্বদেবস্য শীর্ষেতু চার্ঘ্যদান ফলং লভেৎ।
সামান্য তোয়মানীয় যদিস্নাযা মহেশ্বরং॥
সার্দ্ধত্রিকোটি তীর্থস্য স্নানস্য ফলভাগ্ভবেৎ।

কুশাগ্রপরিমাণ যে জল, সেই জলে যদি শিবপূজা করে, হে পার্ব্বতি! আমি সত্য কহিতেছি সেই জল সাগরতুল্য হয়, অর্থাৎ সমুদ্রতুল্য জলদানের ফল হয়। এক পুষ্প প্রদানে সুমেরুতুল্য পুষ্পদানের ফল হয়। শিবলিঙ্গ মস্তকে যে অন্ন দেয়, সেই অন্নদান ফলে পৃথিবী দানের ফল হয়। শিবশীর্ষে এক দূর্ব্বাদানে সমস্ত দেবতার মস্তকে অর্ঘ্যদানের ফল হয়। সামান্যজলে শিবকে স্নানকরাইলে, সাড়ে তিনকোটি তীর্থ স্নানের ফল পায়।

সহস্র কলসৈরদ্ভি রভিষেকং করোতি যঃ।
শিবায়ঃ বিধিমন্ত্রৈশ্চ চিরজীবী ভবেন্নরঃ। ইতি॥
পারাশর ও মাধবীয়ে॥

সহস্র কুম্ভপূর্ণিত জলদ্বারা বিধিমন্ত্রপূর্ব্বক যেব্যক্তি শিবের অভিষেক করে। সেব্যক্তি মৃত্যুশঙ্কট হইতে নিস্তার পাইয়া চিরজীবী হয়।

যঃ প্রদদ্যাদ্গবাং লক্ষং দোগ্ধ্রীনাং বেদপারগে।
একাহমর্চ্চয়ে লিঙ্গং তস্মা' পুণ্যং ততোধিকং।
তস্মাশ্ব'মধা দধিকং ফলং ভবতি নান্যথা॥

বেদপারগ ব্রাহ্মণকে প্রভূত দুগ্ধবতী লক্ষ গাবিদান করিলে যে ফল, একাহ শিবলিঙ্গ পূজায় তাহার অধিক ফল হয়। এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের যে ফল, তাহারও অধিক ফললাভ করে।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বজনের বিদিতার্থে জানাইতেছি নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রোদিত পুস্তক সকল বিক্রীত আছে, তাহা নিম্নে লিখিতেছি, তদ্দৃষ্টে যাহার গ্রহণেচ্ছা হইবে, তিনি উক্ত যন্ত্রালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন॥

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমস্কন্ধ	৮
ব্যবস্থাসর্ব্বস্ব	১৲
বিবাদভঙ্গার্ণব	৩৲
বেদান্তপরিভাষা	৸০
বৈধব্যধর্ম্মোদয় প্রথমখণ্ড	।০
ও দ্বিতীয়খণ্ড	।০
গোস্বামীদিগের গ্রন্থ ভাগবতসার	১॥০
দ্বৈধভঞ্জিকা	৶০
ভাগবত লক্ষণ প্রথমখণ্ড	৶০
ও দ্বিতীয়খণ্ড	৶০
নিত্যকর্ম্ম	৶০

নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকার ১২৫৮ সাল অবধি ১২৬৫ সাল পর্য্যন্ত ৮ খণ্ড পুস্তক, প্রত্যেকখণ্ডের মূল্য ৬ ছয়তঙ্কা

প্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
হৃতাজ্ঞনাংতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

অদ্যাবাসরীয়া সমাপ্তা।

☞ এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটীহইতে বণ্টন হয়,

---

কলিকাতা পাতুরিয়াঘাটা মণ্ডলষ্ট্রিটে ১২ সংখ্যক ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিতা হইল॥

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

২ কল্প ১৭ খণ্ড

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

২২ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৮১ সন ১২৬৬ সাল ৩০ ফাল্গুণ॥ ৭৯৭

ধর্ম্মপ্রবাদ।

ঢাকা রাজধানীর নবাবপুর নিবাসী ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য ধন্যতম, সুধীবর শ্রীলশ্রীবাবু লালমোহন বসাক মহাশয়, তৎস্থানীয় সভায় বিগত মাঘমাসে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সেই বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করিয়া মুদ্রাঙ্কণার্থ কলিকাতায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকাযন্ত্রে সম্প্রতি প্রেরণ করিয়াছেন, আমরা তল্লিপি

প্রাপ্তে বিশেষ আহ্লাদিত হইয়া বিদ্যমান ফাল্গুন মাসীয় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকাতে সেই সুদীর্ঘ বক্তৃতা অবিকল প্রকাশ করিলাম, তৎপাঠে পাঠক মহাশযেরা যে আনন্দের আহর্ত্তা হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

হা ? ধর্ম্ম ! তুমি সত্য, কিন্তু কালানুসারে দিন দিন অসত্যের আবরণ মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইতেছ। হে জনসুহৃৎ ! সত্য ত্রেতা দ্বাপরাদি যুগত্রয়ে, তুমি যথানিয়মে অস্খলিতরূপে এই ভারত ভূমিস্থ সর্ব্বদেশেই বিচরণ করিতে। তদঙ্ঘ্রি পৃষ্ট এই ভারত ভুমি কর্ম্মক্ষেত্র পুণ্যাকর রূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। হে নারায়ণ সখ! হে ধর্ম্ম ! তব পাদপদ্ম স্পর্শ প্রসাদে এ ভূমির যে কিপর্য্যন্ত সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহা বর্ণাতীত বিষয়, এবং তৎসৌরভ পৃষ্ট কর্ম্মক্ষেত্র এই ভারতবর্ষ, অত্রস্থ জনগণকে যে কিরূপ আমোদের সহিত আমোদিত করিযা রাখিয়াছিলে, তাহা তুমিই সুবিদিত আছ, ইদানীন্তন ভ্রান্তদৃষ্টি মূঢ়তমেরা তাহা অনুভব সিদ্ধকরিতে পারে না। যেহেতু অদৃষ্টাশ্রুত বিষয়ের অনুধাবনা করা সুকৃতকারিব্যক্তির কার্য্য, দুষ্কৃতকারি জঘন্য পুরুষেরাই কেবল বিদ্যমান্ সুখের অনুভব করিয়া থাকে। পূর্ব্বজ মহল্লোকেরা কেবল তোমাকেই এক অবলম্বন করতঃ মহত্ত্বরূপ অত্যুচ্চ সিংহাসনারূঢ় হইয়া মহাযশস্বীরূপে ধর্ম্মের বিজয় পতাকা উড়াইয়া গমন করিয়াছেন। এবং বিবিধ প্রকার অসহ্য ক্লেশরাশিকে সহ্যকরিয়া বহুপরিশ্রমার্জ্জিত ধন, শুদ্ধ তৎপ্রাপ্ত্যর্থে যাগযজ্ঞাদি বৈধকর্ম্মে ব্যয় করিয়া ধনের সফলতা ও আপনার কৃতার্থতা সাধন করিয়াছিলেন। সেই

সকল সুকৃর্ত্তিদিগের একমাত্র তুমিই দৃষ্টিপথে নিরন্তর বিচরণ করিতে। তোমার অসীম মহিমানুস্মরণে ধার্ম্মিক দিগের চিত্ত তৎ প্রেমপাথোধি সলিলে অবিরত ভাসমান হয়। সেই সকল মহাত্মাদিগের কীর্ত্তিকলাপানুস্মরণে কার না কলেবরে লোমহর্ষণ হয়? হে ধর্ম্ম! এক্ষণে অধর্ম্ম বন্ধু কলির সমাগমনে, অধর্ম্ম দলবলের প্রবলতাদৃষ্টে কুলবতী ললনা দিগেবন্যায় স্বকুল ভঙ্গ আশঙ্কাক্রমে কি একেবারে আত্ম কলেবরকে গোপন করিলে। আর কি? যুগল কমলায়ত সর্ব্ব ভয়চ্ছিদ নয়নোন্মীলনপূর্ব্বক সুদীন হিন্দুসন্তানগণের দুরবস্থার প্রতি দৃষ্টিসঞ্চালন করিবে না। আমরা যে তোমারদ্বারা ইহ কালে সুখ ও পরকালে পরমাগতি প্রাপ্তির বিস্তর আশাকরি। এককালেই কি নির্দ্দয় হইয়া কৃপাবিতরণে কৃপণতা প্রকাশ করিবে? পুরাকালে কত কত মহাত্মাগণেরা প্রিয়তম অপত্য কলত্র ধন রত্নাদিকে নিঃসার বোধে মল মূত্র জ্ঞানে পরি ত্যাগ করতঃ সর্ব্বসন্তোষপ্রদ তৎপথের পথিক হইয়া নিরন্তর তোমারই অপরিসীম সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে পরিতৃপ্তহইয়া অখণ্ড সুখাত্মক পরমপদ লাভ করিয়াছেন। হে জগদ্বন্ধো! সংপ্রতি ঘোরতর কলিযুগপ্রাপ্তে অধর্ম্মের অত্যন্ত প্রবলতা হইয়াছে। অনুমান্‌করি, সেই ভয়েই তোমার মনোহর মধুর মূর্ত্তিকে কোনস্থানে লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াথাকিবে। যেমন দুর্য্যো ধন ভয়ে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বনাম গোপন করতঃ কঙ্কনামে পরিচিত হইয়া মৎস্যরাজ্যে বিরাট ভবনে অজ্ঞাত বাস করিয়া ছিলেন, তুমিও এই ভয়ঙ্কর কালে কোন্‌গৃহে অজ্ঞাতবাস

করিতেছ, তাহার কিছুমাত্র অনুসন্ধান হয় না। আমরা মহা রাজধানী কলিকাতানগরবাসী ভাগ্যবান্দিগের গৃহেং প্রায় অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেছি, কিন্তু অনেকের গৃহেই অধর্ম্মের নাট্যশালা হইয়াছে, তোমার অবস্থিতির চিহ্নমাত্রও সন্দর্শন হয় না। হায় কি হইল, হায় কি হইল,। আমরা ধর্ম্মের মনো হর লাবণ্যও সুকোমল বদনারবিন্দ কি আর দর্শন করিব না। ধর্ম্ম কি নিজ শরণাগত জনগণ প্রতি অবলোকন আর করি বেন না। হে লোকসাক্ষিন্! কুহকরাজ কলিযুগপ্রাপ্তে ধর্ম্মের খর্ব্বতা দৃষ্টে অর্থাৎ জনগৃহে ধর্ম্মাবয়বের অদর্শনে, দুর্য্যো ধনেরন্যায় অধর্ম্ম স্বকীয় ঐশ্বর্য্য প্রকাশের অপেক্ষা করিতেছে না। মহাহর্ষে আত্ম উৎকর্ষতা জানাইবার জন্য অসামান্য কুহকজাল বিস্তার করিয়া প্রায় বৈদিকজাতীয় অভিনব যুবক দিগকে মায়াপিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, কেবল তাহাও নহে, শুকসদৃশজ্ঞানে যথেষ্টাচার বিধি সম্পাদনীয় উপদেশানুসারে নিরন্তর তর্কশিক্ষা করাইতেছে। যদ্রূপ কুল কজ্জলা বারবধূগণে স্বীয় রূপলাবণ্য সৌন্দর্য্য হাবভাব লীলা হেলাদির সহকারে লম্পট কামুক পুরুষদিগের চিত্তাকর্ষণপূর্ব্বক ধনের অপহরণ করে। তদ্রূপ কলির সহায়তাতে অধর্ম্মও ঐন্দ্রজালিক কপটবৎ দুরন্তা স্বীয়া মায়া বিস্তারপূর্ব্বক যথে ষ্টাচারি পুরুষদিগকে ভ্রষ্টবুদ্ধি করতঃ দিন দিন তাহাদিগের হৃদয়ভাণ্ডার হইতে জ্ঞানরত্ন অপহরণ করাই তাহার মুখ্য তাৎপর্য্য হইয়াছে। তম্মায়া মোহিতব্যক্তিরা সুখলোভে আকৃষ্ট, অধর্ম্মানুগামী হইয়া নিরর্থক বিশুদ্ধ সুখসাধক

তোমাকে একেকালে বিস্মৃত হইয়াছে। তাহারা ভ্রমেও ধর্ম্ম কথার আলাপ করে না, ধর্ম্মপ্রবাদকে শ্রুতিপথেও স্থান দেয় না। পরমবন্ধু, পরমপ্রিয়, পরমসুহৃৎ ধর্ম্মকে শত্রুবৎ দর্শন করিয়া থাকে।

হে কলে! তোমার বিশ্বমোহিনী মায়া, তোমার মায়ায় কে না মোহিত হয়। আমারা বিনয় করিয়া কহি, আরকত কাল আমাদিগকে, প্রিয়তম ধর্ম্মের সহিত বিচ্ছেদ করিয়া রাখিবে। আর যন্ত্রণা সহ্যকরিয়া থাকিতেপারি না, তুমি প্রসন্ন হও, আমাদের সেইপরমবন্ধু ধর্ম্ম, তাঁহার সুচারুলাবণ্য ও সুশোভন প্রফুল্ল কমলসদৃশ চিত্তপ্রসাদক বদন, দর্শনার্থ ব্যগ্রচিত্ত হইয়াছি। অরে নির্মর্য্যাদ! কলহপ্রিয়কলে! এক্ষণে কলিকাতানগরী কি তোমারই প্রধান রাজধানী হইল। যেহেতু তোমার মহিমাই ব্যাপ্তময়ী হইয়াছে। তোমার প্রভাবে সুদুর্লভ কঠিনসাধ্য যেব্রহ্মজ্ঞান,হাটে ঘাটে মাঠে মঠেবাটে সেই ব্রহ্মজ্ঞান চর্চ্চা হইতেছে। হায়? তোমার অচিন্ত্য মহিমা, বাজারে বাজারে ব্রহ্মজ্ঞান বিক্রয় করিলে। তোমার কি অভাবনীয়া ক্ষমতা, তোমার অগণ্য গুণরাশি বর্ণনাকরিতে হইলে শত শত রসনার আবশ্যক করে। তোমার প্রভাবে অভোজ্য ভোজী অপেয়পায়ী, কদর্য্য শীলব্যক্তিরাও সুধন্য বদান্য শান্ত দান্ত পুরুষরূপে খ্যাত হইয়া উঠিল, ত্রিসন্ধ্যা পূত পবিত্র হবিষ্যাষী যাজ্ঞিক দেবভক্ত তীর্থস্নায়ী পুরুষ দিগ কেই অদান্ত পুরুষ করিয়া তুলিলে। আমরা তোমার প্রবল পরাক্রমতাতে বিস্ময়াপন্ন হইরাছি। কেননা,অকার্য্যই কার্য্য,

কার্য্যই অকার্য্য হইল, অসৎ সৎ, সৎ অসৎ হইল। ধর্ম্ম অধর্ম্ম, অধর্ম্মই ধর্ম্ম হইল। ন্যায্য অন্যায্য, অন্যায্যই ন্যায্য হইল। পণ্ডিতের অনাদর, ধর্ম্মবহিষ্কৃত শঠব্যক্তিই আদৃত হইল। অকথ্য কথ্য, কথ্য যাহা তাহা অকথ্য হইল! ব্রাহ্মণের অসম্মান, ম্লেচ্ছ যবনাদিই সম্মানিত হইল। হায়? যেব্রহ্মজ্ঞান অতি গুহ্যতম, যাহা সাধারণের বোধগম্য নহে। তৎপ্রাপ্ত্যর্থে পূর্ব্বং মহর্ষিগণেরা নিবিড়বিপিনাশ্রয়ে বাসকরিতেন, শিষ্যবোধার্থে গুরু নির্জ্জনে উপদেশ করিতেন, সেই ব্রহ্মজ্ঞানকে তুমি হোটেলে হোটেলে বিক্রয় করাইলে। অরে কলি! যে বেদ গ্রহণার্থে ব্রাহ্মণ সন্তানেরা উপনয়নানন্তর ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারণ পূর্ব্বক গুরুকুলে বাস করিতেন। সেই বেদশ্রুতিকে ডোম ডোখলা মুচি মুর্দ্দাফরাসের তুণ্ডে বাস করাইলে, ধর্ম্মের দুর্দ্দশার আর কি অপেক্ষা রাখিলে। হায় কলি তুমিই ধন্য! এখন ধর্ম্মের সে গর্ব্ব কোথায়, তোমারই প্রভাব সংসার ব্যাপ্ত হইল। হা? ধর্ম্ম তুমি কোথায় রহিলে। একবার ব্রহ্মজ্ঞানের দুর্দ্দশাদেখিয়াযাও। এই কলিকাতায় সুরাপ গণেরা ব্রহ্মজ্ঞানকে আর দুবাপ বলেনা। অভিনব বালকগণেরা নিরন্তর ইংরাজী পাঠশালায় অধ্যয়নকরে, তাহারাও ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া পরিচয় দেয়।

হে কলে! এতন্মহরাজধানী কলিকাতায় যে সকল সংবাদ পত্র ইদানীং প্রকাশ হইতেছে, তাহার অধিকাংশই প্রায় তোমার মহিমাবাদে পরিপূর্ণ, সম্পাদকেরা তোমার সন্তোষ জন্য কতইবা কৌশল দ্বারা ভঙ্গীক্রমে লিপিপ্রকাশ করিয়া

থাকেন, ধর্ম্ম মর্ম্মানভিজ্ঞ জনেরা সেই সকল পত্রিকাকেই চতু র্ব্বর্গ ফলপ্রদায়িনী জ্ঞানে প্রযত্নদ্বারা গ্রহণ করিয়া চরিতার্থতা লাভ করে। হা ধর্ম্ম! যথার্থ চতুর্ব্বর্গ প্রদায়িনী ধর্ম্ম নায়িকা স্বরূপা নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকা গ্রহণে সম্মতি করে না। হিন্দুধর্ম্মাভিমানী জনগণের মধ্যে অনেকেই মৌখিক এতৎ পত্রিকার প্রশংসাসূচক ভুরিবাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন, কিন্তু তদর্থে বরাটকমাত্রও ব্যয়করিতে কুণ্ঠিত হন্। হায়?। কালের কি গতি। এমন যে পীযুষরাশি রূপিণীপত্রিকাও কালের কুটিলাগতি প্রযুক্ত ব্যক্তিসম্বন্ধে বিষতুল্য কটুবোধ হইতেছে। এই নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা এক অমূল্য রত্নবিশেষ, যত্নবান হইয়া যৎকিঞ্চিৎ সামান্যধন ব্যয় করিলেই লভ্য হইতে পারে, হতভাগ্যজনেরা তাহাতেও নিয়ত ঔদাস্য প্রকাশ করতঃ নিরর্থ বঞ্চিত হইতেছে।

হা? ধর্ম্ম! দুরন্ত কলিপ্রবলতায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা সম্পা দক শ্রীযুক্ত নন্দকুমার কবিরত্ন মহাশয় একাকী হইয়া পড়িয়া ছেন। সহায় রহিত পক্ষহীন জটায়ুপক্ষীরন্যায় নিস্পন্দ, প্রতিপক্ষগণে তাঁহারপ্রতি কতই বা স্পর্দ্ধা করিতেছে, যদি তৎপক্ষে স্বপক্ষ হইয়া বর্দ্ধিষ্ণগণেরা সহায়তা করিতেন, তবে কখনই প্রতিপক্ষগণেরা ধর্ম্মেরপ্রতি এত তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিতে সাবকাশপ্রাপ্ত হইত না। ইহা আমি আমুক্তকণ্ঠে কহিতেছি, যে ধর্ম্মের মনোহর লাবণ্য একবার যেব্যক্তি অবলোকন করি য়াছে, সে কি আর দুরাচার কলির কুহকজালে আবদ্ধ হয়? না অসৎগোষ্ঠী জনের বাক্‌জালে তাহার মনমুগ্ধ হয়? অর্থাৎ

ধর্ম্মলোপ ব্যতীত ইতরালাপে সে কখনই মুগ্ধ হয় না। এত দ্দেশে কবিরত্ন মহাশয়ের তুল্য ব্যক্তি যদি একত্র মিলিতহইয়া ধর্ম্মোপদেশ করিতেন, ও এক্ষণেও করেন, তবে কখনই এত শীঘ্রতর কালেরমধ্যে ধর্ম্মোপপ্লব ঘটনা হইবার সম্ভাবনা থাকিত না, এবং তৎসম্ভাবনাও থাকে'না। কবিরত্নমহাশয় পরম সাধু, তাঁহাতে ভগবৎশক্ত্যাবেশ অবশ্যই আছে, তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি কৌশল যে কিপর্য্যন্ত, ইহা আমাদিগের বর্ণনা করিবার সাধ্য নহে। এই দুরন্তকালেও তাঁহার লিপিশূরতা, প্রাচীন. সনাতন ধর্ম্মের পদে পদে সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। পৌষমাসীয় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকায় সন্দেহনিরসন স্থলে,মহাভারতীয় "যুধিষ্ঠির ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুম ,, ইত্যাদি শ্লোকের সহিত বেদবাক্যের যেরূপ ঐক্যতা প্রদর্শন করাইয়া ছেন, এবং তদ্বিষয়ে অনির্ব্বচনীয় বিষয়ভুত পাণ্ডিত্য প্রকাশে যে মীমাংসা করিয়াছেন, তাহাতে এ কলিকালেও তাঁহাকে সাক্ষাৎ বেদব্যাসের অবতার বলিয়াই স্বীকার করা বিধেয় হয়। আমরা এই মহাভারত কতবার কত কত পণ্ডিতের মুখে শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু এপর্য্যন্ত এরূপ সূক্ষ্মার্থ সমন্বিত ব্যাখ্যা শ্রুতিকুহরে প্রবেশ করে নাই। এক্ষণে ভগবৎ সমীপে এই প্রার্থনা করি, যে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা সম্পাদক মহাশয় কিছুকাল সু জীবিত থাকিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করেন্।

অনভিজ্ঞ জনগণেরা, শাস্ত্রের স্বরূপ মর্ম্মগ্রহণে অনিপুণতা নিমিত্তই স্বধর্ম্মে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াথাকে শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম যে গূঢ়তম, তাহাতে সন্দেহ কি ? ইহাকেবল পণ্ডিতেরই

বোধগম্যহয়, ইতরের কদাচ বোধগম্য হয়না। এক্ষণে আক্ষে পের বিষয় এই যে আধুনিক ব্রাহ্মগণেরা বেদাদি শাস্ত্র মাত্র কেই ঈশ্বরপ্রণীত বলিয়া স্বীকার করেনা। এস্থলে বক্তব্য এই যে, মনুষ্যদিগের বৈধাবৈধ বিষয় জানিবার নিমিত্ত শাস্ত্রসম স্বয় বাক্য ব্যতীত পরমেশ্বর কেবল যুক্তিশক্তিই যদি প্রদান করিতেন,তবে সকলের মনোবুদ্ধি চিত্তাদিও সমানহইত; তাহা হইলে সকলেরই একযুক্তি সমান থাকিত, কদাচ যুক্তিবৈষম্য হইবার সম্ভাবনা থাকিতনা। এক্ষণে নবীনব্রাহ্মগণেরা অনির্ব্বচ নীয় ঈশ্বর নিয়ম পরিগ্রহার্থ কেবল যে স্ব২যুক্তিমাত্রাবলম্বী হইয়াছেন, যুক্তিসাধ্যে সে কেবল তাঁহারদিগের ভ্রান্তিমাত্রই উপলব্ধি হইতেছে। কেননা করুণাময় জগৎ পিতার নিয়ম সকল কখনই ভ্রমাদিদোষ চতুষ্টয় সম্পন্ন জীবের বোধগম্য হইতে পারেনা। এই পৃথিবীতলে লৌকিক যুক্তির বিরুদ্ধ ঈশ্ব রীয় অনেক কার্য্য দেখাযায়, তাহার কারণ অন্বেষণা করিতে হইলে বুদ্ধিজড়ীভুতা হয়। বস্তুত ঈশ্বরকৃত সম্যক্ নিয়ম জানিতে বাঞ্ছাকরিলে, তৎপ্রদত্ত শাস্ত্র, কিম্বা তৎপ্রেরিত ব্যক্তি ব্যতিরেকে জানা যাইতে পারেনা। ইতি।

শ্রীলালমোহনবসাক।
সাংঢাকানবাবপুর।

গতবারের শেষ।

সন্দেহনিরসন।

ভাক্তত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্নঃ। হেতীর্থ স্বামিন্। যদিও সাকার উপাসনা

করা বিধেয়ই হয়, তবে কোনএক মনোহর রূপের উপাসনাকরা কর্ত্তব্য, বিকৃতাকার নানারূপের উপাসনায় চিত্তের একাগ্রতা হইতে পারে না। যেহেতু নানাপ্রকার দেবতার রূপদর্শনে বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হয়। আদৌ সর্ব্বাগ্রপূজ্য গণেশ, যাঁহার পূজাব্যতীত কোন দেবতার পূজায় অধিকারী হওযাযায় না। সেই গণেশের রূপ অতি কুৎসিত, চারিহস্ত, রক্তবর্ণ, লম্বোদর, মুষিকবাহন, হস্তির আস্য, আপ নিই বলুন না কেন, এরূপ চিন্তাকরিতে হইলে মনেরপ্রীতি কিরূপ জন্মা ইতে পারে। এবং গণেশ যদি ব্রহ্মরূপ হয়, তবে তাহার শনির দৃষ্টিতে মুণ্ড নিপাত হওযা অতিবিচিত্র কল্পনা জ্ঞানকরিতে হইবে। অতএব গণেশের মুণ্ডনিপাত ও গজমুণ্ডযোজনের কারণ বিশেষ করিয়া কহিতে আজ্ঞাহয়॥

পরমহংসের উত্তর। অরেবৎস! বিশেষ যত্ন পুর্ব্বক তোমার প্রশ্নের উত্তর করিতেছি, তুমি সমাহিতচিত্তে শ্রবণ করহ। পঞ্চায়তনী দীক্ষার মধ্যে গণেশ প্রধান উপাস্য, গণেশ পরি পূর্ণব্রহ্ম বিষ্ণুর অবতার, চতুর্ব্বর্ণ বিষ্ণুরূপের মধ্যে গণেশ রক্তবিষ্ণু, শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারী চতুর্ভুজ, বনমালাধারী, ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ, এইচতুর্ব্বর্গ বিশিষ্ট চতুর্হস্ত, যেহস্তে শঙ্খ সেই ধর্ম্ম, যেহস্তে চক্র সেই অভিলাষ, যেহস্তে গদা সেইঅর্থ, যেহস্তে পদ্ম সেইমোক্ষ, অথবা আত্মা জীব মন অহংকার চতুর্ব্রহ্মপুচ্ছ, পদ্মহস্ত আত্মা, চক্রহস্ত মন, শঙ্খহস্ত জীব, গদাহস্ত অহঙ্কার। সংগ্রথিতভূত সমূহ চ্ছলে বনমালা ধারণ, সুতরাং বিরাটরূপ, যুক্তবুদ্ধি, কুবুদ্ধি, অর্থাৎ শুভাশুভ সমস্ত বিষয়ের অধিদেব গণেশ, একারণ বিঘ্ন বিনাশন ও বিঘ্নরাজ গণেশের নাম। ইন্দুর বাহন এজন্য বিঘ্নরাজ নাম,

সর্পভূষণ জন্য বিঘ্নবিনাশন বলে। লোকের বিঘ্নকর্ত্তা ইন্দুরের স্বভাবসিদ্ধ, তাহাকে সংহার করাভুজঙ্গের স্বভাব, একারণ বিঘ্ন উৎপত্তি, ও বিঘ্ননাশ উভয়কার্য্যই এক গণেশে বর্ত্তিয়াছে, আত্মার শুভাশুভ সর্ব্বরূপীত্ব শাস্ত্রেকহে, গণেশেও শুভাশুভ দর্শন হয়। একারণ বিঘ্নরাজ ও বিঘ্ন বিনাশন এই উভয়শব্দ প্রতিপাদ্য এক গণেশ হয়েন॥

গণেশের গজমুণ্ডকারণ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তাদি পুরাণে কহেন, যে কালে গৌরী পুণ্যকব্রত করেন, তৎকালে পরমাত্মা সর্ব্বগত নারায়ণ বরপ্রদ হইযা কহিয়াছিলেন, হে জগদম্বিকে! তোমার ব্রতানুষ্ঠানে অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়া কহিতেছি, আমি অবশ্য তোমার পুত্রহইযা জন্মগ্রহণ করিব। অনন্তর, কিয়ৎকালাবসানে হরপার্ব্বতী মহামৈথুন ধর্ম্মে সংলগ্নহওয়াতে ভগবান্ নারায়ণ অতীথিব্রাহ্মণরূপে শিবাশ্রমেউপস্থিত হইলেন, তদ্দৃষ্টে মহাদেব মৈথুনের বিরাম করতঃআতীথেয় ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত গাত্রোত্থান করিলেন, তদবসরে হরতেজ শয্যাতলে পতিত হয়, দেবদেবী ব্রাহ্মণকে উপবেশনার্থ আসন প্রদান করিযা পুজার্থ সামগ্রীর আহরণে গমন করিলেন, তৎকালে নারাযণ কপট বিপ্ররূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপূর্ব্ব চতুর্ভুজ বালকরূপে হরগৌরীর রতিকরী শয্যাতলে উত্তানশাযী হইয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণানন্তর হরপার্ব্বতী স্বগৃহে আগমন করতঃ অতীথির অদর্শনে বিষণ্ণমনা হইয়া বিস্তর আক্ষেপ করেন। পরে গৃহপ্রবিষ্ট হইয়া শয্যাতলে উত্তানশায়ী অপূর্ব্ববালক দৃষ্টে পরম হর্ষান্বিত

চিত্তে পার্ব্বতী শয্যাহইতে ঐ বালককে উত্তোলন পূর্ব্বক ক্রোড়েলইয়াবাহিরেআসিয়া মহাদেবকে কহিলেন, হে প্রভো! সেই অতীথিব্রাহ্মণ ছদ্মবেশধারী, আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়াএই সন্তান রাখিয়া তিরোধানহইয়া থাকিবেন। সর্ব্বজ্ঞ নারায়ণের অপরামূর্ত্তি শঙ্কর, সর্ব্বকারণজ্ঞ, কারণ জানিয়া কহিলেন। পার্ব্বতি! এশিশু সমান্য নহে, পরিপূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপ সাক্ষাৎ নারায়ণ, যত্নপূর্ব্বক ইহার লালন পালন করহ। অনন্তর পার্ব্বতীনাথ, পুত্রোৎসব করণ মানসে সমস্ত দেবদেবীগণকে কৈলাশবাসে আহ্বান করিলেন। সদার দেববৃন্দেরা শিবপুত্রদর্শন জন্য শিবভবনে আগত হইয়া সম্মান পুরঃসর যৌতুক প্রদানে পার্ব্বতীকে পরিতুষ্ট করিয়া স্বস্বভবনে প্রত্যাগত হইলেন, কিন্তু ভগবান্ নারায়ণ স্বরূপ পূর্ণতার বিভাগ করণে অসম্মত হইয়া শনিগ্রহকে প্রেরণ করেন। শনি পার্ব্বতীপুত্র দর্শনার্থে সমাগত হইলেন, কিন্তু চক্ষুরুন্মীলন করিয়া পুত্রমুখ দর্শন করিলেন না। তাহাতে পার্ব্বতী অত্যন্ত মনস্বিনী হইয়া শনিকে কহিলেন, অরে শনৈশ্চর! তুমি কি আমার পুত্রদর্শনে অসম্মত, তোমার কি ঈর্ষাভাবোদয় হইয়াছে? শনি মুদ্রিতচক্ষু অধোবদনে উত্তর করিলেন, হেমাত জ্জগদম্বিকে! আমি তবপুত্রদর্শনে আসিয়াছি, ঈর্ষা বা অসূয়া ভাবের প্রকাশক নহি। আমি বিধিবিড়ম্বিত,আমার দৃষ্টি সর্ব্বানিষ্ট কারিণী, কিজানি তবপুত্রের অনিষ্ট হয়, এজন্যআমি উন্মীলিত নয়নে তবপুত্রের মুখদর্শনে শঙ্কাকরিতেছি। শনি

বাক্য শ্রবণে পার্ব্বতী কহিলেন। অরেবৎস! তোমার শঙ্কা নাই, তুমি নিঃশঙ্ক হইয়া পুত্রমুখ দর্শন করহ। শনি উত্তর করিলেন, না,মা, আমি এমত সাহস করিতে পারিনা। গৌরী কহিলেন, তুমি আমার আজ্ঞালইয়া পুত্রমুখদেখহ॥ তখন দেবীকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া বামচক্ষু কোণে গণেশ মুখ দর্শন করিবামাত্র তাঁহার স্কন্ধহইতে মস্তক ছিন্নহইয়া পড়িল, অবিলম্বে ঐ ছিন্নমস্তক নারায়ণ শরীরে লীন হইয়াগেল,তাহাতেই গণেশের সম্পূর্ণতার খণ্ডন হইয়া অংশ মাত্র রহিল। শনিও তৎস্থান হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন। পার্ব্বতী মৃতকবন্ধপুত্র ক্রোড়ে করিয়া রোরুদ্যমানা হইলেন। মহাদেব বিবিধ স্বান্ত্বনাবাক্যে শান্তকরিতে নাপারিয়া নারায়ণকে স্মরণকরেন, স্মৃতমাত্র ভববান্ বিষ্ণু আগতহইয়া অধ্যাত্ম যোগোপদেশ দ্বারা পার্ব্বতীকে প্রতিবোধদিয়া হিমালয়শৃঙ্গে শয়িত শ্বেতহস্তির মস্তকচ্ছেদন করিয়া আনিয়া গণেশস্কন্ধে যোজন করিয়া জীবন্যাস করিলেন। এবং কহিলেন, যে হে দেবি! তোমার এইপুত্র সর্ব্বদেবমান্য, সর্ব্বাগ্রপূজ্য হইলেন, ইহার অগ্রে অর্চ্চনা নাকরিলে কোন দেবতার পূজা সিদ্ধি হইবেক.না। সর্ব্বজ্ঞান সম্পন্ন বালক সাক্ষাৎ শিবতুল্য, তুমি কোনমতে ক্ষোভ করিহ না। ইহা কহিয়া নারায়ণ স্বধামে গমন করেন, পার্ব্বতীও সুস্থান্তঃকরণে গণেশের লালনপালন করিতে লাগিলেন।

ভাক্তজ্ঞানিরপ্রশ্নঃ। হেপ্রভো! এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এইযে এরূপ শনির বিরুদ্ধদৃষ্টি হইবারপ্রতি কারণ কি?

পরমহংসের উত্তর। অরেবৎস! শ্রবণ করহ। শনৈশ্চরগ্রহ অর্থাৎ গ্রহমণ্ডলের অধিষ্ঠাতা, পরম ধার্ম্মিক তত্ত্বজ্ঞানী নিরন্তর মুদ্রিত নয়নে হৃৎপদ্মমধ্যে ভগবদ্রূপের অনুদর্শন করেন একদা ভগচ্চরণারবিন্দে মনঃসংযোগ পূর্ব্বক সমাধাবস্থায় আছেন, নিশিযোগেঋতুমতী তদ্ভার্য্যা তন্নিকটাবর্ত্তিনী হইয়া রত্যর্থে প্রার্থনা করেন, কিন্তু বাহ্যজ্ঞান শূন্য শনৈশ্চর তদ্বাক্য শ্রবণ করিলেননা, এবং উপস্থিতা স্বভার্য্যাপ্রতি অপাঙ্গপাতও করিলেন না। তখন তৎপত্নী আপনার মনেমনে বিচার করিলেন, যে আমাপ্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলেন; ইতি চিন্তাপরা সতী সংপূর্ণ ক্রোধের আহরণ করিয়া পতিপ্রতি অভিসম্পাত করেন। ভোদেব! তুমি যেমন আমারপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলে না, তেমন অদ্যাবধি তোমার দৃষ্টি কুৎসিতা হইল, তুমি যাহার প্রতি দৃষ্টিসঞ্চালন করিবে, সে অবিলম্বেই বিনষ্ট হইবে। আর যেমন উত্থিত হইয়া আমাকে গ্রহণ করিলেনা, তেমনই তুমি খঞ্জ হইবে। যেমন রূপগর্ব্বে আমাকে অশ্রেদ্ধা করিলে, তেমন তুমি ভিন্নাঞ্জনেরন্যায় কুৎসিতবর্ণ বিশিষ্ট হইবে।

অরে বৎস জ্ঞানাভিমানিন্! একারণ শনিরদৃষ্টি অনিষ্টকারিণী হইয়াছে, এ প্রশ্নের উত্তর এরূপ শাস্ত্রবাক্য বিশ্বাস নাকরিলে, কেবল লৌকিক্ যুক্তিতে সিদ্ধ হইতে পারেনা। অদ্য রাত্রি অধিক হইয়াছে নিদ্রাভঙ্গনা করহ, কল্য প্রভাতে অপর কয়েক প্রশ্নের উত্তর করিয়া তোমার সন্দেহাপনয়ন করিব।

গতবারের শেষ।

যোগসমুচ্চয়।

ঊর্দ্ধজিহ্বো স্থিরোভূত্বা সোমপানং করোতিযঃ।
মাসার্দ্ধেন ন সন্দেহো মৃত্যুং জয়তি যোগবান॥

সুস্থির ঊর্দ্ধ জিহ্ব হইয়া যে সাধক ললাট চন্দ্রগলিত সুধা পান করে। সেই যোগযুক্ত সাধক নিঃসন্দেহ একপক্ষের মধ্যে মৃত্যুকে জয়করিয়া অমরণ ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়॥

ইন্ধনানি যথাবহ্নি স্তৈলবর্ত্তিঞ্চ দীপকঃ।
তথাসোম কলাপূর্ণং দেহং দেহী নমুঞ্চতি।

যেমন প্রাপ্তকাষ্ঠ অগ্নি কাষ্ঠকে ত্যাগ করে না। দীপ যেমন তৈলবর্ত্তিকে ত্যাগ করে না, তদ্রূপ সোমকলা পূর্ণদেহকে জীবাত্মা পরিত্যাগ করেন না।

নিত্যং সোমকলাপূর্ণং শরীরং যস্য যোগিনঃ।
তক্ষকেনাপি দষ্টস্য বিষংতস্য নসর্পতি॥

যে যোগীর নিত্য সোমকলা পূর্ণ দেহ, নাগরাজ তক্ষক কর্ত্তৃক দষ্ট হইলেও তাহার শরীরে বিষ প্রবেশ করে না, অর্থাৎ তক্ষক দংশন করিলেও তাহার শরীরে বিষ আক্রমণ করিতে পারে না।

তস্মাদিদং প্রকুর্ব্বীত নিত্যযুক্তঃ সমাহিতঃ।
রসনাং বেশযেদূর্দ্ধং পিবে দমর বারুণীং॥

একারণ সুসমাহিত চিত্ত যোগী, নিত্য এতদনুষ্ঠানে রসনাকে ঊর্দ্ধে প্রবেশ করাইয়া অমর বারুণীপান করিবেক।

রসনা মূর্দ্ধগাংকৃত্বা পিবেদমরবারুণীং।

কুলীনং তমহং বন্দে ইতরে কুলঘাতকাঃ ॥ ইতি
দত্তাত্রেয়ং ॥

রসনাকে ঊর্দ্ধগামিনী করতঃ যে সাধক অমর বারুণী পান করে, সেই কুলীন, তাহাকে আমি বন্ধনাকরি। তদ্ব্যতীত ব্যক্তিসকল কুলীন কি হইবে, বরং কুলঘাতকই হয়।

গোশব্দে নোদিতা জিহ্বা তৎপ্রবেশোহি তালুনি।
গোমাংস ভক্ষণং তত্তু মহাপাতক নাশনং ॥

গোশব্দে জিহ্বা, তালুশব্দে মাংস, অতএব তালুতে জিহ্বা প্রবেশের নাম গোমাংস ভক্ষণ, ঐ গোমাংস ভক্ষণকে মহা পাতক নাশন কহিয়াছেন।

জিহ্বাপ্রবেশনংভূত বায়ুনা স্থাপিতং খলু।
চন্দ্রাদ্গলিত সংসারং তৎস্যাদমর বারুণীং ॥

তালুকুহরে জিহ্বাপ্রবেশ,বায়ুদ্বারা সংস্থাপিত চিত্ত, কপাল চন্দ্রগলিত সুধাধারা, তাহাকেই অমর বারুণী কহেন।

মূর্দ্ধ্নঃ ষোড়শপত্রপদ্ম গলিতং প্রাণাদবাপ্তংহটা দূর্দ্ধাস্যো রসনাং নিযম্য বিবরেশক্তিং পরাং চিন্তয়েৎ। তৎকল্লোল কলা জলঞ্চ বিমলং ধারামৃতং যঃপিবেৎ নির্দ্দোষঃ সমৃণাল কোমল বপুর্যোগী চিরং জীবতি ॥

শিরঃস্থিত দোষরহিত মৃণালসহিত ষোড়শপত্র বিশেষপদ্ম আছে, তদ্গলিত মধুধারা প্রাণবায়ু হইতে হটাৎ প্রাপ্তহইয়া তালুকুহরে উর্দ্ধাস্য রসনাকে সংবদ্ধ করতঃ পরমাশক্তি কুণ্ড লীকে যে চিন্তাকরে, তাহার সেই কল্লোলকলাকুল জল, যাহাকে অমৃতধারাবলে, সেই নির্ম্মল অমৃতধারা যে পানকরে সেইযোগী সুকোমল বপুষ্মান হইয়া সুদীর্ঘকাল জীবিত থাকে।

চুম্বন্তী যদি লম্বিকাগ্রমনিশং জিহ্বা রসস্যন্দিনী।
সক্ষারা কটুকাথ দুগ্ধ সদৃশী ক্ষীরাজ্য তুল্যাথবা।
ব্যাধীনাং হরণং জরান্তকরণং শাস্ত্রাগমুদ্গীরণং।
তস্যস্যাদমরত্ব মষ্টগুণবৎ সিদ্ধাঙ্গনাকর্ষণং॥

অবিরত সর্ব্বরস স্যন্দিনী জিহ্বাযদি লম্বিকাগ্র তালুমূলকে চুম্বনকরে। লবণরসযুক্ত কি কটুরসান্বিত অথবা দুগ্ধতুল্য কিম্বা ক্ষীর ঘৃত তুল্য তদ্রসাস্বাদন করে। তবে সেই সাধক অনিমাদি অষ্টগুণ বিশিষ্ট অমরত্ব প্রাপ্ত হয়। এবং সর্ব্বব্যাধি হরণ, ওজরাহরণহয়, তাহার রসনাগ্র হইতে সমস্ত শাস্ত্রাঙ্গের উদ্গীরণ হয়, এতদ্ভিন্ন ভোগার্থিহইলে সমস্ত দেবযোষিৎগণের আকর্ষণ হয়।

একং সৃষ্টিময়ং বীজং একামুদ্রাচ খেচরী।
একোদেবো নিরালম্বো হ্যেকাবস্থা মনোন্মনী॥
সুচিরং জ্ঞানজনকং পঞ্চতত্ত্ব সমন্বিতং।
তিষ্ঠন্তী খেচরীমুদ্রা তস্মিন্ শূন্যে নিরঞ্জনে॥

একজীববাত্র সৃষ্টিময়হয়, অর্থাৎ শুক্রাত্মক, একামুদ্রামাত্র খেচরী, নিরালম্ব একদেবমাত্র আত্মা, একাঅবস্থা মনোন্মনী হয়। সুচির জ্ঞানোৎপাদক, পঞ্চ তত্ত্বান্বিত পরম তত্ত্ব স্বরূপা কার তালুমূল, সেই শূন্যাকার নিরঞ্জনে খেচরীমুদ্রা অবস্থিতি করে। ইতিখেচরীমুদ্রা। ৪।

অথমূলবন্ধঃ।

পার্ষ্ণিভাগেন সংপীড্য যোনিমাকুঞ্চয়েদ্গুদং।
অপান মূর্দ্ধমুখাপ্য মূলবন্ধোহয় মুচ্যতে॥

পার্ষ্ণিভাগদ্বারা অর্থাৎ পাদতলের পশ্চাৎ পার্শ্বভাগদ্বারা যোনিদেশকে আপীড়ন করতঃ গুহ্যদ্বারকে কুঞ্চিৎ করিবেক। অপান বায়ুকে ঊর্দ্ধে উঠাইলেই মূলবন্ধবলে।

অধোগত মপানঞ্চ ঊর্দ্ধাঙ্গে কুরুতে হটাৎ।
আকুঞ্চনেন তংবচ্মি মূলবন্ধং মহেশ্বরি॥

অধোগত অপান বায়ুকে হঠযোগ বলে ঊর্দ্ধাঙ্গে করিবেক। হে মহেশ্বরি! আকুঞ্চনদ্বারা কুক্ষিমধ্যে আনিয়া কুম্ভককরিবে, ইহারনাম মূলবন্ধ মুদ্রা।

যোনিপার্ষ্ণীতু সংপীড্য বায়ু মাকুঞ্চযেদ্বলাৎ।
বারংবারং তথাচোর্দ্ধং সমায়াতি সমীরণঃ।
প্রাণাদি নোদিতো বিন্দু মূলবন্ধেন চৈকতঃ।
ততো যোগস্য সংসিদ্ধিঃ প্রমাতত্র নসংশয়ঃ॥

পার্ষ্ণীও যোনিকে সংপীড়ন করতঃ বলপূর্ব্বক বায়ুকে আকুঞ্চন করিবেক। বারবার এরূপ অভ্যাস করাতে প্রাণাদি বায়ু ঊর্দ্ধে গমন করে। প্রাণাদিবায়ুর ঊর্দ্ধগমনহইলে তদ্দ্বারা মূলবন্ধ সিদ্ধিহয়, মূলবন্ধদ্বারা বিন্দু স্থিরথাকে। এপ্রমাণে অধিকারি সাধকের অনন্তর যোগসিদ্ধি হয় তাহাতে সংশয় নাই।

প্রাণাপানৌচ পবনৌ মূলবন্ধেন চৈকতাং।
গত্বা যোগস্য সংসিদ্ধিং গচ্ছতো নাত্রসংশয়ঃ॥

মূলবন্ধদ্বারা প্রাণআর অপানবায়ুর ঐক্য হইলে তাহাতে যোগসিদ্ধি হয়, ইহাতে কোন সংশয়মাত্র নাই।

অপান প্রাণয়োরৈক্যাৎ ক্ষয়ান্মূত্র পুরীষয়োঃ।
যুবাভবতি বৃদ্ধোপি সততং মূলবন্ধনাৎ।

অপান ও প্রাণবায়ুর ঐক্যহেতুক, বিন্মূত্রাদির পরিক্ষয় হয়,

তৎপরিক্ষয়হেতু অবিরত মূলবন্ধনে বৃদ্ধব্যক্তিও যুবাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

অপানে চোর্দ্ধগে যাতে সংপ্রাপ্তে নাভিমণ্ডলে।
তদানলশিখা দীর্ঘা বর্দ্ধতে বায়ুনা হতা।

অপানের উর্দ্ধগমনহইয়া নাভিমণ্ডল প্রাপ্ত যখন হয়, তখন উভয় বায়ুর আঘাতে জঠরানলের বৃদ্ধি ও শিখা অত্যন্তদীর্ঘা হয়।

ততোযাতং বন্ধযোনৌ প্রাণেবুচ স্বরূপকং।
তৈলাভ্যক্তং প্রদীপস্তু জ্বলনো দেহগস্তথা।
তেন কুণ্ডলিনী সুপ্তা সন্তপ্তা সংবিবুদ্ধ্যতে।
দণ্ডাহতা ভুজঙ্গীব নিঃশ্বস্য ঋজুতাং ব্রজেৎ।

যোনিমুদ্রা বদ্ধপ্রাণ বায়ুতে উদ্দীপ্ত তৈলযুক্ত প্রদীপবৎ দেহগত অগ্নিপ্রজ্বলিত হয়। সেই অগ্নির্জ্বালাতে সন্তপ্তাহইয়া মূলাধারস্থিতাপ্রসুপ্তা কুণ্ডলীশক্তি চেতনবিশিষ্টা হন্। এবং বায়ুর আঘাতে দণ্ডাহত সর্পিণীরন্যায় সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনার বক্রতা পরিত্যাগ করিয়া সরলাহয়েন।

বিলং প্রবিষ্টৈব ততো ব্রহ্মনাড্যন্তরং ব্রজেৎ।
তস্মান্নিত্যং মূলবন্ধঃ কর্ত্তব্যঃ পরমেশ্বরি। ৫ ॥
ইতি মূলবন্ধ। ৫।

তদনন্তর ব্রহ্মনাড়ীর ছিদ্রমধ্যে কুণ্ডলী প্রবিষ্টা হন্। একারণ হে পরমেশ্বরি! নিত্য এই মূলবন্ধের অভ্যাসকরা কর্ত্তব্য। ইতি মূলবন্ধঃ। ৫।

গতধারের শেষ।

শিবলিঙ্গাখ্যান।

ঘৃতেন স্নাপিতং লিঙ্গং চন্দনেনানু লেপয়েৎ।
কুঙ্কুমৈঃ স্নাপয়িত্বাচ পূজয়ে ত্তদনন্তরং।.ইতি
মৎস্যসূক্তং।

শিবলিঙ্গকে ঘৃতদ্বারা স্নান করাইয়া, চন্দনদ্বারা অনুলেপন করিবেক। পুনঃ কুঙ্কুমদ্বারা স্নান করাইয়া তাহার পর পূজা করিবেক॥

শ্বেতেন বস্ত্রযুগ্মেন তথামুক্তাফলৈঃ শুভৈঃ।
যক্ষকর্দ্দম ধূপেন পয়সা পায়সেন চ।
পদ্মসূত্রস্য বর্ত্ত্যাচ ঘৃতদীপেন বা পাথ।
পূজেয়ং সর্ব্বশুক্লাস্যাৎ সর্ব্বকাম ফলপ্রদা।

যুগলশ্বেতবস্ত্র, আর মুক্তাফলদ্বারা, গুগ্‌গুলুধূপ, পদ্মসূত্র কৃতবর্ত্তীঘৃতদীপদানে পূজাকরিবেক, এবং দুগ্ধ ও পরমান্ন নৈবেদ্য দিবেক, এই পূজার নাম সর্ব্বশুক্লা অর্থাৎ সমস্ত প্রকার শুক্লোপকরণযুক্তা, এইপূজা সর্ব্বকাম প্রদায়িনী কল হন্। ※। একপ শিবপূজাদ্বারা নিরগ্নিকব্যক্তির সাগ্নিকত্ব হয়, অর্থাৎ এপূজা সাক্ষাৎ অগ্নিহোত্র ফলপ্রদান করেন।

শিবমধ্যে মহাবহ্নিঃ সতুরুদ্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
রুদ্রোপরি ক্ষিপেদ্যদ্যত্তদেব ভস্মতাং গতঃ।
সাক্ষাদ্ধোমো মহেশানি শিবস্য পূজনাদ্ভবেৎ॥

শিবের মস্তকে মহাগ্নির অবস্থান, সেই অগ্নিই রুদ্রমূর্ত্তি, সুতরাং রুদ্রের উপরি যেবস্তু প্রদানকর, তাহা তৎক্ষণেই

ভষ্মসাৎ হয়। হে মহেশ্বরি! এই শিবপূজারূপ সাক্ষাৎ হোম, হয়।

লিঙ্গোপর্য্যর্পিত দ্রব্যের গ্রাহ্যত্ব প্রমাণ।

যদ্যদ্দত্তং মহেশানি শিবায় পরমাত্মনে।
তৎসর্ব্বং পরমেশানি তৎক্ষণাদ্ভস্মসাৎ ভবেৎ॥ ইতি
লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্রং।

হে মহেশানি! যে যে দ্রব্যসকল পরমাত্মা শিবকে নিবেদন করে। হে পরমেশ্বরি! সেইসকল দ্রব্য তৎক্ষণমাত্রেই ভষ্মময় হয়॥

অনন্তর অগ্রাহ্যত্বপ্রমাণ।

যৎকিঞ্চিদুপচারংহি লিঙ্গোপরি নিবেদয়েৎ।
তন্নির্ম্মাল্যং মহেশানি অগ্রাহ্যং পরমেশ্বরি॥

হে পরমেশ্বরি! হে মহেশানি! যে কিঞ্চিৎ পুষ্প কি উপচার শিবলিঙ্গের শিরোপরি নিবেদন করে। সেই নির্ম্মাল্য ও সেইদ্রব্য অগ্রাহ্য, তাহা মনুষ্যের গ্রহণীয় নহে।

দেবীপ্রশ্ন।

তন্নির্ম্মাল্যং মহাদেব ব্রহ্মাদীনাং সুদুর্লভং।
অগ্রাহ্যং তবনির্ম্মাল্যং কথংবদসি যোগভৃৎ॥

পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তোমার নির্ম্মাল্য ব্রহ্মাদি দেবতার দুর্লভ। হে যোগভৃৎশঙ্কর! কিকারণ তব নির্ম্মাল্য অগ্রাহ্য কহিতেছ তাহা বল।

শিবউক্তি।

মধ্যস্থানস্থিতং যত্তু তন্মুখং পরমেশ্বরি।
শ্যামলং তত্তু ঈশান সদাউর্দ্ধং শুচিস্মিতে।
তেজোময়ং মহেশানি মুখমূর্দ্ধং বরাননে॥

হে পরমেশ্বরি! শিবের চারিদিগে চারিমুখ, মধ্যস্থানে শ্যাম বর্ণ এক মুখ। সেই ঊর্দ্ধমুখের নাম ঈশান। হে পবিত্র হাস্য মুখী পার্ব্বতি! সেই ঊর্দ্ধমুখ অতি তেজোময় হয়।

ক্ষীরোদ মথনেদেবি উত্থিতং গরলং মহৎ।
ততঃ করতলীকৃত্য তদ্বিষং পরমেশ্বরি।
ততঃ শ্যাম মুখেদেবি নিপীয় তদ্বিষং প্রিয়ে।
ততঃ প্রভৃতি দেবেশি মুখং জ্বালায়তেসদা।
কণ্ঠেতু গরলং ভূত্বা সদাতিষ্ঠতি কামিনি॥

হে পরমেশ্বরি! হে প্রিয়ে পার্ব্বতি! হে দেবেশি! ক্ষীরোদ সমুদ্র মথনকালে মহত্তর কালকূট বিষোত্থিত হয়। সেই বিষকে অঞ্জলিকরতঃ অনন্তর মহাদেব ঈশানাখ্য ঊর্দ্ধ শ্যাম মুখে পান করেন। সেইঅবধি ঊর্দ্ধমুখ জ্বালাবিশিষ্ট তেজো ময় হয়। কণ্ঠে সর্ব্বদা সেই বিষ স্থিরথাকাতে বিষপান চিহ্ন কণ্ঠ নীলবর্ণ হইয়াছে।

ঈশানং তন্মুখং দেবি পরংব্রহ্ম বরাননে।
পত্রং বা যদিবা পুষ্পং জলংবা বরবর্ণিনি।
যদ্দত্তং তত্তুনগ্রাহ্যং মনুষ্যাণাং কদাচন।
এতত্তু পরমেশানি নির্ম্মাল্যং যস্তুধারয়েৎ।
সভ্রষ্টো জায়তে দেবি নিষ্কৃতি র্নাস্তিতস্যবৈ॥

ঈশানাখ্য ঊর্দ্ধমুখ সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, তাহাতে পত্র বা ফল জল

পুষ্পাদি যাহাদিবে, তাহা মনুষ্যাদির গ্রাহ্য নহে। অবিধানে সেই নির্ম্মাল্যাদি যেব্যক্তি ধারণ করে। সেব্যক্তি সর্ব্বধর্ম্ম ভ্রষ্ট হয়, তাহার কখনই নিষ্কৃতি নাই ॥

নির্ম্মাল্যং দৃঢ়ভক্তিত্বাৎ গৃহ্লীয়াদ্যস্তু পার্ব্বতি।
প্রথমং বিষ্ণবেদদ্যা দ্বিষ্ণুমন্ত্রেণ সুন্দরি।
নির্ম্মাল্যং মম দেবেশি বিষ্ণোর্গ্রাহ্যং মহেশ্বরি।
দেবাসুর মনুষ্যাশ্চ গন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরাদয়ঃ।
তেসর্ব্বে পরমেশানি বরাকাঃ ক্ষুদ্রবুদ্ধয়ঃ।
নির্ম্মাল্য মমদেবেশি অধিকারী ভবেৎ কথং।
অগ্রাহ্যং শিবনির্ম্মাল্যং পত্রং পুষ্পং ফলং জলং।
শালগ্রাম শিলাস্পর্শাৎ সর্ব্বং যাতি পবিত্রতাং ॥

যদি কেহ দৃঢ় ভক্তিহেতু মমনির্ম্মাল্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে। তবে সে বিষ্ণুমন্ত্রদ্বারা আদৌ বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া গ্রহণ করিবে। যেহেতু আমার ঊর্দ্ধমুখের নির্ম্মাল্য বিষ্ণুর গ্রাহ্য হয়। দেবতা অসুর মনুষ্য গন্ধর্ব্ব কিন্নরাদি সকলে অতিক্ষুদ্রবুদ্ধি, তাহারা আমার নির্ম্মাল্য গ্রহণে কিরূপে অধিকারী হইতে পারে? শিবনির্ম্মাল্য পত্র পুষ্প ফল জলাদি মনুষ্যদিগের একারণ অগ্রাহ্য। কিন্তু শালগ্রাম শিলাতে বিষ্ণুকে নিবেদন করিলে, তৎস্পর্শে সকল পবিত্র হয়। অতঃপর সকলেই গ্রহণকরিতে পারে।

পাপযুক্তোপিচাণ্ডালো নির্ম্মাল্যং গৃহ্যতেযদা।
তদামোক্ষং লভেৎ সত্যং শিবরূপো নচান্যথা ॥

পাপযুক্ত কি চণ্ডাল যদি মম নির্ম্মাল্য গ্রহণ করে। তথাপি সে মোক্ষলাভ করিয়া সাক্ষাৎ শিবরূপ হয়, তাহার অন্যথা নাই।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বজনের বিদিতার্থে জানাইতেছি নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রোদিত পুস্তক সকল বিক্রীত আছে, তাহা নিম্নে লিখিতেছি, তদ্দৃষ্টে যাহার গ্রহণেচ্ছা হইবে, তিনি উক্ত যন্ত্রালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্তহইতে পারিবেন॥

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
কৃতাজনহিতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীনন্দকুমারকবিরত্ন।
সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

☞ এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটীহইতে বণ্টন হয়,

কলিকাতা পাতুরিয়াঘাটা মণ্ডলষ্ট্রিটে ১২ সংখ্যক ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিতা হইল॥

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

২ কল্প ১৭ খণ্ড

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

২৩ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৮১ সন ১২৬৬ সাল ৩১ চৈত্র॥

ধর্ম্মপ্রবাদঃ।

বর্ত্তমান কালের অবস্থাদেখিয়া যথার্থ ধার্ম্মিকগণেরা অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন, একালে বেদোদিত সনাতন ধর্ম্ম রক্ষ করিয়া চলা অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিল। পরিশুদ্ধ ধর্ম্মপথের পথিক্ প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। সাধু সুধার্ম্মিক লোকের যৎ পরোনাস্তি ক্লেশ, অধার্ম্মিক কদর্য্যাচারিলোকেরা পরমসুখে

সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া চলিতেছে। প্রাচীনোপাসক ধার্ম্মিক বর্গের মধ্যে প্রসিদ্ধ ধনীলোকে স্বধর্ম্ম রক্ষাকরিয়া চলিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু সময়গুণে রাজপুরুষদিগের ভাব বুঝিয়া তাঁহাদিগের শঙ্কা জন্মে, পাছে ধার্ম্মিকতা প্রকাশ পাইলে তাঁহারা অবজ্ঞাপ্রদর্শনকরেন। তাঁহাদিগের অসন্তোষে তায় অনেকপ্রকার বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা, যদিও প্রকাশ্য রূপে কোন বিঘ্ন সংঘটন নাহউক্ তথাপি শঙ্কাকরিতে হয়,যে অসম্মত জনের প্রতি নানাপ্রকার ছলকরিবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং একালে হিন্দুধর্ম্মিদিগের নিস্তার দেখিতেছি না, দুঃখীলোকেরা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে অক্ষমতা প্রযুক্ত স্বধর্ম্ম রক্ষাকরিয়া চলিতে অশক্ত। কারণ ধনোপার্জ্জন জন্য কদর্য্য পুরুষদিগের সেবা করিতে হয়, অনার্য্যশীল ধনী গণেরা ইংলণ্ডীয় সৎপুরুষদিগের অভিমত সভ্য, তাঁহারা তিলক মালা সদাচারাদি দেখিতে অসম্মত হন। সুতরাং প্রত্যাশী জনগণকে অগত্যা প্রভুর মতে অসম্মত হইলেও অনুরোধে চলিতে হয়, স্বীয় অনভিমতে চলিলেও অভ্যাসবশে কালে সম্মত হইয়া উঠে। দেখ! এতদ্দেশজাত পণ্ডিতলোকের সন্তানেরা অর্থলোলুপ হইয়া ইংরাজীবিদ্যা শিক্ষাকরিয়া স্বজাতীয় ধর্ম্মকর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতেছে,তাহার প্রমাণ, সাদীপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র শিরোমণি, তিনি সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ স্বদেশে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্নের নিকট অধ্যয়ন করেন, পরে কলিকাতায় হাতিরবাগানে স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া চুচুঁড়ানগরে চতুষ্পাঠী করিয়া কতিপয়দিবস ছাত্রদিগকে

অধ্যাপনা করাইয়াছিলেন। তাহাতে ধনউপার্জ্জন অধিক না হওয়ায় অলঙ্কারাদি প্রভৃতরূপে দিতে নাপারাতে স্ত্রীর নিকট লজ্জিত হন; তদনুরোধে কিসে ধন অধিক উপায় হয়, তচ্চিন্তাকরিয়া অবশেষে অনার্য্য কদর্য্য পুরুষদিগের মায়া জালে আবদ্ধ হইয়া অবিদ্যারূপ কলঙ্কসাগরে ডুবিয়া ছেন, অর্থাৎ কলিকাতার প্রধান বিদ্যালয়ের উপাচার্য্য মহা শয়ের দাস্যে নিযুক্ত হইয়া পল্লীগ্রামস্থ ইস্কুলের শিক্ষকপদে নিযুক্ত হন। তাহাতে দশ কি পঞ্চাদশ মুদ্রা বেতন হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারিনা। কিন্তু তাহাতেই তাঁহার একপ্রকার স্ত্রীর অলঙ্কার হইবার উপায় হয়। পরে সেই স্বধর্ম্মী শিরো মণিভট্টাচার্য্য, অনুরোধনিমিত্ত অসৎ প্রবৃত্তি করিয়া এক্ষণে পরমার্থপথে বিলক্ষণ বঞ্চিত হইয়াছেন, অর্থাৎ অসৎসংসর্গ করণজন্য ব্রাহ্মণানুষ্ঠানের বিচ্ছেদ করতঃ ক্রমে২ অমেধ্যা হারী, অসদাচারীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বারুণ্যাদি কদর্য্য সাম গ্রীর পরিগ্রহ করিবার অপেক্ষারাখিতেছেন না, অনুভবকরি জেলি বিস্কুট ও হোটেলীয় মিষ্টান্নাদি চাঁদবদনে অদনকরিয়া থাকেন। কেননা এক্ষণে স্বজাতীয় ধর্ম্মপ্রতি নিরন্তর অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন, এরূপ ধার্ম্মিক সুপণ্ডিতের সন্তান হইয়া কালগুণে ধনাশপরতন্ত্রতা প্রযুক্ত কিরূপ অবস্থাপন্ন হইয়া উঠিয়াছেন, ইহা স্মরণকরিতে হইলে আর ক্ষণকাল মাত্রও জীবনধারণ করিতে ইচ্ছাহয় না। সুতরাং এক্ষণে ধর্ম্মরক্ষা করা যেমন কঠিনতর ব্যাপারহইয়া উঠিয়াছে, তেমন কঠিন আর কোন কর্ম্মই নহে। হে ভগবন্ তোমার অচিন্ত্য

নীয়া মহিমা, তোমার মহিমার পারদর্শন করা পামরদিগের কোনক্রমেই সাধ্য নহে।

গতবারের শেষ।

সন্দেহনিরসন।

প্রভাতসময়ে গাত্রোত্থান করতঃ নিত্যক্রিয়াদি সমাপনানন্তর ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানী শ্রীলশ্রীকাশীশ্বর তীর্থস্বামীর আশ্রমে সমাগত হইয়া অভিবাদন পুরঃসর তদাজ্ঞামতে তৎপার্শ্বোপবিষ্ট হইয়া পুনঃ প্রশ্ন করিতেছেন।

ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন। ভো তীর্থস্বামিন্! গণেশোৎপত্তি বিষয়ক প্রশ্ন শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়াছি, যেহেতু এবিষয়ে লৌকিকযুক্তি সংলগ্নকরা হয় না। সুতরাং শাস্ত্রীয় বচনপ্রতিই নির্ভর করিতে হয়। এক্ষণে প্রশ্নান্তর জিজ্ঞাস্য এই যে গণেশের গজমস্তক হওয়াতে আপত্তি নাই, যেহেতু শাস্ত্রে এইরূপই কহিয়াছেন। কিন্তু গজমুণ্ড ত্রিলোচন কিকারণে হইল, তাহার বিবরণ শাস্ত্রে কি কহিয়াছেন, একালপর্য্যন্ত কোন হস্তীকেই ত্রিলোচন দেখিতে পাই না।

পরমহংসের উত্তর। অরে জ্ঞানাভিমান্! এবিষয়ে শাস্ত্রে শাস্ত্রকারেরা যেরূপ কহিয়াছেন, তাহাই কহিতেছি শ্রবণ করহ। লৌকিক যুক্তি ইহাতে সংলগ্ন হইতে পারে না, যেহেতু, হস্তীজাতি ত্রিলোচন নহে। একদা দুর্ব্বাসা নামে কোন কোপন ঋষি, অতি তেজস্বী, বৈকুণ্ঠাখ্য ধামে বিষ্ণু দর্শনার্থ গমন করেন, তথায় উপস্থিত হইয়া পরিশুদ্ধ নির্ম্মল চিন্ময় নারায়ণের রূপদর্শনে পরিতৃপ্ত হইয়া প্রণাম বন্দনাদি করিয়া ভগবদঙ্গ নির্ম্মাল্য একটি পারিজাতপুষ্প লইয়া প্রত্যা

গমন করেন। পথিমধ্যে স্বচিত্তে বিচারকরিতে লাগিলেন, যে সুরেন্দ্রপূজিতপাদারবিন্দ ভগবানের এই নির্ম্মাল্য পারিজাতপুষ্প দিয়া কাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে পারাযায়, বিশেষতঃ ভগবান্নির্ম্মাল্যের অধিকারীই বা কে হয়। মনুষ্য লোকে ইহার অধিকারী নাই, যেহেতু এই নির্ম্মাল্য গ্রহণে জীব সাক্ষাৎ বিষ্ণুত্ব ও রুদ্রত্ব প্রাপ্ত হইবে, সুতরাং এ নির্ম্মাল্য অখিল দেবাধিদেব আখণ্ডলকেই প্রদানকরা বিহিত হয়, অর্থাৎ তিনিই ইহার গ্রহণে অধিকারী। দুর্ব্বাশাঋষি ইতি বিবিচ্য, সুরলোকে অমরাবতী নগরীতে দেবেন্দ্রভবনে উপাগত হইয়া সুরপতিকে দেখিতে নাপাইয়া, শচীকে জিজ্ঞাসা করেন, হে মাতঃ! হে শচি! হে মহেন্দ্রপ্রিয়ে! সুরাজ কোথায় আছেন, আমি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে অসিয়াছি। জাতসম্ভ্রমা ইন্দ্রাণী, দুর্ব্বাশাবাক্য শ্রবণে মনে বিবেচনা করিলেন, যে দেবরাজ যেমন আজি আমাকে বঞ্চনা করিয়া রম্ভারসে আসক্ত হইয়া নন্দনবন বিহারে গমন করিয়াছেন, তেমনি আজি এই কোপন ঋষিদ্বারা তাঁহার বিশেষ শাসন করিব। ইহা আলোচনা করিয়া সম্মুখস্থিত দুর্ব্বাশাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন। হে প্রভো! অদ্য দেবরাজ সুরলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক মর্ত্ত্যলোকে নন্দনকাননে অবস্থিতি করিতেছেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনি নন্দনোদ্যানে গিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করুন্। এতৎ শচীবাক্যে সানন্দচিত্ত হইয়া অমরাবতী পতি ঋষিবর, অভিধ্যানমাত্র নন্দনারামে উপস্থিত হইলেন। তথায় দেবরাজ পুরন্দর, ঐরাবতারূঢ়, বামপার্শ্ববর্ত্তিনী রম্ভা

বিদ্যাধরী, আশবোন্মত্ত চিত্ত হইয়া বনে বনে ক্রীড়া করতঃ পর্য্যটন করিতেছেন, তদ্দৃষ্টে দুর্ব্বাশা সানন্দচিত্তে ইন্দ্রের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক বিষ্ণুপ্রসাদ পারিজাত পুষ্প প্রদান করিলেন। গজোপরিস্থিত ইন্দ্র দুর্ব্বাশাকে প্রণাম করিয়া, ঐ বিষ্ণুনির্ম্মাল্য পারিজাতপুষ্প গ্রহণ করতঃ মাধ্বীকবসপানোন্মত্ততাপ্রযুক্ত ভ্রান্তিবশে স্বশিরোপরি ধারণ নাকরিয়া গজশিরোপরি সংস্থাপন করিলেন। তখন বিষ্ণু নির্ম্মাল্য প্রাপ্ত ঐরাবত সাক্ষাৎ শিবতুল্য হইয়া রম্ভার সহিত ইন্দ্রকে দূরে নিঃক্ষেপ করণপূর্ব্বক কৈলাশোপবনে প্রবিষ্ট হইল। এখানে দুর্ব্বাশা নির্ম্মাল্য হেলনাপরাধে সম্যক্ ক্রোধী হইয়া ইন্দ্রকে কহিতে লাগিলেন, অরে দুর্বৃত্ত! তোমার শান্তিনাই, তুমি মদ্যত্রয়ে আসক্ত, যেব্যক্তি এক মদ্যপান করে, তাহার শ্রী থাকে না, তুমি মদ্যত্রয় গ্রাহী হইয়াছ, গৌড়ী পৌষ্টী মাধ্বী এতত্রয় পেয়মদ্য, আর বারবধূ সম্ভোগ মদ্য, তদ্ভিন্ন ঐশ্বর্য্যরূপ মদ্য, তোমাতে এই তিনমদ্য বিদ্যমান আছে, সুতরাং তুমি দেব ব্রাহ্মণাদির প্রতি অব হেলা না করিবে কেন? যেমন ঐশ্বর্য্যাদি মদ্যে মত্ত হইয়া শ্রী পতির নির্ম্মাল্য প্রতি অবহেলা করিলে, তেমনি তুমি অচির কালের মধ্যেই ভ্রষ্ট শ্রীক হইবে। ইন্দ্রেরপ্রতি এই বাক্‌বজ্র বিসর্জ্জন করিয়া দুর্ব্বাশা স্বাশ্রমপদে গমন করিলেন, ইন্দ্রও অতি ভীতিপ্রযুক্ত বিষণ্ণচেতা হইয়া অমরাবতীতে সমাগত হইয়া কিয়ৎকালাবসানে অসুরদিগের উদ্যমে নিরুদ্যম হইয়া সুরলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করেন। অরে

বৎস! সেই হস্তীবর ঐরাবত বিষ্ণুনির্ম্মাল্য গ্রহণফলে শিবত্ব পায়, তচ্চিহ্নসূচক তৎক্ষণমাত্রেই তাহার ললাটে এক চক্ষু হইয়াছিল, সেই হস্তীমুণ্ড চ্ছেদন করতঃ "মুণ্ডাম্মুণ্ডং বিনিষ্কৃষ্য গজায় প্রদদৌ হরিরিতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তং।" নারায়ণ সেই মুণ্ডহইতে দ্বিলোচন এক মুণ্ডোৎপাদন করতঃ ঐরাবতস্কন্ধে যোজনাকরিয়া দেন, তাহাতেই তাহার রুদ্রত্ব মোচনহইয়া ঐ গণেশ মস্তকেই রুদ্রত্ব প্রতিপত্তি হইল। হরিহরাঙ্গ একত্র মিলনজন্য গণাধিপের শ্রেষ্ঠত্ব পুরস্কার হয়, একারণ সকলের অগ্রে পূজাহইয়া থাকে। যদিও এবিষয়ে লৌকিকযুক্তি না খাটুক্ তথাপি এরূপ যুক্তি অসঙ্গত হইতে পারে না, যে আদিকালাবধি ঋষিমুনি যোগী এবং সুবুদ্ধিমান্ রাজগণ ও পণ্ডিতগণেরা গণেশের গজমুণ্ড ত্রিলোচনাদি অঙ্গীকার করিয়া ঈশ্বরবোধে সর্ব্বাগ্রে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। অমূলক বাক্যের প্রবাহ রক্ষাহইতে পারে না। এ যুক্তি গ্রহণ করিতে হইলেই সকল সুযুক্তিমত সন্দেহের নিরাশয় হইয়া যায়।

গতবারের শেষ।

যোগসমুচ্চয়।

অথ উড্ডীয়ানমুদ্রা।

বদ্ধো যেন সুষুম্নায়াং প্রাণ উড্ডীযতে ততঃ।
তস্মাদুড্ডীয়নাখ্যোয়ং জ্ঞাতব্যঃ পরমেশ্বরি। ইতি
যামলং।

যদ্দ্বারা সুসুম্নাতে বদ্ধ প্রাণবায়ু পক্ষীবৎ ঊর্দ্ধগামী হয় তাহি

মিত্ত, হে পরমেশ্বরি! এই বন্ধকে উড্ডীয়ানবলিয়া জানিহ॥

উড্ড্যানং কুরুতেযস্মাদবিশ্রান্তো মহাখগঃ।
উড্ডীয়ানং তদেবাস্যা স্তত্রবন্ধো নিগদ্যতে।

অবিশ্রান্ত গগনতলে যেরূপ মহাবিহঙ্গ উড্ডীয়মান হয়, সেইরূপ অবিশ্রান্ত প্রাণবায়ুর ঊর্দ্ধে গমনাগমনকে উড্ডীয়ানবন্ধ কহে।

উদরে পশ্চিমং তানং নাভেরূর্দ্ধঞ্চ কারযেৎ।
উড্ডীয়ানো হ্যসৌবন্ধো মৃত্যু মাতঙ্গ কেশরী। ইতি
ইতি শিবসংহিতায়াং।

উদরের অধোভাগে স্থিত নাড়ীচক্রকে নাভির ঊর্দ্ধভাগে করিবেক। ইহারই নাম উড্ডীয়ানবন্ধ, মৃত্যুরূপ হস্তীরপ্রতি এই বন্ধ সিংহরূপ হয়॥

উড্ড্যানকস্তু সহজং কথ্যতে পরমেশ্বরি।
অভ্যাসেন বিতন্ত্রস্তু বৃদ্ধোপি তরুণোভবেৎ॥

হে পরমেশ্বরি! সহজসাধ্য এই উড্ড্যানকবন্ধ কহিতেছি, ইহার অভ্যাসে নিযুক্ত হইলে বৃদ্ধব্যক্তিও যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

নাভেরূর্দ্ধ মধশ্চাপি তানংকুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ।
ষণ্মাসাভ্যাসতো মৃত্যুং জয়ত্যেব নসংশয়ঃ।

নাভির ঊর্দ্ধনাড়ীকে অধঃ ও অধোনাড়ীকে যত্নপূর্ব্বক ঊর্দ্ধে আনয়ন করিবেক। এইরূপ ছয়মাস অভ্যাস করিলে নিঃসংশয় মৃত্যু জয় হয়।

সস্তিবজ্রাসনে পাদৌ করাভ্যাং ধারয়েদ্দৃঢ়ং।
গুলফদেশ সমীপেচ কন্দংতত্র প্রপীডয়েৎ।

পশ্চিমে তানুমুদরে কারয়েৎ হৃদয়ে গলে।
শনৈঃ শনৈর্যথাপ্রাণ স্তুন্দসিদ্ধিং সগচ্ছতি।
সর্ব্বেষা মেবনন্ধানা মুত্তমো প্যুড্ডিয়ানকঃ॥

বজ্রাসনে উপবিষ্ট সাধক করদ্বয়ে পাদদ্বয় দৃঢ়রূপে ধারণা করতঃ গুল্‌ফদেশের নিকট স্কন্ধপীড়ন করিবেক। উদরের অধ নাড়ীজালকে হৃদয়ে ও গলে আনয়ন করিবেক। অল্পে অল্পে কুম্ভকবলে প্রাণবায়ুকে উদরে পূরণ করিলে তুন্দসিদ্ধি হয়, অর্থাৎ উদর সিদ্ধি হয়। এই উড্ডীয়ানবন্ধ সকলবন্ধ হইতে উত্তম হয়।

উড্ডীযানঞ্চ সহজং মুনিভিঃ কথিতং সদা।
উদ্ডীয়ানে মহেশানি মুক্তিস্বাভাবিকী ভবেৎ॥ ইতি

মুনিগণকর্ত্তৃক সর্ব্বদা কথিত হইয়াছে, যে উড্ডীয়ানবন্ধ সহজসাধ্য, উড্ডীয়ানে মুক্তিস্বাভাবিকী হয়, অর্থাৎ এবন্ধে নিঃসংশয় মুক্তি হয়। ৬

অথ জালন্ধর বন্ধ।

কণ্ঠমাকুঞ্চ্য হৃদয়ে স্থাপয়ে চ্চিবুকং দৃঢ়ং।
বন্ধোজালন্ধরাখ্যোয় মমৃতাব্যয় কারকঃ। ইতি
গ্রহযামলং।

কণ্ঠস্থানকে কুঞ্চিত করিয়া দৃঢ়রূপে হৃদয়ে চিবুক রাখিবে। ইহারনাম জালন্ধরবন্ধ,এরূপঅভ্যাসেপ্রাণায়ামকরিলে সাধক অমরণধর্ম্ম প্রাপ্ত এবং ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ হয়। যেহেতু অমৃত কারক এই বন্ধ। ইহা দত্তাত্রেয় সংহিতাতেও কহিয়াছেন। কণ্ঠকুঞ্চনদ্বারা গলশিরা সমূহ আবদ্ধ হয়, সুতরাং উড্ডান্‌ ও

খেচরীমুদ্রারপর জালন্ধর বন্ধে প্রাণায়াম করিলে শরীরের সহিত মস্তকের সংলগ্ন থাকিতেও অসংলগ্নের কার্য্য করে। তৎসিদ্ধে বহির্দ্দেহাবয়বে আঘাত করিলেও বেদনাদি জন্মেনা।

নাভিস্থাগ্নিঃ কপালস্থ সহস্র কমলাচ্চ্যুতং।
অমৃতং সর্ব্বদাস্রাবং বিন্দুত্বং জাতি দেহিনাং।
যথাগ্নিশ্চ তদমৃতং নপিবেচ্চ পিবেৎ স্বয়ং।
অমৃতং কুরুতেদেহং জালন্ধর মতোহভ্যসেৎ।

জীবের নাভিমণ্ডলে জাঠরাগ্নি, তাহাতে শিরঃস্থ সহস্রদল কমল হইতে ক্ষরিত সুধাধারা পতিত হয়, যাহাতে সেই অমৃত দেহধারীদিগের শুক্ররূপে পরিণত হয়। সেই অমৃত জঠরাগ্নিতে পাত হইলে অগ্নি পান করেন। যাহাতে অগ্নি পান করিতে নাপারে আপনি স্বয়ং পানকরিতে পারে, সেই নিমিত্ত জালন্ধর বন্ধের অভ্যাস করিবেক। জালন্ধরবন্ধে দেহকে অমর করে।

বদ্ধাগল শিরাজালং কণ্ঠে সংকোচনে কৃতে।
নপীযুষ পতত্যগ্নৌ নচবায়ুঃ প্রধাবতি।
কণ্ঠসংকোচনেনৈব দ্বেনাড্যৌ কুম্ভয়েদ্দৃঢ়ং।
মধ্যচক্র মিদংজ্ঞেয়ং ষোড়শাধার বন্ধনং।
বন্ধত্রয়মিদং শ্রেষ্ঠং মহাসিদ্ধ নিষেবিতং।
সর্ব্বেষাং হটতন্ত্রাণাং কুর্য্যাৎ সাধন মীশ্বরি॥ ইতি

রুদ্রযামলং।

পার্ব্বতীকে মহাদেব কহিতেছেন, হে ঈশ্বরি! কণ্ঠস্থানস্থিত শিরাসমূহকে কণ্ঠসংকোচন দ্বারা বন্ধকরিয়া জালন্ধরবন্ধ

করিবে। তাহাতে কপালচ্যুত অমৃত অগ্নিতে পতিত হইতে পারে না, যেহেতু এবন্ধে প্রাণবায়ু প্রচলিত হয় না। অর্থাৎ এবন্ধে কণ্ঠসংকোচনদ্বারা ইড়া পিঙ্গলা দুই নাড়ী স্তম্ভিতা হয়, শুদ্ধ সুসুম্নাগত বায়ু কুম্ভকদ্বারা স্থির থাকে, ইহাকে মধ্য চক্র বলিয়া জানিহ। ইহার নাম ষোড়শাধার কণ্ঠস্থান বন্ধন। উড্ডান ও খেচরী এবং জালন্ধর এই বন্ধত্রয় সিদ্ধগণ কর্তৃক সেবিত। সমস্ত হটতন্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই তন্ত্র, অতএব যোগী গণেরা ইহার সাধন করিবেক। ঐ কণ্ঠসংকোচন হেতু প্রাণ বায়ু কেবল উর্দ্ধগামী হয়, সুতরাং তৎকালে খেচরীমুদ্রা প্রভাবে জিহ্বা উদ্ধগামিনী হইয়া ঐ সুধা পানকরিয়া সাধক কে অজরামরবৎ করে।

অধ আকুঞ্চনেনাশু কণ্ঠ সংকোচনে কৃতে।
মধ্যোপশ্চিমতানস্যাৎ প্রাণস্তু মধ্য নাড়িগঃ।
ব্রহ্মস্থান স্থিতোরোধঃ প্রযাতি পবনোলয়ং।
ততোনজায়তে মৃত্যু র্নাস্যজরাদিকং তথা।

কণ্ঠাধস্থান আকুঞ্চনদ্বারা শীঘ্র কণ্ঠসংকোচ হয়, কণ্ঠসংকোচ করিলে নীচস্থনাড়ীসকল মধ্যগতা অর্থাৎ হৃদয়াভিগামিনী হয়। তৎসিদ্ধে প্রাণবায়ু ইড়া পিঙ্গলাকে পরিত্যাগ করিয়া সুসুম্না নাড়ীতে গমন করিতে থাকে, ঐ প্রাণবায়ু ব্রহ্মস্থান গত হইলে তাহার অধোগামিত্ব নাশ হয়, তন্নাশে আত্মাতে সংলীন হয়। সুতরাং এ অবস্থাতে জরা রোগ মৃত্যু প্রভৃতি হয় না। ইতি জালন্ধরবন্ধঃ। ৭।

অথ বিপরীতকরণমুদ্রা।

যৎকিঞ্চিৎ স্রবতেচন্দ্রা দমৃতং দিব্য রূপিণং।
তৎসর্ব্বং গ্রসতেসূর্য্য স্তেনপিণ্ডো জরাযুতঃ।
তত্রাস্তি করণং দিব্যং সূর্য্যস্যমুখ বঞ্চনং।
গুরূপদেশতো জ্ঞেয়ং নচ শাস্ত্রার্থ কোটিভিঃ॥ ইতি

রুদ্রযামলং।

দিব্যরূপী অমৃত ললাটচন্দ্র হইতে যেকিঞ্চিৎ স্রব হয়, তাহা সমুদয়ই পিঙ্গলামুখে সূর্য্য গ্রাস করেন, সেইকারণ মনুষ্যাদির শরীর জীর্ণ হয়। তাহার এক অপূর্ব্ব করণ আছে, যাহাতে সূর্য্যের মুখে সেই অমৃত পাত না হয়? কিন্তু উপায় করণ শুদ্ধ গুরুর উপদেশেই জানিবে, কোটি২ শাস্ত্র দৃষ্টি করিলেও তাহা সিদ্ধ হয় না॥

ঊর্দ্ধংনা ভ রধস্তাল্লূ র্দ্ধং ভানুরধঃ শশী।
করণং বিপরীতাখ্যং সর্ব্ব ব্যাধি বিনাশনং।
নিত্য মভ্যাস সংযুক্তং জঠরাগ্নি বিবর্দ্ধনং।
স্বল্পাহারো নিরাহারঃ ক্ষুধার্ত্তো বলহাভবেৎ।
আহারং বহুলং তস্য সংপাদ্য সাধকস্যতু।
নাত্যাহারো যদিভবে দগ্নির্দেহং দহত্যপাৎ॥

নাভিদেশকে ঊর্দ্ধ, তালুকুহরকে অধ করিবে। এবং সূর্য্য ঊর্দ্ধে, চন্দ্রকে অধকরিবে, ইহারনাম বিপরীত করণ, এই মুদ্রা সাধকের সমস্ত ব্যাধি বিনাশের কারণ হয়। অর্থাৎ নাদ চক্রকে ঊর্দ্ধে করিয়া বিন্দুচক্রকে নিম্নস্থ করিবেক। প্রত্যহ এতন্মুদ্রাভ্যাসে নিযুক্ত থাকিলে জঠরাগ্নির বৃদ্ধি হয়। অল্পাহার বা নিরাহার করিলে সাধক ক্ষুধাতুর হয়, ক্ষুধার্ত্ত হইলে

শরীরের বল হরণ হয়, একারণ সাধকের প্রভূতরূপে আহার কার্য্য সম্পাদনীয় হইয়াছে। যদি অতিশয়রূপে আহার না করে, তবে ক্ষণমাত্রেই জঠরাগ্নি উদ্দীপ্ত হইয়া সাধকের শরীরকে ভস্মসাৎ করে॥

অধঃ শিরশ্চোর্দ্ধ্বপাদঃ ক্ষণংস্যাৎ প্রথমেদিনে।
ক্ষণাচ্চ কিঞ্চিদধিক মভ্যাসাচ্চ দিনে দিনে।
যাম মাত্রন্তু যোনিত্য মভ্যসেৎ সতু কর্ণজিৎ।
বলিতং পলিতঞ্চৈব ষণ্মাচ্চ বিনাশয়েৎ।

অধোভাগে মস্তক, ঊর্দ্ধে পাদদ্বয় করতঃ অভ্যাসকালে প্রথমদিনে ক্ষণকালমাত্র থাকিবেক। পরে দিনদিন ক্ষণ হইতে কিঞ্চিৎ অধিককাল থাকিতে পারে এমত অভ্যাস করিবে। একযামমাত্র নিত্য অভ্যাস করিলে সাধক কর্ণজিৎ হয়, অর্থাৎ দুরশ্রবণাদি ক্ষমতা পায়। ছয়মাস এরূপ অভ্যাস করিলে সাধকের শরীরের লোলতা নাশ হয়, এবং শ্বেতকেশাদি পুনঃ কৃষ্ণবর্ণ হয়। ইহা দত্তাত্রেয়ও কহিয়াছেন। ইতি বিপরীত করণ মুদ্রা। ৮

অথ বজ্রোণীবন্ধঃ।

বজ্রোণী চামরোণীচ সহজোনী ত্রিধামতঃ।
যত্তাসাং লক্ষণং বক্ষ্যে কর্ত্তব্যঞ্চ বিশেষতঃ॥

বজ্রোণী ও অমরোণী, আর সহজোনী, এই তিনপ্রকার মুদ্রা, ইহাদিগের লক্ষণ কহিতেছি, বিশেষরূপে এ মুদ্রাভ্যাস করা কর্ত্তব্য।

স্বেচ্ছয়া বর্ত্তমানোপি যোগোক্ত নিয়মং বিনা।

বজ্রোণীং যো বিজানাতি সযোগী সিদ্ধি ভাজনঃ।

ইচ্ছাচার প্রবর্ত্ত সাধক যদি যোগোক্ত নিয়ম রক্ষাকরিতে নাপারে, সেই সাধকও যদি বজ্রোণী মুদ্রাভ্যাস করে, অর্থাৎ উক্তমুদ্রা বন্ধনে নিষ্ণাত হয়, তথাপি সেই যোগী সিদ্ধিভাগী হয়। অর্থাৎ অন্যোন্য যোগের অনুষ্ঠান নাকরিয়া কেবল বজ্রোণী বন্ধের অনুষ্ঠানে সকল যোগের ফললাভ করে।

অধোভাগে গতং বিন্দু মভ্যাসেনোর্দ্ধমাহরেৎ।
চালিতঞ্চ স্বকংবিন্দু মূর্দ্ধমাকৃষ্য রক্ষয়েৎ॥
তত্রবস্তুদ্বয়ং বক্ষ্যে দুর্লভং যস্যকস্যচিৎ।
ক্ষীরঞ্চৈব দ্বিতীয়ঞ্চ নারীচ বলবর্ত্তিনী॥
মেঢ্রেণচ শনৈঃ সম্যক্‌ কৃত্বাকুঞ্চন মভ্যসেৎ।
পুরুষো বাপি নারী বা বজ্রোণী সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ॥

অধোভাগে আগত শুক্রকে অভ্যাসবলে পুনর্ব্বার উর্দ্ধে আহরণ করিবেক। প্রচলিত স্বকীয় শুক্রকে উর্দ্ধে আকর্ষণ করিয়া রক্ষা করিবেক। এই যোগানুষ্ঠানে বস্তুদ্বয়ের আবশ্যক্ কিন্তু যে সে ব্যক্তির প্রতি এযোগ দুর্লভ। শুদ্ধ সাবধানী পুরুষের সুলভ হয়। অর্থাৎ একবস্তু দুগ্ধপান, দ্বিতীয়বস্তু বলবতী যুবতি স্ত্রীসম্ভোগ। বস্তুতঃ ক্ষীরভোজনে শুক্র বৃদ্ধি হইলে যুবতি স্ত্রীসম্ভোগে শুক্র রক্ষা পায় না, সুতরাং যার তারপক্ষে এ মুদ্রা কঠিন হয়। শিশ্নদ্বারা অল্পেং বিন্দুসংকোচন করতঃ অভ্যাস করিবে। এই বজ্রোণীমুদ্রা অভ্যাসে পুরুষ, কি নারী সকলেই ভোগযুক্ত হইয়াও সিদ্ধিলাভ করে।

প্রযত্নতঃ শিরাজালং ফুৎকারে কম্বুবর্দ্ধয়েৎ।
শনৈঃ শনৈঃ প্রকুর্য্যাচ্চ বায়ু সঞ্চার কারণাৎ॥

প্রকৃষ্টরূপ যত্নে সমস্ত শিরাসমূহকে ফুৎকারদ্বারা বিস্তারিত ছিদ্রযুক্ত করিবে। অর্থাৎ সহজে বায়ু সঞ্চরণ হইতে পারে। কিন্তু একক্কালিন করিবে না, অল্পে অল্পে অভ্যাস করিবেক।

ভার্য্যাভগবতংবিন্দু মভ্যাসেনোর্দ্ধ মাহরেৎ
স্খলিতং চলিতং বিন্দুং বিন্দুমাকৃষ্য রক্ষয়েৎ।
এবন্তু রক্ষয়ন্‌বিন্দুং মৃত্যুংজয়তি যোগবান॥

যুবতিস্ত্রীর যোনিগত শুক্রকে অভ্যাসদ্বারা উর্দ্ধে আহরণ করিবে। প্রসারিত প্রচলিত বিন্দুদ্বয়কে অর্থাৎ স্ববিন্দু ও ভার্য্যাবিন্দুকে আকর্ষণ করিয়া রক্ষা করিবেক। এইপ্রকার অনুষ্ঠানে বিন্দুরক্ষায় যোগীব্যক্তি মৃত্যুকে জয় করে।

মরণং বিন্দুপাতেন জীবিতং বিন্দুধারণাৎ।
সুগন্ধি যোগিনোদেহো জায়তে বিন্দুধারণাৎ॥

বিন্দুপাত হইলেই মৃত্যু, বিন্দুধারণাতেই জীবিত হয়। বিশেষতঃ বিন্দুধারণাতে যোগীর দেহ শোভন গন্ধযুক্ত হয়। যেপর্য্যন্ত শরীরে বিন্দুস্থিতি, সেপর্য্যন্ত মৃত্যুভয় কোথায়? অর্থাৎ কোনমতে মৃত্যু হয় না।

মলায়ত্তং বলংপুংসাং শুক্রায়ত্তঞ্চ জীবিতং।
তস্মাৎ শুক্রং মলঞ্চৈব রক্ষণীয়ং প্রযত্নতঃ॥

মলের বশীভূত বল, শুক্র বশীভূত জীবন। একারণ মল আর শুক্র যত্নপূর্ব্বক রক্ষণীয় হয়। যেহেতু মলভাণ্ডের চালনাতে মনুষ্য দুর্ব্বল হয়। শুক্রচালনে ও নিপাতনে জীবন বিনাশ হয়।

গতবারের শেষ।

শিবলিঙ্গাখ্যান।

দ্রব্যমন্নং ফলংতোয়ং শিবস্য ন স্পৃশেৎ ক্বচিৎ।
ন নয়েচ্ছিব নির্ম্মাল্যং কূপেসর্ব্বং বিনিঃক্ষিপেৎ। ইতি
পদ্মপুরাণং।

কোনদ্রব্য কি তণ্ডুলাদি ও জলাদি শিবের স্পর্শ করিবেক না। এবং শিবনির্ম্মাল্য গ্রহণ করিবেক না। সমস্ত কূপে নিঃক্ষেপ করিবেক।

অনর্হং মমনৈবেদ্যং পত্রংপুষ্পং ফলংজলং।
শালগ্রাম শিলালগ্নং সর্ব্বংযাতি পবিত্রতাং।
নৈবেদ্যঞ্চ নরোভুক্ত্বা শুদ্ধ্যৈ চান্দ্রায়ণং চরেৎ। ইতি
পুরাণসংগ্রহে।

পুরাণসংগ্রহে শিব আপনি কহিয়াছেন, যে আমার উর্দ্ধ মুখের নৈবেদ্য কি পত্র পুষ্প ফল জলাদি অগ্রাহ্য, কিন্তু শাল গ্রামে সংলগ্ন করিলে সকল পবিত্র হয়। যদি দৈবাৎ মনুষ্য মম উর্দ্ধনৈবেদ্যাদি ভোজন করে, তবে তৎশুদ্ধির নিমিত্ত চান্দ্রায়ণব্রত করিবেক।

বাণাদিলিঙ্গোপরি দত্তগ্রহণীয়।

লিঙ্গে স্বয়ম্ভুবে বাণে লিঙ্গেচ রসনির্ম্মিতে।
সিদ্ধপ্রতিষ্ঠিতে চৈব নচণ্ডাধিকৃতির্ভবেৎ।
যত্র চণ্ডাধিকারোস্তি ভোক্তব্যং তন্নমানবৈঃ। ইতি
হনুমৎপ্রতি শিববাক্যং॥

স্বয়ম্ভূলিঙ্গে ও বাণলিঙ্গে এবং পারদনির্ম্মিতলিঙ্গে কি দেব

নির্ম্মিতলিঙ্গে চণ্ডাধিকার নাই, অর্থাৎ শিবলিঙ্গের উপরি যে দ্রব্য দেওয়াযায়, তাহা চণ্ডাখ্য ভৈরবের অধিকার হয়। সুতরাং যাহাতে চণ্ডাধিকার আছে, তাহা মনুষ্যের ভোক্তব্য নহে॥

শিবাভিষেক জলের পবিত্রতা।

স্নাপয়িত্বা বিধানেন যোলিঙ্গ স্নানজোদকং।
ত্রিঃপিবেৎ ত্রিবিধং পাপং তস্যেহাশু বিনশ্যতি।
লিঙ্গবরার্চ্চনাম্ভির্যঃ কুর্য্যান্মূর্দ্ধাভিষেচনং।
গঙ্গাস্নান ফলং তস্য জাযতে কুম্ভসম্ভব। ইতি
স্কন্দপুরাণং॥

বিধিপূর্ব্বক বাণাদি শিবলিঙ্গকে স্নানকরাইয়া সেই স্নানজল তিনবার পানকরিলে ত্রিবিধ পাতকের বিনাশ হয়। বাণাদি শ্রেষ্ঠ লিঙ্গার্চ্চন জলে আপনার মস্তকাভিষেচন করিলে গঙ্গা স্নানের ফল হয়। ইহা কার্ত্তিকেয় অগস্ত্যকে কহিয়াছেন।

শ্রদ্ধাবতাং স্বভক্তানা মুপসর্গে মহত্যপি।
নোপায়ান্তরমস্ত্যেব বিনেশ চরণোদকং।
যেব্যাধয়োঽতি দুঃসাধ্যা বহিরন্তঃ শরীরিণাং।
শুদ্ধ্যীশোদক স্পর্শাৎ তেনশ্যন্ত্যেব নান্যথা॥

শ্রদ্ধাবান স্বভক্তদিগের মহতি উপসর্গ উপস্থিতে শিবচরণোদক ব্যতীত তাহাদিগের আর অন্য উপায়ান্তর নাই। মনুষ্যদিগের শরীরাভ্যন্তরে কি শরীরবাহিরে যে সকল পীড়া দুঃসাধ্য, শিবচরণোদক স্পর্শে সেই সকল পীড়া আশু বিনষ্ট হয়।

অথ পাশুপতাস্ত্র কাম্যলিঙ্গ পূজা।

লিঙ্গমানং দ্রব্যমানং অর্চ্চনং জপপদ্ধতিঃ।
তৎসর্ব্বং সংপ্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্ব কমলাননে। ইতি
কুক্কুটেশ্বরতন্ত্রং।

পার্ব্বতীপ্রশ্নে মহাদেব কহিতেছেন। হে কমলমুখি! পাশুপতাস্ত্র কাম্য শিবপূজার লিঙ্গের পরিমান, দ্রব্যের পরিমান, এবং জপ পূজার পদ্ধতি প্রভৃতি সমুদয় কহি শ্রবণ করহ।

শততোলক মৃৎস্নায়াঃ কারয়েল্লিঙ্গমুত্তমং।
ঘৃতেন মধুনা বাপি স্নাপয়ে দ্বশ্যকর্ম্মণি।

একশত তোলক পরিমিত মৃত্তিকার লিঙ্গনির্ম্মাণ করিয়া পুজা করিবেক। বশ্যকর্ম্মে ঐ লিঙ্গকে ঘৃত বা মধুতে স্নান করাইবেক।

দুগ্ধেন স্নাপয়েদ্দেবি শান্তৌ মৃত্যুঞ্জয়েপিচ।
আকর্ষণেতু মধুনা ভস্মনা ক্রূরকর্ম্মণি।

শান্তিকর্ম্মে ও মৃত্যুব্যাধি নিবারণার্থে শুদ্ধ দুগ্ধে স্নান, আকর্ষণে মধুতে স্নান, মারণ, উচ্চাটন, স্তম্ভন, বিদ্বেষণকর্ম্মে ভস্ম দ্বারা স্নান করাইবেক।

শততোলক মানেন দ্রব্যমেতৎ প্রকীর্ত্তিতং।
তন্মানং সম্বিদাচূর্ণং নৈবেদ্যঞ্চ সুরেশ্বরি।

হে সুরেশ্বরি! এইসকল স্নানীয় দ্রব্যাদি প্রত্যেক একশত তোলক পরিমানে লইতে শাস্ত্রে কহিয়াছেন। সেই প্রমাণে সম্বিদাপত্রচূর্ণ দিবেক, নৈবেদ্যাদিও প্রদান করিবেক।

বিল্বপত্রং তথাপুষ্পং দদ্যাদষ্টোত্তরং শতং।
শান্তিকাদৌ দ্রোণপুষ্পং বর্ব্বরাচাভিচারকে।

স্তম্ভনে মোহনেচৈব ধুস্তুরং কনকাহ্বয়ং।
বিদ্বেষোচ্চাটনে দেবি যবা বা প্যপরাজিতা।

বিল্বপত্র এবং পুষ্পাদি যাহা দিবেক, সেসমস্তই অষ্টোত্তর শতসংখ্যা প্রমাণেই দিবেক। শান্তিকাদিকর্ম্মে দ্রোণপুষ্প, অভিচারকর্ম্মে বাবুইপুষ্প, স্তম্ভনে ও মোহনে কনকধুস্তূরপুষ্প, বিদ্বেষ ও উচ্চাটনে যবা বা অপরাজিতা পুষ্পদিয়া পূজা করিবেক।

চতুর্দ্দশ্যাং সমারভ্য যাবদন্যা চতুর্দ্দশী।
একৈকং ক্রমশোলিঙ্গং পূজয়েদ্ভক্তি ভাবতঃ।
অষ্টাধিক সহস্রন্তু জপং কুর্য্যাদ্দিনে দিনে।
সপ্তাহে সপ্তলিঙ্গানি পঞ্চাহে বাথ পঞ্চমং।
চণ্ডোগ্রেণ বিধানেন জপপূজাদিকং চরেৎ॥

চতুর্দ্দশীতে আরব্ধ করিয়া অন্যাচতুর্দ্দশীপর্য্যন্ত ভক্তিপূর্ব্বক ক্রমশঃ দিন দিন এক এক শিবলিঙ্গ পূজা করিবেক। প্রতিদিন অষ্টোত্তর একসহস্র জপ করিবেক। অথবা সপ্তাহে সপ্তলিঙ্গ কি পঞ্চাহে পঞ্চলিঙ্গ পূজা করিবেক, কিন্তু জপপূজাদিসকল চণ্ডোগ্র শূলপাণি তন্ত্রমতে করিবেক।

বটুকে নতু মন্ত্রেণ মঞ্জুঘোষেণ বা প্রিয়ে।
ত্র্যম্বকেনতু মন্ত্রেণ শান্তিকে জপ পূজনং॥

শান্তিকর্ম্মে বটুকমন্ত্র, বা মঞ্জুঘোষমন্ত্র, অথবা ত্র্যম্বকমন্ত্রদ্বারা জপ পূজাদি করিবেক।

জাতিধ্বংসে কুলোচ্ছেদে আয়ুষো নাশআগতে।
মহাভয়ে সমুৎপন্নে সর্ব্বাভিচার সম্ভবে।
যত্নেন পূজয়েদ্দেবি লিঙ্গমষ্টোত্তরং শতং।
দুগ্ধনির্ব্বার ধারাভিঃ শ্রোত্রাগু মভিষেচয়েৎ।

জাতিবিনাশে কুলচ্ছেদ ও আয়ুনাশকাল আগতে, এবং সমস্তপ্রকার অভিচার সম্ভব মহাভয় উৎপন্নকালে হে দেবি! যত্নপূর্ব্বক অষ্টোত্তর শতলিঙ্গ অর্চ্চনা করিবেক। নির্জ্জল দুগ্ধ ধারাদ্বারা কর্ণান্ত অভিষেক করিবেক।

অতিরুদ্র প্রয়োগাদৌ রুদ্রাধ্যায়েন বাপুনঃ।
নীলকণ্ঠেন বা দেবি স্তবেন তোষয়েচ্ছিবং।
বস্ত্রালঙ্কার ভূষাদি দদ্যাচ্চ বিভবাবধি।
নীলকণ্ঠ স্তবেনৈব কলৌ ন তোষয়েচ্ছিবং।

অতি রুদ্রপ্রয়োগ দ্বারা অথবা রুদ্রাধ্যায় কি নীলকণ্ঠ স্তব দ্বারা শিবের তুষ্টি করিবেক। হে দেবি! বস্ত্রালঙ্কার ভূষণাদি বিভবানুসারে দিবেক। কিন্তু নীলকণ্ঠস্তবে কলিতে শিবের তুষ্টি হয় না, ইহা কালীবিলাশতন্ত্রে নিষেধ আছে।

সর্ব্বকাম প্রদংদেবি সর্ব্ব সৌভাগ্য দায়কং।
নাতঃপরতরং দেবি ত্রিষুলোকেষু বিদ্যতে।
ইতিতে কথিতং দেবি অস্ত্রং পাশুপতাহ্বয়ং।
যস্মৈ কস্মৈ নবক্তব্যং নপ্রকাশ্যং কদাচন।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েচ্ছক্ত্যা ভক্তিনম্রঃ সমাহিতঃ।

হে দেবি! সর্ব্বসৌভাগ্য প্রদায়ক, সর্ব্বাভিলাষপূরক এই শিব লিঙ্গ পুজন, ইহাবপর মঙ্গলদায়ক কর্ম্ম ত্রিলোকে আর নাই। হে দেবি! এই পাশুপতাস্ত্রসংজ্ঞক শিবার্চ্চন তোমাকে কহিলাম, যাহাকে তাহাকে ইহা বক্তব্য নহে, কদাপি প্রকাশ করিবেক না। পূজান্তে শক্তির অনুসারে ভক্তিনম্রাত্ম সুসমাহিত চিত্তে ব্রাহ্মণভোজন করাইবেক।

নির্ঘণ্টপত্র।

২ কল্প ১৫ খণ্ড।

১৭ সংখ্যা।

১৮ সংখ্যা।

১৯ সংখ্যা।

২০ সংখ্যা।

২১ সংখ্যা

২২ সংখ্যা

২৩ সংখ্যা

২৪ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বজনের বিদিতার্থে জানাইতেছি নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রোদিত পুস্তক সকল বিক্রীত আছে, তাহা নিম্নে লিখিতেছি, তদ্দৃষ্টে যাহার গ্রহণেচ্ছা হইবে, তিনি উক্ত যন্ত্রালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্তহইতে পারিবেন॥

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমস্কন্ধ ৮
শিবসংহিতা ১
ব্যবস্থাসর্ব্বস্ব ১
বেদান্তপরিভাষা ৷৶০
বৈধব্যধর্ম্মোদয় প্রথমখণ্ড .... ।০
ও দ্বিতীয়খণ্ড .... ।০
গোস্বামীদিগের গ্রন্থ ভাগবতসার .... ১।।০
দ্বৈধভঞ্জিকা........................ ৴১০
ভাগবত লক্ষণ প্রথমখণ্ড ৴১০
ও দ্বিতীয়খণ্ড ৴১০
নিত্যকর্ম্ম ৴১০

নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকার ১২৫৮ সাল অবধি ১২৬৬ সাল পর্য্যন্ত ৯ খণ্ড পুস্তক, প্রত্যেকখণ্ডের মূল্য.......... ৬ ছয়তঙ্কা

শ্রিযা নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
কৃতাজনহিতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীনন্দকুমারকবিরত্ন।
সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

☞ এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটীহইতে বণ্টন হয়,

---

কলিকাতা পাতুরিয়াঘাটা মণ্ডলষ্ট্রিটে ১২ সংখ্যক ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিতা হইল॥